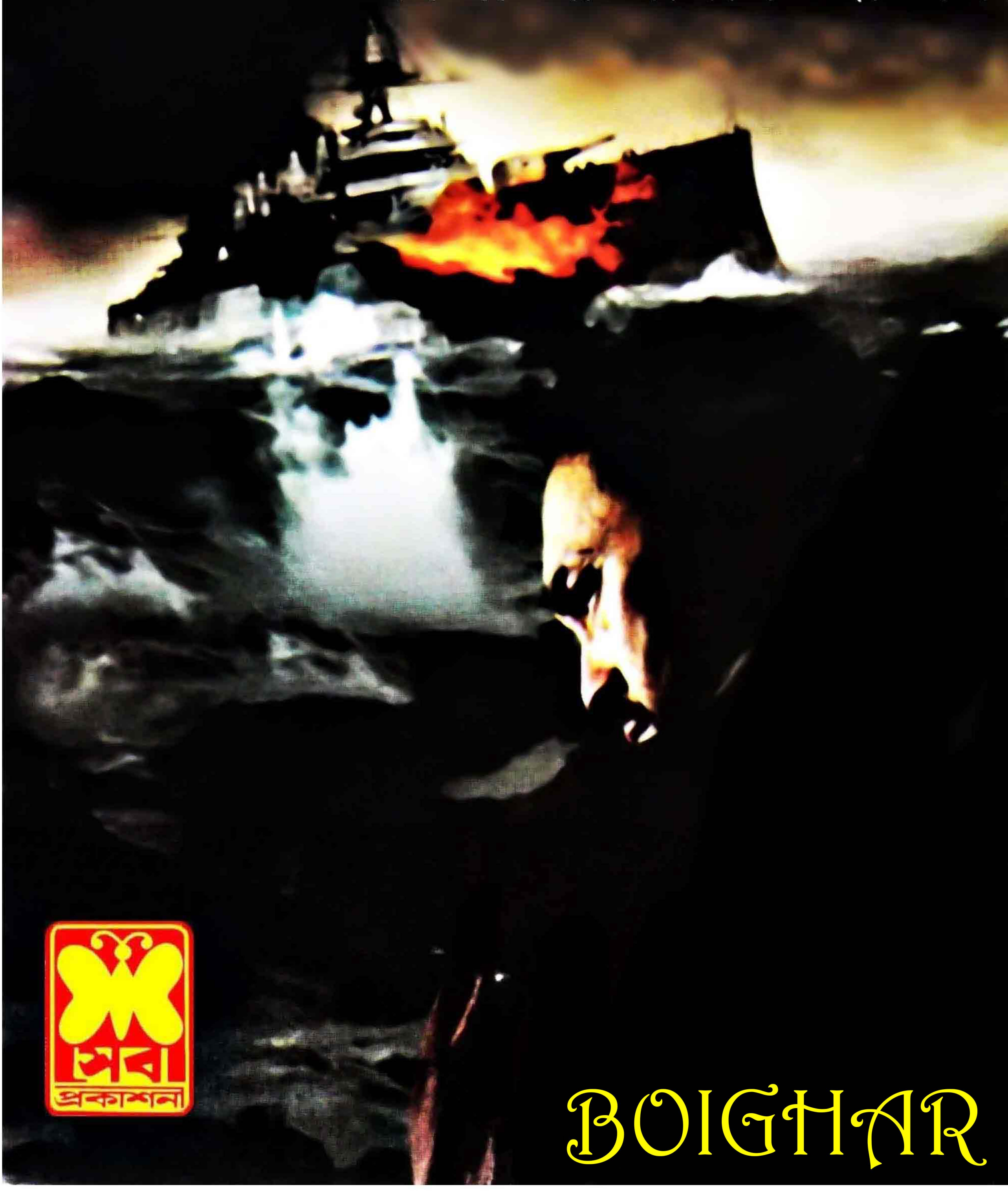
মাসুদ রানা

জাপানি টাইকুন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



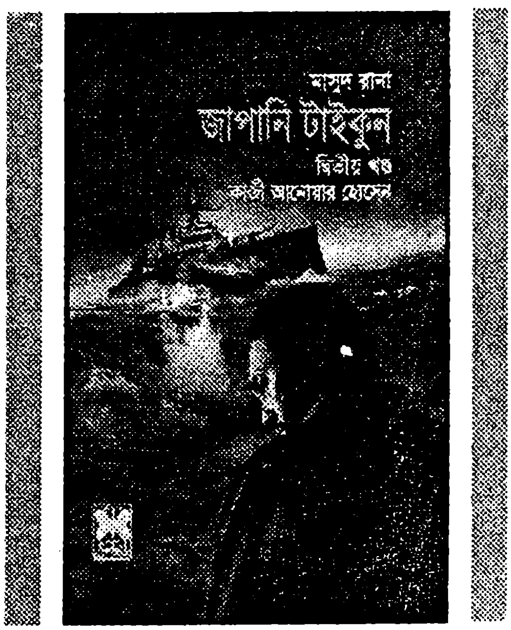
সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪৩৭

জাপানি টাইকুন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7437-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০১৪
রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana-437
JAPANI TYCOON
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একশ' দুই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক *পার্শিয়ান ট্রেজার*বাউন্টি হান্টার্স*মৃত্যুদ্বীপ*জাপানি টাইকুন।

এক

গায়ানার জঙ্গলে ট্রেইনিং পাওয়া সৈনিকদের জন্য পানামার জঙ্গলে চার মাইলের নাইট মার্চ এমন কোনও কঠিন কাজ নয়—দলটা যেখানে গাড়ি থেকে নেমেছে, সেখান থেকে টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইনের দূরত্ব ওটুকুই। আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে একটু বেশি ঘামতে হচ্ছে, এই যা। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে, তবে তাতে গরম কমেনি, বরং তাতিয়ে উঠেছে আরও।

লিজনেয়ারদের দলটার সঙ্গে রয়েছে ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড ও সোহেল আহমেদ। দু'জনেই প্রশিক্ষিত, ফলে অসুবিধে হচ্ছে না তাল মেলাতে। ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে শান্ত, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে একসারিতে এগিয়ে চলেছে সাতজন মানুষ। সবচেয়ে কঠিন কাজটা করছে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা এক তরুণ সার্জেণ্ট—তার নাম জ্যাঙ্কো, জাতীয়তায় অস্ট্রিয়ান; সবার সামনে থেকে মাচেটির সাহায্যে ঝোপঝাড় কেটে পথ তৈরি করে নিতে হচ্ছে তাকে।

সোহেল আর মার্কোস গতকালই দেখে গেছে, খনি-কম্পাউণ্ডের মেইন গেটে কড়া সিকিউরিটি রয়েছে। ওখান দিয়ে ঢোকা অসম্ভব। কাজেই বিকল্প পথে এগিয়ে কোনও একটা পাশ দিয়ে কম্পাউণ্ডে অনুপ্রবেশ করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যে-দিকটায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা দুর্বল। দুর্গম জঙ্গল ভেদ

করে নিশুতি রাতে সে-কারণেই এগোতে হচ্ছে ওদেরকে... অন্ধকারকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। অবশ্য সময়টা দিনের বেলা হলেও পথচলা মোটেও সহজ হতো না। জঙ্গলের ঘন ঝোপঝাড়ের চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য এলাকার উঁচু-নিচু, খানাখন্দে ভরা জমি। রাতে-দিনে তেমন একটা প্রভেদ নেই।

বেশ অনেকক্ষণ থেকেই রাতের আকাশের গায়ে আবছা আভা দেখা যাচ্ছিল, বড় একটা টিলার উপরে উঠতেই চোখে পড়ল সেই আভার উৎস। কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত মাইন-কম্পাউণ্ড। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা টানা কাজ চলছে ওখানে, তার জন্য লাগানো হয়েছে অনেকগুলো শক্তিশালী ইলেকট্রিক ল্যাম্প। স্টেডিয়ামের মত আলোকিত করে তোলা হয়েছে খনি-এলাকা।

মেজর পিনোঁর ইশারা পেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল সবাই। হামাগুড়ি দিয়ে কাভার নিল পাহাড়ি ঢালে গজানো ঝোপঝাড়ের পিছনে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে কম্পাউণ্ডটা একে একে খুঁটিয়ে দেখল পিনোঁ, সোহেল আর নেফারতিতি। আর দশটা মাইনিং ফ্যাসিলিটির সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। একটা পাহাড়ের গোড়ায়, হলুদ রঙের কিছু বুলডোজার আর এক্সক্যাভেটর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে। ট্রাকের সাহায্যে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে সেই মাটি। অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং, চারপাশ খোলা মেইন্টেন্যান্স শেড আর একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচার—সম্ভবত ওটা প্রসেসিং প্ল্যাণ্ট। এমপ্লয়িদের গাড়ি রাখার জন্য রয়েছে একটা পার্কিং স্পেস, কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। একটা চপার প্যাডও আছে, তবে খালি ওটা। মেইন গেটটা ওদের বাঁয়ে। গার্ড পোস্টে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। গেটের ওপারে সরু আধাপাকা রোড, কয়েক মাইল দীর্ঘ, হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে।

মূল কম্পাউণ্ডের একটা অংশ আলাদাভাবে ঘেরা। একটা এন্ট্রান্স রয়েছে ওখানে, সম্ভবত আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারে ঢোকার জন্য। আশপাশে মাটি ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে ভেণ্টিলেশনের পাইপ। সেগুলোর বিস্তৃতি দেখে আন্দাজ করা গেল, ভূগর্ভস্থ কাঠামোটা বেশ বড়।

যত দেখল, ততই এই অপারেশনের বিশালত্ব পরিষ্কার হতে থাকল ওদের চোখে। প্রতিটি ইকুইপমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাণ্ডার্ডের। ট্রাকগুলোও কোবায়াশির পোর্টে দেখা ট্রাকের চেয়ে অনেক বড়, সাধারণ রাস্তাঘাটে চলতে পারবে না। ওগুলো সম্ভবত এখানেই অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। একেকটা ট্রাক একেকটা বাড়ির সমান বড়, ছয় থেকে বারোটা চাকা লাগানো, পিছনের ক্যারিয়ারগুলো ছোটখাট সুইমিংপুল আকৃতির। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচু ড্রাইভারস্ ক্যাব, মই বেয়ে উঠতে হয়। পাহাড় খুঁড়তে থাকা এক্সক্যাভেটর আর লোডারগুলোও সেই অনুপাতের। একেকটা বাকেট পার্কিং লটে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর চেয়ে বড়। সবচেয়ে বড় যন্ত্রটা অচেনা... ট্যাঙ্কের মত ক্যাটারপিলার ট্র্যাক লাগানো, অতিকায় মেকানিকাল আর্মের সাহায্যে এক খাবলায় অন্তত পঞ্চাশ টন মাটি-পাথর তুলে নিতে পারে।

সবমিলিয়ে মনে হলো, একদল যান্ত্রিক ডায়নোসর কাজ করছে টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইনে।

এবার কম্পাউণ্ডের সিকিউরিটির দিকে মনোযোগ দিল ওরা। দুর্ভেদ্য দুর্গের মত সাজানো হয়েছে নিরাপত্তা। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া, পেরিমিটারে অনবরত টহল দিচ্ছে তিন সদস্যের ছোট ছোট প্রহরীদল। শ্রমিকদের উপর নজর রাখবার জন্য আলাদা লোক আছে। বাকিরা টহল দিচ্ছে কম্পাউণ্ডের ভিতরে। সবার কাঁধে অত্যাধুনিক রাইফেল।

ইশারায় সঙ্গীদেরকে কাছে ডাকল পিনো। জানতে চাইল,

‘কতজন গার্ড?’

‘আমি তেইশজন গুনেছি,’ জানাল নেফারতিতি।

‘উঁহুঁ, আটত্রিশ,’ বলল সোহেল। ‘আপনি বোধহয় সবাইকে দেখতে পাননি।’

ওর সঙ্গে সায় জানাল লিজনেয়াররা।

‘হুম। যদ্দূর বুঝলাম, যেখানটায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, সেখান দিয়ে নামাই সবচেয়ে নিরাপদ,’ পিনোঁ বলল। ‘গার্ড ওখানেই সবচেয়ে কম। মেশিনের গর্জন আর উড়তে থাকা ধুলোবালির কারণে মোটামুটি ভাল কাভারও পাব আমরা।’

একটু অপেক্ষা করল সে, বিকল্প কোনও প্রস্তাব কেউ দেয় কি না দেখবার জন্য। কিন্তু দিল না। প্ল্যানটা সবাইকে বুঝিয়ে দিল পিনোঁ। টিলা থেকে নেমে ওই পাহাড়ে চড়বে ওরা। ক্ষতবিক্ষত ঢাল ধরে ক্রল করে নামবে, এক্সক্যাভেটরগুলোর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। কম্পাউণ্ডে নামার পর শ্রমিক বা এমপ্লয়িদের সাজ নিয়ে গোপনে তল্লাশি চালাবে। আপাতদৃষ্টিতে আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারটাকেই রানার সম্ভাব্য লোকেশন বলে মনে হচ্ছে। ওখানে ঢোকাই হবে ওদের মূল লক্ষ্য।

প্ল্যান ঠিক হয়ে গেলে রওনা হলো ওরা। টিলা থেকে নেমে এক্সক্যাভেশনের পাহাড়ে চড়তে সময় লাগল আধঘণ্টার মত। এরপর শুরু হলো হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নামা। পিনোঁর ধারণাই ঠিক, রীতিমত দক্ষযজ্ঞ চলছে ওখানে... বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। প্রহরী নেই। ঢালের গায়ে ছোট-বড় হাজারো ফাটল, সেগুলোর ভিতরে শরীর মিশিয়ে নামতে পারল ওরা মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই। অসুবিধে হলো কেবল সোহেলের। একটা নকল হাত নিয়ে ক্রল করা কঠিন ওর পক্ষে। তবে কখনও বুকে ঘষে, কখনও বা পিছলে ও-ও তাল মিলিয়ে নামল বাকিদের সঙ্গে। উপত্যকার মেঝেতে যখন পা রাখল দলটা, ধুলোবালি আর মাটি মেখে ভূতের মত

চেহারা হয়েছে সবার।

খুঁড়ে আনা ওভারবার্ডেনের একটা স্তূপের পিছনে আশ্রয় নিল ওরা। সাবধানে উঁকি দিল। বাঙ্কারের এণ্ট্রান্স এখান থেকে দুইশ' গজ দূরে। মাঝখানের জায়গাটা দখল করে রেখেছে ছোট-বড় আরও অনেক স্তূপ আর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট। ওগুলোর কাভার নিয়ে এণ্ট্রান্সের কাছাকাছি চলে যাওয়া সম্ভব। শেষ ত্রিশ গজ জায়গা দৌড়ে পার হতে হবে। আশার কথা হলো, বাঙ্কারের মুখে গার্ড পোস্ট নেই। কম্পাউণ্ড জুড়ে নিয়মিত টহলদল থাকায় ওখানে বাড়তি লোক বসানোর প্রয়োজন বোধ করেনি বোধহয়। টহলদার প্রহরীদের চোখ এড়াতে পারলে বাঙ্কারে ঢুকে পড়তে সমস্যা হবে না।

এগোবার জন্য তৈরি হচ্ছিল ওরা, হঠাৎ এণ্ট্রান্সের কাছে নড়াচড়া দেখতে পেয়ে থমকে গেল। পাঁচজন লোক যাচ্ছে ওদিকে। চারজনের গায়ে গার্ডের ইউনিফর্ম, পঞ্চম লোকটা সিভিলিয়ান... পাটকাঠির মত দেহ। রানা নয়, অন্য কেউ। দলটা এণ্ট্রান্স পেরিয়ে বাঙ্কারে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট পরেই আবার বেরিয়ে এল ছুটতে ছুটতে। ঠোঁটের কাছে বাঁশি তুলে তীক্ষ্ণ সুরে বাজাতে শুরু করল তাদের একজন। বাকিরা চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই শোরগোল পড়ে গেল পুরো কম্পাউণ্ড জুড়ে। চারদিক থেকে ছুটে এল সশস্ত্র গার্ডরা। জ্বলে উঠল বাড়তি লাইট, আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল কম্পাউণ্ডের প্রতিটি ইঞ্চি।

প্রমাদ গুনল অনুপ্রবেশকারীরা। ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেখানটাও এখন পুরোপুরি আলোকিত। নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

'হচ্ছেটা কী!' হতভম্ব গলায় বলল নেফারতিতি। 'ওরা হঠাৎ খেপে গেল কেন?'

'মনে হচ্ছে বাঙ্কারের ভিতরে এমন কিছু পেয়েছে যেটা ওদের

পছন্দ হয়নি,' বলল পিনোঁ।

'কিংবা পায়নি,' যোগ করল সোহেল। ওর কণ্ঠে কৌতুকের আভাস। 'আমার তো মনে হয় রানাই এর জন্য দায়ী। ওকে বাঙ্কারে আটকে রেখে ছাগলগুলো হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। এখন গিয়ে দেখছে ও নেই।'

ভুরু কোঁচকাল পিনোঁ। 'আপনি অনুমান-নির্ভর কথা বলছেন। এমন হতে পারে না, ওরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে?

'বিলিভ মি,' বলল সোহেল, 'রানাকে ঠিকমত চেনার সৌভাগ্য হলে আপনিও এ-কথাই বলতেন। এ-ধরনের গোলমাল একমাত্র ওর কারণেই সৃষ্টি হতে পারে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো আমাদের জন্য খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ কাজ সেরে বেরিয়ে যাব ভেবেছিলাম, এখন আর তা সম্ভব নয়।'

'পরিস্থিতি আরও খারাপ, স্যর,' পাশ থেকে বলল জ্যাঙ্কো। 'ওই দেখুন, সার্চলাইট দিয়ে আউটার ফেন্সে সুইপ চালাচ্ছে ওরা। আমার তো মনে হচ্ছে পুরোদস্তুর সার্চ শুরু হবে এখুনি।'

আসলেই তা-ই। উজ্জ্বল আলোয় এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এন্ট্রান্সে দাঁড়ানো সিভিলিয়ানকে। হাড় জিরজিরে লোকটা খেপে গেছে ভীষণ। চিৎকার করে কী কী সব বলছে সমবেত প্রহরীদের উদ্দেশে। হাত নেড়ে কম্পাউণ্ডের বিভিন্ন অংশ দেখাচ্ছে, বোধহয় বোঝাচ্ছে পলাতক মানুষটা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে। ওভারবার্ডেনের স্তূপের দিকেও তাকে ইশারা করতে দেখল ওরা।

'আমাদের এখুনি সরে যাওয়া দরকার,' থমথমে গলায় বলল পিনোঁ।

'সম্ভব নয়,' সোহেল মাথা নাড়ল। 'এখন ঢাল বেয়ে উঠতে গেলেই ওরা দেখে ফেলবে আমাদের। তারচেয়ে এখান থেকেই প্রতিরোধ গড়ার চিন্তাভাবনা করুন'

হতাশায় মাথা নাড়ল পিনোঁ। লোকবল বা অস্ত্রশস্ত্র, দু'দিক থেকেই প্রতিপক্ষের চেয়ে ওরা অনেক দুর্বল। লড়াই করে টেকা যাবে না। ফাঁদে পড়ে গেছে।

বিপদ আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল কয়েক মিনিট পর। মেইন গেটের দিক থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ। সেদিকে মুখ ঘোরাতেই কম্পাউণ্ডের প্রবেশপথে বসানো লোহার দণ্ডটা উঠে যেতে দেখল ওরা। একটা মিলিটারি ট্রাক ঢুকল ওখান দিয়ে। জনাত্রিশেক সৈনিক বসে আছে পিছনে। পানামানিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরে আছে সবাই। নাকামুরার অনুরোধে রি-ইনফোর্সমেন্ট হিসেবে এসেছে এরা। বাঙ্কারের সামনের খোলা জায়গায় থামল ট্রাকটা। দ্রুত, কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে টপাটপ নেমে এল সৈনিকেরা।

'মাই গড!' কোনোমতে ঢোক গিলে ফিসফিস করল পিনোঁ।

ওদের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রানাকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, এখন নিজেরাই বাঁচবে কি না সন্দেহ! কী করবে ভেবে পেল না।

পানামানিয়ান কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলছে সিভিলিয়ান লোকটা। একটু পরেই মাইনের গার্ড আর সেনাসদস্যরা এক লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। সুইপিং ফরমেশন—বিশ ফুট পর পর একেকজন, কম্পাউণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চিরুনি-তল্লাশি চালাবে। ধরা পড়ে যাওয়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

আর কোনও উপায় না পেয়ে সোহেলের পরামর্শটাই মেনে নিল মেজর পিনোঁ। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'লড়াই করতে হবে আমাদের। সবাই যার যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি হও। কাছে আসুক ওরা, আমি অর্ডার দিলেই গুলি ছুঁড়বে। আগেই টার্গেট ঠিক করে নাও। একটা গুলিও যেন নষ্ট না হয়।'

অভিজ্ঞ চোখে প্রতিপক্ষকে যাচাই করছে সোহেল। পিনোঁর কথা শেষ হলে বলল, 'গার্ডরা প্রফেশনাল মার্সেনারি, ওদের উপরেই প্রথম হামলা করা দরকার। অভিজ্ঞ যোদ্ধা যত কমে, তত ভাল। যদ্দূর বুঝতে পারছি, পানামানিয়ান সোলজারদের কমব্যাট এক্সপেরিয়েন্স নেই। আশপাশে দু'চারজন অক্কা পেলে ঘাবড়ে যাবে। বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে আমরাও পালাবার সুযোগ পাব।'

'গুড আইডিয়া, একমত হলো পিনোঁ। 'গেট রেডি, বয়েজ। চলো দেখিয়ে দিই, ফ্রেঞ্চ লিজন কী জিনিস!'

শুরু হলো রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। বাঙ্কারের সামনে থেকে তল্লাশি শুরু হয়েছে, ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছে শত্রুরা। তাড়াহুড়ো করছে না। পিনোঁর মধ্যেও তাড়া নেই। মাত্র ছ'টা রাইফেল ওদের সঙ্গে; নকল হাত দিয়েও রাইফেল চালাতে পারে সোহেল, কিন্তু ইচ্ছে করেই রাইফেল নেয়নি—ওর অস্ত্র একটা পিস্তল। রাইফেলের চেয়ে পিস্তলের ওপরই ওর আস্থা বেশি। দুর্দান্ত হাত। অবশ্য অ্যামিউনিশন সীমিত। প্রত্যেকটা বুলেটে শত্রুপক্ষের সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি করতে হবে।

সুইপ লাইন পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছুলে সন্তুষ্ট হলো পিনোঁ। চাপা গলায় আদেশ দিল, 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল রেসকিউ টিমের অস্ত্রগুলো। সুইপ লাইন থেকে বুক-পেট চেপে ধরে ধরাশায়ী হলো সাতজন মার্সেনারি। বিশৃঙ্খলা দেখা দিল পুরো দলটার মধ্যে। পড়িমরি করে যে-যেদিক পারে ছুটতে শুরু করল। আবারও গুলি করল সোহেলরা। আরও তিনজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'দশজন খতম!' সোল্লাসে বলল সোহেল। 'মন্দ নয়। কী বলেন?'

পিনোঁর মুখ যেন পাথরে গড়া। কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না শান্ত গলায় বলল, 'সারপ্রাইজের মেয়াদ শেষ। এবার শুরু হবে

আসল লড়াই। তৈরি হোন।'

লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। ইকুইপমেণ্ট চালু রেখেই ছোটাছুটি করছে অপারেটর আর শ্রমিকেরা। দৌড়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেবে কি না ভাবল পিনোঁ, পরক্ষণে দূর করে দিল ভাবনাটা। কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না কেউই, ছুটে চলে যাচ্ছে কম্পাউণ্ডের ভিতর দিকে, এনিমি লাইনের পিছনে। ওভারবার্ডেনের স্তূপ, সেই সঙ্গে পার্ক করা এক্সক্যাভেটর, বুলডোজার আর লোডারগুলোর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে মার্সেনারি আর সৈনিকরা। বেরুলেই গুলি খেতে হবে।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না শত্রুপক্ষের দিক থেকে।

'কী ব্যাপার?' অস্থির গলায় বলল নেফারতিতি। 'ওরা এমন চুপ করে আছে কেন?'

'প্ল্যান সাজাচ্ছে,' অনুমান করল সোহেল। 'আটঘাট বেঁধে আসবে।'

'প্ল্যানটা কী ধরনের হতে পারে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'আমি হলে প্রথমে ডাইভারশন সৃষ্টি করতাম,' সোহেল বলল। 'এদিকটায় গোলমাল বাধিয়ে ঘুরপথে কিছু লোক পাঠাতাম ওখানে।' পিছনের পাহাড়চূড়ার দিকে ইশারা করল ও। 'হাই গ্রাউণ্ডে পজিশন নিয়ে ফাঁদে ফেলতাম শিকারকে।'

'সর্বনাশ! ওখানে ওরা পৌঁছুতে পারলে তো আমরা এক পা-ও আর নড়তে পারব না। উপর থেকেই পাখি শিকারের মত ফেলে দিতে পারবে আমাদেরকে!'

'তা তো বটেই।'

'ওরা কি তা-ই করবে?'

'দেখাই যাক,' পিনোঁ বলল। নিজের দু'জন সৈনিককে ডেকে পাহাড়ের দিকে নজর রাখতে নির্দেশ দিল।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই শুরু হলো যুদ্ধ। ওদের মাত্র এক ফুট দূরে ওভারবার্ডেনের ঢিবির গায়ে প্রথম গুলিটা বিঁধল। আঁতকে উঠল সোহেল। যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও কৌশলী এরা। শার্পশুটার ব্যবহার করছে! ওর জানা নেই, প্রতিপক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যাপ্টেন হারুকি... দক্ষ ট্যাকটিশিয়ান সে।

চোখে দূরবীন ঠেকিয়ে শার্পশুটারের অবস্থান খুঁজে বের করল পিনোঁ। 'ওই যে, প্রসেসিং প্ল্যাণ্টের ছাতের ওপর পজিশন নিয়েছে ব্যাটা। স্যামুয়েল... নিজের দলের শার্পশুটারকে ডাকল, 'কিছু করতে পারবে?'

'নো প্রবলেম, স্যর,' বলল স্যামুয়েল। 'মজা দেখাচ্ছি ওকে।' রাইফেল তুলে পর পর কয়েকটা গুলি করল সে, বেসামাল করে দিল শার্পশুটারকে।

নীচের শত্রুরা এবার ফায়ার ওপেন করল। তাড়াতাড়ি ঢিবির পিছনে জড়োসড়ো হয়ে গেল রেসকিউ টিম। ঢালের মত বুক পেতে ওদেরকে রক্ষা করল ঢিবিটা। গুলির তোড় একটু কমতেই আবার আড়াল থেকে রাইফেলের ব্যারেল বের করল ওরা। গোলাগুলির কাভার নিয়ে কয়েকজন এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, লক্ষ্যস্থির করে তাদের উদ্দেশে গুলি করল লিজনেয়াররা।

গর্জন, ক্রুদ্ধ শিস, এবং তারপর একটা আর্তচিৎকার। বুকে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল এক মার্সেনারি। বাকিরা লাফ-ঝাঁপ দিয়ে খুঁজে নিল আড়াল। সেখান থেকে বেদম গুলি চালাল।

ধুলো, গরম আর গোলাগুলি—বিচিত্র এক প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে যুদ্ধের। মুহুর্মুহু আওয়াজে কান ঝালাপালা। এভাবেই চলতে থাকল কিছুক্ষণ। কেউই অপরপক্ষের বড় কোনও ক্ষতি করতে পারছে না। উভয়পক্ষই গাল দিচ্ছে একে

...—নাগালের বাইরে বলে লাগাতে পারছে না, কিংবা নিশানা নড়ে যাচ্ছে, কোনও বেমক্কা বাধা পড়ছে দৃষ্টিপথে।

তবে খাবারের সন্ধানে দিশেহারা পিঁপড়ে যেভাবে ক্ষুদ্রতম ফাটলেও ঢুঁ মারে, সেভাবে ওভারবার্ডেনের প্রতিটি ঢিবি... প্রতিটি এক্সক্যাভেটিং ইকুইপমেন্টের কাভার নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে শত্রুরা। এগোতে এগোতেই পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে।

হঠাৎ কাঁধে গুলি খেয়ে কাতরে উঠল এক লিজনেয়ার, হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল।

'স্যর!' প্রায় একই সময়ে চেঁচিয়ে উঠল জ্যাঙ্কো। 'ঢাল বেয়ে কয়েকজন উপরে উঠছে!'

'গুলি করো!' উত্তেজিত গলায় বলল পিনোঁ। 'আমাদের মাথার উপরে যেন পৌঁছুতে না পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রিগার চাপল জ্যাঙ্কো। গর্জে উঠল তার রাইফেল। ওদের বাঁ দিকে, ঢাল ধরে পাহাড়ে চড়ছিল তিনজন মার্সেনারি, দুলে উঠল একজন। বাকি দু'জন থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার গুলি চালাল জ্যাঙ্কো। পিঠে লাগল, ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ল আরেকজন। তৃতীয়জন সাহস হারিয়ে লাফ দিল। ঢাল ধরে পিছলাতে পিছলাতে নীচে ফিরে আসছে।

'দুটো মরেছে, স্যর!' খুশি খুশি গলায় বলল জ্যাঙ্কো।

'ভেরি গুড,' প্রশংসা করল পিনোঁ। আহত সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'ওরামের কী অবস্থা?'

হামাগুড়ি দিয়ে তার পাশে চলে গেল নেফারতিতি। ক্ষত পরীক্ষা করে আশ্বস্ত হলো। মারাত্মক কিছু হয়নি, কাঁধের বোন জয়েন্টের চূড়ায় ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। পরে অবশ্য ভোগাবে ওটা। রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল আহত জায়গাটা।

'আমাদের এখন সরে পড়া উচিত, মেজর,' বলল ও।

'কীভাবে?' হতাশ গলায় জানতে চাইল পিনোঁ। 'সবদিক

কাভার করে রেখেছে ওরা।'

কথাটা শেষ হতেই কালো রঙের একটা ডিম্বাকৃতি জিনিস উড়ে এল ওদের দিকে, ঢিবির বিশ গজ দূরে আছড়ে পড়ল।

'গ্রেনেড!'

চেঁচিয়ে উঠে ঝাঁপ দিল পিনোঁ, কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই ফাটল ওটা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল সে, গায়ে-মাথায় ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল একরাশ মাটি ও জঞ্জাল। আতঙ্কিত হয়ে শুয়ে শুয়েই হাত-পা ঝাড়া দিল, আশ্বস্ত হলো সব ঠিক আছে দেখে।

চেঁচিয়ে উঠল কর্কশ গলায়, 'পালাও!'

মাথা নিচু করে ছুট লাগাল সবাই। কোথায় যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না, শুধু জানে এখান থেকে সরে যেতে হবে। বসে থেকে শত্রুদের সহজ শিকারে পরিণত হওয়া যাবে না। কিন্তু দশ পা গিয়েই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দুই মার্সেনারি। ওদের থেকে চল্লিশ গজ দূরে আছে তারা রাইফেল তুলছে। মামলা খতম।

লড়াই শেষ, ভাবল পিনোঁ। সব শেষ। অস্ত্র তোলার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, এই অবস্থায় একচুল নড়তে গেলেই গুলি খেতে হবে। ব্যাটারা কেন দেরি করছে, ভেবে পেল না সে। যা করার করছে না কেন? সোহেলের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আশ্চর্য! মানুষটা নির্বিকার, চেহারায় ভয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। যা আছে, তা আফসোস। ব্যর্থ হবার দুঃখ।

শক্ত হয়ে দাঁড়াল পিনোঁ, মরণ যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে মনে মনে তৈরি। একটা বুলেট, তারপর চেপে বসবে আঁধার। তারপর...

গুলি হলো। পর পর দুটো।

কোনও ব্যথা অনুভব করছে না দেখে অবাক হলো পিনোঁ।

ভাল করে তাকাতেই চমকে উঠল। বুক চেপে ধরেছে দুই মার্সেনারি, হাত থেকে খসে পড়েছে রাইফেল। হাঁটু মুড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ওদের চোখের সামনে।

আর তখুনি ওদের কানে এল নতুন একটা আওয়াজ... ইঞ্জিনের। ঘাড় ফেরাতেই বাঙ্কারের দিক থেকে একটা ক্যাটারপিলার বাকেট লোডারকে ছুটে আসতে দেখল। উন্মত্ত জানোয়ারের মত আসছে ওটা। ড্রাইভারস্ ক্যাবের জানালা দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ বের করে রেখেছে একটা ছায়ামূর্তি, হাতের রাইফেল দিয়ে ক্রমাগত গুলি বেরুচ্ছে।

পানামানিয়ান সৈন্য আর মার্সেনারিদের পজিশনের পিছন থেকে উদয় হয়েছে লোডার, ওরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পিঠে গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হলো কয়েকজন। বাকিরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটতে শুরু করল। ডিফেন্সিভ লাইন সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গেছে। পালাতে গিয়ে আরও কয়েকজন গুলি খেলো। বৃথাই পাল্টা গুলি করা হলো কয়েকটা, কিন্তু লোডারের পুরু দেহ অনায়াসে হজম করে নিল সে-সব আঘাত।

কম্পাউণ্ডের বুকে ঝড় তুলে যেন ছুটে চলল বিশাল বাহনটা, থামল একেবারে রেসকিউ টিমের পাশে এসে। উজ্জ্বল আলোয় এবার পরিষ্কার দেখা গেল চালককে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'লিফট চাই কারও?' সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

দুই

বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসতে অসুবিধে হয়নি রানার। প্রকোষ্ঠ থেকে বেরুবার খানিক পরেই করিডোরে দেখা পেয়ে গিয়েছিল এক গার্ডের। ওকে মুক্ত অবস্থায় দেখে চমকে উঠেছিল লোকটা, দেরি করে ফেলেছিল অস্ত্র তুলতে। চাঁদি বরাবর পাইপের এক বাড়িতে তাকে ধরাশায়ী করেছে ও। এরপর বদলে নিয়েছে পোশাক। অজ্ঞান গার্ডকে মুখ-হাত-পা বেঁধে লুকিয়ে রেখেছে একটা খালি কামরায়, তারপর কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে গটমট করে বেরিয়ে এসেছে বাঙ্কার থেকে।

পরের ছ'ঘণ্টা লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ওকে। বাঙ্কারের ভিতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢিলেঢালা হলেও বাইরে ঠিক বিপরীত। সারাক্ষণ টহল দেয়া হচ্ছে পেরিমিটারে, প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ফেন্স টপকানো অসম্ভব। মেইন গেটেও ঢোকা এবং বেরুবার সময় চেক করা হচ্ছে সবাইকে। অগত্যা বাঙ্কার থেকে কিছু দূরে, একটা মেইন্টেন্যান্স শেডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রানা। ওখান থেকেই ড্রাগোকে সঙ্গীসাথী নিয়ে বাঙ্কারে ঢুকতে দেখেছে... দেখেছে বেরিয়ে এসে চেঁচামেচি জুড়তেও। তল্লাশি শুরু হলেও দুশ্চিন্তা করেনি। গায়ে ইউনিফর্ম রয়েছে, তল্লাশিদলের সদস্য সেজে নিজেই মিশে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। একমাত্র চমক ছিল কম্পাউণ্ডে রেসকিউ টিমের উপস্থিতি। লড়াই শুরু হতেই ওদের

পরিচয় আঁচ করে নিয়েছে, ঠিক করেছে ইতিকর্তব্য।

শত্রুরা যখন আত্মরক্ষা আর পাল্টা-আক্রমণ নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে একটা ক্যাটারপিলার বাকেট লোডারে উঠে বসেছে রানা। অপেক্ষা করেছে সঠিক সময়ের জন্য, তারপরেই ইঞ্জিন চালু করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেদ করেছে শত্রুব্যূহ। থেমেছে বন্ধুদের ঠিক পাশে এসে।

'লিফট চাই কারও?' জিজ্ঞেস করল ও।

'রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নেফারতিতি।

'শালা!' গাল দিয়ে উঠল সোহেল। 'এতক্ষণে চাঁদমুখ দেখাবার সময় হলো তোর?'

'দাঁড়িয়ে থাকিস না,' বলল রানা। 'উঠে আয় জলদি।'

হুড়োহুড়ি করে বিশাল বাহনটায় উঠে পড়ল রেসকিউ টিমের সাত সদস্য। পিছন থেকে গুলি করা হলো, লোডারের ব্যাক-এণ্ডে ফুলকি তুলল বুলেটগুলো।

'ফায়ার!' চেঁচাল পিনোঁ।

ক্যাবের দু'পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় পাল্টা গুলি ছুঁড়ল লিজনেয়াররা। শত্রুদেরকে বাধ্য করল আড়ালে সরে যেতে।

'হ্যাঙ অন!' বলল রানা, ব্রেক রিলিজ করে সামনে বাড়াল বাহনকে।

ক্রুদ্ধ পশুর মত ছুট লাগাল লোডার। পাশ দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করেই পানামানিয়ান আর্মির ট্রাকটাকে একটা গুঁতো দিল রানা, কাত হয়ে উল্টে গেল ওটা। এরপর এগোল মেইন গেটের দিকে।

গার্ড পোস্টে দাঁড়ানো প্রহরীরা বৃথাই কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল। যন্ত্রদানবটাকে ঠেকানো যাবে না বুঝতে পেরে একটু পরেই লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। তুমুল আক্রোশ নিয়ে গেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোডার।

মড়মড় আওয়াজ তুলে গোড়া থেকে উপড়ে এল পাল্লাদুটো। ছিটকে পড়ল সামনে। ওগুলোকে মাড়িয়ে উপর দিয়ে ছুটে গেল লোডার, বেরিয়ে এল অ্যাক্সেস রোডে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা। কম্পাউণ্ডের ভিতরে বিশৃঙ্খলভাবে ছোটাছুটি করছে শত্রুরা। সংগঠিত হয়ে পিছু নিতে সময় লাগবে ওদের। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে ওদেরকে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল ফ্লোরে। ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে ছুটছে এখন ক্যাটারপিলার লোডার। এটাই ওটার সর্বোচ্চ গতি। ইশ্‌শ্‌, আরেকটু যদি জোরে চলত!

অ্যাক্সেস রোডে কোনও আলো নেই। মাইন কম্পাউণ্ড থেকে দূরে সরে যেতেই চারপাশে নেমে এল কালিগোলা আঁধার হেডলাইটের আলোয় সামনে আধাপাকা রাস্তাটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে কয়েকবারই বিপদের সম্মুখীন হলো ওরা। একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল পথের আঁকবাঁক। রানা দক্ষ হাতে লোডারকে ঘুরিয়ে নিতে না পারলে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়তে হতো।

হঠাৎ দূরে চকচক করে উঠল কী যেন। গতি একটু কমাল রানা। আরেকটু এগোতেই পরিষ্কার হলো অবয়বটা। হেডলাইটের আলোয় ফুটে উঠল স্টিলের তৈরি একটা অস্থায়ী সেতুর কাঠামো ওটার সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল রানা।

'থামলে কেন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ব্রিজটা জরিপ করল রানা। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ চওড়া খুব বেশি নয়, কোনোমতে জায়গা হবে ওদের লোডারের। কিন্তু গঠন দেখে মনে হচ্ছে না ভারী বাহনটার ওজন সইতে পারবে। আরেকটু ভালমত দেখবার সিদ্ধান্ত নিল

'নামো সবাই,' বলল ও।

'কেন?'

'ব্রিজটার ব্যাপারে শিয়োর হয়ে নিতে চাই। আমরা ওঠার পর যেন হুড়মুড় করে ভেঙে না পড়ে।'

আর কিছু না বলে টপাটপ নেমে পড়ল সবাই। সবশেষে রানা। ব্রিজের কিনারে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কাঠামোটা। তারপর উপরে উঠে পা ঠুকল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। 'নাহ্, লোডারের ওজন নিতে পারবে না। ভেঙে যাবে।'

'তা হলে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

পিনোঁর কাছ থেকে একটা টর্চ নিয়ে ব্রিজের পাশে গেল রানা। নীচে আলো ফেলল। প্রায় বিশ ফুট গভীর একটা খাদ। তলায় নালার মত পানি বইছে। দু'পাশে ঢালু পাড়। পায়ে হেঁটে নামতে অসুবিধে হবে না, অন্যপাশ দিয়ে উঠেও পড়া যাবে।

'এবার হাঁটব আমরা,' বলল ও। 'আর কোনও উপায় নেই।'

'কিন্তু কম্পাউণ্ডের গার্ডরা তো গাড়ি নিয়ে আসবে,' বলল পিনোঁ। 'ওদের তো ব্রিজ পেরুতে অসুবিধে নেই।'

'গাড়ি যাতে ব্যবহার করতে না পারে সে-ব্যবস্থা করছি,' বলল রানা। 'রাস্তাটা কোথায় গেছে, জানেন?'

'হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে।'

'ওখানে কোনও ব্যারিকেড বা গার্ড আছে?'

'না, নেই।'

'বাহ্, তা হলে তো রাস্তা ধরেই এগোনো যাবে। আপনারা গাড়ি নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই? ওটা কোথায়?'

'অ্যাক্সেস রোডের মুখ থেকে কিছুদূর সামনে। জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছি।'

'কত দূর?'

'বড় জোর তিন মাইল। তার বেশি নয়।'

'গুড। তা হলে হাঁটতে শুরু করুন। আমি আসছি।'

‘তুই আবার কোথায় চললি?’ ভুরু কোঁচকাল সোহেল।

‘আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে আবার পিছনে থেকে যেতে চাইছ না তো?’ শঙ্কা প্রকাশ পেল নেফারতিতির গলায়।

‘মাথা খারাপ?’ রানা বলল। ‘একবারেই শিক্ষা হয়ে গেছে। আর না।’ হাসল ও। ‘তোমাদের সঙ্গেই যাব, তার আগে ওদের পথে একটু বাধা তৈরি করে আসি। তোমরা এগোও। ওপারে দেখা হচ্ছে।’

লোডারে চড়ে বসল ও। ব্রেক রিলিজ করে সামনে বাড়াল ওটাকে। উঠে পড়ল ব্রিজে। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল বাকিরা। মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

ব্রিজের ঠিক মাঝখানে পৌঁছে ব্রেক চাপল রানা। থমকে দাঁড়াল ভারী লোডার। ততক্ষণে ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে ব্রিজ, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে সহ্যক্ষমতার বেশি ওজনের বিরুদ্ধে। কাঁপতে শুরু করেছে। দ্রুত ক্যাব থেকে বেরিয়ে এল রানা, হুডের উপর পা রেখে একটা লাফ দিল। নেমে এল লোডারের সামনে। নীচে পা পড়তেই দৌড়াতে শুরু করল প্রাণপণে। শেষ প্রান্ত যখন কয়েক ফুট দূরে, ঠিক তখুনি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ব্রিজের গোটা কাঠামো। বিকট আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়তে লাগল। ছুটন্ত অবস্থায় ডাইভ দিল রানা, তীরের মত পেরিয়ে এল ব্রিজের সীমানা। পরক্ষণে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল গোটা ব্রিজ। খাদের তলায় আছড়ে পড়ল ভারী লোডার আর ভাঙাচোরা স্টিলের টুকরো। গগনবিদারী আওয়াজে প্রকম্পিত হলো চারদিক।

ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হাত দিয়ে ঝাড়ল গায়ের ধুলো। তাকাল সঙ্গীদের উদ্দেশে। ঢাল বেয়ে অর্ধেক নেমেই মূর্তির মত জমে গেছে ওরা। হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রয়েছে ধ্বংসযজ্ঞের দিকে।

'কী হলো?' তাড়া লাগাল ও। 'দাঁড়িয়ে কেন? জলদি এসো!'

হুড়োহুড়ি করে আবার এগোল দলটা। খাদের তলা পেরিয়ে এপাশের ঢাল বেয়ে উঠে এল।

'নাইস জব, মসিয়ো রানা!' প্রশংসার সুরে বলল মেজর পিনোঁ। 'ব্রিজটা যে এভাবে ধসিয়ে দেয়া যায়, তা আমার মাথাতেই আসেনি। আমি বরং হাপিত্যেশ করছিলাম সঙ্গে কোনও এক্সপ্লোসিভ নেই ভেবে।'

বাকিদের চোখেও সপ্রশংস দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। বুঝতে পারছে, ব্রিজ ধ্বংস করে দেয়ায় এবার আর গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করতে পারবে না শত্রুরা। পায়ে হেঁটে পিছু নিতে হবে। বেশ কয়েক মিনিট এগিয়ে থাকায় ওদের নাগাল পাওয়া সহজ হবে না তাদের জন্য।

'থাক, থাক, অত প্রশংসা না করলেও চলবে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, বিব্রত। 'আগে জান নিয়ে পালাই, তারপর নাহয়...'

দূর থেকে আবছাভাবে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ। অন্ধকারে ফুটে উঠল কয়েকটা আলোর রেখা। হেডলাইট। কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে শত্রুরা।

আর দেরি করা চলে না। উল্টো ঘুরে ছোট কদমে দৌড়াতে শুরু করল ওরা। অ্যাক্সেস রোডের পাশ ধরে হাইওয়েতে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। সেখান থেকে লুকানো গাড়িতে পৌঁছুল আরও কয়েক মিনিট পর। কোনও বিপদ ছাড়াই।

বিশ মিনিটের মাথায় গাড়ি নিয়ে নিরাপদেই এলাকা ছাড়ল রানা ও তার সঙ্গীরা।

তিন

স্ত্রী-সন্তানকে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিয়ে রাতভর জেগে রয়েছে মার্কোস। ভোর হবার আধঘণ্টা আগে কড়া নড়তেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। চোখের সামনে রানাকে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে যেন বিশ্বাস করতে পারল না, তারপরেই জড়িয়ে ধরল আবেগের আতিশয্যে।

'আরে, ছাড়ুন, ছাড়ুন!' বলল রানা। 'ঘরে তো ঢুকতে দেবেন, নাকি? আগে আহত ওরাম-এর চিকিৎসা...'

কীসের ঘরে ঢোকা, কীসের চিকিৎসা... এতক্ষণ সুযোগ পাওয়া যায়নি, এবার মার্কোসের দেখাদেখি বাকিরাও জড়িয়ে ধরল ওকে, এমনকী ওরামও। লাজলজ্জার পরোয়া করল না নেফারতিতি, জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো রানার ঠোঁটে। আর সোহেল মারল একটা ঘুসি।

'সে কী! মারছিস কেন?' কাঁধ ডলতে ডলতে বলল রানা।

'গাধার মত ধরা পড়েছিলি বলে,' কপট রাগ দেখাল সোহেল। বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছে চোখের পানি। 'শা-আ-লা! যদি কিছু হয়ে যেত?' গাল দিলেও কণ্ঠের উদ্বেগ চাপা থাকল না।

'আমার আবার কী হবে?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'যা হবার তো হতে যাচ্ছিল তোদের। আমি যদি সময়মত হাজির না হতাম, তা হলে তোরাই অক্কা পেতি। জীবনে এই প্রথম দেখলাম,

রেসকিউ টিমকেও রেসকিউ করতে হয়। তাও আবার যাকে রেসকিউ করতে গেছিস, তারই! উল্লু কাঁহিকে!'

হেসে উঠল সবাই। শুধু মেজর পিনোঁর মুখ কালো হয়ে গেল। তার জন্য বিষয়টা একটু বিব্রতকর বৈকি!

হৈচৈ শুনে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মার্কোসের স্ত্রী মারিনা, সঙ্গে তার দুই ছেলে আর পিন্টো—ঘুম ভেঙে গেছে সবার। রানাকে দেখতে পেয়েই আনন্দে চিৎকার করে উঠল পিন্টো। ছুটে এল। ওকে কোলে তুলে নিল রানা।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' অভিমানী গলায় জিজ্ঞেস করল পিন্টো। 'সারাদিন আসোনি কেন?'

কখন যেন ওকে ভালবেসে ফেলেছে ছোট্ট ছেলেটা... বসিয়ে দিয়েছে হারানো পিতার আসনে! ব্যাপারটা উপলব্ধি হতেই বুকের ভিতরে হাহাকার করে উঠল রানার। কঠিন এক জীবন বেছে নিয়েছে ও, নিয়েছে বিপজ্জনক এক পেশা। সংসারের বাঁধনে সম্ভবত কোনোদিনই জড়ানো হবে না ওর, হবে না নিজের কোনও সন্তান। এমনকী এই পিন্টোকেও ছেড়ে যেতে হবে খুব শীঘ্রি, পানামার মিশন শেষ হলেই। কী অজুহাত দেবে ভেবে পেল না, শুধু ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আর কখনও এমন করব না।'

ধীরে ধীরে পিন্টোকে কোল থেকে নামাল রানা, আর নিচু হতেই বোঁ করে উঠল মাথা। ড্রাগোর অমানুষিক টর্চার, সেই সঙ্গে দু'দিনের তীব্র ধকলে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হতে চলেছে শরীর। পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে, পাশ থেকে ওকে ধরে ফেলল নেফারতিতি।

'রানা! তুমি ঠিক আছ?'

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল রানা। 'খারাপ লাগছে। একটু বিশ্রাম নিতে পারলে...

'আসুন, আসুন,' তাড়াতাড়ি বলল মারিনা। 'গেস্ট রুম তৈরিই আছে।'

আর কিছু বলার শক্তি পেল না রানা, ধরাধরি করে ওকে গেস্ট রুমে নিয়ে গেল নেফারতিতি আর সোহেল। গা থেকে ময়লা ইউনিফর্ম খুলে শুইয়ে দিল বিছানায়। বাথরুম থেকে ভেজা তোয়ালে এনে ওর শরীর মুছে দিতে শুরু করল নেফি। কিন্তু তার আগেই অতল ঘুমে তলিয়ে গেল ও।

রানা যখন জাগল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। চোখ খুলতেই জানালা দিয়ে দেখল, বাইরে কড়া রোদ উঠেছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরলেও ঘামে ভিজে আছে শরীর। শোয়া অবস্থাতেই ঘরের ভিতরে নজর বোলাল। প্রথমে চিনতে পারল না জায়গাটা, পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল রাতের ঘটনা।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামল রানা। অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে মুখহাত ধুয়ে ভদ্রস্থ হলো। বিছানার পাশে, চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পরিষ্কার একপ্রস্থ পোশাক। ওরই... হোটেল থেকে নিয়ে এসেছিল সোহেল। প্যান্ট পরল রানা, উপরে শার্ট চড়াল। তারপর বেরিয়ে এল গেস্ট রুম থেকে।

কিচেনের দিক থেকে ভেসে আসছে মানুষের কণ্ঠ, সেই সঙ্গে সদ্য রান্না করা খাবারের সুঘ্রাণ। পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর। প্রায় দু'দিনের অভুক্ত। তাড়াতাড়ি এগোল ওদিকে। দরজা পেরুতেই দেখতে পেল সোহেল, নেফারতিতি, মার্কোস, আর মেজর পিন্টোকে। কিচেনের এককোণে, ডাইনিং টেবিলে বসে আছে ওরা। পিন্টো আর মার্কোসের দুই ছেলেও আছে, লাঞ্চ শেষ করেছে এইমাত্র।

রানাকে দেখেই আবারও ছুটে এল পিন্টো। ওকে আদর করে দিল রানা। চুলোর কাছে ছিল মারিনা, এগিয়ে এসে বাচ্চাদেরকে

বলল, 'অ্যাই, তোমরা এখন আর বিরক্ত কোরো না ওঁকে। যাও, খেলতে যাও।'

চলে গেল বাচ্চারা। রানা গিয়ে বসল ডাইনিং টেবিলে। 'ক'টা বাজে?'

'দুটো,' বলল নেফি। 'ঘুম কেমন হলো?'

'ভাল না,' বলল রানা। 'দুঃস্বপ্ন দেখেছি—একটা জ্যান্ত কঙ্কাল আমাকে সুঁই হাতে তাড়া করছে।'

'কঙ্কালের হাতে সুঁই?' ভ্রূকুটি করল সোহেল। 'মানে কী এর?'

'পরে বলি? আগে কিছু খাওয়া দরকার। পেটের ভিতরে ছুঁচো দৌড়াচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' শশব্যস্ত হয়ে উঠল মার্কোস। 'আমরাও আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। মারিনা, খাবার দাও আমাদের।'

পরের বিশ মিনিটে হালকা গল্পগুজবের মধ্যে লাঞ্চ করল ওরা। খাওয়া শেষ হলে আলোচনায় বসল পাঁচজনে। ধরা পড়ার পর কী ঘটেছিল, তা খুলে বলল রানা। সার্বিয়ান ইন্টারোগেটরের টর্চারের গল্প শুনে শিউরে উঠল ওর সঙ্গীরা।

'ভাগ্যিস দ্বিতীয় দফা টর্চারের আগেই পালাতে পেরেছি,' সবশেষে বলল রানা। 'ওই শয়তানটার হাতে আরেকবার পড়লে আর বাঁচতাম না।'

'হাতের কাছে একবার যদি পাই বদমাশটাকে, দাঁতে দাঁত পিষে বলল সোহেল, 'ওর ওষুধই ওকে খাইয়ে দেব।'

'বাদ দে,' হাত নাড়ল রানা। 'তোরা ওখানে পৌঁছুলি কী করে? কী করে বুঝলি ওরা আমাকে ওখানেই নিয়ে গেছে?'

'ডাম্প ট্রাকের খোঁজ নিতে বলেছিলি না আমাকে? ওই ডাম্প ট্রাক ফলো করেই খনিটার খোঁজ পেয়েছি। হিসেবনিকেশ করে

মনে হলো ওখানেই নিতে পারে তোকে। তাই সাহায্য চেয়েছিলাম লিজনেয়ারদের।'

'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো কীভাবে?'

'ক্যাপ্টেন শেফার্ডের মাধ্যমে...

ভাগাভাগি করে নিজেদের কাহিনি বলল সোহেল, নেফারতিতি আর মেজর পিনোঁ।

'অঁবিনের নির্দেশ অমান্য করে আমাকে উদ্ধার করতে গেছেন আপনারা?' সব শুনে পিনোঁকে বলল রানা। 'ঋণী হয়ে রইলাম।'

'মাইন কম্পাউণ্ডে আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি,' হাসল পিনোঁ। 'ঋণ ইতিমধ্যেই শোধ হয়ে গেছে। থাক ওসব, কাজের কথায় আসুন। এতসব কেন ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আলোচনা করলে হয়তো আইডিয়া পাব, সে-আশায় বসে আছি। সেফ হাউসে ফিরে যাইনি।'

'আমি আসলে বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি,' রানা বলল। 'প্রায় পুরোটা সময় তো বন্দিই ছিলাম।' সোহেলের দিকে ফিরল। 'তোরা কোনও খোঁজখবর নিসনি খনিটার ব্যাপারে?'

'নিয়েছি, কিন্তু কাজে লাগবার মত কোনও ইনফরমেশন জোগাড় করতে পারিনি,' সোহেল জানাল। 'শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, ওটা নাকামুরাই লিজ নিয়েছে। আর হ্যাঁ... তোর সন্দেহই ঠিক। ওখান থেকে সোনা বা আকরিক আসছে না কোবায়াশির কণ্টেইনার ফ্যাসিলিটিতে।'

'ওটা এখন আর সন্দেহ নয়,' গম্ভীর গলায় বলল রানা, 'আমি নিশ্চিতভাবেই জানি

'কীভাবে?'

'মেইণ্টেন্যান্স শেড থেকে ওদের কাজকর্ম দেখেছি আমি শুধু মাটিই খুঁড়ছে। এক তোলা সোনা তুলতে দেখিনি কাউকে।'

'তা কী করে হয়?' অবিশ্বাস ফুটল নেফারতিতির কণ্ঠে। 'এত

লোক... এত ইকুইপমেণ্ট... সোনা না তুললে এত আয়োজন কেন?'

'সবই লোক দেখানো।' ব্যাখ্যা করল রানা, 'আমার ধারণা, এসব দেখিয়ে নাকামুরা তার ইনভেস্টর আর সরকারি লোকজনকে বিশ্বাস করাতে চাইছে যে, ওখানে সোনা পাওয়া গেছে সত্যি সত্যি থাকতেও পারে, কিন্তু এখনও যে পাওয়া যায়নি, এ-কথা হলপ করে বলতে পারি। ও সম্ভবত ভুয়া জিয়োলজিক্যাল রিপোর্টও দেখিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। এ-ধরনের ইনভেস্টমেণ্ট স্ক্যামের বহু উদাহরণ আছে। ভুয়া রিপোর্ট দেখিয়ে মরা কোনও খনিকে রি-ওপেন করা হয়। ভিতরে ছড়িয়ে রাখা হয় বাইরে থেকে আনা আকরিক। লোকে যখন পাগলের মত সেই খনিতে বিনিয়োগ করে, টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যায় প্রতারক-চক্র। সত্যটা যখন জানা যায়, তখন আর কিছু করার থাকে না।'

'আপনি বলতে চাইছেন, নাকামুরা এ-কাজই করছে?' জিজ্ঞেস করল মার্কোস।

'তা কী করে হয়?' প্রতিবাদ করল নেফারতিতি। 'তুমি-আমি দু'জনেই ওদের ওয়্যারহাউসে গাড়ি-ভর্তি সোনা দেখেছি!'

'তা ছাড়া ব্যাপারটা টিভিতেও এসেছে, যোগ করল মার্কোস। 'আজ সকালেই খবরে দেখলাম, পানামায় স্বর্ণখনি পাওয়া গেছে বলে বিবৃতি দিচ্ছেন আমাদের প্রেসিডেণ্ট লোকাল সোনা দিয়ে তৈরি কয়েকটা গোল্ডবারও দেখানো হয়েছে সাংবাদিকদের, প্রত্যেকটায় রিপাবলিক অভ পানামার সিল ছিল

'সোনা যে নকল, তা বলছি না,' রানা বলল। 'কিন্তু সেই সোনা টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইন থেকে আসেনি, এটা শিয়োর। অন্তত ওখানে আমি তেমন কোনও জিয়োলজিক্যাল এভিডেন্স দেখতে পাইনি।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'পোর্ট থেকে ডাম্প ট্রাকে ভরে আকরিকের নুড়ি নেয়া হচ্ছিল খনিতে। ব্যাপারটা তোর থিয়োরিকেই সাপোর্ট করে বটে!'

'রাইট,' বলল রানা। 'নাটকটা নিখুঁত করবার জন্য ওগুলো নেয়া হচ্ছে ওখানে। কেউ কৌতূহলী হয়ে তদন্ত চালাতে গেলে যেন সত্যিকার আকরিক খুঁজে পায়।'

মূল সমস্যাটা ধরতে পেরেছে পিনোঁ। জিজ্ঞেস করল, 'সোনা যদি খনি থেকে না আসে... ওটা যদি ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজারও না হয়ে থাকে... তা হলে কোত্থেকে এল?'

'ভাল প্রশ্ন,' রানা বলল। 'তবে জবাবটা আমার জানা নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, এর পিছনে নাকামুরা একা নয়, আরও কেউ জড়িত। সে-ই সরবরাহ করছে সব সোনা। যত টাকাই থাকুক ওই জাপানি টাইকুনের, বাজার থেকে এত সোনা কিনতে গেলে কেউ না কেউ ঠিকই টের পেয়ে যাবে... খোঁজখবর নিতে শুরু করবে। তারমানে এই সোনা জোগাচ্ছে তৃতীয় কোনও পক্ষ, যাকে বাজার থেকে সোনা কিনতে হয় না, যার নিজেরই মজুত সোনা রয়েছে।'

'ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারও কাছে এত সোনা থাকে না। থাকে কেবল ন্যাশনাল রিজার্ভে... জাতীয় পর্যায়ে,' মন্তব্য করল পিনোঁ।

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটাই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। বাইরের কোনও দেশ এতে জড়িত, তারাই সাপোর্ট দিচ্ছে নাকামুরাকে।'

'কিন্তু একটা ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যামে কোনও দেশ জড়িত হবে কেন? তাও আবার এত বড় স্কেলে?' জিজ্ঞেস করল মার্কোস।

'কেসটা মোটেই জালিয়াতির নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'এর পিছনে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। কী সেটা, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'স্মাগলিং হতে পারে?' বলল সোহেল। 'এই অপারেশনটার কাভার নিয়ে ওরা হয়তো ইনকাদের ট্রেজার পানামার বাইরে পাচারের চেষ্টা করছে।'

'উঁহুঁ, সোনা যদি পাচার করাই ওদের উদ্দেশ্য হতো, তা হলে এত জানান দিয়ে সোনা পাবার গল্প ছড়াল কেন? ট্রেজারগুলো খুঁজে বের করে সবার অলক্ষে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করাই কি যুক্তিসঙ্গত ছিল না? বরং ওই সোনা খনিতে পাওয়া গেছে বলে দাবি করায় এখন নাকামুরাকে বড়সড় একটা শেয়ার দিতে হচ্ছে পানামা সরকারকে। তা ছাড়া লাইসেন্স আর নানা ধরনের ট্যাক্স তো আছেই। অন্তত নাটক সাজানো আর সরকারকে দেয়া বৈধ ভাগের পিছনে ওর অর্ধেকের বেশি আয় চলে যাচ্ছে। না... বোকার মত এত লস দেবার লোক নয় নাকামুরা।'

'তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?' বোকা বোকা গলায় বলল মার্কোস। 'ভুয়া একটা স্বর্ণখনি তৈরি করেছে নাকামুরা, বাইরে থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে সোনার আকরিক এনে ভরছে ওটাতে। সেগুলো তুলে আবার দিয়ে দিচ্ছে সরকারকে। ওর এতে লাভ কোথায়? ভাবছে ইনকা ট্রেজার তুলে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবে? সেটা কি সম্ভব?'

'হয়তো সম্ভব। ঠিক কী পরিমাণ ট্রেজার লুকানো আছে, বা আদৌ আছে কি না... তার উপর নির্ভর করছে সেটা।'

'তা হলে পুরোটাই জুয়ার মত হয়ে গেল না? যদি কোনও কারণে ট্রেজার না পাওয়া যায়? বা পেলেও সেটা যদি খুব কম পরিমাণ হয়? অন্ধের মত এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে নাকামুরা? আপনার কথাই ঠিক, মি. রানা। এত বোকা সে নয়। নিশ্চয়ই এর পিছনে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে।'

'সেটাই বুঝতে চাইছি,' ঠোঁট কামড়াল রানা। 'আচ্ছা, সরকারকে বৈধভাবে এত টাকা বা সোনা দিয়ে কী লাভ হচ্ছে

নাকামুরার?'

'প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে ওর,' বলল পিনোঁ। 'সরকারের কাছ থেকেও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারছে।'

তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করল মার্কোস। 'আমার তা মনে হয় না। এমনিতেই লোকটা যথেষ্ট প্রভাবশালী। তা ছাড়া অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার জন্য জায়গামত কিছু ঘুষ দিলেই চলে। তাতে খরচ অনেক কম।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' সায় জানাল নেফারতিতি। 'সরকারের সুনজরে থাকবার জন্য ভুয়া স্বর্ণখনি আবিষ্কারের চেয়ে অনেক সহজ পন্থা আছে। ইনকা ট্রেজারের কথাই ধরুন। সরকারের হাতে ওই ট্রেজার তুলে দিলেই দেবতার সম্মান পাবে নাকামুরা, তার কথাতে নাচবে সবাই।'

'কিন্তু সেটা কতদিন?' সোহেল প্রশ্ন করল। 'পানামার ওই একটা উপকার করে নাকামুরা নিশ্চয়ই অনন্তকাল এখানে সুবিধা ভোগ করতে পারবে না? তা ছাড়া ট্রেজার তো খুঁজে পেতে হবে আগে! তারচেয়ে খনির আইডিয়াই কি ভাল নয়? যতদিন ওই খনি থেকে সোনা তোলার নাটক চালিয়ে যাবে লোকটা, ততদিনই তার প্রতি অনুগত থাকবে এখানকার সরকার।'

'তাই বলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পানামাকে বছরের পর বছর সোনা জুগিয়ে যাবে ও? ফতুর হয়ে যাবে তো!'

এবার মুখ খুলল রানা। 'আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে ভুল দিক থেকে বিচার করছি আমরা। কেন ভাবছি নাকামুরা দীর্ঘমেয়াদী কোনও সুবিধা আদায় করতে চাইছে সরকারের কাছ থেকে? ওটা সাময়িক কিছু কি হতে পারে না? হয়তো এখুনি কিছু একটা চাই তার... আর সেজন্যেই সরকারের সমর্থন আদায়ের জন্য এসব ঘটাচ্ছে?'

'কী ভাবছ সেটা সরাসরিই বলো,' বলল নেফারতিতি।

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো ব্যাপারটা। ট্রেজার নিয়ে কেন মেতেছে নাকামুরা? টাকার অভাব নেই তার, প্রাচীন গুপ্তধনের বিষয়েও কখনও কোনও ফ্যাসিনেশন দেখা যায়নি তার মাঝে। লোকটার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হচ্ছে ব্যবসা। পানামায় শুরু থেকে সেটাই করছে সে। ডামি কোম্পানির মাধ্যমে রেলরোড কিনেছে, পোর্ট ফ্যাসিলিটি কিনেছে। একটা পাইপলাইনও রয়েছে তার। সেই সঙ্গে রয়েছে রোড ট্রান্সপোর্টেশনসহ ডজনখানেক ব্যবসা। শুধু একটা জায়গায় তার থাবা পড়েনি... অথচ ওটাই পানামার অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।'

'ক্যানালের কথা বলছিস?' সোহেলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। শুধু ওই পানামা ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি সে। পারবেও না, কারণ ওটা সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে চলে। অথচ তার ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবসায় সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ওটা। কিন্তু ক্যানাল যদি কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায়, পণ্য পরিবহনের জন্য পানামার স্থলপথ ব্যবহার করতে বাধ্য হবে সবাই। পোর্ট ফ্যাসিলিটি-রেলরোড-রোড ট্রান্সপোর্টেশন আর পাইপলাইনের বদৌলতে একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবে নাকামুরা।'

'মোটিভটা তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে,' স্বীকার করল মার্কোস। 'কিন্তু ক্যানাল থেকে বছরে গড়পড়তা তিনশ' মিলিয়ন ডলার আয় করে আমাদের দেশ। নাকামুরা যত চেষ্টাই করুক, এত বড় একটা জাতীয় আয়ের উৎস কিছুতেই বন্ধ করবে না সরকার।'

'সাময়িকভাবেও নয়? জাতীয় আয়ের ওই তিনশ' মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি যদি সোনা দিয়ে পুষিয়ে দেয়া হয়? আমার তো মনে হচ্ছে এ-কারণেই ইনকা ট্রেজারের পিছনে লেগেছে নাকামুরা। ওখান থেকেই খরচটা চালাবার প্ল্যান করছে সে।'

'কতদিন? ট্রেজারের ভাণ্ডার তো অফুরান নয়। একসময় ঠিকই শেষ হয়ে যাবে। তখন?'

'হয়তো স্থায়ীভাবে ক্যানাল বন্ধ করতে চাইছে না নাকামুরা। স্বল্পমেয়াদের জন্য বন্ধ করলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।'

'তোমার এই থিয়োরিতে পানি ঢেলে দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, রানা,' বলে উঠল নেফারতিতি। 'তবে ওটা কখনোই সম্ভব নয়। ক্যানাল ছেড়ে দিলেও একটা শর্ত দিয়ে গেছে মার্কিন সরকার—কখনও যদি ক্যানালে স্বাভাবিক জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো হয়, সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার আছে আমাদের। পানামা যদি ক্যানাল বন্ধ করতে চায়, আমেরিকা বাধা দেবে।'

'কোথায় যেন পড়েছিলাম, পানামা সরকারের সম্মতি ছাড়া ক্যানালে আমেরিকা কোনও অভিযান চালাতে পারবে না,' বলল পিনোঁ।

'ওটা স্রেফ একটা টেকনিকালিটি,' মার্কোস বলল। 'দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্যানাল বন্ধ হয়ে যাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

'জাস্ট আ মিনিট,' বলল রানা... হঠাৎ করেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। 'টেকনিকালিটি হলেও ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। সরকার যদি ইচ্ছেকৃতভাবে ক্যানাল বন্ধ না করে, আমেরিকা এখানে নাক গলাতে পারবে না... যতক্ষণ না তাদেরকে ডাকা হচ্ছে। নাকামুরা হয়তো সেটাই চাইছে। সরকারকে বশে রাখতে চাইছে যাতে ক্যানাল বন্ধ হলে আমেরিকার সাহায্য না চাওয়া হয়।'

'কিন্তু ক্যানাল বন্ধ হবে কীভাবে?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'সবচেয়ে সহজ উপায় হলো স্যাবোটাজ। দুর্ঘটনার মত দেখাবে ব্যাপারটা। সরকারকে দোষারোপ করতে পারবে না কেউ। নাকামুরাকেও কেউ জড়াতে পারবে না এর সঙ্গে।'

'ধরে নিলাম আপনার কথাই ঠিক,' মার্কোস বলল। 'কীভাবে স্যাবোটাজ করা হবে?'

'এখনও সেটা ভেবে দেখিনি, তবে লকগুলোয় কিছু একটা ঘটানোই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত।'

'লক না,' নেফারতিতি মাথা নাড়ল। 'ওগুলো এতই বড় যে, রীতিমত নিউক্লিয়ার স্ট্রাইক ছাড়া তেমন কোনও ক্ষতি করা সম্ভব নয়। ছোটখাট যে-কোনও ড্যামেজ ওরা দু'মাসের মধ্যে মেরামত করে নিতে পারবে।'

'টাইমফ্রেমটা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়,' মন্তব্য করল সোহেল। 'তা ছাড়া লকের ভিতরে স্যাবোটাজ করলে সেটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালানো খুব কঠিন। আর কিছু?'

'উত্তর উপকূলের গাটুন ড্যাম—আটলাণ্টিক মহাসাগরের পানিকে আটকে রাখছে ক্যানালে ঢুকে পড়া থেকে। ভেঙে গেলে পুরো এলাকা তলিয়ে যাবে। তবে সে-কারণে ওটা সবচেয়ে সুরক্ষিতও বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওটার সামনে অ্যাণ্টি-টর্পেডো নেট লাগানো হয়েছিল, পাড়ে বসানো হয়েছিল অ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি। এখনও সেগুলো মেইণ্টেন করা হচ্ছে।'

'হুম। বুঝলাম, সনাতন মিলিটারি অ্যাটাকে কিছু করা যাবে না। আর কোনও কায়দা আছে?'

'নিশ্চয়ই। ভারী... বড়সড় একটা শিপ নিয়ে গিয়ে হাইস্পিডে সংঘর্ষ ঘটানো যেতে পারে।'

'ওটাকেও দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'অন্য কোথাও দেখা দরকার। ম্যাপ আছে?'

'হ্যাঁ।' উঠে গিয়ে একটা ম্যাপ নিয়ে এল মার্কোস। বিছাল টেবিলের উপর।

শান্ত চোখে ক্যানালের পুরো দৈর্ঘ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল

রানা। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'জিয়োলজিকালি সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট কোন্‌টা?'

'গেইলার্ড কাট, ক্যানালের সবচেয়ে সরু অংশ,' পেন্সিল দিয়ে দেখাল মার্কোস। 'দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গেছে। চওড়ায় ৬২৪ ফুট। শুনতে অনেক মনে হলেও আসলে তা নয়। পাশাপাশি তিনটের বেশি সাধারণ আকৃতির জাহাজ চলতে পারে না।' বড় বড় পানাম্যাক্স শিপগুলো হলে দুটো। তাও বেশ চাপাচাপি হয়ে যায়।'

'জিয়োলজিকাল দুর্বলতা কোথায়?'

'পাহাড়দুটো। একেবারে পানির ধার ঘেঁষে কয়েকশ' ফুট মাথা তুলে রেখেছে। ভূমিকম্প হলে ভেঙেচুরে পানিতেই পড়বে।'

'ভয়টা অমূলক,' প্রতিবাদ করল নেফারতিতি 'গেইলার্ড কাট আমি দেখেছি। পাহাড়দুটো বহু পুরনো, স্টেবল। ভূমিকম্পে ধসে পড়বার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২০০১ সালে প্রস্থ বাড়ানো হয়েছে গেইলার্ড কাটের, প্রায় ষাট হাজার পাউণ্ডের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তখন... তারপরেও পাহাড়দুটোর কিছুই হয়নি।'

'ওই বিস্ফোরণগুলো ছড়ানো-ছিটানোভাবে ঘটানো হয়েছিল,' পাল্টা যুক্তি দেখাল মার্কোস। 'তবে কনসেন্ট্রেটেড এক্সপ্লোশন ঘটিয়ে পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে ক্যানাল ব্লক করে দেয়া সম্ভব।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল পিনোঁ। 'কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না, অমন একটা কাজ কেন করতে যাবে নাকামুরা। পানামায় বৈধ ব্যবসা করেই কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে লোকটা। একটা টেরোরিস্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে কেন সেই ব্যবসাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে সে?'

'ওটা তো রানা আগেই ব্যাখ্যা করেছে,' জবাব দিল সোহেল।

'এখানকার স্থলপথের পরিবহন ব্যবসা পুরোপুরিভাবেই নাকামুরার দখলে ক্যানাল বন্ধ হয়ে গেলে তার মাধ্যমেই এক উপকূল থেকে আরেক উপকূলে মালামাল নিতে বাধ্য হবে সবাই। নইলে জাহাজগুলোকে অতিরিক্ত প্রায় চোদ্দ হাজার মাইল পাড়ি দিতে হবে দক্ষিণ আমেরিকার তলা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুবার জন্য।'

'সেটা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু যে-ধরনের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে, তার তুলনায় লাভ কতখানি হবে?'

'যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গোটা অপারেশনের পিছনে এমনিতেই অনেক টাকা খরচ করেছে সে। ট্রেজার পাওয়া না গেলে শুধু ট্রান্সপোর্টেশনের আয় দিয়ে পানামা সরকারকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছে তা হলে। কিন্তু কেন?'

'সেটা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। তারচেয়ে আরেকটু খোঁজখবর নেয়া যাক। ওর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো থেকেই হয়তো পরিষ্কার হবে রহস্যটা।'

ঘড়ি দেখল পিনোঁ। 'এখন তা হলে উঠি। সেফ হাউসে ফিরতে হবে। অঁবিন এতক্ষণে খেপে বোম হয়ে গেছে।'

'এখনও যোগাযোগ করেননি তার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ। সামনাসামনিই কথা বলব।'

'এখানে যা যা আলোচনা হয়েছে, সেগুলো ওকে খুলে বলবেন?'

'হ্যাঁ, বলব। তবে তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না অল্প কিছুদিনের পরিচয়, কিন্তু এতেই যতটুকু বুঝেছি... ক্যারিয়ার বিপন্ন করে ঝুঁকি নেবার মানুষ নয় সে।' কাঁধ ঝাঁকাল পিনোঁ। 'লিগ্যালিটি নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। নাকামুরা যে বিপজ্জনক একটা লোক, সেটা বুঝবার জন্য আমার সাধারণ বিচারবুদ্ধিই

যথেষ্ট। কিন্তু দুনিয়াকে সেটা বোঝাতে চাইলে নিরেট প্রমাণ জোগাড় করা চাই। এখন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি, সবই অনুমাননির্ভর সন্দেহ। ক্যাপ্টেন শেফার্ড, আপনি কী করবেন? এসব আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন?'

বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নেফারতিতি। 'লাভ হবে না।'

'আমার অবস্থা তথৈবচ। হারানো ইউরেনিয়াম ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহ নেই অঁবিনের। ওই সমস্যা মিটে যাওয়ায় এখন সে ফিরে যেতে বদ্ধপরিকর। তাকে ঠেকানো যাবে না।'

'কিন্তু আপনাদের সাহায্য যে আমাদের দরকার!' বলল রানা। 'আচ্ছা, অঁবিন নাহয় এখানকার মিশন লিডার... আপনি ব্যাপারটা লিজনের সিনিয়র কাউকে জানাতে পারেন না?'

'পারি, তবে তাতেও কাজ হবে না। পাল্টা রিপোর্ট দেবে অঁবিন। আমার চেয়ে তার কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। আমি খুব জুনিয়র একজন অফিসার।'

'আর আমরা যদি কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি? নিরেট কোনও প্রমাণ?'

'কীসের প্রমাণ? এখনও তো কিছুই ঘটেনি!'

চোখ মুদে ভাবতে শুরু করল রানা। কী যেন মাথায় আসি আসি করে আসছে না। একটা ব্যাপার পরিষ্কার—যত চেষ্টাই করুক, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেইলার্ড কাটকে বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে কিছুতেই চালাতে পারবে না নাকামুরা। হাজারটা আলামত রয়ে যাবে, আর তা দেখে দক্ষ ইনভেস্টিগেটর খুব সহজেই বুঝে ফেলবে, ঘটনাটা অন্তর্ঘাতমূলক। আর তখন খ্যাপা কুকুরের মত ছুটে আসবে আমেরিকানরা।

তা হলে? কীভাবে করা যায় কাজটা? মার্কোসের কথাগুলো মনে পড়ল। ভারী একটা জাহাজ নিয়ে সংঘর্ষ ঘটানো যায় গাটুন ড্যামে। আরও কিছু বলছিল সে। ষাট হাজার পাউণ্ড বিস্ফোরক...

আর কী? হঠাৎ মনে পড়ল, হাসপাতাল থেকে ফেরার পর... যেদিন হোটেলে উঠল, দুপুরবেলায় এসেছিল মার্কোস। কীভাবে ওর চাকরি গেল, সেটা জানিয়েছিল। পেদ্রো মিগুয়েল লক থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকের দিকে যাবার সময় ব্যাখ্যাহীন কারণে লেইন বদলে গিয়েছিল তার জাহাজের।

মার্কোসের তিনটে কথা... তিনটা সূত্র। একসঙ্গে গেঁথে একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়। চোখ খুলল রানা, জ্বলজ্বল করছে দৃষ্টি। পিনোঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার টিমে কোনও ডাইভার আছে?'

একটু থতমত খেয়ে পিনোঁ বলল, 'হ্যাঁ, আছে।' সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেছে। 'কর্পোরাল জ্যাঙ্কো অভিজ্ঞ ডুবুরি।'

'ওকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ধার দিতে পারেন?'

'হঠাৎ ডুবুরি খুঁজছ কেন?' পাশ থেকে জানতে চাইল নেফারতিতি। ও-ও বিস্মিত।

শান্ত গলায় রানা বলল, 'নাকামুরা কীভাবে গেইলার্ড কাট বন্ধ করতে চাইছে, তা সম্ভবত বুঝতে পেরেছি আমি। ধারণাটা সত্যি না মিথ্যে, সেটা বোঝা যাবে পেদ্রো মিগুয়েল লকে গেলে। যে-ধরনের প্রমাণ চাইছি আমরা, তা-ও মিলবে ওখানে।'

'বুঝলাম। কিন্তু মেজর পিনোঁর কাছে ডাইভার চাইছ কেন? তুমি-আমি মিলেই তো ডাইভ দিতে পারি ওখানে। নাকি আমাকে ফেলে যাবার প্ল্যান করছ?'

'উঁহুঁ,' হাসল রানা। 'তোমাকে ছাড়া চলবে না। কিন্তু দেখতে যেমনই দেখাক, আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। তাই আরেকজন অভিজ্ঞ ডাইভার দরকার।'

এবার বুঝতে পারল নেফারতিতি। লকের ব্যস্ত জলপথে ডাইভিং বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, তার জন্য চাই

শারীরিক ফিটনেস। এ-মুহূর্তে রানার সেটা নেই। একটা হাত না থাকায় সোহেলও ডাইভ দিতে পারবে না। অগত্যা জ্যাঙ্কোই ভরসা।

'কিন্তু পেদ্রো মিগুয়েল লক কেন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কারণ গেইলার্ড কাট থেকে ওটাই সবচেয়ে কাছে, সেই সঙ্গে ক্যানালের সবচেয়ে নির্জন জায়গা ওটা,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'আশপাশে কোনও শহর বা গ্রাম নেই। মিরাফ্লোরেস লক পেরুবার সময় যে-ধরনের নজরদারিতে পড়তে হয় বিভিন্ন জাহাজকে, পেদ্রো মিগুয়েল লকে তার কিছুই নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওখান থেকে বেরুবার পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল মার্কোসের জাহাজ। ভিয়ার করে চলে গিয়েছিল ইনকামিং লেনে। যে-কোনও ধরনের অ্যাকসিডেণ্ট ঘটাবার জন্য জায়গাটা আদর্শ।'

'আমার ওই অ্যাকসিডেণ্টের পিছনে নাকামুরার হাত আছে বলে ভাবছেন?' মার্কোস প্রশ্ন করল।

'ক্যানালকে ঘিরে এতকিছু ঘটছে... না থাকলেই বরং অবাক হব।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'জ্যাঙ্কোকে তা হলে রেখে যাচ্ছি। কখন ডাইভ দিতে চান?'

'আজই। সূর্য ডোবার পর। অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না।'

'হুম. গোপনে ডাইভিং করতে চাইছেন?' বলল মার্কোস। 'তা হলে লেক গাটুনের পূর্ব তীরে, *লিমন*-এ আমার এক আত্মীয়ের পাওয়ারবোট আছে। ও আপনাদেরকে গেইলার্ড কাট হয়ে পেদ্রো মিগুয়েলে নিয়ে যেতে পারবে। বোটটাকে ডাইভ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা।'

'কী ধরনের আত্মীয়?' জানতে চাইল নেফারতিতি। 'ঝুঁকি নিতে রাজি হবে?'

'আমার শ্যালক,' একগাল হেসে বলল মার্কোস। 'কিচ্ছু ভাববেন না। যা বলব, তা-ই করবে।'

আর কয়েক মিনিট আলোচনা হলো, এরপর বিদায় নিয়ে চলে গেল পিনোঁ। রানা ফিরে গেল গেস্ট রুমে। ক্যানালের উদ্দেশে রওনা হবার আগে আরেক দফা বিশ্রাম নেবে।

মাত্র আধঘণ্টা পেরুল, তারপরেই সোহেলের ডাকে উঠে বসতে হলো ওকে। সেলফোন বাড়িয়ে ধরে সোহেল বলল, 'মেজর পিনোঁ। তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

চোখ কচলে ফোনটা কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যাঁ, মেজর। বলুন।'

'সেফ হাউসে ফিরেছি আমরা। কিন্তু অঁবিন এখানে নেই।'

ঘুম ঘুম ভাবটা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল রানার চোখ থেকে। তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'নেই মানে? ফ্রান্সে ফিরে গেছে?'

'আমি শিয়োর না,' বলল পিনোঁ। 'ওর লাগেজ এখানেই পড়ে আছে। তবে পাসপোর্ট নেই।'

'সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিদেশে এলে মানুষ পকেটেই পাসপোর্ট রাখে, লাগেজের সঙ্গে নয়। ওর সঙ্গে সেলফোন নেই?'

'আছে। ফোন করেছিলাম, কথাও বলেছি। কিন্তু...

'কেন? কী বলেছে সে?'

'বলল এম্ব্যাসিতে গেছে। দু'চারটা কথা বলেই লাইন কেটে দিল। কয়েক মিনিট পর আবার রিং করলাম, ধরল না। তাই সরাসরি এম্ব্যাসিতেই ফোন করে নাগাল পাবার চেষ্টা করলাম। ডিউটি অফিসার বলল ও সেখানে নেই। সিকিউরিটি লগ চেক করিয়েছি। গত পাঁচদিনে এম্ব্যাসির ধারেকাছে যায়নি অঁবিন।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার

'ও মিথ্যে কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া গতরাতে তার নির্দেশ অমান্য করে আমরা যে

অভিযানে বেরিয়েছিলাম, সেটা নিয়েও উচ্চবাচ্য করেনি। বাজিয়ে দেখার জন্য আপনি যে জ্যাঙ্কোকে চেয়েছেন, তাও বললাম। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি।'

'তা হলে কী বলেছে?'

'বলল পানামা থেকে চলে যাবার আগে শেষ কয়েকটা ব্যাপার ম্যানেজ করতে হচ্ছে তাকে। আমরা যেন নিজ ব্যবস্থায় গায়ানায় ফিরে যাই।'

'কী ম্যানেজ করতে হতে পারে তাকে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'নো আইডিয়া। ওর কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। আমাদের দায়িত্ব ছিল কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটির উপর নজর রাখা। অঁবিন একাই ঘুরে বেড়াত। আমাদের অজ্ঞাতে কী করেছে না করেছে, জানার উপায় ছিল না।'

স্পাইসুলভ আচরণ, ভাবল রানা। প্রয়োজন ছাড়া সঙ্গীদেরকেও কিছু না জানানো। যাতে কেউ ধরা পড়লেও গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য ফাঁস না হয়। ওটাও অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞেস করল, 'আজ সন্ধ্যায় আমরা কী করতে চলেছি, তা বলেছেন ওকে?'

'সংক্ষেপে।'

আরেকটু ভাবল রানা। অঁবিনকে পছন্দ করে না ও, শুরু থেকেই ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করছে লোকটা তারমানে এই নয় যে, কেনজি নাকামুরার অপতৎপরতা ঠেকাবার জন্য রানার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার মত পদক্ষেপ সে নেবে। এতে তার লাভক্ষতি কিছুই নেই। হ্যাঁ, রানার বিপদে সে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে; এ-কারণে তাকে অকৃতজ্ঞ অমানুষ বলা চলে... কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এমনটা ভাবা অনুচিত।

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' শেষে

বলল ও। 'আমাদের বিস্তারিত প্ল্যান জানা নেই অঁবিনের। সবকিছু ঠিকঠাকমত চললে আজ রাতের মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করে ওর সামনে ছুঁড়ে দেয়া যাবে। নেফিও ওর অথোরিটিকে দেখাতে পারবে সেগুলো।'

পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারল না পিনো। শ্রাগ করে বলল, 'বেশ, আপনার কথাই সই। তারপরেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে সেফ হাউস ছেড়ে দিচ্ছি আমরা। অঁবিনের জিনিসপত্র এম্ব্যাসিতে পৌঁছে দিয়ে গা-ঢাকা দেব। আপনারাও সাবধানে থাকবেন।'

'নিশ্চয়ই। যোগাযোগ রাখবেন আমাদের সঙ্গে। আশা করি আজ রাতেই একটা সুখবর দিতে পারব।'

লাইন কেটে দিল রানা। ডুবে গেল চিন্তায়। সরাসরি না বললেও পরিষ্কার বোঝা গেল, পিনোঁ তার মিশন লিডারকে বিশ্বাস করছে না। অঁবিনের উধাও হয়ে যাওয়াটাকে আরও কি গুরুত্ব দেয়া উচিত?

'কী ভাবছিস?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

ওকে ব্যাপারটা খুলে বলল রানা।

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল সোহেল। 'সাবধানের মার নেই, এই বাড়ি ছেড়ে আমাদেরও বেরিয়ে যাওয়া দরকার। মার্কোসকে ওর ফ্যামিলিসহ কোনও হোটেলে নিয়ে যাই, কী বলিস? সবকিছু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ওরা লুকিয়ে থাকুক

'হ্যাঁ, তা-ই কর,' সায় দিল রানা। 'ওদের কিছু হয়ে গেলে নিজেদের ক্ষমা করতে পারব না আমরা।'

'আমি তা হলে ওদেরকে তৈরি হয়ে নিতে বলি। তোদেরও তো যাবার সময় হয়ে গেছে।'

বেরিয়ে গেল সোহেল। রানা উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। কপালের ভাঁজ দূর হচ্ছে না ওর। যুক্তি খুঁজছে অঁবিনের অস্বাভাবিক আচরণের। এমনও হতে পারে পতিতা নিয়ে মৌজ

করছে সে। পিনোঁর কাছে বিব্রত হতে চায়নি, তা-ই হয়তো মিথ্যে বলেছে। একটা মিথ্যের কারণে সে নাকামুরার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভাবা ঠিক নয়।

কিন্তু হাজারো যুক্তিতেও মন মানল না বুকের ভিতর একটা কাঁটা খচখচ করতেই থাকল রানার।

চার

লেক গাটুন। কয়েক ঘণ্টা পর।

বোটটা চব্বিশ ফুট লম্বা একটা ওয়েইলক্র্যাফট। পুরনো হলেও নিয়মিত মেইন্টেন্যান্সের কারণে চমৎকার ফিটফাট অবস্থা বজায় রয়েছে। বয়সের কারণে ফাইবারগ্লাসের খোল হলদে হয়ে এসেছে, কিন্তু ঝকঝক করছে ওয়াটারলাইনের উপর সদ্য প্রলেপ দেয়া লাল রঙ। স্টার্নের অংশটা মোল্ড করে বেঞ্চ সিটের আকৃতি দেয়া হয়েছে, তার তলায় ঢাকা পড়েছে ইঞ্জিন। বেঞ্চের পরেই রয়েছে একটা ফরোয়ার্ড কেবিন। সেখানে রয়েছে দুটো বাঙ্ক বেড, ছোট্ট একটা কিচেন আর টয়লেট হিসেবে ব্যবহৃত একটা ছোট কিউবিকল। সবমিলিয়ে রোমান্টিক উইকএণ্ড ক্রুজের জন্য আদর্শ একটা বাহন—হ্রদের মোহনীয় পরিবেশের সঙ্গে খুব মানানসই।

পিছনে সাদা ফেনা তুলে বিশ নট বেগে এগিয়ে চলেছে পাওয়ারবোট সবুজ পানির বুক চিরে। রোদের তেজ মরে এসেছে, পানির বুকে ঝিকমিক করছে শেষ বিকেলের আলো লেকের

ভেজা বাতাস যেন মোলায়েম পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে গায়ে। সবমিলিয়ে চমৎকার একটা পরিবেশ। অন্য কোনও সময় হলে উপভোগই করতে পারত রানা।

বাউয়ের কাছে বসে আছে ও। পরনে শুধু টি-শার্ট আর শর্টস। শান্ত চোখে দেখছে উপকূলের দৃশ্য। ভেবে অবাক হতে হয় যে, এই হ্রদ প্রাকৃতিক নয়। লেক গাটুন... সেই সঙ্গে পুরো পানামা খালকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিঙের চরম উৎকর্ষ। ত্রিশ লাখ বছর আগে পানামার ভূখণ্ড দিয়ে আটলান্টিক আর প্যাসিফিক মহাসাগরকে আলাদা করে দিয়েছিল প্রকৃতি। কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করে এই খাল কেটে আবার দুই মহাসাগরকে জুড়ে দিয়েছে মানুষ। কাজটা সহজ ছিল না। একশ' বছর আগে প্রযুক্তি তত উন্নত ছিল না, তারপরেও কীভাবে এটা সম্ভব হলো, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

গ্যামবোয়া পেরিয়ে এল বোট। সামনে গেইলার্ড কাট। এতক্ষণে ক্যানালটা যে মনুষ্যনির্মিত, সেটার আলামত দেখা গেল। দুই পাড় সরলরেখায় কাটা, সৈকত বলতে কিছুই নেই। দ্বীপের মত কিছু আকৃতি দেখা যাচ্ছে পানিতে, সমতল বোঝা যায়, এককালে ওগুলো পাহাড় বা টিলা ছিল, মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। দু'পাশে প্রচুর গাছপালা দেখা যাচ্ছে, তবে তার মধ্যে জলজ কোনও উদ্ভিদ নেই। নেই নলখাগড়ায় ভরা জলাভূমি। প্রাকৃতিক হলে থাকত। শিপিং লেনের বাইরে পানি ভেদ করে মাথা তুলে রেখেছে বিবর্ণ কিছু টেলিগ্রাফ পোল। খাল কাটার সময় নীচে রেললাইন বসানো হয়েছিল, তার পাশে ছিল পোলগুলো। খালে পানি আসার পর সব তলিয়ে গেছে

উদাস হয়ে গেল রানা। সত্যি সত্যি যদি কোনোদিন মেরু এলাকার বরফ গলে যায়, তা হলে কী ঘটবে ভাবার চেষ্টা করল। শুকনো জমি বলতে কিছু থাকবে না, থাকবে শুধু দিগন্তবিস্তৃত

পানি। চলাচল করতে হবে জাহাজ আর নৌকায়। তখন কি প্রাইভেট কারের মত প্রাইভেট বোটের আধিক্য দেখা যাবে? ট্রাফিক জ্যামের মত সৃষ্টি হবে বোট-জ্যামের? ব্যাপারটা ভাবতেই হাসি পেল। অবশ্য বোটের সংখ্যা বেড়ে গেলে কেমন হবে পরিস্থিতি, তার কিছুটা আভাস ক্যানালের দিকে তাকিয়েই পাওয়া যাচ্ছে। গেইলার্ড কাট ধরে ক্রমাগত ঢুকছে-বেরুচ্ছে বড়-ছোট বিভিন্ন আকারের কার্গো শিপ, কন্টেইনার ক্যারিয়ার আর ট্যাঙ্কার। কোনও কারণে একটা যদি বিকল হয়ে পড়ে, সত্যি সত্যি দীর্ঘ লাইন পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

বোট চালাচ্ছে অ্যাগুয়েরো নামে এক যুবক—মার্কোসের শ্যালক, মারিনার আপন চাচাত ভাই। বয়ার সাহায্যে চিহ্নিত শিপিং লেনের বাইরে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে জলযানটাকে। ইংরেজি ভাল বোঝে না, একটু কম কথার মানুষও বোধহয়। চাইলে মাতৃভাষায় নেফারতিতির সঙ্গে গল্প করতে পারত, কিন্তু তাতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। তার সমস্ত মনোযোগ লিমন থেকে কত দ্রুত পেদ্রো মিগুয়েলে পৌঁছুনো যায়, সেদিকে।

রানার কোলে পড়ে আছে গুদা দু লিপিনের জার্নালটা। ক্যানালের দৃশ্য একঘেয়ে হয়ে ওঠায় এবার পড়তে শুরু করল ওটা। কীসের জন্য এই জার্নাল নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল নাকামুরা, বুঝতে চাইছে। ওর ভিতর গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য থাকলে সেটা ওরও জানা চাই। কিছুক্ষণের জন্য মগ্ন হয়ে গেল। ধ্যান ভাঙল সেলফোনের রিংটোন শুনে।

নেফারতিতির ফোন। কানে ঠেকিয়ে কী যেন বলল মেয়েটা, তারপর বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

'মার্কোস। তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফোনটা নিল রানা। 'হ্যাঁ, মার্কোস... কী খবর? আপনারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন তো?'

'হুঁ। মি. সোহেল কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে এসেছেন। তবে কাজটা আপনি ঠিক করছেন না, মি. রানা। এত খরচের কী প্রয়োজন ছিল? সস্তা কোথাও উঠলে চলত না? বাচ্চাদেরও স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে এত দামি হোটেলে এসে। ষাট ইঞ্চি টিভি, দামি ফার্নিচার, সুইমিং পুল, এয়ারকণ্ডিশন... কোনও মানে হয়? এই বয়সেই ওরা যদি এত আরাম-আয়েশ দেখে...

হাসল রানা। 'দু'-চারদিনে কিচ্ছু হবে না। বাড়ি ফেরার পর আবার নাহয় কড়া শাসন করে সব ভুলিয়ে দেবেন।'

'নিজের বাচ্চাকাচ্চা নেই তো, তাই বুঝতে পারছেন না বাচ্চাদের মাথায় একবার কিছু ঢুকে গেলে কী হয়,' গজগজ করে উঠল মার্কোস।

আবারও হাসল রানা। 'যা হবার হয়ে গেছে। কী জন্যে ফোন করেছেন সেটা বলুন।'

'কতদূর এগোলেন সেটা জানার জন্য।'

'গেইলার্ড কাটে পৌঁছে গেছি। পেদ্রো মিগুয়েল আর দূরে নয়। ভাল কথা, মেজর পিনোঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার? লিমনে পৌঁছে ফোন করেছিলাম। ধরল না।'

'দেখা হয়নি। তবে দু'জন লোক পাঠিয়েছিল আমাদেরকে হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য। আর হ্যাঁ... আপনার পরিচিত এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন আমরা ঘর থেকে বেরুবার ঠিক আগেভাগে।'

'কে?'

'কারমেন কপোলা।'

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। খটকা লেগে গেল রানার। বলল, 'কারমেন? ও কী করে জানল আপনার সঙ্গে আমার কোনও ধরনের যোগাযোগ আছে? ওর তো বরং ভাবার কথা যে আমি

পানামা ছেড়ে চলে গেছি।'

'একই প্রশ্ন আমিও করেছিলাম। বলল রানা এজেন্সিতে বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চে ফোন করেও নাকি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। তাই উপায় না দেখে আমাকে ফোন করেছে। আমার কথা নাকি কয়েকদিন আগে ডিনারে আপনি তাকে বলেছিলেন।'

খটকাটা আরও বেড়ে গেল রানার। আর যা-ই করুক, কারমেনের মত একটা অচেনা মেয়েকে মার্কোসের কথা বলবার মত বোকা ও নয়। তা হলে কী করে জানল? এ-মুহূর্তে তার জবাব পাবার উপায় নেই, তারচেয়ে মেয়েটা কী চায় সেটাই জানা যাক।

'কী বলেছে ও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তেমন কিছুই না। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, যা বলার তখনই নাকি বলবে। খুব পীড়াপীড়ি করছিল, তাই বাধ্য হয়ে বলে দিলাম যে আপনি লেক গাটুনে আমার এক শ্যালকের কাছে গেছেন। ওখানে ফোন নেই।'

'কাজটা ঠিক করেননি। অন্য কিছু বলেও কাটাতে পারতেন। এখানে আসার খবরটা গোপন রাখা উচিত ছিল।'

'দুঃখিত, মাথা কাজ করেনি। আসলে... ওকে আপনি আমার কথা বলেছেন শুনে মনে হলো সন্দেহের কিছু নেই।'

'থাক, এ-নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না। লেক গাটুন ছাড়া আর কিছু বলেননি তো?'

'না, না। মাথা খারাপ? ফোন নাম্বার রেখে দিয়েছি। চাইলে কথা বলতে পারেন।'

'এখন থাক। এদিককার কাজ শেষ হলে নাহয় বলব।'

'বেশ। কাজ শেষ হলে আমাকেও জানাবেন, প্লিজ।'

'নিশ্চয়ই।'

লাইন কেটে দিয়ে জার্নালের দিকে চোখ ফেরাল রানা, কিন্তু মনোযোগ দিতে পারল না। অস্বস্তিটা দূর হচ্ছে না। কেন ফোন করেছিল কারমেন? মার্কোসের খবর পেল কীভাবে?

দশ মিনিট পর বোটের নাক ঘোরাল অ্যাগুয়েরো। শিপিং লেন থেকে দূরে সরে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা নির্জন খাঁড়িতে। থামল বড় বড় কতগুলো গাছের ছায়ায় পৌঁছে। উপর থেকে যাতে দেখা না যায়। আগেই ঠিক করে নেয়া হয়েছে, সূর্যাস্তের সময় যাবে পেদ্রো মিগুয়েল লকে, নইলে বিকেলের আলোয় ওখানে বোটকে ঘুরঘুর করতে দেখলে লোকে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে। তার আগ পর্যন্ত এখানেই লুকিয়ে থাকবে ওরা।

জ্যাঙ্কো আর নেফারতিতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডাইভিং ইকুইপমেন্ট চেক করে দেখায়। ছায়ায় বসে আবার ডুবে গেল রানা জার্নালে। চারদিকে বুনো পরিবেশ—ঘন অরণ্য, পানি আর পাখির কলকাকলি। পড়বার জন্য চমৎকার পরিবেশ। জার্নালের পাতাগুলো থেকে ভেসে আসা পুরনো গন্ধটাও ভাল লাগছে বেশ। দ্রুত পড়ে চলল রানা। সঙ্গে ডিকশনারি না থাকায় খুঁটিনাটি অর্থ বুঝতে পারছে না, তবে খুব যে অসুবিধে হচ্ছে তা নয়। সহজ ভাষায় লিখেছেন লিপিনে, ভাবার্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। একটু অবাকই লাগছে, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রলোক কাঠখোট্টা ভাষা ব্যবহার করেননি বলে। বরং কাব্যিক ভঙ্গিমায় স্মৃতিচারণ করে গেছেন। পেশাসুলভ বিবরণ বলতে কয়েক জায়গায় পানামার জিয়োলজি আর জিয়োগ্রাফির সঙ্গে ফ্রান্সের তুলনা পেল। আরেক জায়গায় লিখেছেন, কোন্ এক পাহাড়চূড়া দেখে নাকি তাঁর মনে পড়ে গেছে মাতৃভূমির মণ্ট মুতোঁ-র কথা। মণ্ট মুতোঁ-র আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় ভেড়া-পর্বত। ফ্রান্সে এ-নামে কোনও পাহাড় আছে বলে জানা ছিল না রানার।

দুপুর থেকেই পড়ছে, ফলে আর আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ হলো

জার্নালটা। ওটা বন্ধ করে গানেলে হেলান দিয়ে বসল রানা। মাথা দপদপ করছে একটানা অনেকক্ষণ পড়ায়। বিরক্তি লাগছে। বোধহয় পণ্ডশ্রমই করল। ফরাসি ভাষায় ভাল দখল না থাকায় অনেক কিছুই যে মিস করে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তারপরেও একটা ব্যাপার পরিষ্কার—এই জার্নালে হারানো ট্রেজার, ইনকা সভ্যতা, কিংবা কেনজি নাকামুরার আগ্রহ জাগাবার মত কিছুই নেই। ব্যক্তিগত দিনপঞ্জির চেয়ে বেশি কিছু নয় জার্নালটা। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বিবরণ, আর কীভাবে লিপিনে পানামার মাঝ দিয়ে খাল খননের পরিকল্পনা করছিলেন, সে-বিষয়ে সামান্য রেফারেন্স ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে হয়তো অমূল্য, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ওদের কোনও কাজে আসছে না ওটা। ট্রেজার সম্পর্কিত সামান্যতম রেফারেন্স যদি কিছু থাকে তো একটা প্যারাগ্রাফে মৃত এক আগ্নেয়গিরির কথা লিখেছেন লিপিনে। বর্ণনা পড়ে ওটাকে ভলকানিক লেকের সেই আগ্নেয়গিরির মত মনে হচ্ছে—এ-ই। পাহাড় আর হ্রদের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, হ্রদের মাঝখানের দ্বীপটার কথা লিখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জিয়োলজির বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা না থাকায় ভদ্রলোক বোধহয় জানতেন না, সারা দুনিয়ায় এ-ধরনের ভলকানিক লেকের অভাব নেই। ওখানকার লাভা টিউবগুলোর মসৃণতা দেখেও অভিভূত হয়েছিলেন লিপিনে, ভাবতেই নাকি অবাক লাগছিল ওগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রে নেমে গেছে।

জার্নালটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। ঘড়ি দেখল, সময় হয়েছে যাবার। ডেকের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ করছে নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো। ডাইভ দেবার প্রস্তুতি। ওদের জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমরা তৈরি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল নেফারতিতি। 'এখন রওনা দেবে?'

'হ্যাঁ। অ্যাগুয়েরো!' বোট মালিককে ডাকল রানা। 'লেট'স গো।'

ইঞ্জিন চালু করল অ্যাগুয়েরো। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়ল গেইলার্ড কাটে। রওনা হলো পেদ্রো মিগুয়েল লকের উদ্দেশে।

রানার পাশে এসে বসল নেফারতিতি। 'জার্নালে কিছু পেলে?'

'নাহ্,' বলল রানা। 'ইন্টারেস্টিং কিছু কিছু ব্যাপার আছে, তবে আমাদের কাজে লাগবার মত নয়। নাকামুরা কেন এটার পিছনে লাগল বুঝতে পারছি না। খুনোখুনি বাধাবার মত কিছুই তো নেই।'

'তা হলে?'

'কে জানে!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো ক্যানালের ইতিহাসের ব্যাপারেই প্যাশন আছে ওর।'

'ঠাট্টা করছ?'

'উঁহুঁ, ঠাট্টা করবার মত অবস্থায় নেই আমি।'

'ভাল কথা মনে করেছ, এই বিষয়টা নিয়েই অনেকক্ষণ থেকে আলোচনা করব বলে ভাবছিলাম। কী হয়েছে তোমার, বলো তো? খনি থেকে ফেরার পর থেকেই কেমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'কেমন দেখাচ্ছে?'

'বুঝিয়ে বলতে পারব না। কী যেন নেই। যেন প্রাণশক্তি হারিয়েছ। কী হয়েছিল ওখানে, আমাকে খুলে বলবে?'

'সবই তো বলেছি। কিছু লুকাইনি তো!'

'টর্চারের কথা বলেছ। কিন্তু মি. সোহেলের কাছে শুনলাম এসব নতুন নয় তোমার জন্য। তা হলে এবার এমন হচ্ছে কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বুঝিয়ে বলা মুশকিল। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি, মেনে নিয়েছিলাম মৃত্যুকে। এর আগেও বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি আমি, কিন্তু এবারের মত

নয়। অতীতে প্রতিবার মরবার জন্য তৈরি হলেও মনের কোনও একটা কোণে ক্ষীণ আশা থাকত, হয়তো বেঁচে যাব। সেই আশা আমাকে লড়াই করবার শক্তি জোগাত। কিন্তু এবার... সেই আশাটুকুও আর ছিল না। আর সত্যিকার মৃত্যুর সময়ে আমি যে ভেঙে পড়তে পারি, তার প্রমাণ পেয়ে গেছি। বিশ্বাস করবে, আরেকটু হলে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্য মুখ খুলতে চলেছিলাম আমি? বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছিলাম তোমাদের সবার সঙ্গে? কীভাবে নিজেকে নিরস্ত করেছি, তা শুধু আমিই জানি। নইলে ওখানেই সব শেষ হয়ে যেত–আমার জীবন... আমার আদর্শ... আমার আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান... সবকিছু। আমি তখন আর এই আমি ছিলাম না, হয়ে গিয়েছিলাম মৃত্যুভয়ে ভীত আর দশটা মানুষের মত। নিজের চোখে ছোট হয়ে গেছি আমি, নেফি। এই কষ্ট তোমাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।'

ওর কাঁধে হাত রাখল নেফারতিতি। নরম গলায় বলল, 'শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ তুমি, রানা। কেন ভাবছ না, শেষ পর্যন্ত তুমি মচকাওনি! একাই বেরিয়ে এসেছ ওই বন্দিদশা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেছ। এটাই তোমার সত্যিকার চরিত্র... মৃত্যুমুখে কী করতে গিয়েছিলে, সেটা নয়।'

'এবার নাহয় ওটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু পরেরবার? সত্যি সত্যি যেদিন মৃত্যু আমার নাগাল পাবে, তখন যে বন্ধুদের সঙ্গে... দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসব না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পেরেছি আমি, নেফি। সে-কারণেই ভয় ঢুকে গেছে মনে।'

'কীসের দুর্বলতা? এমন হতে পারে না, পুরোটাই তোমার মানসিক ব্যাপার? টর্চার শুধু শারীরিকভাবে নয়, সাইকো-লজিকালিও করা হয়। ওই সার্বিয়ান লোকটার বিষয়ে যতটুকু শুনেছি, তাতে তো মনে হচ্ছে সাইকোলজিকাল থেরাপিও চালাতে

পারে সে তোমার উপর। মনকে শক্ত করো, রানা। কিচ্ছু হয়নি তোমার। কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি তুমি। কোনোদিন করবেও না। এই বিশ্বাস আমার আছে তোমার উপর।'

মলিন হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'এবার দেখছি তুমি আমার উপর সাইকোথেরাপি চালাচ্ছ।'

'তার প্রয়োজন আছে। বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে চলেছি আমি। আমি নিশ্চিত হতে চাই, কোথাও গোলমাল দেখা দিলে তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাব। ভয়ে গুটিয়ে যাবে না তুমি। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কী?'

একটু আরক্ত হলো নেফি। 'আরেকটা কারণ আছে। সেটা পরে বলব। এখন না।'

'চিন্তা কোরো না,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'যদি সাপোর্ট দেবার মত অবস্থায় না থাকতাম, তা হলে আজ তোমাকে ডাইভ করতে দিতাম না।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল নেফারতিতি। 'আমি তা হলে যাই। তৈরি হয়ে নিই।' ডাইভিং গিয়ার নিয়ে ফরোয়ার্ড কেবিনে ঢুকে পড়ল ও।

ঘুরে বসল রানা। নজর বোলাল ক্যানালের দিকে। গেইলার্ড কাটে আবার বেরিয়ে এসেছে ওয়েইলক্র্যাফট, তরতর করে এগিয়ে চলেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকের উদ্দেশে। জ্যাঙ্কোও ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে ফরোয়ার্ড কেবিনে—গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগ পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে থাকবে সে আর নেফারতিতি। ডেকে থাকছে শুধু রানা আর অ্যাগুয়েরো। অ্যাগুয়েরো হেলমে, রানা বাউয়ের কাছে। গায়ে একটা ফিল্ড জ্যাকেট চড়িয়েছে, হাতে লম্বা লেন্সসহ একটা দামি ক্যামেরা—শৌখিন ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশ। তীরের দিকে ক্যামেরা তাক করে ক্ষণে ক্ষণে তুলছে ছবি।

যত এগোল, ততই বাড়ল ট্রাফিক। কার্গো শিপ আর ট্যাঙ্কারের পাশাপাশি দেখা গেল বেশ কয়েকটা এক্সকারশন বোট—টুরিস্টে বোঝাই। ওগুলোকে পেরিয়ে এল ওয়েইলক্র্যাফট। সূর্য ডুবতে বসেছে। পশ্চিম আকাশে লালচে আভা। সেই আভা যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে পানিতেও। নীল পানির বুকে ঝিলমিল করছে লাল আলোর প্রতিফলন।

গেইলার্ড কাটের সবচেয়ে সরু অংশে পৌঁছে গেল ওয়েইলক্র্যাফট। শিপিং লেনের বয়াগুলোর বাইরে খুব সামান্যই রয়েছে জায়গা। ডানদিকে পাড় ঘেঁষে বোট চালাতে বাধ্য হলো অ্যাগুয়েরো। সতর্ক থাকতে হচ্ছে তাকে, নইলে যে-কোনও মুহূর্তে মাটিতে আটকে যাবে তলা। খালের দু'ধারে কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইডের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, যেন চেষ্টা করছে বুক চিরে চলে যাওয়া ক্ষতটাকে ভরাট করতে। আরেকটু এগোতেই পরিষ্কার দেখা গেল আর্টিফিশিয়াল ল্যাণ্ডস্কেপের নমুনা। এক সময়ের ঢেউ খেলানো পাহাড়ি ঢাল আচমকা কাটা পড়েছে, নিয়েছে ক্লিফের মত খাড়া প্রাচীরের চেহারা। বয়সের ভারে বদলে গেছে প্রাচীরের রঙ, পড়েছে কালো কালো ছোপ। আগাছায় ছেয়ে রয়েছে বাকি অংশ। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী... তবে বিনা বাধায় নয়। শুরুর দিকে ভূমিধসের বিশাল এক সমস্যায় আক্রান্ত ছিল গেইলার্ড কাট। দু'পাশের পাহাড় থেকে নিয়মিত মাটিপাথর ধসে পড়ত, বুজিয়ে দিতে চাইত নতুন খালটাকে। দীর্ঘদিন পেরিয়ে যাওয়ায় এখন সমস্যাটা অত প্রকট নয়—ঢালের মাটি জমাট বেঁধে গেছে; আগাছা আর ঝোপঝাড়ও কাজ করছে ভূমিধসের বিরুদ্ধে... তারপরেও একেবারে থামেনি সেটা।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিস্ময় আর মুগ্ধতায় আক্রান্ত হলো রানা। শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট হবার বদৌলতে খোঁড়াখুঁড়ি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে ওর। বুঝতে পারছে, দুর্ভেদ্য

পাহাড়-পর্বত আর অরণ্যের মাঝ দিয়ে পানামা ক্যানালের খননকাজ কী পরিমাণ দুঃসাধ্য ছিল। অন্যসব বাধার কথা বাদ দিলেও শুধু মাটি-পাথরই খুঁড়তে হয়েছে প্রায় সাড়ে বারোশ' কোটি ঘনফুট! এই পরিমাণ মাটি যদি একসঙ্গে স্তূপ করা হয়, তা হলে প্রায় উনিশ মাইল উঁচু একটা পাহাড় তৈরি হবে! যদি স্বাভাবিক আকারের রেলগাড়ির বগিতে ভরা হয়, তা হলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে পুরো পৃথিবীর নিরক্ষরেখার চেয়েও বেশি! এমনি এমনি এই খালকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল বলা হয় না। এর সামনে মিশরের গ্রেট পিরামিড, রোমের কলোসিয়াম, স্যান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট ব্রিজ, কলোরাডোর হুভার ড্যাম বা ইংলিশ চ্যানেলের টানেল কিছুই নয়।

দক্ষিণ আমেরিকান পিরামিডের মত ধাপে ধাপে কাটা একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইডে পৌঁছে গেল ওয়েইলক্র্যাফট। ওটা আসলে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ এক পর্বতশ্রেণী—দক্ষিণ আমেরিকার তলা থেকে উত্তর কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীরের মত দু'ভাগ করে দিয়েছে দুই আমেরিকান মহাদেশকে। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো রানার। যে পর্বতশ্রেণী মহাদেশকে ভাগ করেছে, সেটাকেই দু'ভাগ করে দেয়া স্রোতধারার মাঝখানে বসে আছে ও। দু'পাশে দুটো মনুষ্যনির্মিত ক্লিফ দেখতে পাচ্ছে—এককালের গোল্ড হিল আর কণ্ট্রাক্টর'স্ হিলের অবশিষ্টাংশ। এই এলাকায় এ-দুটোই সবচেয়ে উঁচু, কিন্তু গোটা পানামার বিচারে নিতান্তই ছোট! তাই এখান দিয়েই খনন করা হয়েছে খাল। ক্লিফের গায়ে ফুটো করে কংক্রিটের প্লাগ ঢোকানো হয়েছে—পাহাড়ি প্রাচীরের স্ট্যাবিলিটি বাড়াবার জন্য। তবু নিয়মিত ভূমিধস হয়, তার চিহ্ন ফুটে আছে ক্লিফের গায়ে। বর্ষার মৌসুম বলে পাহাড়ের উপরে পানি জমেছে, সেই পানি ঝরনার মত নামছে ক্লিফের সারফেস বেয়ে। সুন্দর দৃশ্য।

'অপূর্ব, তাই না?' কেবিনের দরজা থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে বলে উঠল নেফারতিতি।

ঘাড় ফেরাল রানা। হৃৎপিণ্ড যেন একটা বিট মিস করে গেল। কালো রঙের স্কিনটাইট মাইক্রোপ্রিন ডাইভিং সুট পরেছে নেফি, চামড়ার মত সেটা সেঁটে আছে গায়ে। উদ্ভাসিত হয়ে আছে ওর শরীরের সুগঠিত আঁকবাঁক। ফুটিয়ে তুলেছে আবেদন।

'হ্যাঁ, অপূর্ব তো বটেই,' ঢোক গিলে বলল রানা।

'বাইরে আসি? কেবিনে আর ভাল্লাগছে না।'

'কিছু একটা গায়ে দিয়ে এসো। ডাইভিং সুট যেন দেখা না যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কেবিনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল নেফারতিতি। কয়েক সেকেণ্ড পর ডাইভিং সুটের উপর একটা টিশার্ট পরে বেরিয়ে এল। বসল রানার পাশে।

'কী কষ্টই না করেছে এই ক্যানাল তৈরি করতে!' বলল নেফি, 'যা গরম এখানে!'

'টেম্পারেচারের চেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভূমিধস,' রানা বলল। 'আমি একটা বইয়ে পড়েছি, মাসখানেক খাটাখাটনি করে যতটুকু খোঁড়া হতো, এক ভূমিধসেই তা আবার ভরাট হয়ে যেত। তার তলায় চাপা পড়ত যন্ত্রপাতি, রেলট্র্যাক, এমনকী মানুষ! আর ভূমিধস না ঘটলেও দু'পাশের পাহাড়ের ওজনে খালের তলার সারফেস উঠে আসত উপরে।'

'মাই গড! এসব তো জানতাম না!' বিস্ময় প্রকাশ করল নেফি। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'যাক গে, কাজের কথা বলি?'

'নিশ্চয়ই। কী জানতে চাও?'

'পানির তলায় কী খুঁজতে যাচ্ছি আমরা? এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলোনি তুমি।'

'ওখানে গিয়েই বলব ভেবেছিলাম। বলার মত স্পেসিফিক

কিছু নেইও। এখনও আমরা জানি না, আসলে কী করতে চাইছে জাপানি লোকটা। পানির তলায় তোমাদেরকে দেখতে হবে কোনও ধরনের অস্বাভাবিকতা, বা অন্য কোনও কিছুর চিহ্ন পাওয়া যায় কি না।'

'কীসের চিহ্ন?'

'একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি আর সোহেল। মার্কোসের মুখে শুনেছি, দুর্ঘটনায় পড়া সবক'টা জাহাজ পেদ্রো মিগুয়েল লকের পশ্চিম লেন থেকে বেরিয়ে আসতে দেরি করেছিল। ওরটাও তা-ই। অথচ জাহাজের ইঞ্জিন বা স্টিয়ারিঙে কোনও সমস্যা ছিল না। স্যাবোটাজের আলামত পাওয়া যায়নি। লকের বাইরে ক্রসকারেন্টও নেই। অথচ ওখান থেকে বেরিয়েই আচমকা মুখ ঘুরে যায় জাহাজের, বদলে যায় কোর্স।'

'তো?'

'একটাই ব্যাখ্যা আছে এর। লকের গেট পুরোপুরি খুলবার জন্য স্থির হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় জাহাজগুলোকে। সেই সুযোগে আধখোলা গেট গলে কিছু একটা ঢুকে পড়ে লকের ভিতরে। নিজেকে জুড়ে নেয় খোলের তলায়। ওটার বাড়তি ওজনের কারণে লক থেকে বেরুতে দেরি হয় জাহাজগুলোর। আর শেষ পর্যন্ত যখন ক্যানালে বেরিয়ে আসে, ওটাই ঠেলা দিয়ে ঘুরিয়ে দেয় জাহাজের মুখ।'

'সাবমারসিবল?' চোখ কপালে তুলল নেফারতিতি। 'যাহ্, তা কী করে হয়?'

'জানি, থিয়োরিটা একটু অবিশ্বাস্য। কিন্তু এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'ছোট একটা সাবমারসিবলের পক্ষে এত বড় বড় জাহাজের মুখ ঘোরানো সম্ভব? তা ছাড়া লোকে দেখে ফেলারও তো ভয় আছে।'

‘দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সবগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে রাতে। অন্তত মার্কোসের কাছে তা-ই শুনেছি। তা ছাড়া বড় আকারের পানাম্যাক্স জাহাজগুলো দুর্ঘটনায় পড়ছে না, পড়ছে তুলনামূলকভাবে মাঝারি আকারের ফ্রেইটার আর কার্গো শিপগুলো। ঠিকমত ডিজাইন করা হলে একটা সাবমারসিবল দিয়ে অনায়াসে ওগুলোর মুখ ঘোরানো সম্ভব। খুব বেশি কিছু তো করতে হয় না, স্রেফ ঠেলা বা টান দিলেই চলে... টাগবোটের মত।’

ব্যাখ্যাটায় সন্তুষ্ট হতে পারছে না নেফারতিতি। ‘এত ঝামেলার দরকার কী? পাইলটদেরকে সামান্য ঘুষ খাওয়ালেই তো চলে।’

‘উঁহুঁ, চলে না। নাকামুরা যদি সত্যি সত্যি ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চায়, তা হলে জানে, ক্যানাল বন্ধ হলে সিরিয়াস ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে। তখন যে পাইলটদের কেউ মুখ খুলবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? ওদেরকে খুনও করা যাবে না, সেটাও সন্দেহ জাগাবে লোকের মনে। তা ছাড়া একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে পারছে সে। শেষ পর্যন্ত একটা বিস্ফোরক-ভর্তি জাহাজ যদি গেইলার্ড কাটের কিনারের পাহাড়ে গিয়ে বাড়ি খায়, সেটাকে নিয়মিত দুর্ঘটনার অংশ বলে চালিয়ে দিতে পারবে।’

যুক্তিগুলো স্পর্শ করল নেফিকে। আর কিছু না বলে খতিয়ে দেখতে থাকল ওগুলো।

‘স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি,’ যোগ করল রানা, ‘নাকামুরার প্ল্যানিং তুলনাহীন। অন্তত ডজনখানেক চাল আগে থেকে দিয়ে রেখেছে সে। সব ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করবার জন্য কণ্টিনজেন্সিও রেখেছে। ক্যানাল তো বন্ধ করবেই, সেই সঙ্গে পানামার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য একটা ভুয়া স্বর্ণখনি

পয়দা করে রেখেছে। যাতে ব্যাপারটা নিয়ে তার প্রতি বিশ্বস্ত সরকারকে বিপদে পড়তে না হয়। অন্যদিকে পরিবহন সমস্যা মোকাবেলার জন্য রেডি রেখেছে নিজের পোর্ট ফ্যাসিলিটি, রেললাইন, ট্রাক বহর আর একটা অয়েল পাইপলাইন। কোথাও একবিন্দু ফাঁক রাখেনি লোকটা।'

'খুব জটিল প্ল্যান,' মন্তব্য করল নেফারতিতি।

'সৌন্দর্যটা ওখানেই। একাগ্র চেষ্টা আর যথেষ্ট বিস্ফোরক হাতে থাকলে যে-কারও পক্ষে দুনিয়ার যে-কোনও জিনিস ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু এরপরে নিজেকে বাঁচানোই সবচেয়ে কঠিন। একজন ফ্যানাটিক আর ক্যালকুলেটেড টেরোরিস্টের মাঝখানে ওটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা উন্মাদ উগ্রবাদীর সঙ্গে লড়াই করছি না... করছি ঠাণ্ডা মাথার হিসেবি এক লোকের সঙ্গে। সে শুধু ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটাতে চাইছে না, চাইছে সেটার পরে টিকে থেকে ফায়দা লুটতে। সন্দেহ নেই, দীর্ঘদিন থেকে এই প্ল্যান নিয়ে কাজ করছে নাকামুরা। প্রায় সবকিছুই গুছিয়ে এনেছে সে। হয়তো অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা। কে জানে, আগামীকালই চূড়ান্ত আঘাত হেনে বসবে কি না।'

'এখুনি হাল ছেড়ো না,' দৃঢ় গলায় বলল নেফারতিতি। 'আর কিছু না হোক... বিপর্যয় যদি ঘটেও যায়, তার জন্য লোকটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়ব। তাকে পার পেতে দেব না কিছুতেই।'

'কীভাবে? এতকিছু ঘটে গেছে... কিন্তু কোনোটার সঙ্গে কি সরাসরি তার যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পেরেছি আমরা? আমার বন্ধু আলী হায়দারের টিমের ওপর গুলিবর্ষণের কথাই ভাবো। নাকামুরার সরাসরি হাত ছিল তাতে, অথচ অথোরিটি ব্যাপারটাকে কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাক বলে ধামাচাপা দিয়ে ফেলল। সবখানে একই দশা। পানামা ক্যানাল বন্ধ হয়ে গেলেও তাকে

দোষারোপ করতে পারবে না কেউ। বরং পুরো দুনিয়া তাকে সম্মান দেখাবে, শ্রদ্ধা করবে—এত বড় বিপর্যয়ের পরেও পানামার অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য... এই অঞ্চলের পণ্য পরিবহন চালু রাখার জন্য। এ-রকম হিসেবি ও ধুরন্ধর লোককে বিচারের কাঠগড়ায় তোলা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।'

'তা হলে কি অর্থহীন লড়াই করছি আমরা?' হতাশা ফুটল নেফারতিতির গলায়। 'নাকামুরা কোনোদিনই শাস্তি পাবে না?'

আচমকা যেন ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল রানা। কী বলছে এসব? নিজের হতাশা ছড়িয়ে দিয়েছে সহযোদ্ধার ভিতরে! আগে তো কোনোদিন এমন হয়নি। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, কখনও তো হাল ছাড়েনি ও! তা হলে আজ কেন? নেফারতিতির কথাই কি ঠিক? সাইকোলজিকাল টর্চারে মন দুর্বল হয়ে গেছে ওর?

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল রানার। 'পৃথিবীর কোনও লড়াই অর্থহীন নয়, নেফি। কারণ কোনও লড়াইয়ের ফলাফলই পূর্বনির্ধারিত নয়। তাই আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। হয়তো হেরে যাব, কিন্তু তারমানে এই নয় যে এতকিছুর পরেও পার পেয়ে যাবে নাকামুরার মত একটা পিশাচ। আইনের মাধ্যমে না পারি, আমি তাকে নিজ হাতে শাস্তি দেব।'

ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল নেফারতিতি। এ কোন্ চেহারা রানার! শান্তশিষ্ট, নম্র মানুষটা হঠাৎ করে যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে!

কয়েক মিনিট নীরবতায় কাটল। এরপর শোনা গেল অ্যাগুয়েরোর ডাক।

'সেনিয়র!'

সামনে তাকাল রানা। আদিম প্রকৃতির মাঝে প্রযুক্তির এক মরূদ্যানের মত মাথা তুলে রেখেছে পেদ্রো মিগুয়েল লক। ওরা

এখন কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের প্যাসিফিকের পাশটায়। পাহাড় এদিকে ঢালু হয়ে সমতলে মিশেছে। ঢালের গায়ে সবুজ-সোনালি ঘাস আর পাম গাছের সমারোহ। পশ্চিম তীরে পুরনো একটা ক্যাম্প দেখা গেল, ক্যানাল অথোরিটির সম্পত্তি—চেইন লিঙ্কের বেড়া দিয়ে ঘেরা, জং ধরা কতগুলো টিনের ঘর রয়েছে... কম্পাউণ্ডটা পানি পর্যন্ত বিস্তৃত। আঙিনায় কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পের পিছনে রেললাইন আর ট্রান্স-পানামা হাইওয়ে। লকের কাছাকাছি রয়েছে মুরিং সাইট—ওখানে ছোট বোটগুলো থামে, পাইলটকে নামিয়ে কিংবা উঠিয়ে নেয়। এ ছাড়া রয়েছে পার্কিং লট ও দুটো লম্বা ওয়্যারহাউস। আর আছে মেইণ্টেন্যান্স শেড—রেলগাড়ির ইঞ্জিন রাখার জন্য। লকের হাজার ফুট দীর্ঘ চেম্বারগুলোর পাড় ঘেঁষে বসানো হয়েছে রেললাইন। লকের ভিতরে জাহাজের নিজস্ব প্রপালশন ব্যবহার করা নিষেধ, ইঞ্জিনগুলো রেললাইন ধরে টো করে জাহাজকে, লকের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। *মিউল*, মানে মালবাহী খচ্চর বলে ডাকা হয় ইঞ্জিনগুলোকে। জাহাজভেদে সর্বোচ্চ ছ'টা মিউল পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় টো করার কাজে।

একটা ট্যাঙ্কার এইমাত্র বেরিয়ে এল ডানদিকের লক থেকে। অ্যাক্সেস ডোর খুলে যাওয়ায় প্রক্রিয়াটা দেখার সুযোগ পেল রানা। একেকটা দরজা পঁয়ষট্টি ফুট চওড়া, সাত ফুট পুরু, সাতশ' টন ওজনের—দু'পাশের পানির প্রবল চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা রাখে। তারপরেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে দুই সেট ডোর রয়েছে, যাতে এক সেট ভেঙে গেলেও বড় কোনও বিপর্যয় না দেখা দেয়। ছোট্ট বোট থেকে লকের পুরো সেটআপ দেখা সম্ভব হলো না, তবে বই পড়ে রানা জেনেছে, ভিতরে অনেকগুলো চেম্বার রয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে ধাপে ধাপে পঞ্চান্ন ফুট ওঠানামা করানো হয় জাহাজকে—প্যাসিফিক আর আটলাণ্টিকের

মধ্যকার সি-লেভেলে ওটুকুই পার্থক্য।

বামদিকে লকে একটা ফ্রেইটারের মাস্তুল দেখা যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে ওটাকে উঁচু হতে দেখল রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যে দৃশ্যমান হলো পুরো কাঠামো। এদিককার পানির লেভেলে পৌঁছে গেছে। আবারও খুলে গেল অ্যাক্সেস ডোর, হেলেদুলে লক থেকে বেরিয়ে এল জাহাজটা।

'জায়গামত পৌঁছে গেছি,' নেফারতিতিকে বলল, রানা। 'আলো আরেকটু কমুক, তারপর নেমে যেয়ো পানিতে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল নেফি। 'আমি জ্যাঙ্কোকে ডাকছি।' উঠে পড়ল ও।

আগেই বলে দেয়া হয়েছে, ট্যুর গাইডের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে অ্যাগুয়েরোকে। রানার ইশারা পেয়ে ইঞ্জিন আইড্‌ল্ করে এগিয়ে এল। হাত তুলে দেখাতে শুরু করল দু'পাশের বিভিন্ন দৃশ্য, রানাও ক্যামেরার শাটার টিপে চলল মুগ্ধ পর্যটকের মত। তার ফাঁকে নজর রাখছে লকের উপর। বুঝতে চাইছে কোথাও অস্বাভাবিকতা আছে কি না। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। নিয়মিত বিরতিতে লক থেকে বেরুচ্ছে বা ঢুকছে মাঝারি আকারের বিভিন্ন জাহাজ। সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় বড় আকারের কোনও জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। রাতের বেলা ক্যানালে বড় জাহাজের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ।

টুপ করে ডুবে গেল সূর্য। ঘনিয়ে এসেছে আঁধার। রানার ইশারা পেয়ে ডেকে বেরিয়ে এল নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো। পানিতে নামার জন্য তৈরি। পিঠে এয়ারট্যাঙ্ক ঝুলিয়েছে, কোমরে লিড ওয়েইটের বেল্ট, গলায় ঝুলছে বয়ান্সি কম্পেনসেটর। চোখের উপরে মাস্ক, পায়ে ফ্লিপার। এগিয়ে গিয়ে দু'জনের গিয়ার চেক করে নিল রানা। সন্তুষ্ট হয়ে ডান হাতের দু'আঙুলে একটা রিং তৈরি করে সঙ্কেত দিল।

'সাবধানে থেকো,' মুখে বলল, 'লকের অ্যাক্সেস ডোর খোলার সময় অনেক পানি বেরিয়ে আসে, তাই শক্তিশালী স্রোতের মুখে পড়বে তোমরা। সাবধানে না থাকলে ভেসে যেতে পারো। তোমাদের ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি কত?'

মুখ থেকে মাউসপিস সরিয়ে নেফি বলল, 'এক ঘণ্টা। তবে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় উঠে আসব বলে ঠিক করেছি। এর বেশি থাকাটা রিস্কি।'

'ঠিক আছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

মাস্কের ওপার থেকে স্থির চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে নেফারতিতি। হঠাৎ মাস্কটা কপালের উপরে তুলে ফেলে জড়িয়ে ধরল ওকে। চুমু খেলো ওর ঠোঁটে।

'কী ব্যাপার?' থতমত খেয়ে গেছে রানা। 'হঠাৎ...

'নীচে কী ঘটবে জানি না,' ওকে বাধা দিয়ে বলল নেফারতিতি। আলিঙ্গন ছাড়েনি। 'যদি খারাপ কিছু ঘটেই যায়, শেষ একটা স্পর্শ থাকুক তোমার ঠোঁটে।'

'অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!'

'আমি সিরিয়াস, রানা! পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর উঠে আসব আমরা। যদি না আসি, পনেরো মিনিটের বেশি অপেক্ষা কোরো না। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরা ফিরতে না পারি, তা হলে আর কখনোই পারব না।'

'ফিরতেই হবে তোমাকে। কোথাও গোলমাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসবে। অহেতুক ঝুঁকি নিয়ো না।'

'ঠিক আছে।'

একটা ফ্রেইটার বেরিয়ে এল লক থেকে। ওটার চওড়া শরীরের পিছনে ঢাকা পড়ে গেছে লকের অবয়ব। তারমানে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে না ওয়েইলক্র্যাফটকে। চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে লেন্স জুম করল রানা। উল্টোপাশের ব্রিজ উইঙে

দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন আর পাইলট। এপাশের উইঙে অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে পানামানিয়ান আর্মির দু'জন সৈনিক—অটো ক্যারিয়ারের ঘটনার পর দু'জন করে সশস্ত্র সৈন্য দেয়া হচ্ছে প্রতিটা জাহাজে, ওরা তারই অংশ। তবে দায়িত্বটা ওরা সিরিয়াসলি নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছে দু'জনে। এ-ই সুযোগ। নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কোকে হাতের ইশারা দিল রানা।

গানেলে বসে ছিল দুই ডাইভার। সঙ্কেত পেয়েই উল্টোদিকে ডিগবাজি খেলো। নিচু গানেল পেরিয়ে ঝপ করে পড়ল পানিতে, পরক্ষণে তলিয়ে গেল। কবজিতে বাঁধা নতুন ঘড়িটায় চোখ বোলাল রানা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট... তারমানে সাতটা আঠারোয় ফিরে আসবে ওরা।

পাঁচ

আরামদায়ক উষ্ণ পানি। বোট থেকে দশ ফুট নীচে নেমে থামল নেফারতিতি। ইশারায় জ্যাঙ্কোকেও থামতে বলল। তারপর বুকের কাছে লাগানো বয়ান্সি কম্পেনসেটরে একটু বাতাস ভরে নিল ট্যাঙ্ক থেকে। তারপর ফের নামতে শুরু করল। দ্বিতীয়বার থামল চল্লিশ ফুটে পৌঁছে। এতক্ষণ বাতাস ছাড়েনি, এবার ছাড়ল। শত-সহস্র বুদ্বুদ উঠতে শুরু করল উপরে। সারফেসে পৌঁছুবার আগেই ভেঙে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে যাবে ওগুলো, ক্যানালের বুকে কোনও আলোড়ন

তুলবে না। কানের পর্দায় পানির চাপ সয়ে যেতেই ফ্রেইটারের ইঞ্জিনের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ আর প্রপেলারের আলোড়ন শুনতে পেল নেফারতিতি, ওদের বেশ কাছ দিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা।

সাগরে ডাইভিং করে অভ্যস্ত নেফি, মিঠে পানিতে এই প্রথম নেমেছে। বয়ান্সির পার্থক্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু সময় নিল। ভিজিবিলিটি প্রায় শূন্যের কোঠায়, বড়জোর দশ ফুট। অযাচিত বিপদ ঠেকাবার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তারপরেও ডাইভ লাইট জ্বালবার ঝুঁকি নিল না। কবজিতে বাঁধা লিউমিনাস ডায়ালের কম্পাসে চোখ বুলিয়ে দিক ঠিক করে নিল, তারপর সাঁতার কাটতে শুরু করল লকের উদ্দেশে। ওর পিছু নিল জ্যাঙ্কো।

কোনও তাড়া নেই দুই ডুবুরির। স্কুবা ডাইভিঙের মূলমন্ত্র ফলো করছে—অহেতুক তাড়াহুড়ো করা যাবে না, তাতে শক্তি আর বাতাস... দুটোরই অপচয় হয়। অথচ পানির নীচের অদ্ভুত জগতে টিকে থাকার জন্য ও-দুটোই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই অলস ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে চলেছে ওরা। দুই পা ছাড়া আর কিছুই নাড়ছে না।

সাঁঝের শেষ আভা এখনও লেগে রয়েছে লেকের বুকে। নেফারতিতির মাথার উপরে ঝুলছে যেন লাল-কালোয় মেশানো এক ছাত। নীচে দুর্ভেদ্য তরল অন্ধকার। আর কোনও বৈচিত্র্য নেই। কয়েক মিনিট পরেই একঘেয়ে হয়ে উঠল দৃশ্যটা। নিজের অজান্তে রানার সুদর্শন মুখটা ভেসে উঠল নেফির মনের আয়নায়। শ্রদ্ধা অনুভব করছে দুঃসাহসী যুবকটির প্রতি। শত্রুদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে, শরীর বা মানসিক অবস্থা... কোনোটাই ভাল নয়; তারপরেও দমে যায়নি। নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে দায়িত্ব। লোকটা মানুষ, না যন্ত্র? যন্ত্র যদি না-ই হবে, ওর

বাহুডোরে এখনও ধরা পড়ছে না কেন? চেষ্টা তো কম করেনি নেফি!

সামনে দিয়ে ভেসে গেল কী যেন। সঙ্গে সঙ্গে সংবিৎ ফিরে পেল নেফারতিতি। জোর করে মন থেকে তাড়াল এলোমেলো ভাবনাগুলো। পানির তলায় অন্যমনস্ক হওয়া মানে বিপদে পড়া। ডাইভ ওয়াচে চোখ বুলিয়ে মন দিল সাঁতার কাটায়।

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। সামনে একটা আবছা কাঠামো দেখতে পেয়ে ডাইভ লাইট জ্বালল নেফারতিতি। বোট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে, এখন আলো জ্বাললে ভয় নেই। ডাইভ লাইটে উদ্ভাসিত হলো কংক্রিটের তৈরি বিশাল এক দেয়াল, ক্যানালের মেঝে থেকে সারফেস ভেদ করে উপরে উঠে গেছে—পেদ্রো মিগুয়েল টুইন লকের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা।

নীচের দিকে বুড়ো আঙুল তাক করে ইশারা দিল জ্যাঙ্কো। মাথা ঝাঁকিয়ে তার পিছু পিছু আরও গভীরে নামতে শুরু করল নেফারতিতি। পঞ্চান্ন ফুট নামার পর স্পর্শ পেল ক্যানালের মেঝের। মসৃণ, ফকফকা পরিষ্কার, যেন ঝাড়ু দেয়া হয়েছে। নিয়মিত জলপ্রবাহের কারণে জলজ আগাছা, শামুক বা আর কোনও জঞ্জাল জমতে পারে না ওখানে। লকের ভিত্তি দেখতে পেল—কংক্রিটের তৈরি অতিকায় ফাউণ্ডেশন, তার মাঝখানে রয়েছে স্টিলের দরজাগুলো, যেন প্রাচীন আমলের দুর্ভেদ্য দুর্গফটক। দরজার দু'পাশে রয়েছে আঠারো ফুট ব্যাসের অনেকগুলো ইনলেট টানেল—সেগুলো কংক্রিটের ফাউণ্ডেশনের ভিতরে ঢুকে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে, সংযোগ সৃষ্টি করেছে লকের ভিতরের সবগুলো চেম্বারের মধ্যে। একেকটা টানেল এতই বড় যে অনায়াসে একটা গাড়ি ঢুকিয়ে রাখা যাবে। টানেলের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে ভালভ। জালের মত বিছিয়ে থাকা এই টানেলগুলো পানির

পাইপের মত কাজ করছে; এক লাখ দশ হাজার বর্গফুট আকারের লকটাকে মিনিটে দু'ফুট হারে ভরিয়ে তোলা যায় ওগুলোর সাহায্যে। আবার প্রতি বর্ষার মৌসুমে লকের ভিতরে জমা বাড়তি কয়েক বিলিয়ন গ্যালন পানিও ওগুলো দিয়েই অপসারণ করা হয়।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল নেফারতিতি, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে কাঠামোটার বিশালত্ব দেখে। বয়সের কারণে কালচে ছোপ পড়ে গেছে কংক্রিটের গায়ে, কিন্তু ইনলেটের ফিডার টানেলগুলোর অতিকায় মুখ তারচেয়েও কালো, অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ওখানে—অশুভ ভৌতিক কোনও গুহার মত লাগছে। শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর, মনে হচ্ছে ওই অন্ধকারের ভিতর থেকে কেউ ওকে দেখছে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল জ্যাঙ্কো। ইশারায় জানতে চাইল কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না। মাথা নাড়ল নেফারতিতি, কিন্তু অস্বস্তিটা দূর হলো না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল একটা টানেলের দিকে, ডাইভ লাইটের আলো ফেলল ওখানে। হঠাৎ কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল অন্ধকারে, তারপরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত তীব্রবেগে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রূপালি একটা অবয়ব। সরাসরি ওর দিকে!

স্থান-কাল ভুলে গেল নেফারতিতি, চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে। মুখ থেকে রেগুলেটর সরে গেল, নাকেমুখে ঢুকে গেল পানি। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে ফেস মাস্কে হাত লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধ হয়ে গেল ও, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পানি ঢুকে পড়েছে মাস্কের ভেতর। উত্তেজনায় ভুলে গেল, কী করে পানি বের করে দিতে হয়।

হঠাৎ কাঁধ চেপে ধরল কেউ। চমকে উঠল নেফারতিতি। ধরেই নিল, ভয়ঙ্কর ওই জানোয়ারটা এবার শেষ করতে এসেছে

ওকে। কিন্তু না, পিঠের ট্যাংকে তিন বার আলতো টোকা পড়ল। জ্যাঙ্কো এগিয়ে এসেছে ওকে সাহায্য করতে।

শান্ত হয়ে এল নেফারতিতি। উত্তেজনা আর আতঙ্ক চলে গেল। মনে পড়ল, কী করে পানি বের করে দিতে হয়। মাথা ডানে ঘোরাল ও, আস্তে করে এক আঙুলে চাপ দিল মাস্কের বাঁ পাশে। সামান্য ফাঁক হলো মাস্ক। জোরে শ্বাস ফেলল সে। বুদ্বুদ তুলে বেরিয়ে গেল বাতাস, সঙ্গে নিয়ে গেল মাস্কের ভিতরের পানি। আঙুল সরিয়ে আনতেই আবার জায়গামত বসে গেল মাস্ক। অন্ধকার সরে গেল চোখের সামনে থেকে। রেগুলেটরটা তুলে মুখে বসিয়ে নিল ও।

জ্যাঙ্কোর উপর চোখ পড়ল নেফির। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে লোকটা। আঙুল তুলে পিছনে দেখাল। ডাইভ লাইটের আলো ওদিকে ঘোরাতেই খিঁচড়ে গেল মেজাজ। এর জন্যে এত ভয় পেয়েছে ও! আট ফুট লম্বা একটা বড়সড় টারপন মাছ, সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে দূরে। নিজের ওপরই রাগ হলো ওর, অযথা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা এক করে একটা রিং তৈরি করল জ্যাঙ্কো, দেখাল নেফারতিতিকে। তারমানে সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। পাশে চলে এল নেফারতিতি। যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, এবার তল্লাশি শুরু করতে হয়। লকের আশপাশে কোনও সাবমারসিবল আছে কি না খুঁজে দেখবে। এ-মুহূর্তে ওটা যদি না-ও থাকে, কোনও না কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে বলে আশা করছে। ক্যানালের মেঝেতে ডাইভ লাইটের আলো ফেলে সাঁতার কাটতে শুরু করল দু'জনে। লকের দরজা থেকে দূরে থাকছে, ওগুলো খোলার সময় যদি সামনে পড়ে যায়, পানির তুমুল স্রোতে খড়কুটোর মত ভেসে যাবে। দূরে থাকছে ইনলেটের টানেল থেকেও। ভালভ খুলে দিলে তীব্র বেগে ওখান দিয়ে পানি ঢোকে

লকে—সেই স্রোতে আটকা পড়লেও বিপদ।

তল্লাশি চালাতে চালাতে আবার রানার কথা ভাবল নেফারতিতি। না, এবার আর মেয়েলি চিন্তা নয়... যুক্তিনির্ভর ভাবনা। রানার থিয়োরিটা কতখানি বাস্তবসম্মত? এখন পর্যন্ত পানামা ক্যানাল বিষয়ে নাকামুরার পরিকল্পনা সম্পর্কে ওরা যা আন্দাজ করেছে, সেটাই বা কতখানি সঠিক? দুর্ঘটনাগুলো যদি স্বাভাবিক হয়... যদি কোনও প্রমাণ পাওয়া না যায় অদৃশ্য কোনও শক্তির? তা হলে কি ধরে নিতে হবে সবই ওদের কল্পনা? ক্যানালের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই নাকামুরার? রানা কীভাবে নেবে সেটা? মানসিক অবস্থা ভাল নয় ওর, মুষড়ে পড়বে না তো!

নাহ্, তা ঘটবে না। মনে মনে ভাবল নেফারতিতি। এখন পর্যন্ত যতটুকু চিনেছে রানাকে, হাল ছেড়ে দেবার মানুষ বলে মনে হয়নি ওকে। একটা থিয়োরি ভুল প্রমাণিত হলে নিশ্চয়ই আরেকটার পিছনে ছুটবে। দৃঢ় এক প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখেছে ও রানার চেহারায়। নাকামুরাকে এত সহজে রেহাই দেবে না।

গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। আবারও খুলতে শুরু করেছে লকের দরজা। আরেকটা জাহাজ বেরিয়ে এল। দূর থেকে পানির তলায় ওটার খোলের কালচে অবয়ব দেখল ওরা। প্রপেলার চালু হলো, আলোড়ন উঠল পানিতে। হাত-পা নেড়ে আরেকটু সরে এল দুই ডাইভার। ঘড়ি দেখল নেফারতিতি, বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, হাতে আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। অথচ বিশাল একটা এলাকা তল্লাশি করা বাকি, এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়। যতটুকু সম্ভব তা-ই করবে ভেবে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জনে। ডাইভ লাইটের আলো ফেলে খুঁটিয়ে দেখছে ক্যানালের তলদেশ।

কাদায় মাখা কতগুলো ধাতব স্ট্রাকচারের দিকে ইশারা করল জ্যাঙ্কো। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝল, ওগুলো শতাব্দীপ্রাচীন ইকুইপমেন্টের ধ্বংসাবশেষ। খননকাজের শেষে ফেলে যাওয়া

হয়েছে। আশপাশে এমনতরো হাজারো জিনিস পড়ে আছে, কিন্তু কোনও ধরনের ডুবোজাহাজ বা পানির নীচে নড়াচড়া করতে পারে এমন কিছুর সন্ধান মিলল না।

আবার ঘড়ি দেখল নেফারতিতি। ত্রিশ মিনিট। লকের পাশ থেকে বোটের দিকে তল্লাশি চালিয়ে আসছে বলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, তারপরেও আর দেরি করা চলে না। অনুমান করল, অন্তত দশ মিনিট তো লাগবেই। ডিকম্প্রেশনের জন্যেও কমপক্ষে দু'মিনিট স্টপেজ দিতে হবে। হতাশা অনুভব করল, কিচ্ছু খুঁজে পায়নি। পাবার সম্ভাবনাও দেখছে না। রানা ভুল করেছে। ভুল করেছে মার্কোসও। দুর্ঘটনার পিছনে আর যা-ই থাকুক, সাবমারসিবল ছিল বলে মনে হচ্ছে না। তবুও ফিরতি পথে রওনা হবার আগে শেষ তিন মিনিট চেষ্টা করবে বলে ঠিক করল। ইশারায় জ্যাঙ্কোকেও জানাল সেটা।

তল্লাশি নিয়ে দু'জনে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, টের পেল না, ঘনিয়ে এসেছে বিপদ। ভূতের মত ওদের মাথার উপরে উদয় হয়েছে ফ্রগম্যানের গিয়ার পরা ছ'জন ডুবুরি। পাক খাচ্ছে শিকারি হাঙরের মত। দলনেতার সঙ্কেত পেয়ে আচমকা নামতে শুরু করল জোড়ায় জোড়ায়। দ্রুতবেগে। যেন পানি চিরে ছুটে আসছে জোড়া টর্পেডো।

ঘাড় শিরশির করে উঠল নেফারতিতির। ঝট করে উপরে তাকাল। চমকে উঠল নবাগতদের দেখে। তবে এবার আর বুদ্ধি হারাল না। দ্রুত ডাইভ লাইট ঘুরিয়ে দু'বার ফ্ল্যাশ করল, সতর্ক করে দিল জ্যাঙ্কোকে। তারপর গোড়ালির উপরে বাঁধা ছুরিটা খুলে আনল খাপ থেকে। শান্ত চোখে যাচাই করল পরিস্থিতি।

ছ'জন ফ্রগম্যান। কুচকুচে কালো রঙের ওয়েটসুট পরে আছে। চারজনের হাতে ছুরি, বাকি দু'জনের হাতে স্পিয়ারগান। স্পিয়ারগানদুটোই সমস্যা। নইলে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে তীর

বেগে সারফেসে উঠে যাবার একটা চেষ্টা করা যেত। ঝুঁকি নিল না নেফারতিতি। বয়াঙ্গি কমপেনসেটর থেকে বের করে দিল সব বাতাস, তারপর ভারী পাথরের মত নেমে যেতে শুরু করল খালের তলদেশে। জ্যাঙ্কো অনুসরণ করল ওকে। তবে পিঠ ঘুরিয়ে সাঁতার কাটছে জ্যাঙ্কো, নীচে নামতে নামতে নজর রাখছে আগ্রাসী শত্রুদের উপর। নিজের ছুরিটা ধরে রেখেছে বুকের কাছে।

ক্যানালের মেঝে থেকে বিশ ফুট উপরে এসে থেমে গেল দুই স্পিয়ারগানধারী। এমনভাবে পজিশন নিল, যাতে নীচে নামতে থাকা চার সঙ্গীকে কাভার দিতে পারে। লক থেকে জায়গাটা খানিকটা দূরে, স্রোত কম, তলদেশে ছোটবড় পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। দুটো পাথরের মাঝখানে ফ্লিপার আটকে পজিশন নিল নেফারতিতি—লড়াই করবে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই এক ফ্রগম্যান নেমে এল ওর পাশে। ছুরি চালাল। নিচু হয়ে গিয়ে সহজেই আঘাতটাকে ফাঁকি দিল নেফারতিতি, পরক্ষণে সর্বশক্তিতে নিজের ছুরি চালাল। পা আটকে রাখায় ভাল লেভারেজ পাচ্ছে। ফ্রগম্যানের উরুতে লাগল পোঁচ। দু'ফাঁক হয়ে গেল ওয়েটসুট আর চামড়া। বেরিয়ে এল রক্ত। ব্যথায় পিছিয়ে গেল সে। ঘুরতে শুরু করল। পা ছাড়াতে একটু দেরি হয়ে গেল নেফির, ততক্ষণে নাগালের প্রায় বাইরে চলে গেছে সে। মরিয়া হয়ে আবারও ছুরি চালাল। এবার লোকটার কোমরে... এয়ারট্যাঙ্কের তলায় লাগল পোঁচ। অগভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো।

খেপে গেল ফ্রগম্যান। ঘুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল নেফারতিতির উপর। তার দিকে পিঠ ঘোরাল ও, ঠং করে এয়ারট্যাঙ্কে বাড়ি খেলো লোকটার ছুরির ফলা। পাশ ফেরা অবস্থাতেই মুক্ত হাতটা চালাল নেফি। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে খুঁজে নিল ভালভ, সেটা ঘুরিয়ে দিতেই লোকটার বয়াঙ্গি

কম্পেনসেটরে হুড়মুড় করে ঢুকল বাতাস। সাঁই করে রকেটের মত উঠে গেল সে। তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে সারফেসের দিকে। বাতাস ছেড়ে দিয়ে আবার নেমে আসতে পারবে, তবে তার আগে মূল্যবান কয়েক মিনিট সময় পাওয়া গেল।

সঙ্গীর খোঁজে নজর বোলাল নেফি। বাকি তিন ফ্রগম্যানের সঙ্গে একাই লড়ে চলেছে জ্যাঙ্কো। একজনের কাঁধ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, বাকি দু'জন অক্ষত। ওকে তিনদিক থেকে কর্ডনের মত ঘিরে ধরার চেষ্টা করছে তিন ফ্রগম্যান, যাতে উপর থেকে স্পিয়ারগানাররা বর্শা ছুঁড়তে পারে। হাত-পা ছুঁড়ে জ্যাঙ্কোকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল নেফি, হামলা করল সবচেয়ে কাছের ফ্রগম্যানকে। সঙ্গীর ইশারা পেয়ে দ্রুত ঘুরতে শুরু করল লোকটা।

পিছন থেকে আক্রমণ আসছে, স্বাভাবিকভাবেই লোকটা ভাবল ওর এয়ারহোস কেটে দিতে চাইছে নেফি। সেটাকে বাঁচাবার জন্য ঘুরে গেল পুরোপুরি, বুক চিতিয়ে মুখোমুখি হলো তরুণীর। সাপের মত ছোবল দিল নেফির হাত, আগের মতই খুলে দিল লোকটার বয়ান্সি কম্পেনসেটরের ভালভ। বুকের ভেস্ট ফুলে উঠল, এ-লোকটাও ছিটকে গেল উপরে। তবে এবার তাকে একা ছাড়ল না নেফি। পিছন থেকে এয়ারট্যাঙ্ক খামচে ধরে নিজেও উঠতে শুরু করল। ফ্রগম্যানের শরীরকে ঢালের মত ব্যবহার করছে। ফ্লিপার নেড়ে দিক পরিবর্তন করল, লোকটাকে নিয়ে ফেলল একজন স্পিয়ারগানারের গায়ে।

ঠোকাঠুকিটা খুব জোরালো হলো না, তবে বেসামাল হয়ে পড়ল স্পিয়ারগানার। ছুরিঅলাকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল নেফি। ছুরিঅলাও নিজের বয়ান্সি অ্যাডজাস্ট করে যোগ দিল লড়াইয়ে। এরিয়াল ব্যাটলের আদলে শুরু হলো ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। তিনজনেই পরস্পরকে নাগালে পেতে

চাইছে। ফ্রগম্যানদের রিস্ট লাইটের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়ে উঠল ছুরির ফলা। ক্লোজ কমব্যাটের কারণে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে প্রথম লোকটার স্পিয়ারগান। দ্বিতীয়জনও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। একটু দূরে ভেসে থেকে অপেক্ষা করছে নেফিকে একা পাবার, কিন্তু সেই সুযোগ তাকে দিল না ও।

নীচ থেকে এবার দ্বিতীয় স্পিয়ারগানারঁকে লক্ষ্য করে ছুটে এল জ্যাঙ্কো। পিছু পিছু ধাওয়া করল বাকি দুই ফ্রগম্যান, কিন্তু অগ্রাহ্য করল তাদেরকে। চোখের কোণে নড়াচড়া দেখতে পেয়ে দ্রুত ওর দিকে স্পিয়ারগান ঘোরাল উপরের লোকটা, তাড়াহুড়ো করে চেপে দিল ট্রিগার। বন্দুকের গুলির চেয়ে অনেক ধীরে এগোয় স্পিয়ার, তাই প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট সময় পেল জ্যাঙ্কো। থামল না, শুধু শরীর একটু মুচড়ে কাত হয়ে গেল। ওর পাশ দিয়ে বুদ্বুদ তুলে নীচে নেমে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বর্শা।

দ্বিতীয় স্পিয়ারগানারকে পেরিয়ে গেল তরুণ লিজনেয়ার, উপরে উঠেই ডিগবাজি খেলো। উল্টো হয়ে ঝুলছে এখন পানিতে। স্পিয়ারগানার কিছু বুঝে ওঠার আগেই খপ করে চেপে ধরল তার একটা এয়ারহোস, ছুরির এক পোঁচে কেটে দিল ওটা। একরাশ বাতাস বেরিয়ে এল কাটা হোস থেকে। বুদ্বুদের ফুলঝুরির মাঝে অন্ধের মত হাতড়াল ও, খুঁজে নিল দ্বিতীয় হোসটা। ওটায় পোঁচ দিতে যাবে, এমন সময় তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল দু'পায়ের মাঝখানে।

প্রথম ফ্রগম্যানের কথা ভুলে গিয়েছিল জ্যাঙ্কো, বয়ান্সি কম্পেনসেটরে বাতাস ভরে যাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছিল নেফারতিতি। সবার অলক্ষে নীচে নেমে এসেছে সে, নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে উল্টো হয়ে থাকা জ্যাঙ্কোর অরক্ষিত উরুসন্ধি। হাতের ছুরির পুরো ফলাটা গেঁথে দিয়েছে ওর দুই টেস্টিকলের তলা দিয়ে।

সময় যেন মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল। এরপরেই এক টানে ছুরিটা বের করে নিল খুনি। জ্যাঙ্কোর উন্মুক্ত ক্ষত দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। হাত থেকে ছুরি খসে গেছে ওর, এবার সুতোকাটা পুতুলের মত নেমে যেতে থাকল নীচে। রক্তক্ষরণে মারা যাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তাও রেহাই নেই। পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পিয়ারগানের বাট দিয়ে সজোরে মাস্কের উপর ঘা মারল গানার। কাঁচ ভেঙে গেল, চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ার আগে চোখে-মুখে-নাকে উষ্ণ পানির স্পর্শ অনুভব করল তরুণ লিজনেয়ার।

কাটা এয়ারহোসের ভালভ বন্ধ করল স্পিয়ারগানার। সঙ্গীকে নিয়ে এবার হামলা চালাতে গেল নেফারতিতির উপর। আর তখুনি গুমগুম করে একটা নতুন আওয়াজ ভেসে এল। থমকে গেল দুই ডুবুরি, ওই শব্দের অর্থ জানে। আরেকটা জাহাজ ঢুকবে লকের শেষ চেম্বারে, তাই খুলে দেয়া হয়েছে ইনলেটের ভালভগুলো। উল্টোমুখী পানির স্রোত শুরু হলো বলে! এতক্ষণে দু'জনে খেয়াল করল, লড়াই করতে করতে লকের বেশ কাছে চলে এসেছে ওরা, একেবারে ইনলেটগুলোর সামনে। ক্রসকারেন্টে আটকা পড়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি রিস্টলাইট জ্বেলে-নিভিয়ে বাকিদেরকে সঙ্কেত দিল ওরা, তারপর মুখ ঘুরিয়ে পাগলের মত সাঁতার কাটতে শুরু করল পাড়ের দিকে।

নেফি লড়াই করছিল, হঠাৎ ওকে ছেড়ে সরে গেল ফ্রগম্যান আর স্পিয়ারগানার। ঘুরে গিয়ে বাকিদেরকে অনুসরণ করল তারা। এক মুহূর্তের জন্য বোকার মত ভেসে রইল ও, বুঝতে পারছে না কী ঘটল। আরেকটু হলেই ওকে ঘায়েল করতে পারত ওরা, ইতিমধ্যে ওর গায়ে অগভীর দুটো আঁচড়ও বসাতে পেরেছে... এ-অবস্থায় হঠাৎ পিঠটান দিল কেন?

উত্তেজনায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যেন বধির হয়ে রইল নেফি, তারপর শুনতে পেল ইনলেট ভালভের আওয়াজ। এবার নিজেও টের পেল বিপদটা। কোন্‌দিকে যাবে ঠিক করতে পারল না। কোনোকিছু না ভেবে পিছু নিল শত্রুদের।

লেকের তলার পরিত্যক্ত একটা স্ট্রাকচারের দিকে এগোচ্ছে ছয় ডুবুরি। একটু আগে ওখান দিয়ে জ্যাঙ্কোকে নিয়ে ঘুরে গেছে নেফারতিতি। তখন কিছুই বোঝেনি, কিন্তু এখন ভাল করে তাকাতেই চমকে উঠল। জিনিসটা আসলে আধুনিক এক ডাইভিং বেল—এক ধরনের প্রেশারাইজড চেম্বার, যার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে ডুবুরিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানির তলায় কাটিয়ে দিতে পারে। নিখুঁত ছদ্মবেশ পরানো হয়েছে ওটাকে। লালচে রঙ আর শ্যাওলার প্রলেপ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হয়েছে, যাতে দ্বিতীয়বার কেউ ফিরে না তাকায়। শুধু তা-ই নয়, ডাইভিং বেলের ডানদিকে লোহার তালের মত যে-জিনিসটা পড়ে আছে, সেটাও আধুনিক। প্রথম দেখায় পুরনো কোনও অচেনা যানবাহন মনে হচ্ছিল, এখন চিনতে পারছে নেফি—চাকার মত বেরিয়ে থাকা জিনিসটা আসলে ইমপেলার... বেরিয়ে আছে স্পেশালাইজড একটা সাবমারসিবলের গা থেকে! ওটাও ছদ্মবেশে ঢাকা!

রানার ধারণাই ঠিক।

আর কিছু ভাববার সুযোগ পেল না, তার আগেই প্রচণ্ড এক টান অনুভব করল শরীরে। ভালভ পুরোপুরি খুলে গেছে। প্রবল বেগে পানির ধারা ছুটছে ইনলেটের দিকে। তার মাঝে পড়ে গেছে নেফারতিতি। যাদের সঙ্গে এতক্ষণ লড়ছিল, সেই ফ্রগম্যান আর স্পিয়ারগানারও আটকা পড়েছে ক্রসকারেণ্টে—ওদেরকে মাত্র দু'ফুট সামনে দেখতে পেল নেফি। বাকি চার ডুবুরি রক্ষা পেয়েছে অল্পের জন্য।

ফ্রগম্যান আর স্পিয়ারগানার প্রাণপণে সাঁতার কাটছে, নেফিও

তা-ই করল। এগোতে না পারুক, অন্তত পজিশন ধরে রাখতে পারলেও চলে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টের পেল, অমিতশক্তি স্রোতের বিরুদ্ধে খামোকাই লড়াই করছে। অনিবার্য পরিণতিকে এড়াবার কোনও উপায় নেই, শুধু একটু দেরি করিয়ে দেয়া। স্পিয়ারগানার তার হাতের অস্ত্রটা আগেই ফেলে দিয়েছে, এবার তাকে কুঁজো হয়ে ওয়েটবেল্ট খুলতে দেখল—ভাবছে ওজন কমাতে পারলে ভেসে উঠতে পারবে। কিন্তু পারল না, বরং বেল্ট খুলতে গিয়ে স্রোতের হ্যাঁচকা টানে নেফিকে পেরিয়ে বেশ কিছুদূর পিছিয়ে গেল সে।

পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একসময় টের পেল নেফারতিতি, হেরে গেছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, অতিকায় একটা ইনলেটের বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই ঢুকে যাবে ভিতরে, ঠেকাবার উপায় নেই। পাগলা স্রোতের টানে বদ্ধ টানেলের দেয়ালে ক্রমাগত বাড়ি খাবে ওর দেহ, ছাতু হয়ে যাবে হাড়গোড়। থেঁতলানো দেহটা শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে লকের কোনও একটা চেম্বারে।

বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি অনুভব করল নেফারতিতি, আর তখুনি আচমকা বুঝে ফেলল কী করতে হবে। টানেলে যখন ঢুকতেই হবে, অযথা স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই। তারচেয়ে ভিতরে টিকে থাকার একটা চেষ্টা করা যাক। বেঁচে থাকলে এই স্রোতই ওকে লকের ভিতরে নিয়ে যাবে... দেবে মুক্তি।

পানির টানে ফ্রগম্যান ওর পাশে চলে এসেছে। একটু কাত হয়ে লোকটার নাগালের মধ্যে চলে গেল নেফারতিতি, দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ফ্রগম্যান, কিন্তু সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। পানির টানে ভয়ানক গতিতে দেহটা ছুটতে শুরু করেছে

ইনলেটের দিকে। হাজার চেষ্টাতেও আর সাঁতার কাটতে পারল না। নেফিকেও টানছে স্রোত, কিন্তু কায়দা করে লোকটার সামনে চলে এল ও, তাকে ঢাল বানিয়ে আশ্রয় নিল উল্টোদিকে। পিছনে থাকা স্পিয়ারগানারের উপর প্রবল বেগে আছড়ে পড়ল ওরা। তালগোল পাকিয়ে তিনজনে একসঙ্গে ছুটে চলেছে এবার।

আবারও পজিশন ঠিক করে নিল নেফারতিতি, লোকদুটোর উল্টোদিকে চলে এল। মুখ তুলে দেখল, এসে গেছে টানেলের মুখ। আঠারো ফুট ব্যাসের টানেলগুলো যথেষ্ট প্রশস্ত, ঢোকার সময় বিপদ হবার কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, সরাসরি ঢুকছে না ওরা। একটু উপর থেকে কোনাকুনিভাবে ঢুকছে... একেবারে টানেল-মুখের কিনার ঘেঁষে।

বিপদ টের পেয়ে শরীর দলা পাকিয়ে ফেলল নেফারতিতি, কিন্তু অপর দুই ডুবুরি সেটা করল না। ফলে ঢোকার সময় ভীষণ জোরে টানেলের কিনারে বাড়ি খেলো ফ্রগম্যানের মাথার পিছনটা। বিচ্ছিরি একটা শব্দ হলো—নারকেলের মত ফেটে গেছে খুলি। বেচারার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কপালজোরে স্পিয়ারগানার সংঘর্ষ ছাড়াই ঢুকে যেতে পারল, আর তার পিছু পিছু নেফারতিতি ঢুকল নিরাপদে।

এবার দেখা দিল আসল বিপদ। কংক্রিটের তৈরি টানেলের সারফেস কর্কশ। যে-বেগে যাচ্ছে ওরা, ঘষা খেলে হাড় থেকে মাংস উঠে আসবে। তা ছাড়া সামনে রয়েছে টানেলের আঁকবাঁক, শাখা-প্রশাখা। সেসব জায়গায় আছড়ে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে হাড়। কীভাবে এসব বিপদ সামাল দেবে, তা আগেই ঠিক করে নিয়েছে নেফারতিতি। দু'হাত বাড়িয়ে স্পিয়ারগানার আর মৃত ফ্রগম্যানের ওয়েটসুটের বুকের কাছটা মুঠো করে ধরল। মাস্কের ওপাশে বিস্ময় ফুটল স্পিয়ারগানারের চোখে, নেফির মতলব বুঝতেই বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি।

মেঝের দিকে নেমে যাচ্ছে ওরা—ব্যাপারটা টের পেতেই ফ্রগম্যানের লাশটা নীচে নামিয়ে আনল নেফি। পাহাড়ি ঢাল থেকে পিছলে নামার সময় বাচ্চারা যেমন তোষক বা জাজিমের উপর চড়ে বসে, ঠিক সেভাবে চড়ে বসল ওটার উপরে। ঠং করে টানেলের তলায় বাড়ি খেলো এয়ারট্যাঙ্ক, প্রথম ঘষাতেই স্ট্র্যাপ থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ফ্রগম্যানের পিঠ নেমে এল মেঝেতে। পিছনে লালচে একটা রেখা সৃষ্টি হলো, প্পানিতে ভেসে গেল মাংস আর ওয়েটসুটের টুকরো। ড্রপ খাবার ভঙ্গিতে আবার উপরে উঠে এল। এবার ডানদিকে ভেসে যাচ্ছে নেফারতিতি। পাগলের মত মাথা নাড়ছে স্পিয়ারগানার, কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না। এদের হাতে খুন হয়েছে জ্যাঙ্কো, তাই কোনও দয়া অনুভব করছে না। ঢালের মত লোকটাকে ডানদিকে ব্যবহার করল ও।

ঘুরপাক খেতে খেতে টানেলের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল তিনটে দেহ। কী ঘটছে, কোথায় যাচ্ছে... কিছুই জানে না নেফারতিতি। কানের মধ্যে শুধু শোঁ শোঁ আওয়াজ, টানেলের গভীরে পৌঁছে যাওয়ায় চারদিকে নিকষ অন্ধকার—নিজের ডাইভ লাইট বহু আগেই হারিয়েছে, বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে অপর দুই ডুবুরির রিস্টলাইটও। ও শুধু আঁকড়ে ধরে রইল ওদেরকে। একজন মৃত, অন্যজন এখনও জীবিত কি না জানে না; স্রেফ লেপ্টে রয়েছে দেহদুটোর সঙ্গে। মাঝে মাঝে ধাক্কা খেলে বুঝতে পারছে, দুই ঢাল রক্ষা করছে ওকে। তারপরেও একেবারে অক্ষত নয় ও। শরীরের অন্তত দু'জায়গায় ঘষা খেয়েছে, কিন্তু ব্যথা অনুভব করছে না কোনও। সে-অবস্থা নেই।

ইংরেজি টি অক্ষরের মত একটা জাংশানে পৌঁছুল ওরা। ভীষণ জোরে আছড়ে পড়ল দেয়ালের উপর। ঝাঁকি খেয়ে নেফারতিতির মুখ থেকে খসে পড়ল রেগুলেটর, হাত থেকে ছুটে

গেল মৃত ফ্রগম্যানের লাশ। টের পেল, পানির চাপে অন্য হাতের তলায় মড়মড় করে ভাঙছে স্পিয়ারগানারের পাঁজর। এরপর ওর পালা। পাগলের মত হাত ছুঁড়ল ও, খুঁজে পেতে চাইল মাউসপিসটা, পেল না। অক্টোপাসের শুঁড়ের মত মাউসপিস আর এয়ারহোস পাক খাচ্ছে পানির তোড়ে। পরমুহূর্তে বামদিকের স্রোতে ভেসে গেল ও। স্পিয়ারগানারের লাশ কোন্‌দিকে গেছে জানে না।

বাতাসের অভাবে আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস, চোখের কোণে এক চিলতে আলো দেখতে পেল নেফারতিতি। টানেলের ছাতে একটা চারকোনা ওপেনিং! হাত-পা ছুঁড়ে পৌঁছুতে চাইল ওখানে। লাভ হলো না। ওপেনিঙের মুখ থেকে ওকে ছোঁ মেরে সরিয়ে নিল স্রোত। হাল ছেড়ে দিল নেফি—আর আশা নেই। ডুবে মরতে হচ্ছে ওকে। আর তখুনি আরেকটা ওপেনিং দেখতে পেল সামনে। স্রোতও একটু দুর্বল হয়ে এসেছে যেন।

আশার আলো জ্বলে উঠল ওর মনে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আরেকবার চেষ্টা করল নেফারতিতি। এবার ধরে ফেলতে পারল ওপেনিঙের কিনারা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পানির ধাক্কায় ফোকর গলে বেরিয়ে গেল ও।

খোলা পানিতে নিজেকে আবিষ্কার করল নেফি। ওপেনিঙের জায়গাটায় তোড় আছে বটে, কিন্তু চারদিক শান্ত। জলাশয়ের আকার-আয়তন দেখে বুঝতে পারল, লকের বিশাল এক চেম্বারে পৌঁছে গেছে। জ্যান্ত অবস্থায়! উপরে তাকাল। লকের দু'পাশে বসানো হাই ইনটেনসিটি ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলোয় ঝলমল করছে সারফেস। সেই আলোই আসছে পানির তলায়।

ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে বাতাসের অভাবে। তাড়াতাড়ি রেগুলেটরটা খুঁজে নিয়ে মুখে গুঁজল ও। তাজা বাতাস যেন মুহূর্তেই সুস্থ করে তুলল ওকে। শান্ত হয়ে এল নার্ভ। ডেপথ

চেক করল। আটত্রিশ ফুট। উপরে উঠতে চাইলে দু'মিনিটের ডিকম্প্রেশন স্টপেজ দিতে হবে। কিন্তু এয়ারট্যাঙ্কে অত বাতাস আছে কি? গজ চেক করতে চাইল, কিন্তু বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে ওটা। ঘড়ি দেখল, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে বোট ছেড়ে আসার পর। অবাকই হলো, মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল পেরিয়ে গেছে খুনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই শুরু করবার পর'। আসলে পেরিয়েছে পনেরো মিনিটেরও কম। তারমানে এখনও কয়েক মিনিটের বাতাস আছে ট্যাঙ্কে।

খুশি হয়ে উঠল নেফারতিতি। এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। সারফেসে ভেসে উঠলেই হয়। মাথার উপরে একটা জাহাজের তলদেশ দেখতে পাচ্ছে, একটু পরেই বেরুবে লক থেকে। উপরে উঠে ওটার খোলের ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে পারবে ও। লকের দরজা খুললে বেরিয়ে যেতে পারবে... সাঁতার কেটে ফিরতে পারবে বোটেও।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নেফারতিতি। উঠতে শুরু করল উপরে। বিশ ফুট উঠে দু'মিনিটের বিরতি নিল, তারপর আবার রওনা হলো সারফেসের দিকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েক ফুট বেড়ে গেছে চেম্বারের পানি। লকের দেয়াল আর ভাসমান জাহাজের খোলের মাঝখানে দশ ফুট ফাঁকা জায়গা—ওখানটা লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। কাছাকাছি পৌঁছুতেই খোলের গায়ে জমাট বাঁধা প্রবাল আর শৈবাল দেখতে পেল, কাঁটার মত উঁচু হয়ে আছে—দীর্ঘদিন পানিতে ডুবে থাকার কুফল। কতকাল জাহাজের ডকিং করা হয় না কে জানে, তাই পরিষ্কার করা হয়নি। খোঁচা খেলে হাত-পা কেটে যাবে। দেয়ালের দিকে তাই আরেকটু ঘেঁষে এল নেফি।

জাহাজের কীল পেরুতেই বুকের ভিতর শূন্যতা অনুভব করল ও, এয়ারট্যাঙ্ক খালি হয়ে গেছে। যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক কম বাতাস ছিল ওটায়। ফিরে এল বুকের জ্বালাপোড়া।

তাই বলে অস্থির হলো না, ঠাণ্ডা রাখল মাথা। সারফেস আর বেশি দূরে নয়, জোরে জোরে লাথি মারল পানিতে, বাড়াল উপরে উঠবার গতি।

আর তখুনি দমকা বাতাস বয়ে গেল লকের উপর দিয়ে। লকে অপেক্ষমাণ জাহাজটার গায়ে বাড়ি খেলো সেই বাতাস। পাইলটের দায়িত্বে রয়েছে এক জাপানি তরুণ—নতুন চাকরি নিয়েছে, অনভিজ্ঞ। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হয় জানে না, ফলে বাতাসের ধাক্কায় নড়ে উঠল জাহাজ। ধীরে ধীরে সরতে শুরু করল পাড়ের দিকে।

উপরদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল নেফারতিতি। কমে যাচ্ছে আলো... দশ ফুটের গ্যাপটা কমে এসেছে পাঁচ ফুটে। আরও কমছে। ড্রিফট করতে থাকা জাহাজের খোল আর লকের অটল কংক্রিটের দেয়ালের মাঝখানে পড়ে গেছে ও। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পিষে যাবে ওর দেহ।

বাঁচার উপায় একটাই। নেমে যেতে হবে নীচে। জাহাজের তলা দিয়ে ঘুরে অন্যপাশে ভেসে উঠতে হবে। সমস্যা হলো, ওর ট্যাঙ্কে বাতাস নেই। তাই বলে পিষ্ট হওয়াও চলে না। নির্দ্বিধায় বয়ান্সি কম্পেনসেটরের সব বাতাস বের করে দিল নেফারতিতি। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েট বেল্ট আর ভারী ডাইভিং গিয়ারের ওজনে তলিয়ে যেতে শুরু করল ও।

আরও ঘেঁষে এসেছে জাহাজ। সরবার আগেই দু'হাতের ঘষা লাগল খোলের গায়ে। ধারালো প্রবালের খোঁচায় কেটে গেল তালু, বেরিয়ে এল রক্ত। বাতাসের জন্য চিৎকার করছে ফুসফুস, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে নেফারতিতি। নীচে তাকাল, কিন্তু ঠাহর করতে পারল না কিছু। সব কেমন ঘোলা ঘোলা হয়ে গেছে। দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেলো ওর এয়ারট্যাঙ্ক, ধাক্কা খেয়ে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেল দেহ। হাত দিয়ে ঠেকাতে চাইল নেফি, পরিণামে

খোলের সঙ্গে ঘষা খেয়ে আবারও ক্ষতবিক্ষত হলো আঙুল আর হাতের তালু।

জাহাজের সঙ্গে দেয়ালের দূরত্ব যখন মাত্র দু'ফুট, তখুনি ফাঁক গলে নেমে এল নেফারতিতির দেহ। পরমুহূর্তে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেলো জাহাজ। ইস্পাত আর কংক্রিটের সংঘর্ষে গগনবিদারী আওয়াজ হলো, সেই আওয়াজ পৌঁছুল পানির তলাতেও। কিন্তু নেফারতিতি সেটা শুনতে পেল না। সমস্ত ইন্দ্রিয় অকেজো হতে বসেছে ওর। জাহাজের নীচে পৌঁছে গেছে, এখন অন্যপাশ দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করলেই হয়... কিন্তু কিছুই করা হলো না। স্রেফ তলিয়ে যেতে থাকল।

যেন স্লো-মোশনে লকের তলায় আছড়ে পড়ল নেফারতিতির দেহ। এয়ারট্যাঙ্কের উপরে বেঁকে গেল শিরদাঁড়া। চোখ পিটপিট করল নেফারতিতি, লাল-নীল রঙের হাজারো ফুল দেখছে। অক্সিজেনের অভাবে দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে ওর।

'আমি পারলাম না, রানা,' মনে মনে ফিসফিস করল ও।

তারপরেই কালো একটা পর্দা নেমে এল চোখের সামনে।

অস্থির ভঙ্গিতে ওয়েইলক্র্যাফটের ডেকে পায়চারি করছে রানা। ফটোগ্রাফারের অভিনয় আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, অথচ ফিরে আসেনি নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো। স্টার্নের একটা বেঞ্চ সিটে আধশোয়া হয়ে আছে অ্যাগুয়েরো—মাথার বেসবল ক্যাপটা চোখের উপর টেনে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ থেকে... কিন্তু পারছে না। রানার উদ্বেগ সংক্রামিত হয়েছে তার মধ্যেও।

লকের দিকে তাকাল রানা। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে ফ্লাডলাইট। লকের অভ্যন্তর, সেই সঙ্গে বাইরের

অনেকখানি অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। আঁতিপাঁতি করে পানির বুকে চোখ বোলাল, হয়তো ভুল করে দূরে কোথাও ভেসে উঠেছে ওরা... কিন্তু খুঁজে পেল না।

পশ্চিম তীরের ক্যাম্প থেকে ওভারঅল পরা কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে... ক্যানাল ওয়ার্কার... পানির ধারে এসে কী যেন চেঁচিয়ে বলছে ওয়েইলক্র্যাফটকে লক্ষ্য করে। এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে না কথা, ক্যামেরার জুম লেন্সের সাহায্যে ওদের দিকে তাকাল রানা। অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, ওদেরকে চলে যেতে বলছে লোকগুলো। অবাক হলো না রানা—মার্কোস আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল, লকের কাছে বোট নিয়ে ঘোরাফেরা নিষেধ। জাহাজগুলোর নাকি অসুবিধে হয়।

না শোনার ভান করে লোকগুলোকে অগ্রাহ্য করতে চাইল রানা। সম্ভব হলো না। একটু পরেই সুট পরা একজন লোক উদয় হলো, ওভারশিয়ার টাইপের কেউ হবে... হাতে মেগাফোন। গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ। স্প্যানিশে কথা বলছে।

'স্প্যানিশ বুঝি না,' চেঁচিয়ে বলল রানা।

আবার মেগাফোন তুলল ওভারশিয়ার। ইংরেজিতে বলল, 'এদিকে থাকার অনুমতি নেই আপনাদের। এক্ষুণি চলে যান।'

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে এল অ্যাগুয়েরো। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী করবেন?'

'এখান থেকে নড়া চলবে না আমাদের,' বলল রানা। 'ভান করো যেন ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুইলের কাছে চলে গেল অ্যাগুয়েরো। ফিউয়েল লাইন অফ করে দিয়ে ইগনিশন ঘোরাল। খক খক করে কেশে উঠল ইঞ্জিন, চালু হলো না।

'কী হলো? দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' তীর থেকে খেঁকিয়ে উঠল ওভারশিয়ার।

'আমাদের ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে,' চেঁচিয়ে জানাল রানা।

সঙ্গীদের দিকে ফিরে কী যেন আলোচনা করতে শুরু করল ওভারশিয়ার। আর তখুনি লকের ভিতর থেকে ভেসে এল গগনবিদারী আওয়াজ। মরিচা পরা একটা শস্যবাহী জাহাজকে ওখানে অনেকক্ষণ থেকেই দেখতে পাচ্ছিল রানা, ড্রিফট করে ওটা লকের ভিতরদিককার দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে। ওভারশিয়ার বা ক্যানাল ওয়ার্কাররা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না—এসব তাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

খানিক পর ওভারশিয়ার মেগাফোনে জানাল, 'আপনাদের জন্য একটা পাইলট বোট পাঠাচ্ছি। টো করে গ্যামবোয়ায় নিয়ে যাবে।' কথা শেষ করেই কোমরে গোঁজা ওয়াকি-টকি তুলল সে।

প্রমাদ গুনল রানা। চলেই যেতে হবে, আর কোনও অজুহাত চলবে না। তার আগে নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো কি ফিরে আসবে? ধরে নিচ্ছে মোটামুটি দশ মিনিট লাগবে পাইলট বোট আসতে। ওটুকুই ওদের সময়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। কীসের দশ মিনিট! সাতান্ন মিনিট পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আর তিন মিনিট পর ওদের এয়ারট্যাঙ্কের সর্বোচ্চ লিমিট শেষ হয়ে যাবে।

আশায় বুক বাঁধল রানা। বাতাস শেষ হলেও ভয়ের কিছু নেই। সারফেসে সাঁতার কেটেও ফিরতে পারে নেফি আর জ্যাঙ্কো। ক্যামেরার লেন্স দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল লেকের উপরিভাগ। কিন্তু দেখল না কোনও সাঁতারু; এমনকী বুদ্বুদের সারি বা ডাইভিঙের অন্য কোনও আলামতও চোখে পড়ল না।

মুরিং সাইটে বাঁধা একটা পাইলট বোট জ্যান্ত হয়ে উঠল। দড়িদড়া খুলে মুখ ঘোরাল ওটা। এগোতে শুরু করল

ওয়েইলক্র্যাফটকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে একটা পিস্তল এনেছে রানা, জোর খাটিয়ে এখানে থেকে যাবার চেষ্টা করবে কি না ভেবে দেখল। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। অটো ক্যারিয়ারের ঘটনার পর সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ক্যানালে। উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলেই তারা ছুটে আসবে এখানে।

'কাম অন, নেফি!' বিড়বিড় করল রানা। 'শুধু মাথা তোলো। যেভাবে হোক তোমাদেরকে উঠিয়ে নেব আমি।'

সাতষট্টি মিনিট পেরিয়ে গেছে। আর কোনও আশা নেই। রিজার্ভ বাতাস দিয়েও এতটা সময় টিকে থাকা অসম্ভব। হায় খোদা! কী হয়েছে ওদের? কোনোকিছুর পরোয়া না করে নেফারতিতির নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল রানা। হতে পারে তীরে উঠে গেছে ওরা। লুকিয়ে আছে। ওর গলা শুনে হয়তো জবাব দেবে।

পাওয়া গেল না জবাব। আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে শুধু এগোতে থাকা পাইলট বোটের ইঞ্জিনের। পঞ্চাশ গজ দূরে পৌঁছে একটা সার্চলাইট জ্বালল ওটা, প্রখর আলোকরশ্মি এসে পড়ল ওয়েইলক্র্যাফটের উপরে, ধাঁধিয়ে দিল দৃষ্টি। পাশ ফিরে গানেলের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা, ব্যস্ত চোখে আবারও জরিপ করল ক্যানালের সারফেস। মাথায় চিন্তার ঝড়, ভাবছে কীভাবে দেরি করিয়ে দেয়া যায় পাইলট বোটটাকে। কোনও বুদ্ধি না পেয়ে হাত দিল শার্টের তলায় গোঁজা পিস্তলে। মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কাঁধে হাত পড়তেই ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা। অ্যাগুয়েরো দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'অযথা বিপদ ডেকে আনবেন না, সেনিয়র। প্লিজ! ঘড়ি দেখুন। আরও আগেই যদি পানি থেকে না উঠে থাকেন, আপনার বন্ধুরা এতক্ষণে মারা গেছেন।'

'আমাকে নিশ্চিত হতে হবে,' গোঁয়ারের মত বলল রানা।

'সেটা আপনার সমস্যা। কিন্তু আমাকেও তো নিজেরটা ভাবতে হবে। বউ-বাচ্চা আছে আমার।'

থমকে গেল রানা। এই ব্যাপারটা এতক্ষণ ভাবেনি। আবেগের বশে নিরীহ বোটমালিককেও বিপদে ফেলতে যাচ্ছিল। বুক ভারী হয়ে এল করণীয় টের পেয়ে। নেফারতিতিকে ফেলে যেতে হবে ওকে।

'কী করব, সেনিয়র?' জিজ্ঞেস করল অ্যাগুয়েরো।

মন শক্ত করল রানা। বলল, 'ইঞ্জিন চালু করুন। টো করতে দেয়া যাবে না। গ্যামবোয়ায় গেলে একগাদা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুইলে চলে গেল অ্যাগুয়েরো। শেষ বারের মত লকের দিকে তাকাল রানা। সবকিছু স্বাভাবিক, কোথাও কোনও গোলমালের আভাস দেখছে না। লকের দেয়ালে বাড়ি খাওয়া জাহাজটাকে টেনে আবার মাঝখানে নিয়ে এসেছে দু'পাশের মিউল ইঞ্জিনগুলো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লকের বাইরে দেয়ালের গোড়ায় নড়াচড়া লক্ষ করে স্থির হয়ে গেল রানা।

কংক্রিটের দেয়ালে গাঁথা মইয়ের ধাপ বেয়ে পানি থেকে উঠে আসছে একটা মূর্তি। ডাইভিং গিয়ার পরা। কয়েক সেকেণ্ড পর আরেকজন উঠল। আনন্দে দোলা দিয়ে উঠল রানার হৃদয়। তবে সেটা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। দ্বিতীয়জনের পিছু পিছু আরও দু'জনকে উঠতে দেখল একে একে। একজনের হাতে একটা স্পিয়ারগান।

মানে কী!

তাড়াতাড়ি চোখের সামনে ক্যামেরা তুলল রানা। জুম করল চার ডুবুরির উপর। মই বেয়ে মেইন্টেন্যান্সের প্ল্যাটফর্মে উঠেছে ওরা। দ্রুত পায়ে প্ল্যাটফর্মের আরেক প্রান্তে চলে গেল, দু'জন আহত—খোঁড়াচ্ছে। দ্বিতীয় একটা মই ধরে নেমে আসছে

পূর্বদিকের তীরে, ক্যাম্পের উল্টোপাশে। জায়গাটা নির্জন। নেফারতিতি বা জ্যাঙ্কো নয়—ওরা সিঙ্গেল ট্যাঙ্ক নিয়ে নেমেছিল, এদের পিঠে দুটো করে এয়ারট্যাঙ্ক। ওয়েটসুটগুলোও অন্যরকম। হাঁটতে হাঁটতে মাস্ক আর হুড খুলে ফেলেছে ডুবুরিরা, একে একে ওদের চেহারা যাচাই করল রানা। রুক্ষ, কঠোর। মুভমেণ্ট বলে দিচ্ছে, এরা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কিন্তু পানামানিয়ান নয় একজনও। মানেটা পরিষ্কার—এরা মার্সেনারি! নাকামুরার ভাড়াটে দলের সদস্য!

কয়েকটা কাশি দিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠল ওয়েইলক্র্যাফটের ইঞ্জিন। পাইলট বোটের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাগুয়েরো, জানিয়ে দিল—ওদের ইঞ্জিন ঠিক হয়ে গেছে। টো করবার দরকার নেই। থ্রটল দিয়ে বোটের মুখ ঘোরাল সে, ফিরে চলল লেক গ্যাটুনের পথে।

রানা এসবের কিছুই টের পেল না। ডেকের উপর বোধশক্তিহীন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ও। সন্দেহের আর অবকাশ নেই—মারা গেছে নেফারতিতি। ডাইভ দেবার আগে শেষ স্পর্শের কথা বলেছিল... সেটাই পরিণত হয়েছে বাস্তবে। ওই চার ডুবুরি তার প্রমাণ। ক্ষোভে আর দুঃখে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু পারল না। শুধু চোখদুটো ছলছল হয়ে এল, বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে।

নাকামুরা জানত ওরা এখানে আসছে, আর সেজন্যে সশস্ত্র ডুবুরি রেখেছিল পানির তলায়। নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কোকে খুন করেছে! কিন্তু কী করে জানল লোকটা? একটাই ব্যাখ্যা—তাকে খবর দেয়া হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ ওদের সঙ্গে, ঠেলে দিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

কে সেই বিশ্বাসঘাতক, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। কাজটা সে কেন করেছে, তা-ও জলের মত পরিষ্কার।

শোককে শক্তিতে পরিণত করল রানা। নেফারতিতির মৃত্যুকে বৃথা যেতে দেবে না। বানচাল করে দেবে নাকামুরার কুপরিকল্পনা, নিজ হাতে শাস্তি দেবে ওই বিশ্বাসঘাতককে। আর তার জন্য খুঁজে পেতে হবে ফিলিপ অঁবিনকে।

ছয়

পানামা সিটির র‍্যাডিসন রয়্যাল হোটেলে মার্কোস পেরেইরা ও তার পরিবারকে তুলেছে সোহেল। ওখানেই... ভাড়া নেয়া লাক্সারি স্যুইটের একটা ক্লাব চেয়ারে, অপরাধীর মত চেহারা করে বসে আছে মেজর পিনোঁ। টেবিলের উপর একটা ড্রিঙ্ক রয়েছে, কিন্তু তাতে চুমুক দিতে ভুলে গেছে সে। বরফ গলে হালকা হয়ে এসেছে ড্রিঙ্কের রঙ। ওর মুখোমুখি বসে আছে সোহেল, বিকারহীন ভঙ্গিতে টানছে সিগারেট। রুমে থমথমে পরিবেশ, কিন্তু ওকে দেখাচ্ছে প্রতিক্রিয়াহীন। ওদের কয়েক হাত দূরে, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ অঁবিন। আধঘণ্টা হলো হোটেলে পৌঁছেছে সে, এসেই ঝড় বইয়ে দিয়েছে ক্রুদ্ধ হৈচৈ করে। বিনা অনুমতিতে টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে অভিযান চালানো, এরপর জ্যাঙ্কোকে পেদ্রো মিগুয়েলে পাঠানোর জন্য পিনোঁকে তুলোধুনো করেছে সে। পাল্টা কোনও জবাব দিতে পারেনি পিনোঁ, কারণ অঁবিনের আগেই এসেছে দুঃসংবাদ। লিমনে পৌঁছেই ফোন করেছিল রানা, জানিয়েছে কী ঘটে গেছে পেদ্রো

মিগুয়েলে। অঁবিনের আদেশ অমান্য করায় প্রাণ গেছে জ্যাঙ্কোর, পিনোঁ এখন অপরাধীর কাঠগড়ায়।

হাঁকডাকের মধ্যে মারিনা আর বাচ্চাদেরকে রাখতে চায়নি মার্কোস, ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে নীচতলার রেস্টুরেণ্টে, ডিনার করবার জন্য। নিজে বসে আছে পিনোঁ আর সোহেলের সঙ্গে। অনেকক্ষণ হলো কেউ কোনও কথা বলছে না। দরজায় করাঘাত হলে সে-ই উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দরজা। বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে কামরায় ঢুকল রানা।

'আসুন, আসুন,' তীর্যক ভঙ্গিতে বলল অঁবিন। 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, মসিয়ো রানা।'

চোয়াল শক্ত হলো রানার। 'আমিও আপনাকে খুঁজছিলাম।'

'গুড। এখুনি একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। আমার টিম নিয়ে আপনি যা করেছেন...'

'থামুন!' প্রায় গর্জে উঠল রানা। 'আমার দিকে অভিযোগের আঙুল তোলার আগে নিজেরটার জবাব দিন। আজ দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন?'

থতমত খেয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল অঁবিন। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনার কাছে আমি কেন জবাবদিহি করব, বলতে পারেন?'

'কারণ আপনাকে আমি সন্দেহ করছি। রহস্যজনক অনুপস্থিতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যদি না পাই, এখুনি একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারি। বলা যায় না, আপনাকে বারান্দা থেকে নীচেও ছুঁড়ে ফেলতে পারি।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল অঁবিনের। 'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'না,' রুক্ষ গলায় বলল রানা। 'একটু আগে আমি খুব কাছের একজনকে হারিয়েছি। আমার জানা দরকার তার পিছনে আপনার হাত ছিল কি না। বলুন, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

একে একে কামরায় উপস্থিত বাকিদের উপর চোখ বোলাল অঁবিন। কারও দৃষ্টিতে সহানুভূতি দেখল না। শেষে হার মানা ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলল, 'মসজিদে।'

'কী!' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কেন?'

'নামাজ পড়তে। নামাজের পর খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় নিয়ে বয়ান শুরু হলো... উঠতে পারলাম না।'

'আ... আপনি মুসলমান?' এবার রানার অবাক হবার পালা।

'হ্যাঁ। আমার নানী ছিলেন মুসলিম। তাঁর প্রভাবে ছোটবেলাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। কিন্তু কাউকে বলিনি সেটা। কাগজে-কলমে আমি খ্রিস্টান, তবে গোপনে ইসলাম ধর্মের সব রীতিনীতি পালন করি।'

'এত লুকোছাপা কেন?'

মলিন হাসি ফুটল অঁবিনের ঠোঁটে। 'ইয়োরোপ আর আমেরিকায় মুসলিমদের কী দুর্দশা, জানেন না? ভাল কোনও চাকরি জুটত না কপালে, সবাই সন্দেহের চোখে দেখত। ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সেও আজকের এই পজিশনে পৌঁছুতে পারতাম না আমি।'

'আমি বুঝতে পারছি,' বিব্রত গলায় বলল রানা। গোমরটা ফাঁস করে নিজের সততার মস্ত বড় প্রমাণ রাখল অঁবিন। তার ধর্মবিশ্বাসের খবর ফাঁস হলে চাকরি তো যাবেই, জেলও হতে পারে। আর কিছু না হোক, ইন্টারোগেশনের শিকার হবে নিঃসন্দেহে। 'দুঃখিত, অন্যদের সামনে কথাটা বলতে বাধ্য করেছি আপনাকে। মেজর পিনোঁ?' লিজনেয়ার কমাণ্ডারের দিকে ফিরল ও।

'আমি কিছু শুনিনি,' বলল পিনোঁ। 'কে কী ধর্ম পালন করছে, তা নিয়েও কোনও মাথাব্যথা নেই আমার। ওসব ব্যক্তিগত বিষয়। আমার মিশনের সঙ্গে সেটার সম্পর্ক না থাকলেই হয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মেজর,' কৃতজ্ঞতা জানাল অঁবিন। এরপর তাকাল রানার দিকে। 'আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

'আপনাকে সন্দেহ করিনি আমি,' একটু হাসল রানা। 'আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে আরও আগেই করতে পারতেন, এতদিন অপেক্ষা করবার প্রয়োজন ছিল না।'

'তা হলে ওভাবে হুমকি দিলেন কেন?' বোকা বোকা গলায় জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'রাখঢাক পছন্দ করি না আমি। দুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন, সেটা জানার প্রয়োজন ছিল। কড়াভাবে না বললে নিশ্চয়ই উত্তর দিতেন না?'

'বুঝলাম,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল অঁবিন।

'তবে আপনাকে সত্যিই নাগালে পেতে চেয়েছি আমি,' যোগ করল রানা। 'নাকামুরার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলে আপনার সাহায্য প্রয়োজন।'

একটা চেয়ার টেনে বসল অঁবিন। 'সব খুলে বলুন, প্লিজ।'

রানাও বসল। বিষণ্ন হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'নেফারতিতি আর জ্যাঙ্কো মারা গেছে, কারণ কেউ আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নাকামুরাকে আমাদের যাবার খবর জানিয়ে দিয়েছিল সে। ফাঁদ পাতা হয়েছিল আমাদের জন্য।'

'দুঃখজনক,' মন্তব্য করল অঁবিন। 'কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কী করার আছে?'

'আমরা ধারণা করছি, পানামা ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছে নাকামুরা। চেষ্টা করলে এখনও তা প্রমাণ করা সম্ভব। যদি পারি, আপনি কি আপনার হায়ার অথোরিটির কাছে যাবেন?'

'কীসের জন্য?'

'নাকামুরাকে ঠেকাবার জন্য... আর কী!' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'আপনি কি ইচ্ছে করেই বোকা সাজছেন নাকি?'

বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল অঁবিন। তারপর বলল, 'সবই নির্ভর করছে আপনারা আমাকে কী দিচ্ছেন, তার ওপর। মেজর পিনোঁর মুখে সবই শুনেছি আমি। ইণ্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই। কিন্তু মুখের কথায় কিছুই হয় না। অকাট্য তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তা ছাড়া আমার আদেশ অমান্য করে অভিযান চালাতে গিয়ে মারা গেছে সার্জেণ্ট জ্যাঙ্কো। এই রিপোর্ট প্যারিসে পৌঁছুনোমাত্র যথেষ্ট ঝামেলায় পড়ব আমি।'

'কিন্তু ওর মৃত্যুটা দুর্ঘটনা নয়। খুন করা হয়েছে জ্যাঙ্কোকে... ফরাসি বাহিনীর একজন সদস্যকে! অ্যাকশন নেবার জন্য সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'উঁহুঁ। বরং শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত করা হবে আমাদেরই বিরুদ্ধে। আমি দুঃখিত, মসিয়ো রানা। হারানো নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল খোঁজার জন্য পাঠানো হয়েছিল আমাদেরকে। পানামা দখলের কোনও কল্পিত ষড়যন্ত্র খুঁজতে নয়। প্রমাণ ছাড়া কাউকেই কিছু বিশ্বাস করানো যাবে না।'

'আপনি চাইলে আমি বিসিআই আর নুমা থেকে যোগাযোগ করাতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার সঙ্গে কথা শেষ হলে দু'জায়গাতেই রিপোর্ট পাঠাব আমি।'

'ওদের কাছেই সাহায্য চান না! আমাকে টানছেন কেন?'

'কারণ এখানে আমেরিকা বা বাংলাদেশ... কারও ফোর্স নেই। পাঠাতে চাইলেও অনেক সময় লাগবে। কূটনৈতিক সমস্যার কথা নাহয় না-ই তুললাম। এই মুহূর্তে সাহায্য করবার মত পজিশনে আছেন শুধু আপনি ও আপনার লিজনেয়ার টিম।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল অঁবিন। কী যেন ভাবল। বলল, 'এখুনি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। তার আগে বলুন, কীভাবে প্রমাণ করবেন নাকামুরা পানামা ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছে।'

'এমন একজনকে খুঁজে বের করব, যে আমাদের থিয়োরি ভেরিফাই করতে পারবে,' রুক্ষ হয়ে উঠল রানার কণ্ঠ। 'সেই মানুষ, যে আজ আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল অঁবিনের। 'কে সে? আপনি জানেন?'

জবাব দেবার আগে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রানা, বুকের মধ্যে ফুঁসে ওঠা তীব্র ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এখন আবেগের সময় নয়, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে ওকে। বড় করে শ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করল ও নামটা:

'কারমেন কপোলা।'

চমকে উঠল সবাই।

হতভম্ব গলায় মার্কোস বলল, 'আপনার বন্ধুর স্ত্রী?'

'বিধবা স্ত্রী,' সংশোধন করে দিল সোহেল। 'কিন্তু রানা, ওকে সন্দেহ করছিস কেন? যার কারণে ওর স্বামী মারা গেছে, তারই সঙ্গে ও হাত মেলাতে যাবে কেন?'

'সন্দেহ করছি না, আমি নিশ্চিত,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'শুরু থেকেই নাকামুরার হয়ে ও কাজ করছে বলে ধারণা আমার। প্যারিস থেকে যখন ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলি, আমাকে জানাল—হায়দার নাকি কী যেন খুঁজে পেয়েছে ওর এক্সক্যাভেশন এরিয়ায়... আমাকে দেখাতে চাইছে। ব্যাপারটা নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাস দেখিনি ওর মধ্যে, বরং আমাকে এটা-সেটা বলে নিরস্ত করতে চেয়েছে, যাতে আমি না আসি পানামায়। কথা না শুনে চলে এলাম আমি, ওকে একরকম বাধ্য করলাম আমার সঙ্গে হায়দারের ক্যাম্পে যেতে। ওখানে গিয়ে দেখলাম হায়দার মারা গেছে, অথচ এক ফোঁটা কাঁদল না ও। হায়দারের লাশ দেখবারও আগ্রহ লক্ষ করিনি ওর মাঝে। এমনকী লাশটা দেশে পাঠাবার পর ঠিকমত দাফন হয়েছে কি না, সে-খবরও নেয়নি ও। শুরুতে এসবকে পাত্তা দিইনি আমি, ভেবেছি ও শক্ত ধাতের মেয়ে...

আবেগ কম। তা ছাড়া হায়দারের সঙ্গে ওর বনিবনা হচ্ছিল না বলেও বুঝিয়েছিল আমাকে। তাই আচরণগুলো স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'কারণ আমাদের এ-ক'জন বাদে একমাত্র ও-ই জানত, আজ আমরা লেক গাটুনে গেছি। মার্কোসকে ফোন করে জেনেছে। কথাটা শুনে তখনই খটকা লেগেছিল আমার। মার্কোসের নাম্বার পেল কোথায়? কী করে জানল, ওকে ফোন করলে আমার খোঁজ পাওয়া যাবে? আমি তো কাউকে বলিনি। গোপনে নজর রাখলেই শুধু ওটা জানা সম্ভব। কারমেনের পক্ষে নজরদারি সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু নাকামুরার পক্ষে। সে-ই তাকে বলেছে আমার ব্যাপারে খোঁজ নিতে। সেদিনও ডিনারে গিয়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে মেয়েটা—ভেবেছে প্রেমের অভিনয় করে আমার পেট থেকে কথা বের করবে। এখন সেটা পরিষ্কার।'

'কিন্তু নাকামুরার সঙ্গে ওর কানেকশন হলো কী করে?'

'আমার বন্ধু হায়দারের কারণে। ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার খুঁজছিল ও, নিজের অজান্তেই পরিণত হয়েছিল নাকামুরার প্রতিদ্বন্দ্বীতে। ওর উপর নজর রাখার জন্য কারমেনকে কাজে লাগায় নাকামুরা। প্রেমের জাল বিছিয়ে বিয়ে করে হায়দারকে। ওর এক্সপিডিশনের খবরাখবর পাচার করত নাকামুরার কাছে। হায়দারকে কখনোই ভালবাসেনি ও, তাই ওর মৃত্যুতে দুঃখও পায়নি। বরং ভেবেছে, ও মারা যাওয়ায় ট্রেজার উদ্ধারের পথ সুগম হলো নাকামুরার। বড়সড় একটা পুরস্কার পাবে সে।'

'হা ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল মার্কোস। 'আর আমিই কি না এই মেয়েকে বলে দিলাম আপনাদের লেক গাটুনে যাবার কথা? নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে নাকামুরাকে জানিয়ে দিয়েছে। আমিই দায়ী

ক্যাপ্টেন শেফার্ড আর সার্জেন্ট জ্যাঙ্কোর মৃত্যুর জন্য!'

'খামোকা নিজেকে দোষারোপ করবেন না,' নরম গলায় বলল সোহেল। 'আপনার তো ওকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ ছিল না।'

'তা-ও... আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার।'

'কেন হবেন? আজকের এই ঘটনা না ঘটলে তো আমরাও কেউ সন্দেহ করতাম না ওকে।'

সান্ত্বনা পেল না মার্কোস। মাথা নাড়ল হতাশ ভঙ্গিতে।

গলা খাঁকারি দিল অঁবিন। 'এখনও কোনও প্রমাণ দেখিনি আমি, মসিয়ো রানা। এতক্ষণ যা বললেন, সেগুলোও স্রেফ থিয়োরি।'

'জ্যাঙ্কোর মৃত্যুও কি আপনার কাছে থিয়োরি মনে হচ্ছে?' রাগী গলায় বলল পিনোঁ। খেপে গেছে অঁবিনের আচরণে।

কটমট করে তার দিকে তাকাল ফরাসি স্পাই। 'কী বলতে চেয়েছি, তা খুব ভালই বুঝেছ তুমি। অযথা খোঁচা মেরো না।'

ঝগড়া বেধে যাচ্ছিল দু'জনের। তাতে নাক গলাল রানা। ধমকের সুরে বলল, 'থামুন আপনারা! এখন নিজেদের মধ্যে বিবাদের সময় নয়। মি. অঁবিন, প্রমাণ দেব যখন বলেছি, নিশ্চয়ই দেব। তার জন্য আমাকে শুধু কারমেন কপোলার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'কীভাবে?' বলল মার্কোস। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়ামাত্র নাকামুরাকে সেটা জানিয়ে দেবে সে। আপনি যখন দেখা করতে যাবেন, ওরা তখন ওঁৎ পেতে সেখানে অপেক্ষা করবে আপনার জন্য।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সুযোগ পেলে তা-ই করবে ও। কিন্তু ওই সুযোগটাই তাকে দিতে চাই না আমি। দরকার হলে কিডন্যাপ করব। সেজন্যে আপনাদের সাহায্য চাই।' শেষ বাক্যটা

অঁবিন আর পিনোঁর উদ্দেশে বলা।

'একটা নিঃসঙ্গ মেয়েকে কিডন্যাপ করবার জন্য আমাদের সাহায্যের কী প্রয়োজন?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল অঁবিন।

'ও নিঃসঙ্গ নয়, নাকামুরার খাস এজেন্ট। ওর প্রোটেকশনের জন্য লোক থাকতে পারে। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। আপনারা সাহায্য করবেন কি না বলুন।'

জবাব দিল না ফরাসি এজেন্ট। পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'আপনি তা হলে নিশ্চিত, কারমেন কপোলার কাছ থেকে নাকামুরার কুপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'আর ও যদি কিছু না জানে?'

'লেক গাটুনে আমাদের যাবার খবর ও-ই নাকামুরাকে দিয়েছিল—এটুকু স্বীকার করলেই কি যথেষ্ট নয়? পারিপার্শ্বিকতার বিচারে আমাদের বাকি ধারণাগুলো তো ওতেই দাঁড়িয়ে যায়।'

'কিন্তু তাতে আমাদের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে?'

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্ত গলায় বলে উঠল সোহেল। 'আপনি কি গাড়ল, নাকি ইচ্ছে করে কথা বাড়াচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছি না। পানামার স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব কি আপনি জানেন না? ইয়োরোপের অর্থনীতির জন্য... যার মধ্যে আপনারাও আছেন... পানামার গুরুত্ব অপরিসীম। সুবিধাজনক লোকেশনের কারণে এখান থেকে মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালাস্টিক মিসাইল ছুঁড়ে ধ্বংস করে দেয়া যাবে আপনাদের এরিয়ান স্পেস প্রজেক্ট। চাইলে আমেরিকার বুকেও ছোঁড়া যাবে মিসাইল! নাকামুরার মত একটা লোকের হাতে এমন দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যাক, তা-ই কি আপনারা চান? তাতে কিছুই যায়-আসে না আপনাদের?'

ঝট করে বন্ধুর দিকে ফিরল রানা। 'কী বললি?'

একটু থতমত খেয়ে গেল সোহেল। 'কীসের কথা বলছিস?

মিসাইল লঞ্চের কথা?'

উত্তর না দিয়ে ভাবতে শুরু করল রানা। মানসপটে ভেসে উঠেছে কয়েকটা এইট-হুইলার ট্রাক... ক্রেইন লাগানো—বিশেষ ধরনের কার্গো পরিবহনের উপযোগী। নেফারতিতিকে নিয়ে যেদিন কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে হানা দিয়েছিল, ওয়্যারহাউসের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ওগুলোকে। তখনই একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল—সোনা বা আকরিক পরিবহনের জন্য ওই ট্রাকের প্রয়োজন হয় না। তা হলে কেন রাখা হয়েছিল ওখানে? ব্যাপারটা নিয়ে পরে আর মাথা ঘামাতে পারেনি, ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু সোহেলের কথায় এখন মনে পড়ে যাচ্ছে সব। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল ওর। মার্কোসকে বলল, 'কাগজ-কলম হবে?'

'হ্যাঁ।' একছুটে বাচ্চাদের একটা খাতা আর পেন্সিল এনে দিল মার্কোস।

টেবিলের উপর ঝুঁকে দ্রুত আঁকতে শুরু করল রানা। আঁকার হাত ভাল না ওর, তবে কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট। এঁকে ফেলল একটা ট্রাক, তারপর ওটা বাড়িয়ে ধরল অঁবিনের দিকে। 'এটা চেনেন?'

কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ফরাসি এজেন্ট, তারপরেই চমকে উঠল। হতভম্ব চোখে তাকাল রানার দিকে, 'এই জিনিস আপনি কোথায় দেখেছেন?'

'কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে... যেখানে সোনা লোড করা হচ্ছিল। এ-ধরনের আটটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে।'

'সর্বনাশ!'

'কী নিয়ে কথা বলছেন আপনারা?' কিছু বুঝতে পারছে না মার্কোস।

সোফায় হেলান দিল রানা। 'ব্যাখ্যা করুন, মি. অঁবিন।'

বড় করে শ্বাস ফেলল অঁবিন। বলল, 'এটা একটা স্পেশালাইজড ট্রান্সপোর্টার—*ডিএফ-থারটি ওয়ান* ইণ্টারমিডিয়েট রেঞ্জ মিসাইলের জন্য।'

'শিট!' বলল সোহেল। 'তা-ই তো দেখছি!'

'রোড-পোর্টেবল,' যোগ করল রানা। পেন্সিল দিয়ে এবার একটা মিসাইল আঁকল, ট্রাকের পিছনে বসে থাকা অবস্থায়। 'দু'ঘণ্টার নোটিশে এই ট্রান্সপোর্টার থেকে কোল্ড-লঞ্চ করা যায়। সঙ্গে গাইডেন্স প্যাকেজ আছে, কাজেই রেঞ্জ বা কোর্স কারেকশনের প্রয়োজন হয় না। লেটেস্ট ইনফরমেশন অনুসারে এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার।'

দ্রুত হিসাব কষল মার্কোস। 'তারমানে দু'হাজার মাইলের বেশি। মাই গড! পানামায় বসে আমেরিকার যে-কোনও জায়গায় বোমা ফেলা যাবে!'

'এই জিনিস নাকামুরার কাছে কেন?' বলল সোহেল। 'পেলই বা কীভাবে? বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। এই মিসাইল শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সামরিক বাহিনীতে থাকে।'

'সন্দেহ নেই, তেমন কারও কাছ থেকেই পেয়েছে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। তাকাল অঁবিনের দিকে। 'শুরুতে আপনারা যে-সন্দেহ করেছিলেন, সেটাই দেখছি ঠিক—নাকামুরা একা নয়, কোনও একটা রাষ্ট্র রয়েছে তার পিছনে। ওর সাহায্য নিয়ে আমেরিকা বা আর কোনও দেশের উপর হামলা চালাবার প্ল্যান করছে। আরও আগেই ব্যাপারটা সন্দেহ করা উচিত ছিল। ওয়্যারহাউসের ওই সোনা দেখে। খোলা বাজার থেকে এত সোনা সংগ্রহ করা চাট্টিখানি কথা নয়। কেউ না কেউ ঠিকই টের পাবে। তা ছাড়া অত সোনা কিনতে গেলে নাকামুরার মত টাইকুনও ফতুর হয়ে যাবে। আমি শিয়োর, মিসাইলের মত ওই সোনাও সরবরাহ করা হয়েছে কোনও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে।'

‘কারা ব্যবহার করে এই মিসাইল?’ জিজ্ঞেস করল মার্কোস।

‘বেশ ক’টা দেশ,’ রানা বলল। ‘এদের বেশিরভাগই আমেরিকা-বিদ্বেষী। কাজেই ঠিক কারা নাকামুরার পিছনে আছে বলা মুশকিল।’

‘তারমানে আমেরিকাকেই সম্ভাব্য টার্গেট বলে ধরে নিচ্ছেন আপনি?’

‘আর কে? এত বড়... আর এত জটিল ষড়যন্ত্র শুধু আমেরিকার উপর আক্রমণ চালাবার জন্যই সাজানো হতে পারে।’

‘এ তো পাগলামি!’ অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল অঁবিন। ‘এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে পার পাওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। নাকামুরাই বা কেন এমন ঝুঁকি নিতে যাবে?’

‘নাকামুরার মোটিভ এ-মুহূর্তে পরিষ্কার নয়,’ স্বীকার করল রানা। ‘তবে তাকে যারা মদদ দিচ্ছে, তারা খুব সহজেই পার পেতে পারে। অভিযোগ যা ওঠার, উঠবে নাকামুরা বা পানামার বিরুদ্ধে। ওদেরকে কেউ জড়াতে পারবে না এর সঙ্গে। আর পানামার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও বড় কোনও অ্যাকশন নেয়া সম্ভব নয়।’

‘সম্ভব নয় মানে? সরাসরি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে পানামার উপর।’

‘তাতে পানামার চেয়ে অবরোধকারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা সুদূর এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের নিভৃত কোনও দেশ নয়। ইয়োরোপ-আমেরিকার সিংহভাগ আমদানি-রফতানি পরিচালিত হয় পানামা খাল দিয়ে। অবরোধ আরোপ করা হলে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিই মস্ত ঝাঁকি খাবে

‘কিন্তু ক্যানাল বন্ধ হলে তো সেটা এমনিতেই ঘটবে। তখন অবরোধ আরোপে সমস্যা কোথায়?’

‘এখানেই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মত চাল দিয়েছে নাকামুরা।

ক্যানাল বন্ধ হলেও পণ্য পরিবহন চালু রাখবার জন্য রেলরোড, হাইওয়ে আর পাইপলাইনের সেটআপ তৈরি করে রেখেছে। পানামার গুরুত্ব কমতে দিচ্ছে না সে কোনোভাবেই। সেই সঙ্গে বাড়িয়ে তুলছে নিজের গুরুত্ব। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন কিছু করা সম্ভব নয় তার বিরুদ্ধে?'

'কিন্তু যতকিছুই হোক, চুপচাপ এসব সহ্য করবে না আমেরিকা।'

'সহ্য করতে না চাইলেও অ্যাকশন নেবার মত অবস্থা থাকবে না ওদের। ক্যানাল বন্ধ হলে বিপর্যয় নামবে ওদের অর্থনীতিতে। তার ওপর যদি মিসাইল হামলা চালানো হয়... নিজের ঘর সামলাতেই খবর হয়ে যাবে ওদের।'

'হুম,' অবশেষে রানার যুক্তিগুলো মেনে নিতে বাধ্য হলো অঁবিন। 'এখন মনে হচ্ছে ঠিকই বলছেন আপনি। তারপরেও... মস্ত বড় ঝুঁকি নিতে হচ্ছে বিদেশি ওই রাষ্ট্রকে। এই প্ল্যান সফল করবার জন্য পানামাকে ওই ভুয়া স্বর্ণখনির মাধ্যমে কোটি কোটি ডলারের সোনা দিতে হচ্ছে ওদেরকে। ন্যাশনাল রিজার্ভের উপর এ-ধরনের চাপ তৈরি করা কতখানি লাভজনক?'

'রিস্কি... কিন্তু অলাভজনক নয়। যতদিন বন্ধ থাকবে ক্যানাল, ততদিনে ল্যাণ্ড ট্রান্সপোর্টেশন থেকেই তুলে আনা যাবে অনেক টাকা। তা ছাড়া ইনকা ট্রেজার পেলে সোনার ঘাটতিও পূরণ হয়ে যাবে ওই দেশের। এজন্যেই ওই ট্রেজারের পিছে লেগেছে নাকামুরা—এখন বুঝতে পারছি।'

'ট্রেজার যদি পাওয়া না যায়?'

'যাবে। ভলকানিক লেকে নাকামুরার ইকুইপমেন্ট আর লোকজনের বহর দেখেছেন আপনি। ট্রেজার খুঁজে পাওয়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ইন ফ্যাক্ট, অতকিছুর প্রয়োজনও নেই। কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পেলে আমিও খুঁজে আনতে পারব।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'হ্যাঁ, আমি জানি ওই ট্রেজার কোথায় লুকানো হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'লিমন থেকে ফেরার পথে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বের করেছি। লিপিনের জার্নালে একটা ক্লু আছে, সেটা আগে বুঝিনি। হায়দারের ক্যাম্পে দেখা একটা বিশেষ জিনিসের সঙ্গে মেলাতেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন আমাদেরকে নাকামুরার উপর ফোকাস করতে হবে।'

বিস্ময়ের ব্যাপার... সবাই মেনে নিল কথাটা। কোটি কোটি ডলারের অতুল সম্পদ নিয়ে আর একটি কথাও বলল না কেউ।

'ঠিক বলেছেন, ট্রেজার কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না,' সিদ্ধান্ত নেবার সুরে বলল অঁবিন। 'মিসাইল লঞ্চারগুলো আইডেণ্টিফাই করায় ধন্যবাদ, মসিয়ো রানা। এখন আমি বিষয়টা নিয়ে আমার কণ্ট্রোলারের কাছে যেতে পারি। সেই সঙ্গে কারমেন কপোলার একটা স্বীকারোক্তি যদি পাওয়া যায় তো সোনায় সোহাগা।' পিনোঁর দিকে ফিরল। 'মেয়েটিকে তুলে আনার জন্য মসিয়ো রানাকে সাহায্য করবে তুমি, মেজর। আপাতত এটাই তোমার অ্যাসাইনমেণ্ট।'

'অর্ডার না করলেও চলত,' বলল পিনোঁ। 'জ্যাঙ্কোর মৃত্যুর জন্য ও দায়ী। ওকে উঠিয়ে আনার জন্য এমনিতেই আমার হাত নিশপিশ করছে।'

'বেশ, আমি তা হলে উঠি,' বলে বিদায় নিল অঁবিন।

সোহেলকে নিয়ে রানা চলে গেল ভিতরের কামরায়। দু'জনে একান্তে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিল, তারপর ফোন করল ঢাকায়, বিসিআই চিফের বিশেষ নাম্বারে। সংক্ষেপে রিপোর্ট দিল সবকিছুর।

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত

খান। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'পরিস্থিতি গুরুতর মনে হচ্ছে। যদিও পানামায় বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনও স্বার্থ নেই, তারপরেও বিশ্ব-অর্থনীতি টালমাটাল হলে পরোক্ষভাবে ক্ষতি হবে আমাদেরও। তা ছাড়া মিসাইল যে-দেশের উদ্দেশেই ছোঁড়া হোক না কেন, তাতে বহু নিরীহ মানুষ মারা যাবে। কাজেই ওটাকে ঠেকানো আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষত আর কেউ যেহেতু পাল্টা পদক্ষেপ নেবার জন্য ওখানে নেই।'

'আমরাও তা-ই ভেবেছি, স্যর,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কি ব্যাপারটা জানিয়ে রাখব? ওঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া দরকার। তা ছাড়া এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনিই প্রথম সাহায্য চেয়েছিলেন আমাদের কাছে।'

'এখুনি নয়। এখনও কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। অনুমাননির্ভর কিছু বলে ওদেরকে উত্তেজিত করা ঠিক হবে না। হিতে-বিপরীত হতে পারে। বরং ড. হায়দারের স্ত্রীকে ইণ্টারোগেট করে দেখো সাবস্ট্যানশিয়াল কিছু পাও কি না। তারপর নাহয় জানিয়ো।'

'ইয়েস, স্যর।'

'সাবধানে থেকো।' লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

ফোন রেখে সোহেলের দিকে ফিরল রানা। 'আপাতত যা করার আমাদেরকেই করতে হবে। প্রমাণ ছাড়া অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কিছু বলতে মানা করল বুড়ো।'

'অবাক হচ্ছি না,' বলল সোহেল। 'আমেরিকার সঙ্গে পানামার কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাল নয়। আমাদের অনুমান ভুল প্রমাণিত হলে ইরাকের মত আরেকটা ইণ্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস দেখা দেবে এখানে। কাল্পনিক নিউক্লিয়ার মিসাইলের অভিযোগে পানামা তছনছ করে দেবে আমেরিকা। তারচেয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভাল।'

'হুম। তা হলে চল্, আগামীকালকের প্ল্যান ঠিক করে ফেলি।'

মেজর পিনোঁ এখনও অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে বসে পরদিনের পরিকল্পনা করল দু'বন্ধু। ঘণ্টাখানেক পর ডিনার সারল দু'জনে। সোহেল একটা ডাবল রুম নিয়েছে, ডিনার শেষে চলে গেল সেখানে।

বিছানায় পিঠ ঠেকাল রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে নেফারতিতির চেহারা।

নিজের অজান্তেই দু'ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এল রানার চোখ থেকে।

সাত

গুয়ার্দিয়া দেল মার এস্টেট। রাত সাড়ে দশটা।

স্বয়ংক্রিয় ফটক ধীরে ধীরে খুলে গেলে এস্টেটের সীমানায় ঢুকে পড়ল কেনজি নাকামুরার মার্সিডিজ। তিন মাইল দীর্ঘ পথ ধরে এগোতে থাকল ভিলার দিকে।

ব্যাকসিটে বসে আছে জাপানি টাইকুন, উদাস চোখে তাকিয়ে আছে বাইরে। মন বিক্ষিপ্ত। তার পাশে... দরজায় মাথা ঠেকিয়ে, চোখ মুদে এলিয়ে পড়ে রয়েছে কারমেন কপোলা। আলুথালু বেশবাস—বড় গলার ড্রেস থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়েছে বাদামি রঙের সুডৌল স্তনদুটো; পা দু'টো এমনভাবে রেখেছে, উঁকি দিলে

দেখা যাবে তার অন্তর্বাসহীন ঊরুসন্ধি। ভঙ্গিটা ইচ্ছেকৃত। নাকামুরাকে প্রলুব্ধ করবার অপচেষ্টা। কিন্তু টানা কয়েক ঘণ্টা সম্ভোগের পর নতুন প্রলোভনে আকৃষ্ট হবার মানুষ নয় নাকামুরা। সত্যি বলতে কী, মেয়েটার প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারাতে বসেছে সে। স্রেফ ওকে বশে রাখার জন্য এখনও অভিনয় করে চলেছে: ওর প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি।

বিরক্ত চোখে কারমেনকে একবার দেখল নাকামুরা। গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মেয়ে। প্রথমে টাকার লোভ দেখিয়ে কাজে নামানো গিয়েছিল, কিন্তু ড. আলী হায়দারকে বিয়ে করবার পর থেকেই ভোল পাল্টাতে শুরু করে। আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, তার স্বামী যদি ইনকাদের গুপ্তধন খুঁজে পায়, এমনিতেই বড়লোক হয়ে যাবে সে। নাকামুরার আজ্ঞাবহ হয়ে তার সঙ্গে বেঈমানী করবার প্রয়োজন দেখছে না। এমন ধৃষ্টতার জন্য মৃত্যু প্রাপ্য ছিল ওর, কিন্তু হায়দারের উপর নজর রাখার বিকল্প কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অগত্যা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয় নাকামুরা—অঢেল ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভ দেখায় কারমেনকে, টাকার চেয়ে যার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। কথা দেয়, পানামার প্রজেক্ট সফল হলে তাকে বিয়ে করবে। সুযোগসন্ধানী কারমেন সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে, যখন-তখন হাজির হচ্ছে এটা-সেটা দাবি নিয়ে, নাকামুরাকেও অভিনয় করে যেতে হচ্ছে তাকে ভালবাসার। হায়দারের মৃত্যুর পর উদয় হওয়া নতুন যন্ত্রণা মাসুদ রানার ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্য কারমেন ছাড়া আর কাউকে কাজেও লাগানো যাচ্ছে না।

রানার কথা ভাবতেই ক্রোধ অনুভব করল নাকামুরা। শনি হয়ে উঠেছে লোকটা। পদে পদে ঝামেলা সৃষ্টি করে চলেছে। কার হয়ে সে কাজ করছে, সেটাও জানা যায়নি। ধরা পড়ার পরেও.

অদ্ভুত কৌশলে পালিয়ে গেছে টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইনের বন্দিশালা থেকে। ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিয়েছে নাকামুরা; কিন্তু এ-ও বুঝেছে, আসলে বিশেষ কিছুই করার ছিল না তাদের। সাপের মত পিছল ওই বাঙালি লোকটার উপর নজর রাখবার জন্য শেষ অস্ত্র হিসেবে কারমেনকে ব্যবহার করছে নাকামুরা।

মেয়েটাকে হাতে রাখার সুফল অবশ্য আজ সন্ধ্যাতেই পাওয়া গেছে, ব্যর্থ করে দেয়া গেছে রানার পেদ্রো মিগুয়েল অভিযান। কিন্তু তার বিনিময়ে একগাদা উপহার কিনে দেবার পাশাপাশি পুরো সন্ধ্যা সঙ্গও দিতে হয়েছে ওকে। এস্টেটে কারমেনকে আনতে চায় না নাকামুরা, এখানে গোপন কর্মকাণ্ড চলে, যাকে-তাকে দেখানো যায় না; তাই কারমেনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সাধারণত রাজধানীর একটা হোটেলে করে সে। আজও ওখানেই উঠেছিল। তবে সেটুকুতে আজ সন্তুষ্ট রাখা যায়নি ওকে। বিদায় নেবার সময় আসতেই বায়না ধরেছে কারমেন, ওর সঙ্গে আসবে। একাকী রাত কাটাতে চায় না। কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। অগত্যা ওকে সঙ্গে নিয়েই ফিরতে হচ্ছে তাকে। পীড়াপীড়িটা নাকামুরা পছন্দ করেনি, তাই তার মন ভোলানোর জন্য কৌশল খাটাচ্ছে কারমেন। আলুথালু পোশাক, যৌনাবেদনময়ী ভঙ্গিমা... সেটারই অংশ।

এই যন্ত্রণা আর বেশিদিন নয়, মনে মনে ভাবল নাকামুরা। প্রজেক্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রয়োজন ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই ছেনাল মেয়েকে নিজের জীবন... সেই সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে সে। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে।

ভিলায় পৌঁছে গেছে মার্সিডিজ। কারমেনের কাঁধে টোকা দিল নাকামুরা। 'ওঠো, এসে গেছি।'

সময় নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল কারমেন। ইচ্ছে করে কয়েক সেকেণ্ড উঁচু করে রাখল বুকদুটো। মৃদু হেসে বলল, 'হাই, ডার্লিং! আরও আগে ডাকোনি কেন?'

পোর্চের নীচে আরেকটা গাড়ি দাঁড়ানো। অচেনা। ওটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল নাকামুরা। কার গাড়ি? দরজা খুলে নীচে নামতেই দেখতে পেল ইরি ইয়োশিদাকে—ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ছুঁড়ল তার দিকে।

'জেনারেল এসেছেন, স্যর,' কাছে এসে বলল ইরি।

'কখন?'

'এই তো... আধঘণ্টা আগে।'

গম্ভীর হয়ে গেল নাকামুরা। জেনারেলের আগমন অপ্রত্যাশিত। জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন হারুকি কোথায়?'

'এখনও পেদ্রো মিগুয়েলে,' জানাল ইরি। 'রাতেই ফিরবে আমাদের অপর অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে।'

'অ্যাই, সরো,' গাড়ির ভিতর থেকে বলে উঠল কারমেন। 'আমাকে বেরুতে দাও।'

'থামো!' ধমকে উঠল নাকামুরা। 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমি না বললে বেরুবে না!'

উঁকি দিয়ে কারমেনকে দেখল ইরি। ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল ওর সুন্দর চোখজোড়া। বহুদিন থেকেই নাকামুরার একক সঙ্গিনী ছিল সে, ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ করে এই মেয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাকে সহ্য করতে পারে না সে।

'ওকে এখানেও নিয়ে এসেছেন?' একটু যেন অভিযোগ ফুটল ইরির গলায়।

'নাছোড়বান্দা মেয়ে, কিছুতেই খসাতে পারলাম না,' বিরক্ত

গলায় বলল নাকামুরা। 'আর জেনারেল যে এ-সময় আসবেন, তাও জানতাম না।'

'কাজটা ঠিক হলো না,' নিচু গলায় বলল ইরি। 'জেনারেলকে যদি দেখে ফেলে...'

কথা শেষ হলো না। ওর আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করবার জন্যই যেন বাড়ির সদর দরজায় উদয় হলো দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি। মাঝবয়েসী... গায়ে দামি সুট, হাতে একটা জ্বলন্ত হাভানা চুরুট। নাকামুরাকে দেখতে পেয়েই হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'এসেছেন অবশেষে?' বলল লোকটা। নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। 'বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছি, তাই হাঁটতে বেরুলাম।'

'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত, জেনারেল,' বলল নাকামুরা। 'তবে আপনি যে আসছেন, খবরটা কেউ দেয়নি আমাকে।'

কাছে এসে করমর্দন করলেন জেনারেল। 'আমিই বারণ করেছিলাম। নাইস টু মিট ইউ অ্যাগেইন।'

মার্সিডিজের জানালা দিয়ে মাথা বের করল কারমেন। 'কার সঙ্গে কথা বলছ, কেনজি? আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল নাকামুরা। 'মাথা বের করেছ কেন? ড্রাইভার, ওকে নিয়ে যাও। শহরে ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

প্রতিবাদ করে উঠল কারমেন। 'কিন্তু...'

'খবরদার! কোনও কথা নয়,' আবারও ধমকাল নাকামুরা। 'যা বলছি তা-ই করো।'

কৌতূহল নিয়ে কাণ্ডটা দেখছেন জেনারেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ও? আগে তো কখনও দেখিনি।'

'গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়,' বলল নাকামুরা। 'স্রেফ বিনোদনের সঙ্গী। চাইলে আজ রাতে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

ঝট করে জানালা দিয়ে তার দিকে তাকাল কারমেন। চোখে অবিশ্বাস। গাড়ি চলতে শুরু করার পরেও তাকিয়ে রইল ওভাবেই। একটু পরেই তাকে নিয়ে চলে গেল মার্সিডিজ।

'ফুর্তি করতে আসিনি আমি,' অপসৃয়মাণ অবয়বটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন জেনারেল। 'আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে।'

'নিশ্চয়ই! চলুন।'

ভিলায় ঢুকল দু'জনে। পিছু পিছু ইরি। নীচতলার সুপরিসর লিভিংরুমে গিয়ে বসল। ইরিকে শ্যাম্পেন পরিবেশনের নির্দেশ দিল নাকামুরা। তারপর ফিরল জেনারেলের দিকে; এখনও বুঝতে পারছে না তাঁর আকস্মিক আগমনের কারণ।

সত্যিকার রহস্যমানব বলতে যা বোঝায়, এই জেনারেল ঠিক তা-ই। প্রায় সোয়া ছ'ফুট লম্বা, বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই হলেও বেশ সুদর্শন। খুব কাছ থেকে দেখেও তাঁর জাতীয়তা বোঝা মুশকিল। গায়ের রঙ তামাটে, চেহারা বিশেষত্বহীন। কথা বলেন শুদ্ধ ইংরেজিতে, বাচনভঙ্গিতে কোনও টান নেই। এই বিশেষ মিশনের দায়িত্ব পাবার পিছনে এগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এখানকার প্রজেক্টের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা গোপন রাখতে চায় তাঁর সরকার; তাই নাকামুরার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এমন একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে, যাকে দেখে ফেললেও কেউ পরিচয় বুঝতে না পারে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই গোপনীয়তা বজায় রাখছেন ভদ্রলোক। একমাত্র কেনজি নাকামুরা ছাড়া আর কেউ জানে না তাঁর সত্যিকার পরিচয়। জাপানি টাইকুনের ঘনিষ্ঠতম সহচররাও তাঁকে স্রেফ *জেনারেল* বলে চেনে।

শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলে ইশারায় ইরিকে চলে যেতে বলল নাকামুরা। লিভিংরুমে এখন শুধু ওরা দু'জন। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জেনারেলের দিকে।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' শ্যাম্পেনে সামান্য চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন জেনারেল। 'সিচুয়েশন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। টপ লেভেলের কিছু রাজনীতিক বেঁকে বসেছেন আমাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে। দেশের গোল্ড রিজার্ভের উপর ঝুঁকি নিয়ে অপারেশন চালাতে চাইছেন না তাঁরা।'

'মানে কী?'

'সম্ভবত আর কোনও গোল্ড শিপমেণ্ট পাবেন না আপনি।'

'হোয়াট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নাকামুরা। 'কী বলছেন এসব? পানামা সরকারকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য ওই সোনাই একমাত্র হাতিয়ার। সাপ্লাই বন্ধ করে দিলে চলবে কী করে?'

'যথেষ্ট কি পায়নি ওরা ইতিমধ্যে?'

'একটামাত্র চালান। ওদেরকে খুশি করবার জন্য যথেষ্ট নয় সেটা। খনি থেকে অন্তত দুইশ' মিলিয়ন ডলারের সোনা পাওয়া যাবে বলে প্রাথমিক এস্টিমেট দেয়া হয়েছে ওদেরকে।'

'আরও একটা শিপমেণ্ট তো রয়েছে আপনার হাতে।'

'যথেষ্ট নয়। ক্যানাল বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধস নামবে ওদের অর্থনীতিতে। হাতে সোনার রিজার্ভ না থাকলে সামাল দিতে পারবে না বিপর্যয়টা। খেপে পাগলা কুকুর হয়ে যাবে। শেষমেশ ইনভেস্টিগেশন চালাবে আমাদেরই বিরুদ্ধে।'

'আমি লাচার। আর কোনও সোনা দেয়া যাবে না আপনাকে। দুটো শিপমেণ্ট পাঠাতেই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। সেধে কোনও দেশ কি এভাবে নিজের ন্যাশনাল রিজার্ভ কমাতে চায়?'

'ইনকা ট্রেজার উদ্ধার করে সেই সোনা আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে—এমনটাই তো কথা ছিল।'

'কিন্তু ট্রেজার উদ্ধারের ব্যাপারে আপনি এখনও এক পা-ও

এগোতে পারেননি বলে জানি,' শান্ত স্বরে বলল জেনারেল।

থমকে গেল নাকামুরা। অভিযোগটা সত্য। মিনমিন করে বলল, 'ছোটখাট কিছু সমস্যা ফেস করতে হয়েছে। তাই ওদিকটায় একটু পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন পুরোদমে কাজ চলছে। খুঁজে পাওয়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।'

'এই কথা বহুদিন থেকেই শুনছি আপনার মুখে। কিন্তু সত্যি বলতে কী... ট্রেজারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই এখন সন্দিহান হয়ে উঠেছি আমরা। শেষ পর্যন্ত যদি পাওয়া না যায়, তা হলে আমাদের অর্থনীতির বারোটা বেজে যাবে। বুঝতেই পারছেন, কেন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে আমার সরকার।'

'ট্রেজার আছে!' জোর গলায় বলল নাকামুরা। 'আর সেটাকে অথেনটিকেট করবার মত যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণও জোগাড় করেছি আমি।'

'তা হলে আমার পরামর্শ হলো, ওই ট্রেজার দিয়েই পানামা সরকারকে খুশি রাখুন। আমাদের কাছে আর হাত পাতবেন না।'

'আপনি আমাকে গর্তে ঠেলে দিচ্ছেন, জেনারেল। এমন তো নয় যে, এই প্রজেক্ট আমার একার! এতে আপনাদেরও স্বার্থ আছে। সব ঝুঁকি আমি একা নেব কেন?'

'আমার হাত-পা বাঁধা।'

'তারমানে আর কোনও সাহায্য করবেন না আমাকে?'

'সে-কথা আমি একবারও বলিনি।' নিভে যাওয়া চুরুটে আবার অগ্নিসংযোগ করলেন জেনারেল। 'অলরেডি আটটা লঞ্চার-ট্রান্সপোর্টার দেয়া হয়েছে আপনাকে। যথাসময়ে সেগুলোর জন্য মিসাইলও সরবরাহ করা হবে।'

'কিন্তু সেই মিসাইল আনলোড করে লঞ্চিং এরিয়ায় নেবার জন্য এ-দেশটাকে আমার হাতের মুঠোয় আনা জরুরি,' থমথমে গলায় বলল নাকামুরা। 'আমার কথাই যেন আইনে পরিণত হয়...

আমার জাহাজ থেকে কী আনলোড হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা নিয়ে কাস্টমস যেন মাথা ঘামাতে না যায়। আশা করি মনে করিয়ে দিতে হবে না, তার জন্য বন্ধ হওয়া চাই পানামা ক্যানাল? আর সরকারকে আমার পা-চাটা কুকুর বানাবার জন্য চাই অঢেল সোনা?'

'আমি সবই জানি,' বললেন জেনারেল। 'কিন্তু যেভাবে ট্রান্সপোর্টারগুলো আনলোড করেছেন, সেভাবে মিসাইল আনলোড করতে পারবেন না কেন?'

'ওগুলো টুকরো টুকরো অবস্থায় সাধারণ খুচরা যন্ত্রাংশ হিসেবে এসেছে, পরে আমার ওয়্যারহাউসে নিয়ে জোড়া দেয়া হয়েছে সব,' ব্যাখ্যা করল নাকামুরা। 'কিন্তু মিসাইল সেভাবে আনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শুধু আনলোড করলে চলছে না, ওগুলো পোর্ট থেকে বেরও তো করতে হবে।'

'হুম!' একটু ভাবলেন জেনারেল। তারপর বললেন, 'সেক্ষেত্রে একটা কাজই করা যেতে পারে—টাইমটেবল এগিয়ে আনতে হবে। আমার সরকার এই প্রজেক্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার আগেই। ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে, মি. নাকামুরা। তা ছাড়া কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখতেও পছন্দ করি না আমি। রাজনীতিকরা নেতিবাচক কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগেই এদিককার কাজ সেরে ফেলতে হবে আমাদেরকে। গোল্লায় যাক ট্রেজার আর স্বর্ণের চালান।'

'এতক্ষণে একটা আশার বাণী শোনালেন আপনি, জেনারেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নাকামুরা। 'আমি তো ভয়ই পেয়ে যাচ্ছিলাম।'

'আপনার প্রস্তুতি কদ্দূর? কত দ্রুত অ্যাকশনে নামতে পারবেন?'

'ট্রেজার খুঁজে পাওয়া ছাড়া বাকি প্রায় সব প্রস্তুতিই নেয়া হয়ে

গেছে। পানামা উপসাগরে অপেক্ষা করছে জেমিনি, অর্ডার দিলেই ট্রানজিটের জন্য রওনা হবে। জেমিনির সামনে যে-জাহাজটা যাবে, সেটাও অপেক্ষা করছে অ্যাঙ্করেজে। জায়গামত রয়েছে আমাদের সাবমারসিবল... ওটাকে কোর্সচ্যুত করবার জন্য। এভরিথিং ইজ ইন প্লেস।'

'তা হলে তো এখুনি কাজে নামা যায়।'

'উঁহুঁ। টাইমটেবল এগিয়ে আনতে চাইলে মিসাইলগুলোও দরকার। কবে আমার কোম্পানিকে সব ধরনের মালামাল পরিবহনের দায়িত্ব দেয়া হবে, সেই আশায় বসে থাকলে চলবে না। বরং ক্যানালের ঘটনার পর শুরু হওয়া বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আনলোড করে ফেলতে হবে ওগুলো। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে লঞ্চিং এরিয়ায় নিয়ে গিয়ে লঞ্চও করে দিতে হবে।'

একটু হাসলেন জেনারেল। 'সুসংবাদ! মিসাইলগুলো কাছেপিঠেই আছে। ইচ্ছে করেই খবরটা জানানো হয়নি আপনাকে। অপেক্ষা করছিলাম কবে আপনি চাইবেন তার জন্য।'

'সম্ভব হলে এখুনি।'

'জাহাজটা একটু দূরে রাখা হয়েছে। পৌঁছুতে একটু সময় লাগবে। আগামীকাল হলে চলবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'জাহাজ রাখার মত নির্জন জায়গা আছে?'

'আমার পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে একটা ড্রাই ডক আছে... ওখানে তুলব বলে ভাবছি। সবাই ভাববে রিপেয়ারের জন্য উঠেছে, কার্গো নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

'বেশ, তা হলে আগামীকালই আসবে জাহাজ। একটা রেফ্রিজারেটর শিপ... নাম *করভাল্ড*। তৈরি থাকবেন।'

'থাকব।'

'ফাইনাল অ্যাকশনে তা হলে কখন যেতে পারবেন?'

'প্রিপারেশনের জন্য তিনটে দিন সময় পেলে ভাল হয়।'

'বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। মিসাইল তো আগামীকালই পেয়ে যাচ্ছেন। পরশু করা যাবে না?'

'শিডিউল একটু টাইট হয়ে যায়... তবে অসম্ভব নয়।'

'গ্রেট!' হাসি ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে। 'আমার কাছ থেকে আর কোনও ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হলে বলতে পারেন।'

'তার দরকার হবে না। আমার জিয়োলজিস্টরা পরীক্ষা করে দেখেছে, লিকুয়িফ্যাকশনের জন্য আদর্শ কণ্ডিশনে রয়েছে গেইলার্ড কাটের দু'পাশের মাটি।'

লিকুয়িফ্যাকশনের অর্থ বুঝিয়ে দিতে হলো না জেনারেলকে। তাঁর জানা আছে, ওটা জমাট মাটিকে তরল কাদায় রূপান্তরিত করবার সায়েণ্টিফিক প্রসেস। ভেজা মাটিতে কায়দামত একটা বিস্ফোরণ বা ঝাঁকুনি দেয়া গেলে তা আর জমাট থাকতে পারে না। পরিণত হয় তরল কাদায়। ফলে মাটির উপরে যত ধরনের কাঠামো থাকে, তা ধসে পড়ে। গেইলার্ড কাটের দু'পাশের পাহাড় ধসিয়ে দেবার জন্য এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হবে। আর সেজন্যেই সময় বেছে নেয়া হয়েছে বর্ষাকাল।

'জেমিনি থেকে ইতিমধ্যে বেশিরভাগ ক্রু সরিয়ে নেয়া হয়েছে,' বলে চলল নাকামুরা। 'বাকিদেরকেও যথাসময়ে সরিয়ে নেবে আমাদের সাবমারসিবল।'

'লকের কাছে যে-ডাইভিং চেম্বারটা আছে, সেটার কী হবে?' জানতে চাইলেন জেনারেল।

'এক্সপ্লোসিভ বসানো হয়েছে। জেমিনির সঙ্গে টাইমিং মিলিয়ে ওটাও ধ্বংস করে দেয়া হবে।'

'ক্যানাল ব্লক করবার জন্য কী জাহাজ ব্যবহার করছেন?'

'একটা বাল্ক ক্যারিয়ার, লাইবেরিয়ায় রেজিস্ট্রি করা। নাম, *মারিও দে ক্যাস্তোরেলি।* কার্গো হিসেবে সিমেণ্ট আর স্ক্র্যাপ

মেটাল তোলা হয়েছে ওটায়। জেমিনি এক্সপ্লোশনের ধাক্কায় ডুবে যাবে ওটা। পানির স্পর্শে সিমেন্ট আর লোহা মিলে প্রায় বারো হাজার টনের একটা নিরেট তালে পরিণত হবে। ওটাই ব্লক করে দেবে ক্যানাল।'

'চমৎকার! আর ক্যাস্তোরেলির ক্রু?'

'কিচ্ছু জানে না। ওদের বেশিরভাগই ফিলিপিনো কিংবা বাংলাদেশি। দুর্ঘটনার পর পরিবারগুলোর হাতে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা গুঁজে দিলেই চলবে। হৈ-চৈ করবে না কেউ।'

'জেমিনির ক্রু?'

'ওদেরকে পিকআপ করবে আমাদের সাবমারসিবল। গ্যামবোয়ায় নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে সড়কপথে ক্রিস্টোবালে চলে যাবে ওরা। আরেকটা জাহাজে চড়ে কেটে পড়বে। সাবমারসিবলটা আমরা গ্যামবোয়ায় ডুবিয়ে দেব।'

'তারমানে ফিজিকাল এভিডেন্স হিসেবে পানির তলায় সাবমারসিবল আর ডাইভিং বেলটা থেকে যাচ্ছে।'

'তাতে খুব একটা অসুবিধা নেই। ক্যানাল ওপেন করবার জন্য ড্রেজিং অপারেশন চালানো হবে। ওভারবার্ডেনের সঙ্গে গোপনে ওগুলো সরিয়ে নেব আমরা।'

'সবকিছুই আপনার হিসেবে রয়েছে দেখছি!' প্রশংসার সুরে বললেন জেনারেল। 'ট্রেজার খুঁজে পাওয়া ছাড়া সবই মোটামুটি গুছিয়ে এনেছেন। মারভেলাস!'

প্রতিক্রিয়াহীন রইল নাকামুরা। 'এগুলোর সবই করেছি আমি আপনাদের কথা ভেবে। নইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রমাণ লুকানোর তেমন প্রয়োজন ছিল না আমার। আমেরিকার বুকে মরণ-আঘাত হানতে পারলেই আমি খুশি। এরপর যা হয় হোক।'

'আপনার মত ব্যবসায়ীর মুখে এমন কথা শোভা পায় না, মি. নাকামুরা। প্রতিশোধ নেবেন ভাল কথা, তার সঙ্গে কিছু

নগদ-নারায়ণ এলে ক্ষতি কী? অন্তত এই বিশাল প্রজেক্টের খরচটা তো উঠে আসা দরকার। তা ছাড়া গোটা একটা দেশ হাতের মুঠোয় এলে আপনারই লাভ।'

'আপনাদেরও,' শান্ত কণ্ঠে বলল নাকামুরা। 'আমেরিকাকে ধ্বংস করবার পিছনে আমার চেয়ে আপনাদের আগ্রহই বেশি।'

'সে-কারণেই আমাদের মধ্যে এই চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটা সম্ভব হয়েছে,' মৃদু হাসলেন জেনারেল। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। 'এখন তা হলে আসি। আগামীকাল সকালেই দেশে ফিরে যাচ্ছি। সুসংবাদ পাবার অপেক্ষায় থাকব।'

হাত মিলিয়ে জেনারেলকে তঁার গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল নাকামুরা। ইরি পিছু পিছু এসেছে; গাড়ির টেইললাইট আঁধারে মিলিয়ে গেলে তার দিকে ফিরল নাকামুরা।

'হারুকিকে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য খবর দাও,' বলল সে। 'আমাদের টাইমটেবল এগিয়ে গেছে। হাতে সময় আছে মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ইরির। 'কী বলছেন, স্যর! এত দ্রুত? এখনও তো অনেক কিছুই...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল নাকামুরা। 'কোথায় কী সমস্যা আছে, তার সবই আমার জানা। মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। হারুকিকে নিয়ে এখুনি কাজে নেমে পড়ো।'

'জী, স্যর!' কাঁচুমাচু গলায় বলল ইরি।

'আর হ্যাঁ... কাল সকালে কয়েকজন লোক পাঠাবে কারমেনের অ্যাপার্টমেন্টে। ওকে গায়েব করে দেবে।'

'তারমানে...'

'মানেটা বুঝিয়ে দিতে হবে?' খেঁকিয়ে উঠল নাকামুরা। 'খুন করবে ওকে! লাশটা যেন খুঁজে পাওয়া না যায়।'

আদেশটা সানন্দে মেনে নিল ইরি। কারমেন ওদের

অপকর্মের ছেঁড়া সুতো বলে নয়, সে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় বলে। বলল, 'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল ইরি।

নাকামুরা নড়ল না। আপন চিন্তায় বিভোর সে। এত বছরের সাধনা... এত বছরের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। আর মাত্র দুটো দিন, তারপরেই প্রতিশোধ নেবে সে... চরম প্রতিশোধ!

আট

ঠিকমত ঘুম হয়নি রানার। চোখ মুদলেই শুধু নেফারতিতিকে দেখেছে, অশান্ত হয়ে উঠেছে হৃদয়। স্রেফ ক্লান্তির মুখে শেষ রাতে চোখদুটো একত্র হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যখন জাগল, তখন সকাল আটটা। পাশের বিছানায় তখনও নাক ডাকাচ্ছে সোহেল। উঠে বসতে গিয়ে টের পেল, সামান্য ঘুমে তরতাজা হয়নি শরীর। শাওয়ার নিয়েও দূর হলো না অবসাদ। রুম সার্ভিসের মাধ্যমে কফি আনাল। ধূমায়িত কাপ নিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। উদাস নয়নে তাকিয়ে রইল দূর দিগন্তের দিকে।

সোহেলের ঘুম ভাঙল খানিক পর। পিছনে ওর নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

'গুড মর্নিং!'

'নিকুচি করি তোর মর্নিঙের,' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায় রাখলাম?'

বেডসাইড টেবিল থেকে প্যাকেটটা খুঁজে নিল ও। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বিছানা থেকে নেমে রওনা হলো বাথরুমের উদ্দেশে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ছোঁ মেরে রানার হাত থেকে কেড়ে নিল কফির কাপটা।

'আরে! হচ্ছেটা কী!'

রানার প্রতিবাদ না শোনার ভান করে বাথরুমে ঢুকে গেল ও। বেরুল পাক্কা বিশ মিনিট পর। শাওয়ার আর শেভের বদৌলতে চেহারা পাল্টে গেছে। রানা তখন সোফায় বসে আরেক কাপ কফিতে চুমুক দিচ্ছে। ওর সামনে ঠকাস করে খালি কাপটা নামিয়ে রাখল সোহেল।

'জানিস কাপটা আমি ছিনতাই করব,' বলল ও, 'কফিতে একটু চিনি মেশালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?'

হেসে ফেলল রানা। মন যতই খারাপ থাকুক, ওর বন্ধুটি মুহূর্তেই তা ভাল করে দিতে জানে।

'উচিত হয়েছে,' বলল রানা। 'চুরি করতে যাস কেন? আগামীতে লবণ মিশিয়ে রাখব। কফি খেতে চাইলে নিজে বানিয়ে খেতে পারিস না?' টেবিলে রাখা কফিপট আর অন্যান্য সরঞ্জামের দিকে ইশারা করল ও।

আরেকটা সিগারেট ধরাল সোহেল।

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আধঘণ্টা না যেতেই দুটো ধরালি?'

'কেন, লোভ হচ্ছে? চাইলে তুই-ও একটা ধরা।' প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সোহেল।

'নাহ্। ছেড়ে দিয়েছি...' বলতে বলতে থমকে গেল রানা। 'অ্যাই, তোর মতলব কী? আজ পর্যন্ত কোনোদিন তো তোকে সিগারেট সাধতে দেখলাম না। আজ সাধছিস কেন?'

'সাধব না? এত অকৃতজ্ঞ ভেবেছিস আমাকে? তোর মানিব্যাগ থেকে টাকা সরিয়েই তো কিনেছি।'

'শা-আ-লা!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

কিছুক্ষণ খুনসুটি চলল। হাসিঠাট্টার মাধ্যমে রানাকে স্বাভাবিক করে তুলল সোহেল। তারপর এল কাজের কথায়।

'কখন বেরুচ্ছি আমরা?'

ঘড়ি দেখল রানা। ন'টা বেজে গেছে। 'যত দ্রুত সম্ভব। পিনোঁ তার টিম নিয়ে এলেই রওনা হব।'

ব্রেকফাস্ট সেরে নিল দু'বন্ধু। তার আরও পনেরো মিনিট পর হাজির হলো মেজর পিনোঁ, সঙ্গে দু'জন লিজনেয়ার। অঁবিনও এসেছে স্বেচ্ছায়। মার্কোসকে দিয়ে কারমেনের অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বারে ফোন করালো রানা, ওর ঘুমজড়িত কণ্ঠ শুনেই রং নাম্বার বলে লাইন কেটে দিল মার্কোস। নিশ্চিত হলো, মেয়েটা বাড়িতেই আছে।

আর দেরি করার মানে হয় না। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। সময় হয়েছে কারমেনের সঙ্গে বোঝাপড়ার।

নিকষ অন্ধকারের মাঝে চোখ মেলল নেফারতিতি। শূন্য লাগছে মাথার ভিতরটা। কিচ্ছু মনে পড়ল না প্রথম কয়েক মুহূর্ত। অসাড় হয়ে আছে হাত-পা।

একটু পর ফিরতে শুরু করল অনুভূতি। সেই সঙ্গে স্মৃতি। ডুবে গিয়েছিল ও। মরতে বসেছিল। বিস্ময় অনুভব করল এখনও বেঁচে আছে দেখে। কীভাবে? নিশ্চয়ই কেউ উদ্ধার করেছিল। কে?

জবাবটা আন্দাজ করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। শত্রুরাই উদ্ধার করেছে ওকে নিশ্চয়ই লকের দরজা খুলে যাবার পর ভিতরে ঢুকেছিল প্রতিপক্ষের ডুবুরি, ওকে নিয়ে এসেছে ওখান থেকে।

ভুল ধারণা করেনি নেফারতিতি। আসলেই তা-ই ঘটেছে। বেঁচে যাওয়া চার ডুবুরি তাদের হারানো দুই সঙ্গীর খোঁজে

ঢুকেছিল লকে। ওকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে তাদের ডাইভিং বেলে। প্রাথমিক শুশ্রূষা করেছে, ট্রিটমেণ্ট দিয়েছে ডিকম্প্রেশনের জন্য। তারপর নিয়ে এসেছে ইণ্টারোগেশনের জন্য।

নড়বার চেষ্টা করল নেফারতিতি, কিন্তু পারল না। ধাতব একটা কাঠামোর সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে—বিছানা হবার সম্ভাবনাই বেশি। পা-দুটো ফুটরেস্টে বাঁধা, হাতদুটো উঁচু করে বাঁধা হয়েছে হেডরেস্টের সঙ্গে। টের পেল, গায়ে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু নেই—অর্ধনগ্ন ও। নাকে বদ্ধ বাতাসের গন্ধ ভাসছে। অন্ধকারে এক চিলতে আলো আসছে ঘরের দরজার তলা দিয়ে। কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে কর্কশ গোঙানি ছাড়া আর কিছু বেরুল না।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, বাইরে পায়ের আওয়াজ হলো। এরপর শোনা গেল দরজার তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ। খুলে গেল দরজা। ইউনিফর্ম পরা এক যুবক ঢুকল ঘরে। জাপানি। কাঁধে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক। নেমপ্লেট নেই। খোলা দরজা দিয়ে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে বাইরের দৃশ্য—সকালের রোদে আলোকিত হয়ে আছে ঘাসে-ঢাকা লন। জায়গাটা টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইন নয়, বুঝতে পারল নেফারতিতি। সম্ভবত কোনও বাগানঘর—দেয়ালে কাস্তে-নিড়ানি সহ বিভিন্ন রকম বাগান পরিচর্যার জিনিস ঝুলছে। জৈব সারের মৃদু গন্ধও পেল নাকে।

ঘরে কোনও জানালা নেই, ছোট্ট দরজা দিয়ে যথেষ্ট আলো ঢুকছে না। হাত বাড়িয়ে দেয়ালে লাগানো সুইচ টিপল জাপানি ক্যাপ্টেন। মাথার উপর জ্বলে উঠল একটা কম পাওয়ারের বালব।

'কেমন বোধ করছেন?' বন্দিনীর উদ্দেশে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল যুবক।

'ছেড়ে দাও আমাকে,' হাত-পা মোচড়াল নেফারতিতি। 'কেন আটকে রেখেছ?'

'প্লিজ, শান্ত হোন,' বলল ক্যাপ্টেন হারুকি। 'অযথা শক্তিক্ষয় করবেন না। একটু পরেই তার দরকার পড়বে।'

অন্তরাত্মা শুকিয়ে এল নেফারতিতির। কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পারছে। রানার মুখে শোনা সেই নির্যাতনের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। নিশ্চয়ই পিশাচতুল্য সেই ইন্টারোগেটরের হাতে তুলে দেয়া হবে ওকে!

'প্লিজ... আমাকে সাহায্য করুন,' অনুনয় করল নেফারতিতি। 'আপনাদের ওই ইন্টারোগেটরের কথা আমি জানি। ওই শয়তানটার হাতে পড়তে দেবেন না আমাকে!'

জাপানি ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি নিচু হয়ে যেতে দেখল ও। গ্লানিতে। বুঝতে পারল, লোকটা জাত-সৈনিক। কাপুরুষতুল্য নির্যাতনকে সমর্থন করে না।

আশান্বিত হয়ে উঠল নেফারতিতি। 'আপনি জানেন ও কী করবে আমাকে নিয়ে... একটা অসহায় মেয়েকে নিয়ে! যদি সত্যিকার সৈনিক হয়ে থাকেন, তা হলে সেটা কিছুতেই মানতে পারা উচিত নয় আপনার! ছেড়ে দিন আমাকে। আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। প্লিজ!'

'দুঃখিত,' নিচু গলায় বলল হারুকি। 'সেটা সম্ভব নয়।'

'তা হলে খুন করুন আমাকে!' খ্যাপাটে গলায় বলল নেফারতিতি। 'একটা স্যাডিস্টের হাতে নির্যাতিত বা রেপ হবার চেয়ে সেটা ভাল। অন্তত আত্মসম্মান নিয়ে মরতে পারব।'

'ড্রাগো রেপ করে না।'

'কে বলেছে? টর্চারের একটা স্বীকৃত পদ্ধতি ওটা!'

'ড্রাগোর...' ইতস্তত করল হারুকি, ...সমস্যা আছে।'

'পুরুষত্বহীন? তাতে কিছু যায় আসে না। নির্যাতন তো করবে! অসহায়, বন্দি মেয়েদের উপর অত্যাচার করবার শিক্ষাই কি পেয়েছেন আপনারা?'

'ওটা ড্রাগোর পদ্ধতি। আমাদের নয়।'

'একই কথা। ওকে যদি বাধা না দেন, তা হলে আপনাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেড়ে গেল হারুকির মাঝে। বিবেকের দংশন অনুভব করছে। নেফারতিতির কথাগুলো যেন অন্তরে বিঁধছে তার। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কোনোমতে বলল, 'না... আমি ওর মত নই!'

'আ... আমি দুঃখিত,' গলার স্বর নরম করল নেফারতিতি। 'আপনাকে অপমান করতে চাইনি। আমি বুঝতে পারছি, আপনি স্রেফ হুকুম তামিল করছেন।'

'হ্যাঁ। হুকুম।'

'কিন্তু মনিবের হুকুম পেলেই কি একজন সৈনিক বিবেক বিসর্জন দেবেন? ভেবে দেখুন, একটা নিরস্ত্র, অসহায় মেয়েকে নির্যাতন করে হত্যার মাঝে সম্মান কোথায়? কাউকে কোনোদিন বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন কথাটা? আপনার পরিবারকে? আপনার স্ত্রীকে?'

আর বোধহয় সহ্য হলো না হারুকির। বিছানার দিকে এগিয়ে এল সে। আশায় দোলা দিয়ে উঠল নেফারতিতির হৃদয়... আর তখুনি দরজায় উদয় হলো দ্বিতীয় একটা মূর্তি।

'কী হচ্ছে এখানে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইরি ইয়োশিদা। গটমট করে ঢুকল ভিতরে। 'কী বলছে ও?'

যেন চাবুকাঘাতে বাস্তবে ফিরে এল হারুকি। সোজা হয়ে বলল, 'কিছু না। আবোল-তাবোল বকছে।'

কয়েক পা এগিয়ে এল ইরি। শীতল চোখে আপাদমস্তক দেখল নেফিকে। তারপর বলল, 'কম জ্বালাওনি তুমি আর তোমার বন্ধু মাসুদ রানা। এবার কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নেয়া হবে। যদি চাও তো তোমার মৃত্যুটা একটু সহজ করে দিতে পারি আমি। তার

জন্যে কিছু প্রশ্নের জবাব চাই। ঠিক ঠিক ভাবে যদি সব বলে দাও, কপাল বরাবর একটা গুলি করেই ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে। নইলে...' শয়তানী হাসি হাসল সে।

নির্বিকার রইল নেফারতিতি। 'কী জানতে চাও?'

'তোমার সত্যিকার পরিচয়। আমরা জানি তুমি ইউএস আর্মির ক্যাপ্টেন... কিন্তু এখানে কার হয়ে কাজ করছ?'

'বড্ড অভদ্র তুমি,' খোঁচা মারা স্বরে বলল নেফারতিতি। 'কারও পরিচয় জিজ্ঞেস করবার আগে নিজেরটা দিতে হয়—এটাও বুঝি জানো না?'

'আমার পরিচয় জানতে চাও?' হিসিয়ে উঠল ইরি। 'আমি ইরি ইয়োশিদা—তোমার যম!'

'যম? আমি তো ভেবেছি তুমি সস্তাদরের একটা প্রসটিটিউট।'

দাঁত কিড়মিড় করল ইরি। 'চাইলে এই ধৃষ্টতার প্রতিদান এখুনি দিতে পারি, কিন্তু প্রথমবারের মত একটা সুযোগ দিচ্ছি। ভালয় ভালয় জবাব দাও, নইলে কার হাতে পড়বে... আর কী ঘটবে তোমার কপালে, সেটা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'কল্পনার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। রানা আমাকে সবই বলেছে। তোমাদের ইন্টারোগেটরের দৌড় আমার জানা হয়ে গেছে। ওকে কাঁচকলা দেখানো সম্ভব। কাজেই... জাহান্নামে যেতে পারো।'

এগিয়ে এসে ঠাস করে নেফারতিতির গালে চড় বসাল ইরি। দ্বিতীয়বার মারার আগেই পিছন থেকে তার হাত ধরে ফেলল হারুকি। বলল, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না। যার কাজ তাকেই করতে দিন। এটা ড্রাগোর ডিপার্টমেন্ট।'

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল ইরি। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে অবিচল দেখে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল হাত।

'বেশ, তা হলে ড্রাগোই ওর ব্যবস্থা নিক,' বলল সে। 'তুমিই

বা এখানে এসেছ কেন? চলো, অনেক কাজ পড়ে আছে। আগামীকাল মুভ করবে জেমিনি...'

'জিভে লাগাম টানুন,' থমথমে গলায় তাকে থামিয়ে দিল হারুকি। 'কোথায় কী বলছেন তা দেখে নেবেন।'

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে নেফারতিতির দিকে তাকাল ইরি। 'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ? হাহ্, কয়েক ঘণ্টা পর ওর লাশ শেয়াল-কুকুরে খাবে। কাউকে কিছু বলার সুযোগ পাবে না ও।'

'তবু... বুঝেশুনে কথা বলা ভাল।'

'ভীতুর ডিম!' বলে বেরিয়ে গেল ইরি।

যাবার আগে নেফারতিতির দিকে আবারও তাকাল হারুকি। বিষণ্ণ চেহারা।

'প্লিজ!' আবারও অনুনয় করল নেফারতিতি।

ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল হারুকি। চলে এল বিছানার পাশে। কোমরের বেল্টে লাগানো খাপ থেকে বের করে আনল তার কমাণ্ডো নাইফ। নিঃশ্বাস আটকে এল নেফারতিতির। কী করতে চাইছে লোকটা? বিস্ময় আরও বাড়ল ওর হাতের বাঁধনে লোকটা দ্রুত কয়েকটা পোঁচ দেয়ায়।

সোজা হতেই বন্দিনীর চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটতে দেখল হারুকি। ও মুখ খোলার আগেই হাত তুলে থামিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ, ধন্যবাদ জানাবেন না আমাকে। করুণা করিনি আমি, স্রেফ নিজের বিবেককে ভারমুক্ত করলাম। এখন আর পুরোপুরি অসহায় নন আপনি, কাজেই আপনার পরিণতি নিয়ে আর দুঃখ পেতে হবে না আমাকে। একটা কথা নিশ্চিতভাবে জানবেন—আমি আপনার বন্ধু বা মিত্র নই। এই ঘর থেকে বেরুনোমাত্র আবার শত্রুতা শুরু হবে আমাদের। আপনাকে দেখামাত্র খুন করবার জন্য গুলি ছুঁড়ব আমি!'

কথা শেষ করেই উল্টো ঘুরল অদ্ভুত মানুষটা। কোনোদিকে

না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লাগিয়ে দিল দরজা।

বিস্ময় দমিয়ে বাঁধন খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল নেফারতিতি। কয়েক দফা টানাটানি করতেই মুক্ত হয়ে গেল দু'হাত। উঠে বসে পায়ের গিঁঠ খোলার জন্য হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি আবার শুয়ে পড়ল ও হাতদুটো নিয়ে রাখল আগের পজিশনে।

খুলে গেল ঘরের দরজা। মাথা ঘোরাতেই দোরগোড়ায় ড্রাগোর পরিচিত শীর্ণ অবয়ব দেখতে পেল নেফারতিতি—আগেরবার দেখেছিল টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইনের কম্পাউণ্ডে। তখন খুঁটিনাটি বোঝার উপায় ছিল না, এখন কাছ থেকে দেখে ঘিন ঘিন করে উঠল ওর সারা গা। মানুষ বলে মনে হচ্ছে না তাকে, কবর থেকে উঠে আসা কোনও জীবন্মৃত যেন।

'বাহ্! হোয়াট আ সারপ্রাইজ!' বলে উঠল ড্রাগো। 'কেউ আমাকে বলেনি, আজ একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর সুযোগ পাব। আমি বড়ই ভাগ্যবান।'

গায়ের জ্যাকেট খুলে দরজার পিছনে ঝোলাল সে। তারপর এগিয়ে এল। আগ্রহ নিয়ে দেখল নেফারতিতির অর্ধনগ্ন দেহটাকে। কামনা ফুটল না চেহারায়, ফুটল স্রেফ বিকৃত এক আনন্দ। একটা আঙুল বোলাল সে নেফির কোমল ত্বকে। ফিসফিস করল, 'হ্যাঁ, এমন কচি দেহ নিয়ে খেলতেও মজা।'

প্রতিটা স্পর্শে কেঁপে উঠছে নেফারতিতি। বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। এখনও আঘাত হানার সময় আসেনি।

বিছানার পাশে ছোট একটা টুল টেনে আনল ড্রাগো, নিজের কালো কাপড়ের পাউচটা খুলে রাখল ওতে। মাথার উপর জ্বলতে থাকা বালবের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটার ভিতরে সাজিয়ে রাখা শত শত আকুপাংচার নিড্ল।

'শোনো মেয়ে,' বলল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। 'তুমি আর

তোমার বন্ধুরা গত কিছুদিন থেকে প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি করেছে আমাদের কাজে। আমার বস খুবই খেপে আছেন। আমিও বিরক্ত... তোমার বন্ধু আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে বলে। আজ সেই কলঙ্ক মোচনের মোক্ষম সুযোগ। সব তথ্য আমি বের করে নেব তোমার কাছ থেকে—তোমাদের সত্যিকার পরিচয়, আমাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে কতখানি জ্ঞান রাখো... সব। চাইলে মুখ বন্ধ রাখতে পারো যতক্ষণ খুশি, আমার তাতে আপত্তি নেই, বরং আনন্দই বাড়বে; কিন্তু জেনে রেখো, সবকিছু না জানা পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না। কোনও আশা নেই তোমার, কেউ আসছে না তোমাকে সাহায্য করতে। যতই চেঁচাও, কেউ এখানে উঁকি দিতে আসবে না।'

'টর্চারের প্রয়োজন নেই,' শান্ত গলায় বলল নেফারতিতি। 'যা জানতে চাও এখুনি বলে দিচ্ছি। আমি আমেরিকান আর্মির ক্যাপ্টেন—আমার দেশের হয়ে কাজ করছি। তোমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামের সবই জানা হয়ে গেছে আমাদের। জানি, সাবমারসিবলের মাধ্যমে পানামা ক্যানালের জাহাজগুলোকে দুর্ঘটনায় ফেলছ। ভুয়া একটা স্বর্ণখনি লিজ নিয়ে সোনা ওঠানোর নাটক করছ এদেশের সরকারের সামনে। এ-ও জানি, পানামা ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছ তোমরা। জেমিনি সম্পর্কেও জানি।'

জেমিনির কথাটা আন্দাজে বলা। ইরিকে শব্দটা উচ্চারণ করতে দেখে জাপানি ক্যাপ্টেন যেভাবে রিঅ্যাক্ট করল, তাতে ধরে নিয়েছে ওটা এদের গোপন প্রজেক্টের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তীরটা জায়গামতই লাগল। মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল ড্রাগো। হতভম্ব কণ্ঠে বলল, 'কে বলেছে তোমাকে জেমিনি সম্পর্কে? কতটুকু জানো?'

'যতটুকু জানা দরকার তার সবই। তোমাদের সমস্ত

প্ল্যান-প্রোগ্রাম ফাঁস হয়ে গেছে, মিস্টার। তোমার বসকে বলো, বাঁচতে চাইলে এখুনি যেন পাততাড়ি গুটিয়ে লেজ তুলে দৌড়ে পালায়।'

অপমানে জ্বলে উঠল ড্রাগোর দু'চোখ। ভুলে গেল সব ট্রেইনিং... ভুলে গেল সব অভিজ্ঞতা। মুখ ফসকে খ্যাপাটে গলায় বলল, 'কচু জানো তুমি! জেমিনির লোকেশন জানো না। জানো না, আগামীকালই জেমিনিকে ডিটোনেট করা হবে গেইলার্ড কাটে। আমাদেরকে ঠেকানোর কোনও উপায় নেই তোমাদের।'

'তা-ই?' পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে হেসে উঠল নেফারতিতি। 'আগামীকাল ডিটোনেট করা হবে? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন।'

'শিট!' নিজের বোকামি টের পেয়ে গাল দিয়ে উঠল ড্রাগো। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'এই ইনফরমেশন নিয়ে ইহজন্মে এখান থেকে বেরোতে পারবে না তুমি, মেয়ে। ভালই হলো, এখন আর কোনও চাপ রইল না, তোমাকে নিয়ে ইচ্ছেমত খেলতে পারব। তবে তার আগে বসকে সবকিছু জানিয়ে রাখা ভাল।'

পকেটে হাত ঢোকাল সে, সেলফোন বের করে আনল। ডায়াল করতে গেল নাকামুরাকে। মুহূর্তের জন্য চোখ সরে গেল বন্দিনীর উপর থেকে। আর এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল নেফারতিতি। ঝট করে উঠে বসল ও। হাত বাড়িয়ে পাউচ থেকে মুঠো করে তুলে আনল অনেকগুলো সুঁই, থাবড়া দিল ড্রাগোর মুখে।

চিৎকার করে উঠল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না, উন্মুক্ত মুখে গেঁথে গেছে সুঁইগুলো... কয়েকটা ভেদ করেছে দুই চোখ! অন্ধ হয়ে গেছে সে! হাত থেকে সেলফোন খসে পড়ল, পিছাতে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বন্ধ হয়নি চিৎকার।

দ্রুতহাতে পায়ের বাঁধন খুলল নেফারতিতি। নেমে পড়ল

বিছানা থেকে। স্থির রইল কয়েক মুহূর্ত, ভয় পাচ্ছে চিৎকার শুনে এই বুঝি কেউ ছুটে আসে। কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেলেও এল না কেউ। মনে পড়ল, কারও আসার কথা নয়। টর্চারের সময় চিৎকার-চেঁচামেচি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার... নারীকণ্ঠ বা পুরুষকণ্ঠ নিয়ে সম্ভবত মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ।

ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল নেফারতিতির। দেয়ালে ঝুলতে থাকা গার্ডেনিং ইকুইপমেন্টগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, হাতে নিল একটা প্রমাণ সাইজের কাঁচি। ড্রাগো দাপাদাপি করছে মাটিতে পড়ে, তার বুকের উপর একটা পা তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল লোকটা, বোধহয় আঁচ করতে পারছে আশু-পরিণতি।

'ড্রাগো,' শীতল গলায় বলল নেফারতিতি, 'আজ পর্যন্ত যত মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করেছ তুমি... যত মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছ... এই নাও তার প্রতিদান।'

'না! প্লিজ...'

কথা শেষ করতে পারল না ইন্টারোগেটর, তার আগেই সর্বশক্তিতে তার বুকের উপর কাঁচিটা নামিয়ে আনল নেফারতিতি। ঘ্যাচ করে গেঁথে গেল ওটা। গোঙানির মত আওয়াজ করল ড্রাগো, খিঁচুনি দিল কয়েক বার। তারপরেই স্থির হয়ে গেল।

কপালের ঘাম মুছল নেফারতিতি। হাত কাঁপছে। বিশ্বাস করতে পারছে না, এইমাত্র নিজ হাতে একজন মানুষকে খুন করেছে। চোখ বন্ধ করে সান্ত্বনা দিল নিজেকে—মানুষ নয়, একটা পিশাচকে খতম করেছে ও। প্রতিশোধ নিয়েছে রানার উপর নির্যাতনের। ভাবাবেগ দমন করে দ্রুত খুলে নিল ড্রাগোর প্যান্ট, পরে নিল ওটা। দরজার পিছন থেকে জ্যাকেটটাও নিয়ে গায়ে দিল। কঙ্কালসার ইন্টারোগেটরের পোশাক বেশ ভালই ফিট করল ওকে। কুড়িয়ে নিল মাটিতে পড়ে থাকা সেলফোন। এবার

পালাতে হবে।

জাপানি ক্যাপ্টেনের কথা ভোলেনি নেফারতিতি। গার্ডেন শেডে কী ঘটতে পারে, তা অজানা নয় লোকটার। জানে, ড্রাগোকে খুন করে পালাবার চেষ্টা করবে নেফারতিতি। নিশ্চয়ই ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে বাইরে। কীভাবে ফাঁকি দেয়া যায় তাকে?

দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল নেফারতিতি। উন্মুক্ত লনের ওপারে রাজসিক এক ভিলা দাঁড়িয়ে আছে। নাকে সাগরের নোনা গন্ধ ভেসে এল, আবছাভাবে শুনতে পেল ঢেউয়ের গর্জন। সাগরপারের বিলাসবহুল কোনও এস্টেট মনে হচ্ছে জায়গাটাকে। কীভাবে পালানো যায় এখান থেকে? গাড়ি দরকার। ব্যস্ত নজর বোলাল ও। পোর্চের তলায় পার্ক করে রাখা হয়েছে একটা মার্সিডিজ। ওখানে পৌঁছুনো কঠিন, অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পাড়ি দিতে হবে। ভিলার এক প্রান্তে গ্যারাজ—চকচকে একটা এস.ইউ.ভি. উঁকি দিচ্ছে ওখান থেকে। দূরত্ব কিছুটা কম। চেষ্টা করবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

দরজা দিয়ে বেরুনো যাবে না। ওখানেই ওকে আশা করবে শত্রুরা। বিকল্প পথ চাই। গার্ডেন শেডের ভিতরে মনোযোগ দিল। আশান্বিত হয়ে উঠল পিছনের দেয়ালে একটা জানালা দেখে। কাঠের তক্তা দিয়ে পেরেক মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তবে সেটা বড় কোনও সমস্যা নয়। ঘরের এক কোণ থেকে কুড়িয়ে নিল একটা শাবল। চাড় দিয়ে খুলে ফেলল জানালার তক্তা। অস্ত্র হিসেবে সঙ্গে নিল একটা কাস্তে। তারপর জানালা টপকে বেরিয়ে এল শেড থেকে।

মাটিতে পা রেখেই ছুট লাগাল নেফারতিতি। নিরাপদে পেরিয়ে গেল ত্রিশ গজ। তারপরেই দেখা দিল বিপদ। দূর থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। চকিতে ভিলার দিকে তাকাল ও।

পোর্চের নীচে বেরিয়ে এসেছে জাপানি ক্যাপ্টেন... যেন প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই গুলি ছুঁড়ছে ওকে লক্ষ্য করে। তবে সে একা; আগে থেকে সঙ্গীসাথীদের সতর্ক করে দেয়নি; দিলে নিজেই হতো প্রশ্নবিদ্ধ—কী করে জানল নেফি পালাবে ওখান থেকে? বাধ্য হয়ে প্রথম গুলিটা একাই ছুঁড়েছে, এরপর জুড়েছে হাঁকডাক। আবারও গুলি করল হাতের পিস্তল থেকে।

ছুটন্ত টার্গেটে লক্ষ্যভেদ করা যথেষ্ট কঠিন, তার ওপর নেফারতিতি ছুটছে এঁকেবেঁকে; তারপরেও ক্যাপ্টেনের হাতের নিশানার প্রশংসা না করে পারল না ও। একেবারে গায়ের কাছ দিয়ে ছুটে গেল দুটো গুলিই। আরেকটু হলেই লেগে যেত। এক কথার মানুষ ওই ক্যাপ্টেন—দয়ামায়া দেখাচ্ছে না আর, ওকে খুন করবার শতভাগ চেষ্টা চালাচ্ছে।

বেশ কয়েকজন সৈনিক উদয় হলো ক্যাপ্টেনের আশপাশে। দেরি না করে তারাও এবার ফায়ার ওপেন করল। বৃষ্টির মত নেফারতিতির উদ্দেশে ছুটে এল বুলেট। ছুটন্ত অবস্থাতেই ডাইভ দিল ও, ফাঁকি দিল গুলিবৃষ্টি, গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। পরক্ষণে ডিগবাজি দিয়ে আবারও উঠে পড়ল, দৌড়াতে থাকল গ্যারাজের উদ্দেশে। বেশ কাছে চলে এসেছে।

আবার গুলি করল সৈনিকেরা। এবার আর থামল না নেফারতিতি। উরুর পিছনে জ্বালাপোড়া করে উঠল, একটা বুলেট মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। ব্যথাটা অগ্রাহ্য করে ছুটে চলল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঢুকে গেল খোলা গ্যারাজে। মুখোমুখি হলো নিঃসঙ্গ এক সৈনিকের।

ওকে দেখে চমকে গেছে লোকটা। পিস্তল তোলার আগেই কাস্তে বের করে কোপ মারল নেফারতিতি। কাতরে উঠল সৈনিক, হাত কেটে গেছে, খসে পড়ল পিস্তল। তার উরুসন্ধিতে কষে একটা লাথি মারল ও। তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে এসইউভিতে উঠে বসল নেফি। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে, দেরি না করে চালু করল ইঞ্জিন। ব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল, বেরিয়ে এল গ্যারাজ থেকে।

পোর্চের তলা থেকে ছুটে আসছে সৈনিকরা, এসইউভি নিয়ে ওদের মুখোমুখি হলো নেফারতিতি। ওদেরকে অস্ত্র তুলতে দেখেও ভয় পেল না, বরং চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। প্রচণ্ড গতিতে সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ি। দু'জন পড়েছে বাম্পারের সামনে, ট্রিগার চাপার সময় পায়নি, তার বদলে আছড়ে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের উপর, মড়মড় করে ভাঙল কাঁচ। দলা-পাকানো লাশদুটো মুহূর্তের জন্য স্থির থাকল, তারপর খসে পড়ল মাটিতে। বাকিরা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সরে গেছে; ফলে একটা ফাঁক পেয়ে গেল, সেখান দিয়ে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল নেফি।

পলায়নরত বাহনটার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল বাকি সৈনিকরা, অস্ত্র তুলে ফায়ারও করছে একই সঙ্গে। গাড়ির পিছনে ইস্পাতের ফুলকি উড়ল, ভেঙে পড়ল কাঁচ, গুলির আঘাতে রিয়ার-এণ্ড ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। স্টিয়ারিঙের উপর ঝুঁকে পড়ল নেফি, শরীর কুঁকড়ে ফেলেছে, কিন্তু অ্যাকসেলারেটর থেকে চাপ কমায়নি। আড়াআড়িভাবে লন পেরিয়ে উঠে গেল রাস্তায়। ফুল স্পিডে রওনা হলো এস্টেটের মেইন গেটের দিকে।

বিপদ এখনও কাটেনি, বুঝতে পারছে নেফারতিতি। মেইন গেটে ওকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে শত্রুরা। গ্যারাজে আরও গাড়ি দেখেছে, ওকে ধাওয়াও করবে নিঃসন্দেহে। তার আগেই যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। মেঝেতে ইতিমধ্যে লেগে গেছে অ্যাকসেলারেটর, তারপরেও চাপ বাড়াল।

তিন মাইল দূরের মেইন গেটে পৌঁছুতে সময় লাগল আড়াই মিনিট। যা ভেবেছে তাই। অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন

প্রহরী। লোকগুলো ফায়ার ওপেন করবার আগেই জানালা দিয়ে পিস্তল বের করল নেফারতিতি। নিশানা করার ঝামেলায় গেল না, টিপতে শুরু করল ট্রিগার। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল প্রহরীরা। বুনো ষাঁড়ের মত ফটকে গুঁতো মারল গাড়িটা। ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো, তুবড়ে গেল এসইউভি-র নাক, কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো গেটের পাল্লাদুটো। বেঁকে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত, কবজা থেকে ছিঁড়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার উপর। ক্ষিপ্ত হাতির মত ওগুলোকে মাড়িয়ে এগিয়ে গেল গাড়ি, বেরিয়ে এল এস্টেটের সীমানা থেকে।

ব্রেকে চাপ দিল নেফারতিতি, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার উপর সিধে করল গাড়িকে ভারসাম্য ফিরে পেতেই ছুটল উদ্দাম গতিতে। ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দ বেরুচ্ছে, সংঘর্ষে সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওটা; কিন্তু পাত্তা দিল না। যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হবে ধাওয়া। সামনে পাহাড় দেখতে পেল নেফারতিতি, প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে উপকূল এলাকায়, মাঝ দিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা রাস্তা। পাহাড় পেরুলে হাইওয়ে, যত দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছুতে হবে ওকে—অন্যান্য গাড়ির মাঝে। সাক্ষীদের সামনে হয়তো বা ওর উপর হামলা করবার সাহস পাবে না শত্রুরা।

একটু পরেই রিয়ারভিউ মিররে উদয় হলো গ্যারাজে দেখা একটা মিনি ট্রাক। পাগলের মত ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। ইঞ্জিনে গড়বড় দেখা দেয়ায় ফুল স্পিডে এগোতে পারছে না এসইউভি, দূরত্ব ক্রমশ কমিয়ে আনছে শত্রুরা। কপাল ভাল যে গুলি করবার রেঞ্জে পৌঁছুবার আগেই পাহাড়ি রাস্তায় ঢুকে যেতে পারল নেফারতিতি।

এবার শুরু হলো আসল পরীক্ষা। যেন গ্রাঁ প্রি-র শেষ ল্যাপ পার হচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে ড্রাইভিং শুরু করল নেফারতিতি। প্রথম

বাঁকে এসইউভির পিছনটা চওড়া একটা জায়গা নিয়ে হড়কাল, রাস্তার কিনারার সঙ্গে সেঁটে থাকার জন্যে যুঝল টায়ারগুলো। একবার মনে হলো এসইউভির বনেট সরাসরি নিরেট পাথুরে পাঁচিলের দিকে তাক করা হয়েছে। পরমুহূর্তে রাস্তার মাঝখানে চলে এল গাড়ি। পরবর্তী বাঁক বাঁ দিকে, খোলা; ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়েছে, স্পিড না কমিয়ে পার হওয়া গেল। এরপর ছোট্ট একটা সরল বিস্তৃতি। দ্রুত পেরিয়ে গেল সেটুকু।

পরের বাঁক কাছে চলে আসছে। গিয়ার বদলাল ও। এটা ডান হাতি, খোলাও নয়—অর্থাৎ বাঁকের ওদিকটা দেখতে পাচ্ছে না গাড়ি নিয়ে ঘুরছে নেফি, এবড়োখেবড়ো কর্কশ গ্র্যানিট বামে ওর থেকে এক ফুট দূর দিয়ে ঝাপসা চেহারা নিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে; ওর নির্ভরতা রাস্তার পুরোটা প্রস্থের ওপর, জানে বাঁক থেকে বেরোবার সময় গাড়ির পিছনটাকে চওড়া একটা জায়গা দিতে পারবে হড়কে যাবার। পরক্ষণে ওর হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে এল। বাঁকের পরপরই রাস্তা লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েছে ছোট একটা টানেলে। কিছু করার কোনও সময়ই পাওয়া গেল না, প্রায় অন্ধকার লক্ষ্য করে লাফ দিল এসইউভি।

সর্বশক্তি খাটিয়ে টানেলের ভিতরে সংঘর্ষ এড়াল নেফারতিতি, আবার দিনের আলোয় বেরিয়ে এল এসইউভি। রাস্তা সোজাই, সামান্য বাঁ দিকে বাঁকা হয়ে এগিয়েছে। দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেয়া চলে না, স্পিড সামান্য একটু কমাল ও, রিয়ারভিউ মিররে দেখল, টানেল থেকে বেরিয়ে আসছে মিনি ট্রাক। তিনশ' গজ পিছনে।

সামনে বাঁক, বাঁকের কাছে রাস্তা বাম দিকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য গেছে পাথুরে কাঁধের আড়ালে। ওদিক থেকে আর কোনও গাড়ি এলে বিপদ, তাই হুইল থেকে একটা হাত সরিয়ে হর্ন বাজাল নেফারতিতি দীর্ঘ দুই সেকেণ্ড।

যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে কম তীক্ষ্ণ বাঁকটা, সামনে দেখা

গেল কয়েক প্রস্থ খোলা রাস্তার হাতছানি, তরোয়ালের মত বাঁকা দ্রুত ওগুলো পেরুল নেফি, রাস্তার চওড়া দিকটার সবটুকু ব্যবহার করছে—এসইউভি দ্রুত একবার এদিকে, একবার ওদিকে দোল খাচ্ছে। পিছন থেকে গুলি করা হলো। ঠক ঠক করে চেসিসে বিঁধল বুলেট, তবে বড় কোনও ক্ষতি হলো না গাড়ির আরও কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে ঝড়ের বেগে পাহাড়সারি থেকে বেরিয়ে এল এসইউভি।

সামনেই হাইওয়ে... দু'পাশ থেকে ছুটে আসছে বড়-ছোট বিভিন্ন আকারের গাড়ি। থেমে সময় নিয়ে রাস্তায় ওঠার সুযোগ নেই। ঝুঁকি নিল নেফারতিতি, গতি না কমিয়ে এক লাফে উঠে পড়ল হাইওয়েতে, পাগলের মত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে প্রয়াস নিল রাজধানীমুখী লেনে গাড়িকে সোজা করে নিতে।

দু'পাশ থেকে গগনবিদারী আওয়াজ উঠল হর্নের, সেই সঙ্গে ভেসে এল গালাগাল। আঁতকে উঠে নেফারতিতি লক্ষ করল, একটা বিশাল ট্রাকের সামনে আড়াআড়িভাবে উঠে এসেছে ও, ট্রাকটা আঘাত করতে চলেছে ওকে। অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে সামনে থেকে সরে যেতে চাইল, কিন্তু সফল হলো না পুরোপুরি। ব্রেক চেপে ধরেছিল ট্রাকের ড্রাইভার, কিন্তু তারপরেও স্কিড করে ওটা আলতো গুঁতো মারল এসইউভির পিছনের কোনায় লাটিমের মত ঘুরে গেল এসইউভি, চাকা ঘষটে সোজা চলে গেল হাইওয়ের একপাশে, থমকে দাঁড়াল।

পরে যা ঘটল তা আরও ভয়াবহ। ঘটনাটা ঘটতে লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, নেফারতিতির স্মৃতিতে রয়ে গেল শুধু কিছু শব্দ আর ছায়া। ওকে অনুসরণ করে হাইওয়েতে উঠতে গিয়ে থেঁতলে গেল মিনি ট্রাক। ইন্টারসেকশন আগলে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা। নির্যাতিত রাবারের ককানো, ধাতব পদার্থের গা রি-রি করা সংঘর্ষের আওয়াজ, আরোহীদের

মরণ-আর্তনাদ... পরিষ্কার ভেসে এল নেফারতিতির কানে। ওদিকে তাকিয়ে দেখল, চাপ খেয়ে স্যাণ্ডউইচের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেছে মিনি ট্রাকের প্রায় অর্ধেকটা। আরোহীদের পরিণতি অনুমান না করাই ভাল।

ভিড় বেড়ে যাবার আগেই কেটে পড়া দরকার, তাই গিয়ার বদলে এসইউভিকে আগে বাড়াল নেফারতিতি। ছুটে চলল পানামা সিটির উদ্দেশে। সামনে সরলরেখার মত রাস্তা, আঁকবাঁক নেই। আর কেউ ধাওয়াও করছে না ওকে। ফুরসত পেয়ে পকেট থেকে ড্রাগোর সেলফোন বের করল ও। কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করল মার্কোসের নাম্বারে। রানা কি আছে ওখানে? ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে ওকে।

নয়

স্পাই জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছে রানা, সাজানো-গোছানো প্ল্যান কখনোই ঠিকমত কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু কারমেন কপোলার মত সাধারণ একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করতে গিয়েও যে সব ওলটপালট হয়ে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অথচ তা-ই ঘটল বাস্তবে।

একেবারে গোড়াতেই দেখা দিল সমস্যা—তার জন্য দায়ী কারমেনের কুম্ভকর্ণ টাইপের ঘুম। কলিং বেলে কাজ হলো না, ধুমধাম করে কিল বসাতে হলো দরজায়। তা-ও বেশ কয়েকবার।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায় গাড়িতে অপেক্ষা করছে অঁবিন, সোহেল আর দুই লিজনেয়ার; কারমেনকে নিতে এসেছে শুধু রানা আর পিনোঁ। দরজায় কিল দিতে দিতে সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল এদিক-সেদিক। পাড়াপড়শি বেরিয়ে এলেই মুশকিল।

প্রায় দশ মিনিট পর দরজা খুলল কারমেন, গালাগালের তুবড়ি ছুটিয়েছে খাঁটি স্প্যানিশে। বেলা দশটা বেজে গেলেও তার জন্য এটা সাতসকাল। আরও ঘণ্টাদুয়েক বিছানায় পড়ে থেকে অভ্যস্ত। দরজা খোলার পরেও থামল না ক্রুদ্ধ গালিবর্ষণ। গায়ে অবিন্যস্ত নাইটি, চোখে ঘুম, গা থেকে ভুরভুর করে বেরুচ্ছে মদের গন্ধ... ঠিকমত তাকিয়ে দেখল না দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদুটি কারা।

কারমেনকে দেখামাত্র ক্রোধ অনুভব করল রানা। নেফির মৃত্যুর জন্য দায়ী এই মেয়েলোক... হায়দারের মৃত্যুর জন্যও। অনেককিছুই করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপাতত একটা চড় কষিয়ে ক্ষান্ত হলো। ওটাই ওকে ফিরিয়ে আনল বাস্তব দুনিয়ায়।

চড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল কারমেন। এবার ভালমত চোখ মেলে দেখল ওদের দু'জনকে।

'রানা!' বিস্ময় ফুটল ওর কণ্ঠে।

ওকে ধাক্কা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল রানা আর পিনোঁ। আটকে দিল দরজা।

'কী চাও তোমরা?'

জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। পিনোঁকে ইশারা করল বাড়ি তল্লাশি করবার জন্য। আর কেউ আছে কি না দেখে নেয়া দরকার। নিজে চোখ বোলাল লিভিংরুমে। এলোমেলো হয়ে আছে আসবাবপত্র। শূন্য দেয়াল, সব ছবি নামিয়ে ফেলা হয়েছে। হায়দারের সঙ্গে নিজের সমস্ত যুগল ছবি নামিয়ে ফেলেছে কারমেন। কফি টেবিলে দুটো খালি মদের বোতল, পাশে একটা

ডিনার প্লেটে সিগারেটের পোড়া বাট উপচে পড়ছে। বাতাসে এখনও ভাসছে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ছেঁড়া টিস্যুর দলা। লাল হয়ে আছে কারমেনের চোখ। না, স্রেফ নেশার জন্য নয়। হাবভাবে মনে হলো রাতভর কেঁদেছে সে। সিগারেট আর মদ খেয়ে ভুলবার চেষ্টা করেছে মনোকষ্ট।

ভিতরে তল্লাশি চালিয়ে বেরিয়ে এল পিনোঁ। মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল, অল ক্লিয়ার। কেউ লুকিয়ে নেই।

এবার কারমেনের দিকে ফিরল রানা, সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে সে। টের পেল, সারা শরীর কাঁপছে তীব্র ক্রোধে। তারপরেও বহু কষ্টে সংযত রাখল নিজেকে। যতটা পারে শান্ত গলায় বলল, 'কাজটা ঠিক করোনি তুমি।'

'কীসের কথা বলছ?' না বোঝার ভান করল কারমেন, অভিনয়টা ভাল হলো না। 'সাতসকালে এখানেই বা এসেছ কেন?'

'আর অভিনয় করবার প্রয়োজন নেই, কারমেন। আমি সব জানি। নাকামুরার হয়ে কাজ করছ তুমি। হায়দারকে মিথ্যে প্রেমের জালে জড়িয়ে বিয়ে করেছিলে। ওর সঙ্গে বেঈমানী করেছ। ঠেলে দিয়েছ মৃত্যুর মুখে। আমাকেও রেহাই দাওনি। গতকাল তুমিই নাকামুরাকে জানিয়ে দিয়েছিলে, আমি লেক গাটুনে গেছি। ওকে সাহায্য করেছ ফাঁদ পাতার জন্য। কত টাকা পেয়েছ এর জন্য?'

চেহারায় বেদনা ভর করল কারমেনের। অস্বীকার করল না অভিযোগ, শুধু বলল, 'টাকা না, ওকে ভালবেসে এসব করেছি। কিন্তু কাল রাতে আমাকে রাস্তার বেশ্যার মত ট্রিট করেছে শয়তানটা। বুঝিয়ে দিয়েছে, তার চোখে আমার স্থান কোথায়।'

'মাফ করবেন, মাদাম কপোলা,' রুক্ষ গলায় বলল পিনোঁ, 'তবে একজন বেশ্যার সঙ্গে আপনার বিশেষ পার্থক্য নেই।'

স্প্যানিশে তাকে একটা গাল দিল কারমেন।

'ওঠো, পোশাক পরো,' বলল রানা। 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'কক্ষনো না!'

'চাইলে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তারপরেও বলছি—ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো ব্যাপারটা। নাকামুরা যদি তোমার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে থাকে, তারমানে দাঁড়ায় ওর কাছে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এ-অবস্থায় সাক্ষী হিসেবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি নেবে না সে। নিজের প্রাণের ওপর যদি মায়া থাকে, তা হলে গোঁয়ার্তুমি কোরো না। আমাদের সঙ্গে চলো।'

'যা খুশি করুক ও, আমি পরোয়া করি না।' ফুঁপিয়ে উঠল কারমেন।

কথা বলে আর সময় নষ্ট করতে চাইল না রানা। টান দিয়ে ওকে সোফা থেকে ওঠাল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল বেডরুমে।

'দুই মিনিট সময় দিচ্ছি তৈরি হবার জন্য,' বলল ও। 'নইলে এই আধা-ন্যাংটো অবস্থাতেই তুলে নিয়ে যাব। বুঝেছ?'

'কী এসে-যায়?' মুখ ঝামটা দিল কারমেন। 'সবাই তো আমার শরীরটাই চায়!' রাগী ভঙ্গিতে বললেও কোথায় যেন একটা বেদনার সুর মিশে আছে।

'তোমার সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। তৈরি হও!' ধমক দিল রানা।

এবার কুঁকড়ে গেল কারমেন। বুঝতে পারল, ফাঁকা হুমকি দিচ্ছে না রানা। তাড়াতাড়ি আলমারি থেকে বের করে আনল জিন্স আর টপস্। নাইটি ছেড়ে পরতে শুরু করল ওগুলো। ভেবেছিল রানা তাকিয়ে থাকবে ওর নগ্ন শরীরের দিকে, কিন্তু ওকে ঘুরে

দাঁড়াতে দেখে বিস্মিত হলো। দ্রুত হাতে কাপড় বদলে পায়ে দিল স্নিকার।

'আমি রেডি।'

ওকে নিয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল রানা। পিনোঁ তখন সেলফোনে কথা বলছে। রানাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ঝামেলা দেখা দিয়েছে।'

'কী?'

'মসিয়ো সোহেল বলছেন, একটা গাড়ি এসে থেমেছে বিল্ডিঙের সামনে। তিনজন প্যাসেঞ্জার। সাধারণ কেউ নয়, চেহারাসুরতে নাকামুরার মার্সেনারি সোলজার বলে মনে হচ্ছে। এখনও গাড়ি থেকে বেরোয়নি, শলাপরামর্শ করে নিচ্ছে। ওরাই একমাত্র সমস্যা নয়, রাস্তার মাথায় একটা আর্মি প্যাট্রলও নাকি উদয় হয়েছে। অন্তত দশজন আছে দলটায়।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। কারমেনের দিকে তাকাল। 'আমার কথা ফলে গেল তো?'

'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল কারমেন। 'এখন কী হবে?'

'ফায়ার এস্কেপ আছে?'

'না। শুধু সিঁড়ি আর এলিভেটর।'

পিনোঁর দিকে ফিরল রানা। 'কীভাবে হামলা করবে ওরা, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

ঠোঁট কামড়াল পিনোঁ। 'তিনজন, তাই না? একজন সিঁড়ি দিয়ে আসবে, বাকিরা এলিভেটরে। উপরে পৌঁছে এলিভেটর আটকে রাখার জন্য একজন থেকে যাবে ভিতরে, অন্য দু'জন হানা দেবে অ্যাপার্টমেন্টে। আমি হলে তা-ই করতাম।'

'ফোনটা আমাকে দিন।' কানে সেলফোন ঠেকাল রানা। 'সোহেল, ওরা বিল্ডিঙে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এরপর লিজনেয়ারদের একজনকে পাঠাস পিছনে। সিঁড়ি দিয়ে

যে-লোকটা উঠবে, তাকে খতম করে দেবে। ওখান দিয়েই নামব আমরা। কেউ কিছু বোঝার আগে কেটে পড়ব।'

'ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' বলে লাইন কেটে দিল সোহেল।

'গুড প্ল্যান,' বলল পিনোঁ। 'চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল সে। করিডোরে কেউ নেই। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ল, তাকে অনুসরণ করল রানা আর কারমেন। দ্রুত হাঁটতে শুরু করল স্টেয়ারওয়েলের দিকে। চারতলায় রয়েছে ওরা। খুনিদের উঠে আসতে সময় লাগবে না।

স্টেয়ারওয়েলের দরজা খুলে ল্যাণ্ডিঙে পা রাখল ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচতলা থেকে আরেকটা দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। তারপর সিঁড়িতে পদশব্দ। উঠে আসছে নাকামুরার খুনি। উপরেই দাঁড়িয়ে রইল রানা, পিনোঁ আর কারমেন। অপেক্ষা করছে। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও শোনা গেল দরজা খোলার আওয়াজ। ফরাসি একটা গানের শিস ভাঁজতে ভাঁজতে আরেকজন ঢুকেছে স্টেয়ারওয়েলে—পিনোঁর লিজনেয়ার।

থমথমে উত্তেজনা বোধহয় সহ্য হলো না কারমেনের নার্ভে, আচমকা নড়ে উঠল সে। শুরু করল ধস্তাধস্তি।

'কী হচ্ছে!' চাপা গলায় ধমকে উঠল রানা।

পরোয়া করল না কারমেন। বরং চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাড়ো আমাকে! এখানে মরতে চাই না আমি। বাঁচাও!'

খপ করে ওর মুখ চেপে ধরল পিনোঁ, কিন্তু সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। নীচ থেকে পদশব্দ দ্রুততর হয়ে গেল, ছুটে আসছে খুনি! পিনোঁ ব্যস্ত কারমেনকে নিয়ে, তাড়াতাড়ি কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করল রানা। কিন্তু প্রতিরোধ গড়বার আগেই নীচের সিঁড়িতে উদয় হলো খুনি। হাতে একটা কম্প্যাক্ট সাবমেশিনগান।

'ডাউন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। উবু হয়ে বসে পড়ল ল্যাণ্ডিঙে

পরক্ষণে এক পশলা গুলি ছুটে এল খুনির সাবমেশিনগান থেকে। কারমেনকে উপুড় করে শুইয়ে ফেলেছে পিনোঁ, নিজেও শুয়ে পড়েছে... ওদের উপর দিয়ে গেল গুলির ধারা, দেয়ালে আঘাত হেনে পলস্তারা খসাল।

পিস্তল তুলে দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা, নিশানা ঠিক না করেই। ব্যর্থ হলো ওগুলো। লাফ দিয়ে দৃষ্টিসীমার আড়ালে সরে গেল খুনি। পরমুহূর্তে আবারও সাবমেশিনগানের গুলি ছুঁড়ল সে—তবে উপরে নয়, নীচে। কাতর একটা ধ্বনি ভেসে এল। ঘায়েল হয়েছে ওদের লিজনেয়ার

'নঁ দে জিউ!' মাতৃভাষায় খিস্তি করে উঠল পিনোঁ। চেহারা দেখে মনে হলো এখুনি খুন করবে কারমেনকে ওর বোকামির জন্য।

'নীচে খেয়াল রাখুন,' বলে দরজার কাছে চলে গেল রানা। নজর দিল করিডোরে।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেছে। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসছে খুনিরা। জ্যাকেটের তলা থেকে বের করে ফেলেছে সাবমেশিনগান। দেরি না করে পিস্তল তুলল রানা, গুলি করল সামনের লোকটাকে। বুক পেতে গুলিটা হজম করল সে। ছুটন্ত অবস্থাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লাইন অভ ফায়ার ক্লিয়ার হয়ে যেতেই ব্রাশফায়ার করল পিছনের জন, রানাকে দ্বিতীয় সুযোগ না দিয়ে। দরজা বন্ধ করে পিছিয়ে গেল রানা। মেশিনগানের বুলেট ক্ষতবিক্ষত করল কাঠের পাল্লাটাকে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। দু'দিকেই সশস্ত্র প্রতিপক্ষ। সন্দেহ নেই, গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সোহেলরা; কিন্তু ওদের সাহায্য আশা করে লাভ নেই। অস্ত্রহাতে ওদেরকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলেই ছুটে আসবে আর্মি প্যাট্রল। বাধা দেবে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওরা খুনিদেরই

রি-ইনফোর্সমেন্ট। টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনেও হাজির হয়েছিল নাকামুরার দলকে সাহায্য করতে। এর অর্থ, আর্মির কিছু লোককে পকেটে ভরে ফেলেছে নাকামুরা।

সাপ্রেসিভ ফায়ার করে সিঁড়ির খুনিকে আটকে রেখেছে পিনোঁ। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'এনি আইডিয়া, মসিয়ো রানা?'

'একজনকে ঘায়েল করেছি আমি,' রানা বলল। 'বাকি দু'জনকে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আপাতত টিকে থাকার চেষ্টা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর দেখছি না। সোহেল আর অঁবিন হয়তো এসে যাবে।'

'আর্মির প্যাট্রলটা যদি তার আগেই চলে আসে?' রানার মত পিনোঁও ওদের ব্যাপারে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

'তা হলে কপাল খারাপ বলতে হবে।' দরজার ছিটকিনি আটকে দিল রানা। করিডোরের খুনিকে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা।

'কপাল এখন ভাল বলতে চাইছেন?' সরোষে বলল ফরাসি মেজর। 'সব এই মেয়েলোকের দোষ! নিজে তো মরবেই... আমাদেরকেও মারল!'

'আ... আমি দুঃখিত!' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল কারমেন। 'নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।'

পকেটে বেজে উঠল মেজর পিনোঁর সেলফোন। কানে ঠেকাতেই সোহেলের কণ্ঠ শুনল রানা। 'গুলির আওয়াজ শুনছি। তোরা কোথায়?'

'প্যাঁচ খেয়ে গেছে প্ল্যান। স্টেয়ারওয়েলে আটকা পড়ে গেছি সাহায্য করতে পারবি?'

'আর্মির টিমটা এখনও আছে রাস্তার মাথায়। দাঁড়া, চেষ্টা করে দেখি।'

'ওরা মুভ করছে না?'

'উঁহুঁ। আওয়াজ নির্ঘাত শুনেছে, তাও কেন নড়ছে না, আল্লাহ মালুম। একটু অপেক্ষা কর, আমরা আসছি।'

নীচ থেকে কয়েকটা গুলির আওয়াজ হলো। শোনা গেল আর্তনাদ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই শোনা গেল একটা দুর্বল কণ্ঠ।

'মেজর, তাড়াতাড়ি আসুন। ব্যাটাকে খতম করেছি আমি।'

আহত সেই লিজনেয়ার! কষ্টেসৃষ্টে উঠে এসেছে উপরে। ওকে ঘায়েল ভেবে অবহেলা করেছিল খুনি, সেই সুযোগে গুলি করেছে পিছন থেকে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা আর পিনোঁ, কারমেনকে নিয়ে দুদ্দাড় করে নামতে শুরু করল। এক ফ্লোর নীচে পৌঁছুতেই দেখা পেল মৃত খুনি আর আহত লিজনেয়ারের। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাদের চারপাশের মেঝে। আহত যোদ্ধাকে কাঁধে তুলে নিল পিনোঁ। তারপর ফের নামতে শুরু করল তিনজনে। নীচতলায় নেমে দেখা পেল সোহেল আর অঁবিনের, বিল্ডিঙের এণ্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদেরকে। গাড়িটা নিয়ে এসেছে একেবারে এণ্ট্রান্সের সামনে।

এক মিনিটের মাথায় আহত যোদ্ধাকে নিয়ে ভ্যানে উঠে পড়ল ওরা। আর্মি প্যাট্রলের খোঁজে রাস্তার মাথায় চোখ বোলাল রানা—নেই। দূর থেকে ভেসে আসছে পুলিশের সাইরেন... কেউ ফোন করেছে থানায়। সেই আওয়াজেই কি পালাল? ভালই হয়েছে, আরেক দফা লড়াইয়ে জড়াতে হলো না। এই প্রথম ভাগ্যদেবীর একটু সহায়তা পেল ওরা।

'মুভ!' ড্রাইভিং সিটে বসা দ্বিতীয় লিজনেয়ারকে নির্দেশ দিল পিনোঁ।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বেগে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার।

আহত সৈনিককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মেজর পিনোঁ। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা ওর?'

'বেশি ভাল না। দুটো গুলি লেগেছে পেটে, আরেকটা লেগেছে পায়ে।' গায়ের শার্ট খুলে ফালি ফালি করে ছিঁড়ছে মেজর, ওগুলো দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করবে।

'হাসপাতালে যেতে হবে আমাদেরকে,' ড্রাইভারের পাশে বসা অঁবিনের কাঁধে টোকা দিল রানা। 'কাছাকাছি সবচেয়ে ভাল হাসপাতাল কোথায়?'

'ভাল হাসপাতালে যাওয়া যাবে না,' অঁবিন মাথা নাড়ল। 'পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাব গুলির আঘাত দেখামাত্র পুলিশে খবর দেবে ডাক্তার।'

'তা হলে?'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড একটা ক্লিনিক চিনি। ওখানে যাব।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল অঁবিন। 'ওয়াটারফ্রন্টের ধারের ওই পুরনো বিল্ডিংটার কথা মনে আছে?'

'জী, স্যর।' মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

'চলো ওখানে।'

পকেটে রাখা পিনোঁর সেলফোন বাজছে। বের করে ডিসপ্লে দেখল রানা। অচেনা নাম্বার। কল রিসিভ করে কানে ঠেকাল।

'হ্যালো?'

'কে?' রুদ্ধশ্বাসে বলল একটা নারীকণ্ঠ। 'রানা... ইজ দ্যাট ইউ?'

'কে আপনি?' কণ্ঠটা পরিচিত লাগছে রানার, কিন্তু তা কী করে হয়?

'আমি নেফি! চিনতে পারছ না?'

চমকে উঠল রানা। কী শুনছে এসব? কেউ ঠাট্টা করছে না তো! মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না ওর, শুধু বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি।

'কথা বলছ না কেন?' ওপাশ থেকে বলল নেফারতিতি।

‘শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?’

‘নেফি! তুমি... তুমি বেঁচে আছ?’ কথা জড়িয়ে যাচ্ছে রানার। ‘কীভাবে?’

ওর কথা শুনে বিস্ময় ফুটল ভ্যানের বাকি আরোহীদের চেহারায়।

‘লম্বা কাহিনি,’ নেফি বলল, ‘দেখা হলে নাহয় বলব।’

‘কোত্থেকে ফোন করছ? পিনোঁর নাম্বারই বা কোথায় পেলে?’

‘মার্কোসকে ফোন করেছিলাম, ও দিল,’ বলল নেফারতিতি। ‘শোনো, এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আগে জরুরি খবরটা শোনাই। আগামীকালই ক্যানালে আঘাত হানবে নাকামুরা। বিস্ফোরণ ঘটাবে ওখানে। সম্ভবত জেমিনি নামে একটা জাহাজে থাকবে এক্সপ্লোসিভ।’

‘তুমি শিয়োর?’

‘ড্রাগো নিজের মুখে বলেছে আমাকে—আগামীকাল জেমিনিকে ডিটোনেট করা হবে গেইলার্ড কাটে। কথাটা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখছি না। আমার মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে বড়াই করছিল লোকটা। কল্পনাও করেনি, ইনফরমেশনটা নিয়ে পালিয়ে আসতে পারব আমি।’

ড্রাগোর নাম শোনামাত্র একগাদা প্রশ্নের উদয় হলো মনে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না রানা। শুধু জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কোথায়?’

‘ধার করা একটা গাড়িতে। পানামা সিটি থেকে দশ মাইল দূরে। শীঘ্রি পৌঁছে যাব।’

‘গুড। র‍্যাডিসন রয়্যালে চলে এসো। আমরা ওখানেই উঠেছি। মার্কোসকেও পাবে। আমাদের ফিরতে সামান্য দেরি হতে পারে, অপেক্ষা কোরো। ফিরে এসে কথা বলব।’

‘ঠিক আছে,’ বলল নেফারতিতি। ‘আর রানা... মেজর

পিনোঁকে বোলো, জ্যাঙ্কো মারা গেছে ডাইভিঙের সময়। আমার কিছু করার ছিল না। আমি দুঃখিত।'

'জানাচ্ছি। তুমি হোটেলে চলে যাও। ওখানেই দেখা হবে।'

'ওকে।' লাইন কেটে দিল নেফারতিতি।

'কার সঙ্গে কথা বললেন? ক্যাপ্টেন শেফার্ড?' জিজ্ঞেস করল পিনোঁ।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'উনি বেঁচে আছেন?' বিস্মিত গলায় বলল অঁবিন। 'কীভাবে?'

শ্রাগ করল রানা। 'হোটেলে গেলে জানা যাবে।'

'আর জ্যাঙ্কো?' পিনোঁর প্রশ্ন।

'আমি দুঃখিত...'

নেফি বেঁচে আছে শুনে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল পিনোঁর চেহারা, আবার ছায়া জমল তাতে। ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল কারমেনের দিকে।

'তোমারই কারণে!'

কী বলবে ভেবে পেল না কারমেন। কুঁকড়ে গেল ভয়ে। কাঁপা গলায় বলল, 'আ... আমাকে ক্ষমা করে দিন।' তবে মেজরের চেহারা দেখেই বুঝল, এর কাছে ক্ষমা পাবে না সে।

বিশ মিনিটের মাথায় ক্লিনিকে পৌঁছুল ভ্যান। আহত লিজনেয়ারকে ভর্তি করা হলো সেখানে। তাকে দেখাশোনার জন্য রয়ে গেল দ্বিতীয়জন। ভ্যান নিয়ে এরপর হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো রানা, সোহেল, অঁবিন আর পিনোঁ।

দশ

গুয়ার্দিয়া দেল মার এস্টেট।

শান্ত হয়ে এসেছে সকালের ঘটনায় সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিবেশ, কিন্তু রয়ে গেছে তার রেশ। ড্রাগোর মৃত্যু, নেফারতিতির পলায়ন, এবং ওকে ধাওয়া করতে গিয়ে তিনজন সৈনিক মারা যাওয়ার খবর শুনে প্রথমে পাথর হয়ে গিয়েছিল নাকামুরা, কাউকে কিছু না বলে ঢুকে গিয়েছিল নিজের স্টাডিতে। আধঘণ্টা পর ক্যাপ্টেন হারুকি আর ইরি ইয়োশিদার যখন ডাক পড়ল ভিতরে, তাকে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে দেখল ওরা। প্রথম চোটে গালাগালের বন্যা বইয়ে দিল সে। খানিক পর নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে—বুঝতে পারছে, এখন গালাগাল করে লাভ নেই কোনও। সর্বনাশ যা হবার তা হয়েই গেছে।

রক্তলাল চোখে দুই সহকারীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ, তারপর থমথমে গলায় বলল, 'যথাসময়ে তোমরা তোমাদের ব্যর্থতার শাস্তি পাবে, তবে তার আগে দরকার ড্যামেজ কণ্ট্রোল। দেখা যাক ক্ষয়ক্ষতি কতটুকু কমিয়ে আনা যায়। তোমরা কী বলো?'

'জী, স্যর,' একবাক্যে বলল হারুকি আর ইরি। চোখ নিচু করে রেখেছে দু'জনেই।

'যা যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবে। কোনও কিছু

লুকানোর চেষ্টা কোরো না। মেয়েটা পালাল কী করে? কিছু জানা গেছে?'

হারুকি কিছু বলল না। ইরি বলল, 'জী-না, স্যর। তবে যতটুকু বুঝেছি... হাত-পায়ের বাঁধন কোনোভাবে খুলে ফেলেছিল ও। ড্রাগোও খুলে দিতে পারে—হয়তো কোনও এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছিল ওর উপরে।'

'তা হলে বলব বোকামির উচিত সাজাই পেয়েছে সে,' গম্ভীর হয়ে গেল নাকামুরা। 'কথা হলো, কতটুকু জানে মেয়েটা? আমাদের কতটা ক্ষতি করতে পারবে?'

'এক হিসেবে কিছুই জানা নেই ওর,' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল ইরি। 'পেদ্রো মিগুয়েল লকের ব্যাপারে হয়তো খানিকটা সন্দেহ করছে... নইলে ডাইভ দিত না ওখানে... কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।'

'ওর সামনে আপনি জেমিনির কথা বলেছেন আমাকে,' মনে করিয়ে দিল হারুকি।

ভুরু কুঁচকে গেল নাকামুরার। 'সত্যি?'

'আমি শুধু জেমিনি শব্দটা উচ্চারণ করেছি,' তাড়াতাড়ি বলল ইরি। 'ওটা শুনে কিছুই বোঝা যাওয়ার কথা না।'

'এই ধরনের আণ্ডার-এস্টিমেশনের কারণেই আজকের এই পরিস্থিতির কবলে পড়েছি আমরা,' বলল নাকামুরা। 'ওদেরকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই আর। ধরে নিতে হবে কয়েক কদম এগিয়ে আছে ওরা প্রতি মুহূর্তে। সেভাবেই সমস্যাটা সামাল দেবার জন্য প্ল্যান সাজাতে হবে...'

কথা শেষ হবার আগেই বেজে উঠল ডেস্কের উপরে রাখা ল্যাণ্ডফোন। আলগোছে রিসিভার তুলে নিল নাকামুরা। 'ইয়েস?'

'তাকাশি বলছি, স্যর,' ওপাশ থেকে শোনা গেল পোর্ট ফ্যাসিলিটির নতুন সুপারভাইজরের কণ্ঠ। 'করভাল্ডের সঙ্গে

যোগাযোগ হয়েছে আমাদের। জাহাজটা পানামানিয়ান জলসীমায় প্রবেশ করেছে। ড্রাই ডক রেডি, আজ রাতেই ওটাকে তুলে ফেলতে পারব। আপনাকে জানাতে বলেছিলেন।'

'গুড। ডকের চারদিকে কড়া পাহারা বসাও। ওটার ত্রিসীমানায় অচেনা কাউকে দেখতে চাই না আমি।'

'ইয়েস, স্যর

রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই সহকারীর দিকে আবার তাকাল নাকামুরা। ...তো যা বলছিলাম, মাসুদ রানা ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে আমাদের ওদের পরিচয় এখনও আমাদের অজানা—এটা এখনও মানতে পারছি না। মেয়েটা তো বোধহয় আমেরিকান আর্মি অফিসার। দলটা আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স হতে পারে না?'

'মনে হয় না, স্যর,' হারুকি বলল। 'এখন পর্যন্ত আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের কোনও টেকনিক বা ইকুইপমেণ্ট ব্যবহার করতে দেখিনি আমরা। লেক গাটুনে ওদের একজন মারা গেছে, তার লাশটা উদ্ধার করেছি... কিন্তু লাশের সঙ্গে আইডেণ্টিফাই করবার মত কিছুই ছিল না। লোক্যাল ডাইভিং গিয়ার, স্থানীয় দোকান থেকে ভাড়া নেয়া। লোকটার চেহারাও আর দশটা ককেশিয়ানের মত তা ছাড়া আমেরিকান টিম হলে এদের সঙ্গে একজন বাংলাদেশি ইনভেস্টিগেটর কেন... সেটাও প্রশ্ন।'

'টিম আমেরিকান না হোক,' বলল নাকামুরা, 'ওখানে আমেরিকান আর্মির একজন ক্যাপ্টেন আছে। এখানে কী ঘটতে চলেছে, সেটা বুঝতে পারলে সে অবশ্যই তার দেশকে ইনফর্ম করবে।'

'এখনও করেনি, এটুকু ধরে নেয়া যায়। করলে এতক্ষণে ওয়াশিংটন থেকে বড় ধরনের রিঅ্যাকশন দেখতে পেতাম আমরা।'

‘স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে বলছ কথাটা।’

‘অনুমান নয়, স্যর। যুক্তিনির্ভর হাইপথেসিস। ওয়্যারহাউসে অনুপ্রবেশের পর রিপোর্ট দেবার জন্য অন্তত এক সপ্তাহ সময় পেয়েছে মেয়েটা। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কিছু দেখিনি বা শুনিনি, যাতে মনে হয় কাজটা সে করেছে। পানামার ওপর কোনও ধরনের ডিপ্লোমেটিক প্রেশার আসেনি আমেরিকার পক্ষ থেকে, ওদেরকে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতেও দেখিনি।

‘তলে তলে যদি নিয়ে থাকে, সেটা জানব কী করে?’

‘ইন্টেলিজেন্স, স্যর। সে-রকমের কিছু হলে আমাদের পৃষ্ঠপোষক জেনারেল নিশ্চয়ই খবর পেতেন... আমাদেরকেও জানাতেন সেটা।’

‘ওর কথায় যুক্তি আছে,’ হারুকির সঙ্গে সুর মেলাল ইরি। ‘আমার মনে হয় না আমেরিকা কিছু জানে। তা ছাড়া এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, খবর পেলেও আমাদেরকে ঠেকাবার মত সময় আর নেই ওদের হাতে।’

পুরোপুরি কনভিন্স হলো না নাকামুরা। ‘তারপরেও ক্যাপ্টেন শেফার্ডকে আণ্ডারএস্টিমেট করা ঠিক হবে না। শুরুতে কোনও প্রমাণ ছিল না তার হাতে, তাই হয়তো রিপোর্ট পাঠালেও কেউ গুরুত্ব দেয়নি তাকে। এখন উল্টোটাও হতে পারে।’ একটু ভাবল নাকামুরা। ‘ব্যাপারটা সামাল দেবার উপায় একটাই। আমাদের টাইমটেবল আরও কিছুটা এগিয়ে আনতে হবে। পাল্টা ব্যবস্থার জন্য যেন সময় না পায় ওরা।’

‘আরও এগোবেন? এমনিতেই আগামীকাল বিকেলে অ্যাকশনে যাবার কথা আমাদের।’

‘বিকেল না, সকালেই করে ফেলব যা করবার...

আবারও বেজে উঠল ফোন, তবে এবার ডেস্কের উপর নয়, হারুকির পকেট থেকে। সেলফোন। নাকামুরার অনুমতি নিয়ে

কলটা রিসিভ করল ক্যাপ্টেন। কয়েক কদম দূরে সরে এসে নিচু গলায় বলল, 'হ্যালো?'

'স্যর, সার্জেণ্ট সাতো বলছি,' ওপাশ থেকে ভেসে এল হারুকির ডেপুটির গলা। পোর্ট ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি দেখছে সে।

'হ্যাঁ... কী ব্যাপার?'

'সকালের মিশন ব্যর্থ হয়েছে, স্যর। পানামানিয়ান মেয়েটাকে মারতে পারেনি আমাদের টিম। বরং ওদেরই দু'জন খুন হয়ে গেছে।'

'কী! কীভাবে?'

'ছ'জন লোক, স্যর... তাদের মধ্যে একজন সম্ভবত ওই মাসুদ রানা নামের ইনভেস্টিগেটর... আমাদের টিমের আগেই হাজির হয়েছিল ওখানে। গোলাগুলি করে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে। খুন করেছে আমাদের দু'জনকে। বেঁচেছে স্রেফ একজন—প্রাইভেট মোলিনা। লাশদুটো নিয়ে ফিরে এসেছে আমাদের ফ্যাসিলিটিতে।'

'কিন্তু... কিন্তু ওরা ব্যর্থ হলো কেন?' হিসেব মেলাতে পারছে না হারুকি। 'ওদের ব্যাকআপ হিসেবে পানামানিয়ান আর্মির একটা টিম পাঠানো হয়েছিল।'

'একটা আঙুলও নাড়ায়নি হারামজাদারা, ওদের সামনে দিয়েই মেয়েটাকে নিয়ে গেছে মাসুদ রানা,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল সাতো। 'আর্মি কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি... সে বলছে, তাদেরকে নাকি ওখানে নজর রাখার জন্য পাঠানো হয়েছিল, যুদ্ধ করতে নয়। তা ছাড়া শহর এলাকার ভিতরে গোলাগুলি করলে নাকি ওদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, তাই ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। বুঝুন অবস্থা!'

'কাপুরুষের দল!' বিড়বিড় করে গাল দিল হারুকি। 'আসলে

নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।'

'কী হয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠল নাকামুরা। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

সংক্ষেপে তাকে ঘটনাটা জানাল হারুকি।

রাগে লাল হয়ে উঠল জাপানি টাইকুনের চেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। 'আমাকে দাও, আমি কথা বলব।' ছোঁ মেরে হারুকির হাত থেকে সেলফোনটা নিয়ে নিল সে। 'সাতো, দিস ইজ নাকামুরা। মোলিনা কোথায়?'

'আমার সামনেই আছে, স্যর

'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে?'

'জী, আছে।'

'গুড। এখুনি ওটা মোলিনার কপালে চেপে গুলি করো। নাউ!'

'এক্সকিউজ মি, স্যর?' থতমত খেয়ে গেল সাতো।

'শুট দ্যাট বাস্টার্ড। দুই সঙ্গী মরার পর ও কেন বেঁচে আছে? মিশন কমপ্লিট করবার জন্য জীবন দিল না কেন? শুট হিম!'

'কিন্তু... স্যর... ওর কিছু করার ছিল না...'

'তর্ক করতে এসো না, সাতো। সেক্ষেত্রে তোমাকেও যমের বাড়ি পাঠাব আমি। ব্যর্থতা বরদাশত করি না আমি। শুট মোলিনা... দ্যাট'স অ্যান অর্ডার।'

চঞ্চল হয়ে উঠল হারুকি। 'স্যর, প্লিজ...

ওর কথা কানে তুলল না নাকামুরা। চেঁচাল, 'শু-উ-ট!'

পরক্ষণে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল ফোনে। ক্ষণিকের নীরবতা। তারপর নিচু গলায় বলল, 'ইটস ডান, স্যর।'

ফোনটা হারুকির হাতে ফিরিয়ে দিল নাকামুরা। 'শিখে রাখো, কীভাবে দলের শৃঙ্খলা ধরে রাখতে হয়... কীভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয়।'

কিছু বলল না হারুকি। তীব্র আক্রোশ অনুভব করছে, অথচ করার কিছু নেই। এর আগেও একই কাণ্ড করেছে নাকামুরা। ওয়্যারহাউসের ঘটনার জন্য সুপারভাইজর শিনযুকি, ভলকানিক লেকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় ওখানকার দুই সিকিউরিটি ইনচার্জ, টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনের বন্দিশালায় যে-গার্ডকে অজ্ঞান করে রানা পালিয়ে গিয়েছিল—এদের সবাইকেই দেয়া হয়েছে প্রাণদণ্ড। এসব কিছুতেই সমর্থন করতে পারেনি সে। সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিচ্ছে সে ও তার সঙ্গীরা, সে-কাজ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের হাতে এমনিতেই যথেষ্ট প্রাণহানি হয়েছে; এতকিছুর পর স্বয়ং নিয়োগকর্তার কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হতে পারে না কারও।

ইরিকে বিকারহীন দেখাল। নাকামুরা নিজের আসনে ফিরে এলে সে পুরনো প্রসঙ্গ টেনে বলল, 'আমার মনে হয়, শুধু শিডিউল এগিয়ে আনলেই সমস্ত বিপদ কাটছে না। আরও কিছু পদক্ষেপ নেয়া উচিত।'

'কী?' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল নাকামুরা।

'রিঅ্যাকশন টাইম কম পেলেও স্পেশাল ফোর্স পাঠানো একেবারে অসম্ভব নয় আমেরিকার পক্ষে... ওরা মুহূর্তের নোটিশে কাজে নামতে পারে। আকাশপথে আসবে ওরা, আর সেটা ঠেকাবার জন্য আমরা পানামা সরকারকে চাপ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সব ধরনের এয়ার ট্রাফিক স্থগিত করে রাখতে পারি।'

একটু যেন শান্ত হলো নাকামুরা। বলল, 'পরামর্শটা ভাল, কিন্তু সব ধরনের এয়ার ট্রাফিক বন্ধ করে দেয়া হলে সেটা সন্দেহের সৃষ্টি করবে। তবে হ্যাঁ... আমেরিকা থেকে আসা যে-কোনও মিলিটারি এয়ারক্র্যাফটকে যেন ল্যাণ্ড করবার পারমিশন দেয়া না হয়, সে-ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

'হুম। সেক্ষেত্রে কিছু লোক পাঠিয়ে আমেরিকান এম্ব্যাসির

সামনে বিক্ষোভ শুরু করানো যায়।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল নাকামুরা।

'শুধু মিলিটারি এয়ারক্র্যাফটের ল্যাণ্ডিং ঠেকালেই ক্ষান্ত দেবে না স্পেশাল ফোর্স। কমার্শিয়াল ফ্লাইটে আসবে তখন—নিরস্ত্র অবস্থায়। কারণ কমার্শিয়াল বিমানে অস্ত্র আনা যায় না। ওদের অস্ত্র পাবার একমাত্র উৎস হবে এম্ব্যাসির অস্ত্রাগার। বিক্ষোভ আর অবরোধ করানো গেলে ওখানে পৌঁছুতেই পারবে না ওরা।'

'একসেলেন্ট আইডিয়া,' এতক্ষণে একটু যেন খুশি হয়ে উঠল জাপানি টাইকুন। 'এখুনি ব্যবস্থা নাও। আমিও কথা বলছি ক্যানাল ডিরেক্টরের সঙ্গে—জেমিনির শিডিউল এগিয়ে আনার জন্য। ব্যাটাকে বসিয়ে বসিয়ে বহুদিন থেকে টাকা খাওয়াচ্ছি... এবার সেটার শোধ তুলব।'

'ইয়েস, স্যর।'

বেরিয়ে গেল ইরি আর ক্যাপ্টেন হারুকি।

হাত বাড়িয়ে ল্যাণ্ডফোনের রিসিভার তুলে নিল নাকামুরা। ডায়াল করল ক্যানাল অথোরিটির ডিরেক্টর লুইস কর্ডোবা-কে। ন্যায়নীতিহীন, লোভী এক লোক। বিপুল টাকা পেয়ে চোখবন্ধ করে যোগ দিয়েছে নিজের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে। পানামা ক্যানালে নাকামুরার পরিকল্পনা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ লোকজনের বাইরে একমাত্র সে-ই সবকিছু জানে।

'লুইস, কেনজি নাকামুরা বলছি।'

'গুড মর্নিং, সেনিয়র নাকামুরা। আমি একটু পর নিজেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।'

'কেন?'

'কনফার্মেশনের জন্য। আগামীকাল বিকেলে জেমিনির প্যাসেজ অনুমোদন করে দিয়েছি আমি। রিভাইজড লিস্টটা এ-মুহূর্তে আমার হাতে। একটু পরেই হারবারমাস্টারের কাছে

পাঠিয়ে দেব।'

'পাঠিয়ো না। আমাদের প্রোগ্রাম একটু বদলে গেছে। বিকেলে নয়, সকালে ঢুকবে জেমিনি।'

'কী! এ... এ তো অসম্ভব, সেনিয়র!' প্রতিবাদ করল কর্ডোবা। 'প্যাসেজের শিডিউল অন্তত পনেরো দিন আগে ফাইনাল করে রাখা হয়। আগামীকাল বিকেলের স্লটে জেমিনিকে অ্যাডজাস্ট করতেই খবর হয়ে গেছে আমার। অন্যান্য জাহাজের লোকজন খেপে বোম। এখন যদি...'

'আমি কোনও কৈফিয়ত শুনতে চাই না,' ধমকে উঠল নাকামুরা। 'সকালে প্যাসেজ চাই, দ্যাট'স অল। কীভাবে ম্যানেজ করবে সেটা তোমার ব্যাপার। যদি ব্যর্থ হও, তার পরিণতি ভাল হবে না।'

'প্লিজ, সেনিয়র,' অনুনয় করল কর্ডোবা। 'একটু বোঝার চেষ্টা করুন। এখানে কীভাবে কাজ হয়, তা তো আপনি জানেন না। চাইলেই টাইমটেবিল বদলানো সম্ভব নয় কারও পক্ষে। এর জন্য নেগোসিয়েশন করতে হয়, জাহাজের লোকজনকে টাকা খাওয়াতে হয়... হাজারটা ঝক্কি। বিকেলের স্লট যে ম্যানেজ করতে পেরেছি, তা-ই ঢের।'

'ঝক্কি পোহানোর জন্যই তোমাকে মাসের পর মাস আমি লাখ লাখ ডলার দিয়েছি। পায়ের উপর পা তুলে আয়েশ করবার জন্য নয়। যা খুশি করো, দরকার হলে পুরো শিডিউল নতুন করে সাজাও—আই ডোণ্ট কেয়ার। জেমিনিকে সকালে প্যাসেজ দেয়া চাই। আর হ্যাঁ... সেটা কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে।'

'কিন্তু... আলাস্কায় গ্রীষ্ম কাটিয়ে ক্যারিবিয়ানে ফিরছে ক্রুজ শিপের বহর। ওরা সবসময় প্রায়োরিটি পায়। কোনও কারণ ছাড়া আমি ওদের ট্রানজিট বন্ধ করতে পারব না।'

'করতে কেউ বলছেও না। নিক না ওরা ট্রানজিট!'

'পানাম্যাক্স ক্রুজ লাইনারে অন্তত তিন হাজার যাত্রী থাকে, সেনিয়র। গেইলার্ড কাটে আপনার জেমিনির ধারেকাছে পাঠানো ঠিক হবে না ওগুলোকে। যে-ধরনের প্রাণহানি হবে...'

'ওদের প্রাণ নিয়ে ভাববার আগে নিজের প্রাণটার কথা ভাবো... নিজের পরিবারের প্রাণগুলোর কথা ভাবো,' হুমকির সুরে বলল নাকামুরা। 'ভাবো, আমার কথা না শুনলে কী পরিণতি হবে তোমার।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারাল কর্ডোবা। শেষ পর্যন্ত হার মানা সুরে বলল, 'ঠিক আছে, সেনিয়র। আপনার যা মর্জি। আমি এখুনি আবার সংশোধন করছি তালিকা। ফাইনালি কী দাঁড়াল সেটা যথাসময়ে জানিয়ে দেব।'

'জানতাম তুমি আমার কথার অবাধ্য হবে না,' ক্রূর হেসে ক্রেইডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল নাকামুরা।

এগারো

র‍্যাডিসন রয়্যাল হোটেল।

মার্কোসের দরজায় টোকা দিতে নেফারতিতিই খুলল স্যুইটের দরজা। আর ওকে দেখামাত্র আবেগের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল রানা। কোনোকিছু না ভেবে জাপটে ধরল দু'হাতে, নেফারতিতিও নির্দ্বিধায় বন্দি হলো সেই আলিঙ্গনে।

'আ... আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ...' ফিসফিসিয়ে

বলল রানা। 'কাল সারারাত কীভাবে যে কেটেছে...

'আমি জানি,' নেফারতিতি বলল। 'সেদিন তোমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গেল, তখন আমারও ওই একই অবস্থা হয়েছিল।'

পিছন থেকে গলা খাঁকারি দিল সোহেল। 'তোদের প্রেমালাপ ভিতরে গিয়ে করলে হয় না? আমি নাহয় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা বরদাশত করলাম, লোকে দেখলে কী বলবে?'

নেফিকে ছাড়ল না রানা। বন্ধুকে বলল, 'ঝামেলা করিস কেন? হিংসে হচ্ছে তোর?'

'হতেই পারে। আমি তো কাউঁকে জড়িয়ে ধরতে পারছি না।'

'কেন? তোর বিছানায় কোলবালিশ নেই?'

'শাআলা! তোর জন্য সুন্দরী ললনা আর আমার বালিশ?'

হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নেফি। বক্তব্য আঁচ করতে পেরেছে। পিছিয়ে গিয়ে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকল রানা ও সোহেল। মার্কোস বসে ছিল সোফায়। এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা শুধু দু'জন কেন? বাকিরা কোথায়?'

রানা বলল, 'দুই লিজনেয়ার হাসপাতালে। অঁবিনকে ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসিতে নামিয়ে দিয়ে এসেছি, প্যারিসে রিপোর্ট পাঠিয়ে তারপর আসবে। আর পিনোঁ গেছে আমাদের কামরায়, ওখানে কারমেনকে আপাতত আটকে রাখবে। দলের বাকি লিজনেয়ারদের খবর দেয়া হয়েছে... ওরা না আসা পর্যন্ত ও-ই থাকবে পাহারায়। অঁবিন এলে ইন্টারোগেশন শুরু হবে।'

সবাই গিয়ে বসল সোফায়।

শাওয়ার সেরে নিয়েছে নেফারতিতি, গায়ে দিয়েছে মারিনার কাছ থেকে ধার নেয়া টপস আর জিন্স। চেহারা থেকে ধকলের ছাপ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি, তারপরেও অদ্ভুত স্নিগ্ধ আর সজীব লাগছে ওকে। বার বার তাকাচ্ছে রানা।

ব্যাপারটা লক্ষ করে আরক্ত হলো ওর মুখ। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে

বলল, 'জেমিনির ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলাম মার্কোসকে। কিছু জানতে পেরেছ?'

মার্কোস বলল, 'এতক্ষণ ফোনেই ব্যস্ত ছিলাম, কথা বলেছি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। ও-ই বর্তমানে ক্যানালের একমাত্র আমেরিকান পাইলট। জেমিনি নামে কোনও জাহাজের খবর জানা নেই ওর। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক নয়। ট্রানজিট নেবার আগে অ্যাঙ্কারেজে শ'খানেক জাহাজ নোঙর করে থাকে। সবগুলোর নাম কারও পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। জাহাজটা যদি সত্যিই আগামীকাল ক্যানালে ঢোকে, তা হলে সেটা ট্রানজিট শিডিউলের ম্যানিফেস্টে পাওয়া যাবে।'

'কখন পাওয়া যাবে ওই শিডিউল?'

'ওটা তৈরি থাকার কথা, কিন্তু নেই। আমার বন্ধু গুজব শুনেছে, আগামীকালকের শিডিউলে নাকি রদবদল করা হচ্ছে।'

'গুজব কেন? চেক করে দেখতে পারছে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ, অফিসে নেই সে। ক্যানাল ডিরেক্টর হিসেবে লুইস কর্ডোবা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে ছাঁটাই চলছে পুরনো পাইলটদের। যারা এখনও রয়ে গেছে, তাদেরকে কাজ দেয়া হচ্ছে খুব কম। আমার বন্ধু গত এক সপ্তাহ থেকে বেকার, তাই অফিসে যায়নি। খুব শীঘ্রি যাবার সম্ভাবনাও নেই। ম্যানিফেস্টটা কালেক্ট করে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম ওকে, কিন্তু রাজি হলো না।'

'কিন্তু ওটা যে আমাদের দরকার! গুরুত্বটা বুঝিয়ে বলেছিলেন ওকে?'

'বলেছি, কিন্তু ও নাচার। অফিসে অফ-ডিউটি এমপ্লয়িদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ডিরেক্টর। গতকাল থেকে নাকি বাড়তি গার্ডও বসানো হয়েছে বলে শুনেছে ও। তাই ঝুঁকি নিতে

চাইছে না।'

'তা হলে?'

একটু হাসল মার্কোস। 'কিচ্ছু ভাববেন না, ম্যানিফেস্টটা আমিই এনে দেব।'

'আপনার বুঝি ঝুঁকি নেই?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আছে, তবে সতর্ক থাকব। ওখানে আমার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই, আশা করি খুব বেশি ঝামেলা হবে না। এখানে ফ্যাক্স মেশিন আছে... তালিকাটা হাতে পেলেই ফ্যাক্স করে দেব। নতুনটা না হলে পুরনোটা। হয়তো জেমিনি বিষয়ক ইনফরমেশন আছে ওটাতেও।'

'কখন যাবেন?'

'এখুনি। আশা করি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা কিছু পাঠিয়ে দিতে পারব।'

'সাবধানে থেকো, প্লিজ,' বলল নেফারতিতি। 'এমনিতেই অনেককে হারিয়েছি, তোমাকেও হারাতে চাই না। বিপজ্জনক কোনও পরিস্থিতি দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সরে যেয়ো ওখান থেকে। হিরো হবার দরকার নেই। আমরা বিকল্প কিছু করে নেব।'

মার্কোসকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিপদের ভয়ে পিছিয়ে আসার মানুষ, তারপরেও নেফিকে খুশি করবার জন্য বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই সই।'

নিজের হেকলার অ্যাণ্ড কোচ পিস্তলটা মার্কোসের হাতে তুলে দিল রানা, সঙ্গে স্পেয়ার ম্যাগাজিন। 'এটা রাখুন। বিপদে কাজে দেবে। ব্যবহার করা খুব সহজ। সেফটি বাম দিকে। ওটা অফ করে ট্রিগার চাপবেন। ম্যাগাজিনে নয় রাউণ্ড থাকে।'

'কক করতে হয় না?'

'উঁহুঁ। শুধু ট্রিগার চাপবেন। দ্যাট'স অল।'

'ধন্যবাদ।' শার্টের তলায় পিস্তলটা গুঁজে ফেলল মার্কোস। 'আমি তা হলে আসি। মারিনাকে বলার প্রয়োজন নেই আমি কোথায় গেছি। দুশ্চিন্তা করবে।'

বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে গেছে মারিনা, রানাকে জানাল নেফি। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল মার্কোস।

'এবার কী?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'নেফি আমাদেরকে বলবে, কীভাবে লক থেকে বেঁচে ফিরল ও,' রানা বলল।

অল্প কথায় নিজের অভিজ্ঞতা খুলে বলল নেফারতিতি। ড্রাগোর মৃত্যুর কথা বলবার সময় উত্তেজনা ফুটল কণ্ঠে। রানার বুকটাও ভরে গেল প্রশান্তিতে। বেঁচে থাকার অধিকার নেই ড্রাগোর মত পিশাচের।

নেফির কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'হুম, তোমার ইনফরমেশনগুলো মিথ্যে হবার সম্ভাবনা দেখছি না। ভুল তথ্য দিয়ে তোমাকে বোকা বানাতে চায়নি ওরা। যা বলেছে, সেটা স্রেফ মুখ ফসকে। সত্যিই হবার কথা।'

'কী করতে চাস?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'এবার অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করব। ওঁদেরকে সতর্ক করে দেবার সময় হয়ে গেছে।'

'কারমেনের সঙ্গে কথা বলবি না? ওকে ইণ্টারোগেশনের পর অ্যাডমিরালকে জানাতে বলেছিলেন চিফ।'

'তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অনেককিছু ইতিমধ্যেই জেনে গেছি আমরা—বিশেষ করে, নাকামুরার শিডিউল। আগামীকালই যদি হামলা চালানো হয় ক্যানালে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। অ্যাডমিরালের তো রিঅ্যাকশন টাইমও দরকার।'

স্যুইটের বেডরুমে ঢুকে পড়ল তিনজনে। ল্যাণ্ডফোনের

রিসিভার তুলে ওয়াশিংটনের নুমা হেডকোয়ার্টারে ডায়াল করল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কানেকশন পেতে সময় লাগল দু'মিনিট। রানার নাম শুনেই কলটা স্ক্র্যাম্বলড লাইনে শিফট করে নিলেন অ্যাডমিরাল, যাতে কেউ আড়ি পাততে না পারে।

অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

'জানতেন আমি ফোন করব?'

'রাহাত বলেছে। গত রাতে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'কী বলেছেন উনি?'

'স্পেসিফিক কিছু না। পানামায় আমেরিকাবিরোধী একটা ষড়যন্ত্র চলছে বলে সন্দেহের কথা জানাল। তুমি নাকি নিশ্চিত হয়ে আমাকে ফোন করবে। এনি প্রগ্রেস?'

'জী, অ্যাডমিরাল। আমাদের সন্দেহ সম্পূর্ণ সত্যি।'

সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বলল রানা। কথা যখন শেষ হলো, গলার স্বর পাল্টে গেছে অ্যাডমিরালের। হতভম্ব ভঙ্গিতে বললেন, 'দিস ইজ ম্যাডনেস! পানামা থেকে আমাদের উপর মিসাইল হামলা করবে? ওই জাপানি পাগলটা কি জানে না, এর পরিণতি কী হতে পারে?'

'প্ল্যানটা কিন্তু একেবারে মন্দ নয়,' বলল রানা। 'আমরা যদি এতে নাক না গলাতাম, মিসাইল হামলার পিছনে ওর ভূমিকা ফাঁস হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।'

'কিন্তু এখন তো ফাঁস হয়ে গেছে। এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন?'

'হয়তো একগুঁয়েমি। অন্য কোনও ব্যক্তিগত মোটিভও থাকতে পারে, হয়তো পরিণামের পরোয়া করছে না। তা ছাড়া যারা ওকে মিসাইল সরবরাহ করছে, তাদের প্রেশার নির্ঘাত আছে।'

‘কারা এরা?’

‘আমার জানা নেই, অ্যাডমিরাল। তবে এ-মুহূর্তে ওদের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবার চাইতে বিপর্যয় ঠেকানোর দিকে মনোযোগ দেয়া বেশি জরুরি।’

‘তা তো বটেই। তুমিই বলো কী করা যায়।’

‘ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে কিছু করবার মত সময় নেই। সরাসরি অ্যাকশনে যেতে হবে। আপনি স্পেশাল ফোর্স পাঠান।’

‘সেটা কঠিন। পানামা সরকার অনুমতি না দিলে ওখানে মিলিটারি অপারেশন চালাতে পারব না আমরা। তুমি কিছু করতে পারো না, রানা?’

‘সমস্যাটা আসলে আপনাদের, অ্যাডমিরাল। তারপরেও গত কয়েকদিনে অনেককিছুই করেছি আমি ও আমার বন্ধুরা। প্রাণও দিয়েছে ওদের কয়েকজন। এবার বোধহয় বাকিটা আপনাদেরই সামলানো উচিত।’

‘এদিককার অসুবিধে তো বললাম তোমাকে।’

‘মাফ করবেন, অ্যাডমিরাল... কিন্তু বিদেশের মাটিতে অভিযান চালাবার ব্যাপারে কবেই বা অনুমতির তোয়াক্কা করেছে আমেরিকা?’

‘সেসব অতীতের কথা, রানা। নিতান্ত বাধ্য না হলে এখন আর কোনও দেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে চাই না আমরা, চাই না ইরাক বা আফগানিস্তানের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দুনিয়ার ঘৃণা কুড়াতে। মানছি এবারের পরিস্থিতি সত্যিই সিরিয়াস, কিন্তু পেন্টাগনকে সেটা বোঝাতে হবে স্পেসিফিক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে। তোমাদের হাতে কিছু আছে?’

‘যা বললাম ওটুকুই। আগামীকাল বিস্ফোরণ ঘটানো হবে গেইলার্ড কাটে। সম্ভবত জেমিনি নামের একটা জাহাজ ব্যবহার করা হবে এতে।’

'অসম্পূর্ণ ইনফরমেশন। জেমিনি খুব কমন নাম। খুঁজলে সারা দুনিয়ায় শ'খানেক জাহাজ মিলবে। এর মধ্যে ক'টা এ-মুহূর্তে পানামার আশপাশে আছে কে জানে।'

'ট্রানজিট শিডিউলের কপি জোগাড় করবার চেষ্টা করছি আমরা, স্যর। ওটা হাতে পেলে জাহাজটা আইডেণ্টিফাই করতে পারব। আগামীকাল ঠিক কখন ওটা ক্যানালে ঢুকবে, সেটাও জানতে পারব। আশা করি কয়েক ঘণ্টার ভিতর কিছু প্রেজেণ্টেবল ইনফরমেশন পাবেন।'

'রিঅ্যাকশনের জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না,' চিন্তিত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'প্লিজ, রানা, তুমি তো ওখানেই আছ... সঙ্গে ফ্রেঞ্চ লিজনের সৈনিকও আছে, জাহাজটাকে ঠেকাও। অন্তত লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষকে বাঁচাবার জন্য হলেও। আমেরিকার বুকে মিসাইল ছোঁড়া হলে বহু মানুষ মারা যাবে।'

'আমি জানি, অ্যাডমিরাল,' নরম গলায় বলল রানা। 'যতটা সম্ভব সাহায্য অবশ্যই করব। আমার বসও তেমনই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যাটা যেহেতু আপনাদের, তাই আপনাদের তরফ থেকেই আসল অ্যাকশন নেয়া উচিত।'

'ঠিক বলেছ, আমি দেখি কী করা যায়...' আরেকটা ফোন বেজে ওঠায় সামান্য বিরতি নিলেন অ্যাডমিরাল। ওটায় কথা বলে ফিরলেন রানার সঙ্গে আলোচনায়। 'সিআইএ থেকে ফোন এসেছিল। কাল রাতে রাহাতের সঙ্গে কথা হবার পর ওদেরকে বলে দিয়েছিলাম, পানামার উপর আলাদা নজর রাখতে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই যেন আমাকে খবর দেয়া হয়।'

'কিছু ঘটেছে?'

'খানিক আগে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে পানামা সিটির আমেরিকান এম্ব্যাসির সামনে। অবরোধ করা হয়েছে রাস্তা,

পতাকা পোড়ানো হচ্ছে।'

'কী কারণে?'

'গড নোজ। বিশেষ কিছু তো ঘটেনি গত দু'-চারদিনে। অন্তত বিক্ষোভ দেখা দেবার মত। তবে গোলমাল কণ্টিনিউ করলে সমস্যা হয়ে যাবে আমাদের।'

'কী সমস্যা?'

'ধরে নিচ্ছি পানামা সরকার ট্রুপস ল্যাণ্ডিঙের অনুমতি দেবে না। সেক্ষেত্রে ছদ্মপরিচয়ে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে পাঠাতে হবে স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডো। ওসব ফ্লাইটে অস্ত্র নেয়া যায় না, ওদেরকে অস্ত্র জোগাড় করতে হবে পানামা সিটির এম্ব্যাসির অস্ত্রাগার থেকে। কিন্তু অবরোধ চলতে থাকলে তো দূতাবাসের ভিতরে ঢুকতেই পারবে না ওরা।'

'ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স বলে মনে হচ্ছে না,' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। 'বোধহয় আপনাদের ওই পদক্ষেপ আঁচ করেই চালটা দেয়া হয়েছে।'

'নাকামুরা এতই স্মার্ট?'

'হ্যাঁ। তবে তাতে অসুবিধে নেই আপনি লোক পাঠান, অ্যাডমিরাল। এম্ব্যাসির প্রয়োজন নেই, লোকাল সোর্স থেকে ওদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ম্যানেজ করে দেব আমরা।'

'দেখি পেণ্টাগনকে কনভিন্স করা যায় কি না। তবে স্পেশাল ফোর্স যাক, বা না যাক, আমি কিন্তু তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকব, রানা।'

একটু হাসল রানা। 'সবকিছু চুকেবুকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি থাকছি, স্যর। তবে পেণ্টাগনকে কনভিন্স করতে চাইলে ফ্রেঞ্চ ইণ্টেলিজেন্সের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ওরা যদি ব্যাপারটা ভেরিফাই করে, পেণ্টাগন নিশ্চয়ই হুমকিটা সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হবে?'

'ফরাসিরা জানে?'

'হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট, ওদের একজন এজেন্ট খানিক আগে ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসিতে গেছে প্যারিসে সবকিছুর রিপোর্ট পাঠাতে।'

'গুড। আমি এখুনি সিআইএ চিফকে বলছি ওদের সঙ্গে কথা বলতে।'

'একটু তাড়াতাড়ি করুন, স্যর। হাতে সময় কম।'

'জানি। চিন্তা কোরো না, স্পেশাল অপারেশন্স কমাণ্ডের জেনারেল পিটারসনকে আমি এখুনি খবর দিয়ে রাখছি—মুহূর্তের নোটিশে পানামা পাঠাবার জন্য যেন একটা টিম রেডি রাখে। নেভিকেও অ্যালার্ট করে দিচ্ছি। কলাম্বিয়া উপকূলে ওদের একটা গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট আছে... ইউএসএস ক্যাম্পবেল... ওটাকেও যেন পাঠায় তোমাদের ওদিকে।'

'ক্যাম্পবেলে কমব্যাট ট্রুপস আছে?'

'না। তবে ওদের কাছে টমাহক মিসাইল আর এক্সপেরিমেণ্টাল ভিজিএএস ক্যানন আছে।'

'ভিজিএএস?'

'ভার্টিকাল গান ফর অ্যাডভান্সড শিপ। একশ' পঞ্চান্ন মিলিমিটারের প্রিসিশান ওয়েপন—মিনিটে পনেরোটা গোলা ছুঁড়তে পারে। রেঞ্জ, আশি মাইল।'

'ইয়াল্লা!'

একটু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝতেই পারছ, তোমাদেরকে খালি হাতে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি না প্রয়োজনে সাপোর্ট দেবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থাও রয়েছে। এখন তা হলে রাখি। ফোন নাম্বার দাও, এদিকে কোনও অগ্রগতি হলে আমি জানাব তোমাদেরকে। তোমরাও জেমিনি সম্পর্কে জানতে পারলে আমাকে খবর দিয়ো।'

'নিশ্চয়ই, অ্যাডমিরাল।' সোহেলের সেলফোন নাম্বার দিয়ে

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

সোহেল আর নেফারতিতি কৌতূহলী ভঙ্গিতে বসে আছে, ওদেরকে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ জানাল রানা।

'গড!' বলল নেফারতিতি। 'অ্যাডমিরাল যেন তাড়াতাড়ি করেন।'

'আরেকটা ব্যাপার বোধহয় ভুলে যাচ্ছি আমরা,' সোহেল বলে উঠল। 'নাকামুরার মিসাইল। চূড়ান্ত অ্যাকশনে নেমেছে সে... মিসাইল ছাড়া নিশ্চয়ই নয়? হাতে যদি না-ও থাকে, খুব শীঘ্রি পেয়ে যাবে। ওদিকে নজর দেয়া দরকার।'

'গুড পয়েন্ট,' স্বীকার করল রানা। 'ধরে নিতে পারি, জাহাজে আসছে ওগুলো। আনলোডিঙের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো নাকামুরার নিজের পোর্ট। ওখানে আজ বা আগামীকালের মধ্যে কোনও জাহাজ আসছে কি না খোঁজ নিতে হবে।'

'কী জাহাজ? পোর্টে তো রোজই জাহাজ আসে। কোন্‌টায় মিসাইল আনা হচ্ছে, কীভাবে বুঝব?'

'সাধারণ জাহাজে আনা হবে না নিশ্চয়ই। স্ক্যানিং করলেই ওগুলোর রেডিয়েশন ধরা পড়ে যাবে। আলাদা ধরনের কোনও জাহাজে আনবে।'

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোহেলের। 'রেফ্রিজারেটর শিপ? রেডিয়েশন ঠেকাবার জন্য আদর্শ।'

'আমারও তা-ই ধারণা। মার্কোসকে ফোন কর। ওকে বল্‌, শুধু জেমিনি না... কোবায়াশির পোর্টে কোনও রেফ্রিজারেটর শিপ আসছে কি না সেটাও খোঁজ নিতে হবে।'

'এখুনি ফোন করছি।' সেলফোন বের করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহেল।

'আমাকে কিছু করতে হবে?' জানতে চাইল নেফারতিতি।

'অবশ্যই। স্পেশাল ফোর্সের জন্য অস্ত্র জোগাড় করতে হবে।

পারবে?'

'আশা করি পারব। বেশ কিছু কণ্ট্যাক্ট আছে। কথা বলছি ওদের সঙ্গে।'

'আমাদেরকে তো কাজ ধরিয়ে দিলি,' বাঁকা সুরে বলল সোহেল। 'তুই কী করছিস? ভেরেণ্ডা ভা-?'

'উঁহুঁ,' নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। 'কারমেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

বারো

বালবোয়া হাইটস, পানামা।

শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে মার্কোস পেরেইরার গলা, কষ্ট হচ্ছে ঢোক গিলতে—মনে হচ্ছে যেন গরম একটা সুঁই গুঁজে দেয়া হয়েছে গলায়। ঘেমে গেছে হাতের তালু, প্যান্টে গোঁজা পিস্তলটার ওজন যেন কয়েক টন। ক্যানাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের উল্টোদিকে, রাস্তার সীমানায় মাথা তুলে থাকা গাছের সারির তলায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

অভিজাত এলাকা এটা, *প্রাডো* বলে পরিচিত। চারদিকে সুরম্য বাংলোর সারি—ক্যানালের মূল নির্মাতাদের থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেই ১৯১২ সালে। দেখতে সেই আমলের আমেরিকান মফস্বল শহরের মত এর মাঝে, ঘাসে ছাওয়া একটা টিলায় তৈরি করা হয়েছে ক্যানালের ত্রিতল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

বিল্ডিং। সাদা পাথরে গড়া দেহের উপর টকটকে লাল টালির ছাত। এককালে আমেরিকা আর পানামা, দু'দেশেরই পতাকা উড়ত ওখানে, এখন উড়ছে শুধু পানামার। তাও সম্ভবত বেশিদিনের জন্য নয়। মার্কোসের ভয় হচ্ছে, ওরা যদি নাকামুরার ষড়যন্ত্র ঠেকাতে ব্যর্থ হয়, খুব শীঘ্রি ওখানে বিদেশি অন্য কোনও পতাকা দেখা যাবে।

যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ক্যানাল ডিরেক্টর কর্ডোবার বাড়ি বেশি দূরে নয়। দায়িত্ব পাবার পরপরই বিশাল এক পার্টি দিয়েছিল লোকটা, সেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছিল ও আর মারিনা। তার কিছুদিন পরেই ঘটল সেই 'দুর্ঘটনা', চাকরি গেল মার্কোসের।

স্মৃতিটা তিক্ত এক স্বাদ এনে দিল মুখে—দুরুদুরু যে-ভয় অনুভব করছে ও, সেটার চেয়ে কোনও অংশেই কম তীব্র নয়।

কনচিটা গোমেজের জন্য অপেক্ষা করছে মার্কোস। এই মহিলা ক্যানাল অথোরিটির প্রোকিওরমেন্ট ম্যানেজার, প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছ'-ছ'টা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করেছে, কেউ তাকে ছাঁটাই করবার সাহস পায়নি। স্থূলদেহী এই মহিলাকে অত্যন্ত পছন্দ করে মার্কোস—অত্যন্ত অমায়িক, দায়িত্বশীল, সহকর্মীদের বিপদ-আপদে নিঃস্বার্থভাবে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। গাড়ি থেকেই তাকে ফোন করেছিল মার্কোস, বলেছিল বিল্ডিঙে ঢুকতে চায়। কোনও প্রশ্ন না তুলে ওকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে কনচিটা। বলেছে রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করতে। ও এসে নিয়ে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে সোহেল ফোন করেছিল, জানিয়েছিল নতুন চাহিদা... এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। অলসভাবে অপেক্ষা করতে করতে আবোলতাবোল চিন্তা ঢুকে গেছে মার্কোসের মাথায়, ঢুকে গেছে ভয়। হোটেল

থেকে যখন রওনা হয়েছিল, তখন উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু অনুভব করেনি, ভাবেনি আর কিছু। কিন্তু এখন মনে পড়ছে পরিবারের কথা। ওর কিছু হয়ে গেলে কত বড় বিপদে পড়বে ওরা। দুটো ছেলে নিয়ে অকূল পাথারে পড়বে মারিনা। না, শুধু দুই ছেলে কেন... পিন্টোও তো আছে। গত ক'দিনে ওর উপর মায়া জন্মে গেছে মারিনার, মার্কোসকে বলেছে, আপত্তি না থাকলে ওকে দত্তক নিতে চায় সে। মার্কোস এখন বুঝতে পারছে, অনাথ ওই ছেলেটির ভাগ্যও নির্ভর করছে ওর বাঁচামরার উপরে।

তাই বলে পিছিয়ে যাবার মানুষ নয় ও। পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের চেয়ে ওর দেশপ্রেম কোনও অংশে কম নয়। ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র চলছে ওর মাতৃভূমির বিরুদ্ধে, সেটা ঠেকানো ওর কর্তব্য। তাতে যতই ঝুঁকি থাক না কেন।

বিল্ডিঙের এণ্ট্রান্সে দু'জন সশস্ত্র সৈনিক পাহারা দিচ্ছে—হাতের ভাঁজে ধরে রেখেছে এম-সিক্সটিন রাইফেল। স্রেফ লোক দেখাবার জন্য নয়, প্রয়োজনে ব্যবহারও করবে। এত দূর থেকেও ওদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সেটা। দুই সৈনিকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দরজা খুলে যেতে দেখল মার্কোস, বেরিয়ে এল মোটাসোটা এক মহিলা। কনচিটা। গায়ে রঙচঙা, ঢলঢলে মুমু—এত বড়, অনায়াসে একটা মোটরসাইকেল ঢেকে দেয়া যাবে ড্রেসটা দিয়ে। ওকে দেখতে পেয়েই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল মার্কোসের। রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।

'এতক্ষণে আসার সময় হলো তোমার?' পাকা অভিনেত্রীর মত বলল কনচিটা, যেন মার্কোস এখানেই কাজ করে। 'অফিসে কী পরিমাণ ঝামেলা, তা তুমি জানো না?'

'সরি, যানজটে আটকা পড়েছিলাম,' মার্কোসও অভিনয় করল।

'তাড়াতাড়ি এসো, মি. কর্ডোবা এখুনি তোমার সঙ্গে দেখা

করতে চেয়েছেন। ট্রানজিট নিয়ে কী যেন সমস্যা হয়েছে।'

ইচ্ছে করেই দুই সৈনিককে ক্যানাল ডিরেক্টরের নাম শোনাল কনচিটা, ওদেরকে তটস্থ করবার জন্য। কাজ হলো তাতে। কোনও রকম বাধার মুখে পড়তে হলো না, এক পাশে সরে গিয়ে মার্কোস আর কনচিটাকে ভিতরে ঢুকবার জায়গা করে দিল ওরা। দরজা পেরিয়ে বিল্ডিঙে প্রবেশ করল দু'জনে। এইট্রিয়াম আর উইলিয়াম ভ্যান আইয়াজেনের মুরাল পেরিয়ে সিঁড়ি ধরল। রিসেপশনে একজন গার্ড রয়েছে, কিন্তু তাকে দ্বিতীয়বার মার্কোসের দিকে ফিরে তাকাবার সময় দেয়নি কনচিটা।

দোতলার হলওয়ে প্রায় খালি, ব্যাপারটা লক্ষ করে অবাক হলো মার্কোস। দিনের এই সময়টায় চরম ব্যস্ততা বিরাজ করে এখানে, অথচ আজ কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন! পাশ থেকে মৃদু আঁতকে ওঠার আওয়াজ হলো। পিঠে হাত দিয়ে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে ওকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কনচিটা। হাত লেগে গেছে কোমরে গোঁজা পিস্তলটায়। তবে মহিলা বুদ্ধিমতী, বাড়াবাড়ি করল না ব্যাপারটা নিয়ে। একেবারে নিজের অফিসের সামনে গিয়ে থামল। নবে মোচড় দিয়ে কেবল দরজাটা খুলেছে, এমন সময় পিছন থেকে ভেসে এল কর্কশ গলা।

'হল্ট!'

ধীরে ধীরে পাশ ফিরল মার্কোস আর কনচিটা। হলওয়ের শেষ প্রান্তে উদয় হয়েছে নতুন এক গার্ড। এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বিশ ফুট তফাতে এসে থামল। এর হাতে এম-সিক্সটিন নেই, কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলছে একটা হোলস্টার। বয়স বিশের কোঠায়, কিন্তু হামবড়া ভাব দেখাচ্ছে।

বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল মার্কোসের। এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। শার্টের তলায় গুঁজে রাখা পিস্তলটার কথা ভাবল। কিন্তু ওটা চালাতে গেলে গুলির শব্দে ছুটে আসবে আরও

গার্ড। কী করা যায়?

'কে তুমি?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল গার্ড।

'কানা নাকি? চিনতে পারছ না?' বিরক্ত গলায় বলল কনচিটা। 'আমি কনচিটা গোমেজ, প্রোকিওরমেন্ট ম্যানেজার। গত দু'দিনে অন্তত দশবার দেখেছ আমাকে।'

'তোমাকে বলছি না, মুটকি!' ধমকে উঠল গার্ড। 'ওকে জিজ্ঞেস করছি।' মার্কোসকে ইশারা করল সে। এক হাতে খুলে ফেলেছে হোলস্টারের কাভার। উঁকি দিচ্ছে ওটার ভিতরে রাখা পিস্তলের বাট।

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল মার্কোসের, কনচিটার হাতের স্পর্শ টের পাচ্ছে। ওর পিস্তলটা বের করে আনছে মহিলা। গুলি করবে নাকি? না, শরীরের পিছন দিয়ে আরেক হাতে অস্ত্রটা চালান করল সে। হাতটা ঢুকিয়ে দিল দরজার ফাঁক দিয়ে তার অফিসের ভিতরে... গার্ডের অলক্ষে। এক মুহূর্ত পর যখন বের করে আনল, হাত তখন খালি।

'আমি একটা প্রশ্ন করেছি,' থমথমে গলায় বলল গার্ড। 'কে এই লোক? আগে কখনও দেখিনি একে।'

'গলা নামিয়ে কথা বলো, ছেলে!' এবার রাগী গলায় বলল কনচিটা। 'কত্তো বড় সাহস! আমাকে মুটকি বললে? মায়ের বয়সী একজন ভদ্রমহিলাকে গালি দিচ্ছ... কেমন পরিবারের ছেলে তুমি?'

থতমত খেয়ে গেল গার্ড। মিনমিনে গলায় বলল, 'দুঃখিত। রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। ক্ষমা করে দিন। কিন্তু আমার দায়িত্বও তো পালন করতে হবে। অচেনা কাউকে দেখলেই চ্যালেঞ্জ করতে বলা হয়েছে আমাকে।'

'অচেনা? ক'দিন হলো এখানে ডিউটি করছ? ইনি মার্কোস পেরেইরা, ক্যানালের সিনিয়র পাইলট। ডিরেক্টর কর্ডোবা ওঁকে

ডেকে পাঠিয়েছেন শিডিউল সংক্রান্ত একটা সমস্যা সমাধান করবার জন্য। বিশ্বাস না হলে আমার অফিসে এসো। এখুনি কথা বলিয়ে দিচ্ছি ডিরেক্টরের সঙ্গে। তুমি আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছ, সেটাও তাঁর জানা দরকার।'

জোর দিয়ে কথাগুলো বলছে কনচিটা, তাই ঘাবড়ে গেল গার্ড। ডিরেক্টরের মুখোমুখি হবার সাহস নেই তার। চকিতে মার্কোসকে দেখে নিল এক পলক। তারপর বলল, 'না, না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। এমনিই... শিয়োর হয়ে নিচ্ছিলাম আর কী। আপনারা কাজ করুন।'

উল্টো ঘুরে পালিয়ে বাঁচল সে।

হাসতে হাসতে মার্কোসকে নিয়ে অফিসে ঢুকল কনচিটা। দরজার ঠিক পাশেই একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, ওটার উপর রেখেছিল পিস্তলটা; এবার হাতে তুলে নিল।

'এসবের মানে কী, জানতে পারি?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'তুমি আবার পিস্তল নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছ কবে?'

'লম্বা কাহিনি, সবই বলব। আগে একটু দম ফিরে পেতে দাও।' পিস্তলটা ফের কোমরে গুঁজে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মার্কোস। 'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! ওকে ভিতরে আসতে বললে কেন? পিস্তলটা যদি দেখে ফেলত?'

'দূর! বললেই ভিতরে ঢোকার সাহস আছে নাকি? আসলে একটা ভীতুর ডিম। গত কয়েকদিন থেকেই দেখছি তো।' ডেস্কের উল্টোপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কনচিটা। 'এবার ঝেড়ে কাশো। এই লুকোচুরির মানে কী? কীসের সঙ্গে জড়িয়েছ তুমি? খারাপ কিছু না তো!'

'না, না। ব্যাপারটা ক্যানাল নিয়েই।'

'ওটাও খারাপ কিছু বলেই সন্দেহ করছি। কী যেন ঘটছে আড়ালে-আবডালে। এই বিল্ডিঙের কথাই ধরো, গত কয়েকদিনে

মিলিটারি বেইসের মত হয়ে উঠেছে। সবখানে সশস্ত্র গার্ড; সাধারণ লোকজনকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। ডিরেক্টরও রহস্যময় আচরণ করছে। তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি আমি। এমন চলতে থাকলে চাকরিই ছেড়ে দেব বলে ভাবছি।'

মার্কোস জানে, ওকে সাহায্য করবার বিনিময়ে সবকিছু জানবার অধিকার আছে কনচিটার। কিন্তু ওসব ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় প্রয়োজন... আর যত বেশি সময় এখানে থাকবে, ততই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই সংক্ষেপে যতটুকু সম্ভব বলবে বলে ঠিক করল।

'কনচিটা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?'

'নিশ্চয়ই করি, ডিয়ার। হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?'

'কারণ আমি যা বলব, তা অবিশ্বাস্য ঠেকবে। একটাই অনুরোধ, প্রমাণ বা ব্যাখ্যা চেয়ো না। সেসব পরে কখনও নাহয় সময়-সুযোগ পেলে বলব। আপাতত আমি যা বলছি, সেটাকেই সত্যি বলে মেনে নাও।'

'বেশ, বলো।'

'কোবায়াশি কোম্পানিটা সম্পর্কে তো জানো?'

'হ্যাঁ। নতুন পোর্ট ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছে ওরা

'কোম্পানিটা আসলে নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের সাবসিডিয়ারি। ওরা আগামীকাল গেইলার্ড কাটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্যানাল বন্ধ করে দিতে চাইছে।'

পলক পড়ল না কনচিটার। কথাটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'কয়েকজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে ওদেরকে ঠেকাবার চেষ্টা করছি আমি,' যোগ করল মার্কোস। 'বিস্ফোরকবাহী জাহাজটার নামও জানতে পেরেছি। কিন্তু জানি না ওটা কখন ক্যানালে ঢুকবে। তাই এসেছি তোমার কাছে।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো কনচিটার। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'হুম! এবার বুঝতে পারছি, কেন আগামীকালকের শিডিউল পরিবর্তন করা হয়েছে।'

'ওই ম্যানিফেস্টটা আমাদের দরকার, কনচিটা। তা ছাড়া কোবায়াশির টার্মিনালে কোনও রেফ্রিজারেটর শিপ এসেছে কি না, সেটাও জানতে চাই।'

'শিডিউলটা প্রকাশ করা হয়নি। আমি শুনেছি, পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট সরাসরি পাইলটদেরকে ফোন করে জাহাজে অ্যাসাইন করছে।'

'তা হলে? কোনোভাবে শিডিউলটা জোগাড় করা যায় না?'

একটু ভাবল কনচিটা, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ইন্টারকমের রিসিভার। একটা বোতাম চাপল। 'হ্যালো, লুসিয়া, কনচিটা বলছি। ...হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি? ভাল? র‍্যামনের হাতের কী অবস্থা? ...ইশ্, খুব খারাপ। কী আর করবে, বাচ্চারা অমনই হয়। আমার ছেলেও ছোট থাকতে দুষ্টুমি করতে গিয়ে কত যে ব্যথা পেয়েছে! এখনও গায়ে দাগ রয়ে গেছে।' মার্কোসের অস্থিরতা গ্রাহ্য না করে গল্প করে চলেছে সে। '...হুম, তোমার বোনের রেসিপিটা আরও ভাল? আমাকে দিয়ো তো, দেখি রান্না কেমন হয়। ...ধন্যবাদ। ও হ্যাঁ, যে কারণে তোমাকে ফোন করেছি... আগামীকালের ট্রানজিট অর্ডারগুলো কি তুমি পেয়েছ? ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি ওটা সিক্রেট, কিন্তু টাগবোটের রিকুইজিশনগুলো দেখা দরকার আমার। গ্যামবোয়াতে কী পরিমাণ ফিউয়েল পাঠাতে হবে, সেটা জানার জন্য।' একটু থেমে কী যেন শুনল। '...না, না, কোন্ জাহাজে কোন্ পাইলট যাচ্ছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। কোন্ কোন্ জাহাজ যাচ্ছে, সেটা জানতে পারলেই চলে।'

লুসিয়া যে ডিরেক্টর কর্ডোবার পার্সোনাল সেক্রেটারি, সেটা

জানা আছে মার্কোসের। একটু সামনে ঝুঁকে পরামর্শ দিল কনচিটাকে, 'ওকে বলো, এতসব গোপনীয়তা আসলে পাইলটদের পরিচয় নিয়ে। সেদিন অটো-ক্যারিয়ারের হামলায় কারও হাত ছিল কি না, সেটাই জানার চেষ্টা চলছে। এমন একটা আইডিয়া দাও, যাতে মনে হয় পাইলটদের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত চলছে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে কথাগুলো আউড়ে গেল কনচিটা। ওপাশের প্রত্যুত্তর শুনে বলল, 'ঠিকই বলেছ। আমারও মনে হয় না ওতে আমাদের কোনও পাইলট জড়িত ছিল। কিন্তু তদন্ত তো চলছে। অফিসের সিকিউরিটি কী পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, দেখছ না? ...কী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চলবে। পাইলটের নামগুলো কালি দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে শুধু জাহাজের নাম দিলেই চলবে। লিস্টটা তুমি আমার অফিসে ফ্যাক্স করে দিতে পারবে? আমার বাতের ব্যথাটা বেড়েছে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চাইছি না।'

দরজায় জোরে করাঘাত হলো, পরক্ষণে অনুমতির তোয়াক্কা না করে ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকল এক লোক। গায়ে ময়লা এক স্যুট, তলা থেকে বেরিয়ে আছে শার্ট—ইন করেনি। মার্কোসের দিকে ফিরেও তাকাল না। চেঁচিয়ে উঠল কনচিটার উদ্দেশে।

'মিসেস গোমেজ! আমার রিপ্লেসমেন্ট হাইড্রলিক র‍্যাম কোথায়? এখনও আসেনি কেন?'

ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে লুসিয়ার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেল কনচিটা। 'কী বললে? তোমার ফ্যাক্স মেশিন নষ্ট? হায় খোদা, কী আর করা... আমিই আসছি তা হলে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আমার কাজ না করে দিলে এক পা-ও নড়তে দিচ্ছি না আপনাকে। হাইড্রলিক র‍্যাম নাকি এক সপ্তাহ আগেই এসে গেছে? কোথায় ওটা খুঁজে বের করুন।'

কনচিটা জবাব দেবার আগেই দরজায় উদয় হলো পিস্তলধারী

সেই গার্ড। 'কোনও সমস্যা, ম্যা'ম?'

'কিছু না,' তাকে বলল কনচিটা। হতাশ চোখে তাকাল মার্কোসের দিকে। 'মি. পেরেইরা, উপরে গিয়ে আপনি লিস্টটা নিয়ে আসতে পারবেন?'

চেহারায় মেঘ জমল মার্কোসের। এগজিকিউটিভ স্যুইটে যাওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই, গ্যাঁড়াকলে পড়েছে কনচিটা। খ্যাপা লোকটা তাকে উঠতে দেবে না। জোরাজুরি করতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। আটকা পড়ে যাবে মার্কোস।

'নিশ্চয়ই, মিসেস গোমেজ,' অমায়িক ভঙ্গিতে বলল মার্কোস। 'লুব্রিক্যাণ্ট সাপ্লায়ারদের লিস্টটা তো?'

'হ্যাঁ, ওটাই।' তাল দিতে বাধ্য হলো কনচিটা।

'লুব্রিক্যাণ্ট সাপ্লায়ারের আবার তালিকা আছে নাকি?' ভুরু কুঁচকে বলল স্যুট পরা লোকটা। 'একটা কোম্পানিই তো সাপ্লাই দেয় বলে জানতাম।'

'ওটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, মি. জর্জেস,' সামাল দেয়ার চেষ্টা করল কনচিটা। মার্কোস মুখ ফসকে ভুল জিনিস বলে ফেলেছে। 'আমরা বিকল্প সাপ্লায়ার নিয়ে ভাবছি, দ্যাট'স অল।'

গার্ড এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, পালা করে দেখছে সবাইকে। লোকটার মুখোমুখি হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মার্কোসের, তারপরেও উপায়ান্তর না দেখে উঠে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে 'এক্সকিউজ মি,' বলে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল কনচিটার অফিস থেকে। হাঁটতে শুরু করল হলওয়ে ধরে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করল, পিছন থেকে গার্ড ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কিছু টের পেয়ে গেছে? ঈশ্বর জানেন। পা দুটো কথা শুনতে চাইছে না, ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বহু কষ্টে

নিরস্ত করল নিজেকে। দৌড়ালেই সব শেষ।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল মার্কোস। তরতর করে উঠে গেল তিনতলায়। হলওয়ে ধরে এগোতে শুরু করল এগজিকিউটিভ স্যুইটের দিকে—ওখানেই ডিরেক্টরের অফিস। লুসিয়ার সঙ্গে এর আগে বারদুয়েক দেখা হয়েছে ওর, মনে রাখবার মত সাক্ষাৎ ছিল না সেগুলো, তারপরেও দুশ্চিন্তায় ভুগছে। চিনে ফেলবে না তো!

এগজিকিউটিভ অফিসের স্যুইট সম্প্রতি নতুন করে সাজানো হয়েছে, এয়ার-কণ্ডিশনারের হাওয়ায় দূর হচ্ছে না দেয়ালের নতুন পেইন্টের গন্ধ। রিসেপশন এরিয়ায় পা রাখতেই নার্ভাসনেস আর সেই গন্ধ মিলে বমি পেল মার্কোসের। লুসিয়ার ঝকঝকে ডেস্কের ওপারে দেখা যাচ্ছে লুইস কর্ডোবার অফিসের কারুকাজ করা দরজা। হঠাৎ খুলে গেল সেটা। অফিস থেকে বেরিয়ে এল ডিরেক্টর স্বয়ং। গায়ে দামি স্যুট, পায়ে ঝকঝকে চামড়ার জুতো। চেহারায় আত্মপ্রসাদ। তেল দেয়া চুল, আর ঠোঁটের উপরে সরু এক টুকরো গোঁফ মিলে তাকে সিনেমার কোনও ল্যাটিন প্রেমিকের মত লাগছে।

উল্টো ঘুরে কেটে পড়তে যাচ্ছিল মার্কোস। থেমে গেল ডিরেক্টরের সঙ্গে আরেকজন মানুষকে বেরোতে দেখে। জাপানি। বয়স্ক হলেও যথেষ্ট সুদর্শন। হাবভাবে কর্তৃত্বের ছটা। নিচু গলায় কী যেন বলছে কর্ডোবাকে। মনে হলো চূড়ান্ত কোনও নির্দেশ দিচ্ছে অনুগত ভৃত্যের মত মাথা ঝাঁকিয়ে তাতে সায় দিল কর্ডোবা। জাপানি এই লোকটাকে চেনে মার্কোস, ছবি দেখেছে পত্রিকায়। এক এবং অদ্বিতীয় কেনজি নাকামুরা!

উত্তেজনা অনুভব করল মার্কোস। স্রেফ ভাগ্যের জোরে নাটের গুরুর দেখা পেয়ে গেছে ও। কোমরে একটা পিস্তলও রয়েছে ওর। বের করবে অস্ত্রটা? গুলি করবে লোকটাকে? তাতে লাভ হবে কোনও? দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠার আগেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলে

গেল নাকামুরা আর কর্ডোবা। তাদের গমনপথের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল ও।

'এক্সকিউজ মি!' লুসিয়ার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল মার্কোস। 'আপনাকে কি মিসেস গোমেজ পাঠিয়েছে?'

ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল মার্কোস। 'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লুসিয়া। যেন চেনার চেষ্টা করছে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছয় পাতার একটা তালিকা তুলে দিল ওর হাতে। 'নিন। পাইলটের নামগুলো আমি কেটে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ,' বলে রিসেপশন এরিয়া থেকে বেরিয়ে এল মার্কোস।

হলওয়ের শেষ প্রান্তে, এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে নাকামুরা আর কর্ডোবা। দু'জন দেহরক্ষী উদয় হয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে জাপানি টাইকুনের পাশে, জ্যাকেটের তলায় ফুলে আছে অস্ত্র। এখন আর কিছুই করার নেই, ভাবল মার্কোস। নিজেকে সান্ত্বনা দিল—লোকটাকে খুন করলেও হয়তো থামানো যেত না ষড়যন্ত্র। তার অনুসারীরা হয়তো চালিয়ে যেত আগামীকালকের ধ্বংসযজ্ঞ। আপাতত নাকামুরার চাইতে হাতের লিস্টটা বেশি জরুরি। রানার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

কনচিটার অফিসে আর ফিরল না মার্কোস, সিঁড়ি ধরে নেমে এল নীচতলায়। সেখান থেকে এণ্ট্রান্স পেরিয়ে বাইরে। গাড়িটা বিল্ডিং থেকে এক ব্লক দূরে রাস্তার ধারে পার্ক করে রেখেছে, সেখান পর্যন্তও পৌঁছে গেল নিরাপদে। পিস্তলটা পিছনের সিটের সামনে ফেলে দিয়ে ইঞ্জিন চালু করল ও, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না কাজটা এত সহজে শেষ করে আসতে পেরেছে। গিয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতি পথ ধরল। আগেই ঠিক করা আছে, তালিকাটা ফ্যাক্স করে দেবে, যাতে তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে

পারে রানা; তাই ফোন-ফ্যাক্সের দোকানের খোঁজে চোখ রাখল রাস্তার দু'পাশে।

অ্যাঙ্কন ট্রেন স্টেশন পেরিয়ে সেলফোন বের করল ও। ডায়াল করল হোটেলের কামরার নাম্বারে। ওপাশে সাড়া পেতেই বলল, 'আমি মার্কোস। কে, মি. রানা?'

'আমি সোহেল, মার্কোস। রানা আর নেফারতিতি নীচতলায়, কারমেনকে ইন্টারোগেট করতে গেছে। কী খবর?'

'মিশন সাকসেসফুল। ম্যানিফেস্ট পেয়ে গেছি। আমি এখন রাস্তায়। পথে কোনও ফ্যাক্সের দোকান পেলেই পাঠিয়ে দেব। আপনি স্যুইটেই আছেন তো?'

'আছি। আপনাকে কোনও বিপদে পড়তে হয়নি তো?'

'সামান্য। সামাল দিতে অসুবিধে হয়নি।' একটু বড়াই করল মার্কোস, যদিও বুকের ধড়ফড়ানি যায়নি এখনও।

হাসল সোহেল। 'কনগ্রাচুলেশন্স! তা হলে আপনাকে আমাদের গুপ্তসংঘের সদস্য করে নেয়া যায়।'

'এক মিনিট, মি. সোহেল।' রিয়ারভিউ মিররে কী যেন চোখে পড়ায় সচকিত হলো মার্কোস। নির্দিষ্ট কিছু নয়, তারপরেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিতে চাইছে ওকে। দু'পাশের মিররে চোখ বোলাল, শরীর ঘুরিয়ে পিছনটাও দেখে নিল এক দফা। ব্যস্ত রাস্তা, গাড়ির অভাব নেই। একটা যেন আরেকটার উপর চড়ে বসবে। কেউ ওকে অনুসরণ করছে কি না বোঝার উপায় নেই।

'কী হয়েছে বলুন তো?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কী জানি, হয়তো কিছুই না।' রাস্তার দু'পাশ দ্রুত দেখে নিল মার্কোস। এমনিতে প্রচুর ফ্যাক্সের দোকান দেখে, অথচ আজ একটাও চোখে পড়ছে না। মোড় ঘুরে কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিক্টে ঢুকে পড়ল ও। আর তখুনি লক্ষ করল, ধূসর একটা সেডান ওর পিছু একই মোড় ঘুরেছে। এর আগেও দেখেছে গাড়িটাকে,

কয়েকবারই বিপজ্জনক ভঙ্গিতে অন্যান্য গাড়িকে ওভারটেক করে ওর কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা করছিল। সেডানের সবগুলো কাঁচ টিণ্টেড, আরোহীদের দেখা যাচ্ছে না। সেজন্যেই তখন খটকা লেগেছিল। ব্যাপারটা সোহেলকে জানাল সে।

'আপনি কোথায় আছেন, বলুন,' সোহেল বলল। 'আমি আসছি আপনাকে নিতে।'

'অত সময় নেই আমার হাতে,' বলল মার্কোস। রাস্তার ধারে একটা কপি সেণ্টার দেখতে পেয়েছে। 'ওই তো, ফ্যাক্স মেশিনের খোঁজ পেয়েছি। একটু অপেক্ষা করুন, আমি লিস্টটা পাঠাচ্ছি আপনার কাছে।'

সোহেলকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল সে। বেপরোয়ার মত গাড়ি নিয়ে গেল সাইড লেইনে। ব্রেক কষে থামল সাইডওয়াকের পাশে। আরেকটু হলেই এক পথচারী পড়তে যাচ্ছিল ওর গাড়ির তলায়। একটা লেইন বন্ধ হয়ে গেল, দেখা দিল ছোট্ট এক যানজট। লাভই হলো তাতে। ধাওয়াকারী সেডানটা পঞ্চাশ গজ পিছনে আটকা পড়ে গেছে। এগোতে পারছে না।

চারপাশ থেকে খেপা ড্রাইভাররা হর্ন বাজিয়ে তিরস্কার শুরু করেছে। বেঁচে যাওয়া পথচারীও গালাগাল দিচ্ছে। কোনোদিকে তাকাল না মার্কোস। ওয়ালেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে হাতের মুঠোয় নিল, তারপর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ছুটল কপি সেণ্টারের উদ্দেশে।

দোকানের ভিতরে বেশ ভিড়। ছাত্রছাত্রী আর নানা পেশার মানুষ কাগজপত্র নিয়ে লাইন ধরেছে, তাদের সামলাতে ব্যস্ত দোকানের নীল ইউনিফর্ম পরা কর্মীরা। একপাশে লম্বা কাউণ্টার, সেখানে সুতো দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে বেশ কিছু কলম। কাউণ্টারে গিয়ে লিস্টের উপর হোটেল স্যুইটের ফ্যাক্স নম্বর

লিখল মার্কোস। লিখতে গিয়ে চোখে পড়ল প্রথম পাতায় লেখা জাহাজগুলোর নাম—আগামীকাল ক্যানাল পাড়ি দেবে ওগুলো। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে বাকি নামগুলোর উপরেও চোখ বোলাল। জেমিনি নামে কোনও জাহাজ নেই তালিকায়! নিশ্চিত হবার জন্য দ্বিতীয়বার পড়ল। না, সত্যিই নেই। এমনকী জেমিনি বলে ভুল হতে পারে, এমন নামও নেই। মানে কী!

'কোনও সাহায্য করতে পারি?' ইউনিফর্ম পরা কপি সেন্টারের এক কর্মী এগিয়ে এসেছে।

মুঠোয় ধরা সব টাকা তরুণটির হাতে গুঁজে দিল মার্কোস, গোনাগুনির ঝামেলায় গেল না। বলল, 'আমার একটু তাড়া আছে। এই কাগজগুলো উপরে লেখা নাম্বারে ফ্যাক্স করে দিতে পারবে, প্লিজ?'

'টাকা অনেক বেশি দিয়েছেন, সেনিয়র।'

'ওটা তোমার বখশিশ। আমি আসি।'

'সে কী। মূল কপিটা ফেরত নেবেন না?'

'পরে নেব।'

তাড়াহুড়ো করে কপি সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল মার্কোস। সাইডওয়াকের ভিড় ঠেলে ফিরতে শুরু করল গাড়ির দিকে। হঠাৎ হোঁচট খেলো ও। মুখ থুবড়ে পড়ল কংক্রিটের উপর। ককিয়ে উঠল ব্যথায়। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়েই স্থির হয়ে গেল

কঠিন চেহারার দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত দূরে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওদের পিছনে, সাইডওয়াক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টিন্টেড গ্লাসের সেডানটা। ভয় ফুটল মার্কোসের চোখে। চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরুল না গলা দিয়ে।

কোটের তলা থেকে পিস্তল বের করে মার্কোসের দিকে তাক করল লোকদুটো। দেয়া হলো হুমকি।

'নড়াচড়া করলেই মারা পড়বে, সেনিয়র।'

তেরো

নাকামুরার সঙ্গে নিজের আঁতাতের কথা অস্বীকার করছে না কারমেন। শুধু বলছে, হায়দারের মৃত্যুতে ওর কোনও হাত ছিল না। ওকে নিয়োগ করা হয়েছিল হায়দারের উপর নজর রাখবার জন্য; সেই সঙ্গে ট্রেজার উদ্ধারের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র পাওয়া গেলে সেটা পাচার করবার জন্য। তাকে বলা হয়েছিল, প্রয়োজন ফুরালে হায়দারকে ছলে-বলে-কৌশলে তাড়িয়ে দেয়া হবে, যাতে নাকামুরা নির্বিঘ্নে গুপ্তধন খুঁজে নিতে পারে। কারমেনের এই কথাগুলো অবিশ্বাসের কোনও কারণ দেখছে না রানা, কারণ এর আগেই মেয়েটা অন্যান্য অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে। হায়দারের প্রসঙ্গে মিথ্যে বলে তেমন কোনও লাভ নেই তার।

স্বীকারোক্তি যা দেবার, তা প্রথম পাঁচ মিনিটেই দিয়ে ফেলল কারমেন। পরের পনেরো মিনিট ব্যয় হলো ও নাকামুরার পরিকল্পনা কতটুকু জানে, সে-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদে। অঁবিন দক্ষ ইন্টারোগেটর, নানা দিক থেকে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে চলল। এক পর্যায়ে বোঝা গেল, কারমেনকে কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি

জাপানি ধনকুবের... অনেককিছুই ঘটেছে ওর অজ্ঞাতে। ক্যানাল বন্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত নয় ও, জেমিনির কথা জানে না, নাকামুরার স্থানীয় সহচর বলতে চেনে স্রেফ ক্যানাল ডিরেক্টর লুইস রুর্ডোবাকে।

'আমাকে স্রেফ ব্যবহার করেছে কেনজি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে জানাল কারমেন। 'প্রয়োজন ফুরাতেই ছুঁড়ে ফেলেছে নোংরা টিস্যুর মত।'

সমবেদনা দেখাল না কেউ। রানা কড়া গলায় বলল, 'কান্না থামাও, কারমেন! ভালমত চিন্তা করে দেখো, কিছু বাদ দিয়ে গেছ কি না। প্রতিটা খুঁটিনাটি আমাদের জন্য ইম্পরট্যান্ট।'

টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে একটু ভাবল কারমেন। 'একজনের কথা বলতে ভুলে গেছি। কাল রাতে দেখেছি তাকে, কেনজির এস্টেটে। ওই লোকটাকে দেখেই আমাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। চাইছিল না আমার সঙ্গে লোকটার কথা হোক।'

'কে এই লোক?'

'জানি না, ওরা তাকে জেনারেল বলে সম্বোধন করছিল। কেনজিকে এর আগেও কয়েকবার ওর সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি আমি... টেলিফোনে। কিন্তু কখনোই নাম উচ্চারণ করেনি। আভাসে-ইঙ্গিতে যতটুকু বুঝেছি, এই লোকের কাছ থেকে সোনা আর অস্ত্রশস্ত্রের চালান পাচ্ছে ও।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর অঁবিন। নাকামুরার রহস্যময় পৃষ্ঠপোষক!

'আর কিছু মনে করতে পারো?' চাপ দিল রানা। 'কোন্ দেশি লোক? কথায় কোনও টান আছে?'

'নাহ্, সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছু মনে পড়ছে না। শ্বেতাঙ্গ। চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না। কথা বলতে শুনেছি শুধু কাল রাতে, তাও একটা-দুটো বাক্য। পরিষ্কার ইংরেজি। আঞ্চলিক

কোনও টান নেই।'

আরও কিছুক্ষণ চলল প্রশ্নোত্তর পর্ব। কিন্তু রহস্যময় জেনারেলের বিষয়ে নতুন কিছু জানাতে পারল না কারমেন। অগত্যা জিজ্ঞাসাবাদের সমাপ্তি টানার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। দু'জন লিজনেয়ারকে নিয়ে এসেছে অঁবিন, তাদের পাহারায় কারমেনকে রেখে বেরিয়ে এল রানা, নেফারতিতি, অঁবিন আর পিনোঁ। এলিভেটরে চড়ে রওনা হলো উপরতলায়।

'কী বুঝলেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'সব সত্যিই বলেছে বোধহয়,' রানা বলল। 'ও আসলে চুনোপুঁটি। ওর কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশাও করা যায় না।'

'তা হলে অযথাই কষ্ট করলাম ওকে তুলে আনতে গিয়ে। খামোকা আমাদের একজন লোক আহত হলো।'

'তা হবে কেন? এর আগ পর্যন্ত স্রেফ অনুমানের উপর ভর করে কাজ করছিলাম আমরা। কারমেনের স্বীকারোক্তি থেকে অন্তত এটুকু তো পরিষ্কার হলো, আমরা মোটামুটি ঠিক লাইনেই এগোচ্ছি। গেইলার্ড ক্যাটে কিছু একটা ঘটাতে চাইছে নাকামুরা, আর তাকে সাহায্য করছে একটা বিদেশি শক্তি।'

'আর কিছু না হোক, ধরা তো পড়ল ডাইনিটা,' যোগ করল নেফারতিতি। 'আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করে পার পাচ্ছে না।'

'ডাইনি?' বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল অঁবিন। 'মেয়ে হিসেবে ওর প্রতি সামান্য হলেও সহানুভূতি আশা করেছিলাম আপনার কাছ থেকে। আফটার অল, ওকে প্রেমের জালে জড়িয়েছিল নাকামুরা। বিয়ের লোভ দেখিয়ে কাজ করতে বাধ্য করেছিল।'

'টোপ দিলেই সেটা গিলতে হবে কেন? ওর নিজের বিচারবুদ্ধি নেই?' রাগী গলায় বলল নেফারতিতি। 'নাহ্, ভুলই করেছেন ওকে নিয়ে এসে। নাকামুরার পাঠানো খুনিদের হাতে মরলেই

উচিত শাস্তি হতো ওর।'

'বাপ রে! এ দেখি রণরঙ্গিনী!' ভয় পাবার ভঙ্গি করল অঁবিন। 'আপনার সঙ্গে আর কথাই বলা যাবে না বিষয়টা নিয়ে।'

মার্কোসের স্যুইটে ঢুকতেই থমথমে মুখে এগিয়ে এল সোহেল। 'একটা খারাপ খবর আছে। মার্কোস... ম্যানিফেস্ট জোগাড় করেছে ও, ফ্যাক্সও করে দিচ্ছে বলে ফোনে জানিয়েছে; কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'সম্ভবত ওর পিছনে লোক লেগেছে। হুট করে লাইন কেটে দিল। এরপর থেকে ফোন ধরছে না।'

'ইশ্‌শ্‌!' বিড়বিড় করল রানা। 'কোথায় ও? কিছু জানিয়েছে?'

'শুধু বলল রাস্তায়। নাথিং স্পেসিফিক।'

আর তখুনি রিং বেজে উঠল লিভিংরুমের একপ্রান্তে রাখা ফ্যাক্স মেশিনে। কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। প্রিন্ট হয়ে বেরোতে থাকল একটার পর একটা কাগজ। ট্রানজিট শিডিউলের ম্যানিফেস্ট।

আপাতত মার্কোসের ব্যাপারে কিছুই করবার নেই। তাই কাগজগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। একে একে পড়ে দেখল সবগুলো জাহাজের নাম। মার্কোসের মতই বিস্মিত হলো। জেমিনি নেই ওর মাঝে।

'মানে কী!' হতভম্ব গলায় বলল পিনোঁ। 'নেই কেন?'

'আমিও বুঝতে পারছি না,' গম্ভীর হয়ে গেছে রানা। 'হতে পারে ওটা কোডনেম। সেটাই যুক্তিযুক্ত। নিরাপত্তার জন্য সত্যিকার নাম হয়তো বলাবলি করে না ওরা।'

'তা হলে সেটা জানব কী করে?' শুকনো মুখে বলল নেফারতিতি। 'সর্বনাশ হয়ে গেল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন যদি স্পেশাল ফোর্স পাঠাতেও পারেন, কোনও লাভ হবে না।

ওদেরকে কোনও টার্গেট দিতে পারব না আমরা।'

'জাস্ট আ মিনিট,' বলে উঠল সোহেল। 'এখুনি হতাশ হবার কিছু দেখছি না।' লিস্টের প্রথম পাতাটা তুলে দেখাল ও। 'জবাবটা এখানেই লুকিয়ে আছে।'

'কীসের জবাব?'

'জাহাজের নাম... যেটা দিয়ে ক্যানালে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। একটু মাথা খাটান। ক্রসওয়ার্ড পাযল দেখেননি কখনও?'

'হেঁয়ালি ছাড়ুন, মসিয়ো,' অধৈর্য হয়ে বলল অঁবিন। 'নামটা বলুন।'

'এই যে, এটা... মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। বাল্ক ক্যারিয়ার। লাইবেরিয়ায় রেজিস্ট্রি করা।' ম্যানিফেস্টে আবার চোখ বোলাল সোহেল। 'এখানে বলছে, ওটায় কার্গো হিসেবে বারো হাজার টন স্ক্র্যাপ মেটাল আর সিমেন্ট আছে। বিবরণটা ভুয়া, কোনও সন্দেহ নেই।'

'মারিও দে ক্যাস্তো... দুত্তোরি ছাই, ওটাই কেন?'

'দে ক্যাস্তোরেলি। এটা আসলে একটা ক্রসওয়ার্ড ক্লু।'

'একটু বুঝিয়ে বল,' রানা বলল। 'এখানে সবাই তোর মত ক্রসওয়ার্ডের পাগল না।'

'বেশ, তা হলে ভেবে দ্যাখ্, জেমিনি আসলে কী?'

'রাশিচক্রের একটা রাশি। মিথুন বলে বাংলায়।'

'রাইট। আর মিথুনের অর্থ হচ্ছে যুগল বা জুটি। রাশিচক্রে কোন্ জুটির কথা বলা হচ্ছে, সেটা জানিস?'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল রানা। 'ক্যাস্টর আর পোলাক্স। ক্যাস্টর থেকে ক্যাস্তোরেলি!'

'ঠিক ধরেছিস,' হাসল সোহেল। 'ক্যাস্টর আর পোলাক্সকে জেমিনির সূত্র হিসেবে বহুবার ব্যবহার হতে দেখেছি আমি ক্রসওয়ার্ড পাযলে।'

'দারুণ দেখালি, শালা!' একগাল হেসে বলল রানা। 'ধরে নিচ্ছি এটাই আমাদের জাহাজ। ক্যানালে কখন ঢুকবে ওটা?'

'সকাল সাতটায়। প্যাসিফিক সাইড থেকে।'

'কিন্তু সকালে তো আটলাণ্টিকের দিক থেকে জাহাজ ঢোকে ক্যানালে।' ভুরু কুঁচকে বলল অঁবিন।

'সাধারণত।' ব্যাখ্যা করল নেফারতিতি, 'কিন্তু তালিকার দিকে লক্ষ করলে দেখবেন, বেশ কিছু পানাম্যাক্স ক্রুজ লাইনার ফিরে আসছে ক্যারিবিয়ান থেকে। ওগুলোকে সকাল বেলায় ক্যানালে ঢুকতে দেয়া হয়, যাতে প্যাসেঞ্জাররা দিনের আলোতে পানামার সৌন্দর্য দেখতে পারে। মনে আছে, সেদিন একটা দেখেছিলাম? অটো-ক্যারিয়ারে ক্র্যাশ করবার আগে?'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। 'ওগুলোর কোনোটা কি মারিও দে ক্যাস্তোরেলির কাছাকাছি থাকবে?'

লিস্ট চেক করল সোহেল। 'না। মাঝে দুটো ফ্রেইটার আছে—*রবার্ট টি. চেঞ্জ আর ইংল্যাণ্ডার রোজ।* আর আছে একটা কন্টেইনার শিপ—*সুলতানা।* এটা বাংলাদেশি।'

চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। বাংলাদেশি শিপও আছে? তারমানে জেমিনিকে ঠেকানো ওর জন্য অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

'ক্যাস্তোরেলি আর ক্রুজ শিপের মাঝখানে ফ্রেইটার রাখার ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত কি না ভাবছি,' বলল পিনোঁ। 'হয়তো প্রাণহানি কমাতে চাইছে ওরা।'

'ওদের মাঝে মানবতা আছে বলে বিশ্বাস করি না আমি,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল রানা। 'তা ছাড়া ফ্রেইটার আর কন্টেইনার শিপের আরোহীরা কি মানুষ নয়?'

ঘড়ি দেখল সোহেল। 'মাত্র আঠারো ঘণ্টা বাকি। আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স আসছে কি না শিয়োর হওয়া দরকার। নইলে আমাদেরকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলছি এখুনি...'

রানার কথা শেষ না হতেই বেজে উঠল স্যুইটের ল্যাণ্ডফোন। লিভিংরুমে এক্সটেনশন আছে, সেটার রিসিভার তুলল নেফারতিতি।

'কে... মার্কোস? থ্যাঙ্ক গড! আমরা তো দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কে পিছু নিয়েছিল তোমার?'

'আণ্ডারকাভার পুলিশ,' জানাল মার্কোস। 'ব্যাপারটা স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি। বালবোয়া হাইটসে এক ক্রিমিনালের খোঁজে গিয়েছিল, আমাকে তাড়াহুড়ো করে ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালাতে দেখে ভেবেছে আমিই সেই লোক। পরে আইডি চেক করে ছেড়ে দিয়েছে। আমি আর একটু পরেই ফিরে আসছি। আপনারা মারিনাকে কিছু বলেননি তো?'

'দেখা হলে না বলব! ও এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি।'

'বেঁচে গেছি। ম্যানিফেস্ট পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। জাহাজটা আইডেণ্টিফাইও করা গেছে। জেমিনি আসলে কোডনেম। আসল নামটা বের করেছেন মি. সোহেল।'

'বাহ্, সুসংবাদ। আমাকে তো বোধহয় আর প্রয়োজন নেই তা হলে। আপত্তি না থাকলে স্কুলে চলে যাই। মারিনা আর বাচ্চাদের নিয়ে আসি।'

'নিশ্চয়ই।'

ফোন রেখে বাকিদেরকে মার্কোসের খবর জানাল নেফারতিতি।

'গুড, একটা চিন্তা দূর হলো,' বলল রানা। 'এখন তা হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলা যায়। স্পেশাল ফোর্সের জন্য অস্ত্র পাওয়া গেছে?'

'বিকেলের মধ্যে চলে আসার কথা।'

'ঠিক আছে, আমি তা হলে অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলে

নিই।'

বেডরুমে চলে গেল রানা। বাকিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরদিনের জন্য প্ল্যান সাজানোয়। ক্যানাল জোনের একটা ম্যাপ আনা হলো। ডাইনিং টেবিলের উপর সেটা বিছিয়ে চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। শুরু হলো আলোচনা। পনেরো মিনিট পর বেডরুম থেকে ফিরল রানা।

'কী বললেন অ্যাডমিরাল?' ওকে বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'পেন্টাগন এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে; তবে স্পেশাল অপারেশন্স কমাণ্ডের জেনারেল পিটারসন লোক পাঠাতে রাজি হয়েছেন। আজ রাতের কমার্শিয়াল ফ্লাইটে ছ'জন কমাণ্ডো পাঠাচ্ছেন তিনি।'

'মাত্র ছ'জন?'

'বিনা অনুমতিতে পাঠাচ্ছেন, তাই এর বেশি ফোর্স দিতে রাজি হচ্ছেন না। পানামানিয়ানরা টের পেয়ে যেতে পারে। অবশ্য ছ'জন হলেও ক্ষতি নেই, মারিও দে ক্যাস্তোরেলির মত কার্গো ক্যারিয়ারে খুব বেশি ক্রু থাকার কথা নয়। ট্যাকেল দেবার জন্য হাইলি ট্রেইণ্ড ছ'জন কমাণ্ডোই যথেষ্ট। সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা হলো, ওরা অনেক দেরিতে পৌঁছুবে।'

'কখন?'

'আটটা পঁয়তাল্লিশে ওদের প্লেন ল্যাণ্ড করার কথা টকুমেন এয়ারপোর্টে।'

'খারাপ খবর,' বলল অঁবিন। 'জাহাজটা তখন কোথায় থাকবে?'

ম্যাপ আর শিডিউল চেক করল নেফারতিতি। 'মিরাফ্লোরেস লক পেরিয়ে মিরাফ্লোরেস লেকে ঢুকবে।'

'লেক পার হতে কতক্ষণ লাগে?'

'মোটামুটি এক ঘণ্টা।'

মাথা নাড়ল পিনোঁ। 'ভীষণ টাইট হয়ে যাচ্ছে ওদের শিডিউল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে একটুও যদি দেরি হয়ে যায়, সময়মত পৌঁছুতে পারবে না ক্যানালে।'

'আর কোনও উপায়ও তো নেই,' রানা বলল। 'বিকেলে কোনও ফ্লাইট নেই। রাতেরটাই ফার্স্ট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইট।'

'সেক্ষেত্রে এয়ারপোর্টে গাড়ি তৈরি থাকতে হবে ওদের জন্য,' নেফারতিতি বলল। 'মিরাফ্লোরেস লেকে একটা বোটও রেডি রাখতে হবে মুভমেন্টের জন্য। পেদ্রো মিগুয়েল লকের কাছাকাছি একটা ম্যারিনা আছে—বালবোয়া ইয়ট ক্লাবের। ওটাকে স্টেজিং এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'ওখানকার কাউকে চেনো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বোট জোগাড় করা যাবে?'

'মার্কোস চেনে। ও হয়তো পারবে।'

'বেশ। তা হলে ওদের জন্য একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলা যাক। এসে তো সময় পাবে না।'

ম্যাপ নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। একের পর এক আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করা হলো। ব্রিজ অভ অ্যামেরিকার তলা দিয়ে যাবার সময় র‍্যাপেলিং করে নামা যায় কি না, হেলিকপ্টার থেকে রকেট ছোঁড়া যায় কি না, কিংবা আমেরিকান ফ্রিগেট থেকে গাইডেড মিসাইল মেরে ডুবিয়ে দেয়া যায় কি না, ইত্যাদি। কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হলো না কারও। একটা ব্যাপারে একমত হলো সবাই—মিরাফ্লোরেস লেকে পৌঁছুনোর আগে কোনও ধরনের হামলা চালানো বিপজ্জনক। মরিয়া হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে শত্রুরা। সেক্ষেত্রে বালবোয়া থেকে শুরু করে পানামা সিটি পর্যন্ত বিশাল জনবহুল এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারচেয়ে নির্জন মিরাফ্লোরেস লেকে পৌঁছুনোর পর জাহাজে আক্রমণ করা ভাল। বিস্ফোরণে আশপাশের

এলাকায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হবে না। সবকিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করা হলো, ছোট একটা বোট নিয়ে লেকের মাঝখানে চালানো হবে হামলা। মুভমেন্টের জন্য ঠিক করা বোটটাই ব্যবহার করা যাবে এ-কাজে।

'ইউএসএস ক্যাম্পবেল ওদের ব্যাকআপ হিসেবে থাকছে,' রানা জানাল। 'আগামীকাল সকালে ওটাও পৌঁছুবে পানামা উপসাগরে। কমাণ্ডো অ্যাটাক যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে মিসাইল মেরে ওরাই ডুবিয়ে দেবে জেমিনিকে।'

'চপার আছে ওদের?' জিজ্ঞেস করল পিনোঁ।

'দুটো এসএইচ-৬০ সি-হক। অ্যান্টিশিপ হেলিকপ্টার। তবে প্রয়োজন হলে ইকুইপমেণ্ট সরিয়ে ট্রুপস ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে।'

'বাহ্, তা হলে তো সবই ওদের অনুকূলে। অস্ত্রশস্ত্র আর ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করে দেয়া ছাড়া কিছুই করার নেই আমাদের।'

'উঁহুঁ, আমরা হলাম লাস্ট লাইন অভ ডিফেন্স। কমাণ্ডোরা এখনও পৌঁছায়নি। ওরা যদি সময়মত না আসতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকেই নামতে হবে অ্যাকশনে।' সঙ্গীদের উপর চোখ বোলাল রানা। সোহেল ছাড়াও রয়েছে নেফারতিতি, পিনোঁ আর অঁবিন। লিজনেয়ার বাহিনীতে আর টিকে আছে দু'জন—নীচতলায় কারমেনকে পাহারা দিচ্ছে ওরা। সবমিলিয়ে ওরাও সাতজন। প্রত্যেকে পরীক্ষিত, যোগ্য। মনে সাহস পেল, আমেরিকান কমাণ্ডোরা না পৌঁছুলেও অভিযান পরিচালনার মত সহযোদ্ধা রয়েছে ওর।

একটু পরেই এসে গেল মার্কোস। ওর সঙ্গে মিরাফ্লোরেস লেকে বোট ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলল নেফারতিতি। মার্কোস জানাল, ওখানে তার এক বন্ধুর স্পিডবোট আছে, সেটা পাওয়া

যাবে অনায়াসে। এরপর এল অস্ত্রের প্রসঙ্গ। কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল নেফারতিতি। জানা গেল, এক ঘণ্টা পরেই সবকিছু নিয়ে আসবে ওরা। দাম হিসেবে দশ হাজার ডলার যেন রেডি রাখা হয়।

'সমস্যা হয়ে গেল,' ফোন রেখে বলল নেফি। 'এত টাকা তো আমার কাছে নেই।'

'আমার কাছে আছে,' বলল সোহেল। 'ট্র্যাভেলার্স চেক। এখুনি ভাঙিয়ে আনছি।'

'চল, আমিও যাব।' উঠে দাঁড়াল রানা।

'তুই আবার লেজ ধরছিস কেন?' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'বিশ্রাম নে।'

'উঁহুঁ। তোকে বিশ্বাস নেই। টাকা নিয়ে যদি পালিয়ে যাস?' ঠাট্টা করল রানা। আসলে মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে—একাকী গিয়েই বিপদে পড়েছিল নেফারতিতি আর মার্কোস। সোহেলকে তাই একা পাঠাতে চাইছে না।

'আমি পালাব? নাকি আমার টাকা নিয়ে তুই পালাবার ধান্ধা করছিস?' রাগী গলায় বলল সোহেল।

বন্ধুসুলভ ঝগড়া করতে করতে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

ফিরল এক ঘণ্টা পর। ততক্ষণে অস্ত্রবিক্রেতারা এসে গেছে। নার্ভাস চেহারার তিনজন পানামানিয়ান। চামড়ার জ্যাকেট, কালো টি-শার্ট আর জিন্স পরেছে সবাই। বয়সও কাছাকাছি—ত্রিশের কোঠায়। সন্দিহান চোখে তাকাচ্ছে আঁবিন আর পিনোঁর দিকে। সোফার উপরে পড়ে আছে তিনটা ডাফল ব্যাগ। সেখান থেকে একটার পর একটা আগ্নেয়াস্ত্র বের করছে নেফারতিতি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে পাকা খদ্দেরের মত। বেশিরভাগই সারপ্লাস আমেরিকান অস্ত্র—সম্ভবত কণ্ট্রা যুদ্ধের পর পরিত্যক্ত।

'সর্বনাশ! এ কি হোটেল রুম, নাকি র‍্যাম্বোর বসার ঘর?' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রসিকতা করল সোহেল।

'র‍্যাম্বো! র‍্যাম্বো!' তোতা পাখির মত আউড়াল তিন পানামানিয়ান। হাসছে দাঁত বের করে। সহজ হয়ে এল পরিবেশ।

ডলারের ব্যাগটা সোহেলের হাতে দিয়ে নেফারতিতির দিকে এগোল রানা। টেবিল থেকে তুলে পরীক্ষা করল একটা পিস্তল। জিজ্ঞেস করল, 'কত করে দিচ্ছ এগুলোর জন্য?'

'পিস্তল দুইশ', আর এম-সিক্সটিন এক হাজার করে,' জানাল নেফারতিতি। 'দর কষাকষির সুযোগ আছে অ্যামিউনিশন আর কমব্যাট হারনেসের বেলায়।'

দশ হাজার ডলারের ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়েছে সোহেল; দ্রুত হিসেব করে ফেলল রানা। কমাণ্ডোদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাড়তি তিনটা অস্ত্র নিতে পারবে ও, সোহেল আর নেফারতিতি। লিজনেয়ারদের নিজস্ব অস্ত্র আছে, কাজেই ওদের চাহিদা নেই; তারপরেও ভদ্রতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, কিছু চাই কি না।

'শুধু অ্যামিউনিশন,' বলল পিনোঁ। 'ফামাস রাইফেলের জন্য ফাইভ পয়েণ্ট ফাইভ সিক্স মিলিমিটার, আর পিস্তলের জন্য নাইন মিলিমিটার।'

পুরো দশ হাজার ডলারের কেনাকাটা করল নেফারতিতি। দাম মিটিয়ে দিল। উদ্বৃত্ত অস্ত্রগুলো আবার ব্যাগে ভরে ফেলল তিন পানামানিয়ান। স্প্যানিশে বিদায় সম্ভাষণ জানাল চলে যাবার আগে।

'ওদেরকে বিশ্বাস করা যায়?' ফিসফিসিয়ে নেফিকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখান থেকেই গিয়েই আবার পুলিশে খবর দেবে না তো?'

হেসে উঠল নেফারতিতি। স্প্যানিশে অনুবাদ করে প্রশ্নটা শোনাল তিন অস্ত্র-বিক্রেতাকে। আরও জোরে হেসে উঠল

লোকগুলো। একজন পিছনের পকেটে হাত দিল। বের করে আনল ওয়ালেট। ওয়ালেট খুলতেই দেখা গেল পরিচয়পত্র। এরা সবাই পানামা পুলিশের সদস্য!

'পুলিশ অস্ত্র ব্যবসা করছে?' হতভম্ব গলায় বলল সোহেল।

'ওভাবে বললে খারাপ শোনায়,' নেফারতিতি বলল। 'তারচেয়ে একে ইন্টার-এজেন্সি কো-অপারেশন ভাবুন। এরা সবাই আমার খুব বিশ্বস্ত, তাই ওদেরকে মোটামুটি সবই খুলে বলেছি। কথা দিয়েছি, আগামীকাল মারিও ডি ক্যাস্তোরেলিকে আটকাবার পর যত অপরাধী ধরা পড়বে, সবাইকে অ্যারেস্ট করবার সুযোগ দেব ওদের। হিরো হয়ে যাবে ওরা! তা ছাড়া কারমেন কপোলাকেও এখন নিয়ে যাবে ওরা। আমরা না বলা পর্যন্ত আটকে রাখবে। ঘাড় থেকে একটা যন্ত্রণা নামালাম।'

'হিরো বানাবেন বলে কথা দিয়েছেন, তারপরেও দাম নিল অস্ত্রগুলোর?'

'বিজনেস ইজ বিজনেস, সেনিয়র,' এক গাল হেসে বলল এক পানামানিয়ান।

হাত মিলিয়ে ওদেরকে বিদায় জানাল নেফারতিতি। পিনো গেল সঙ্গে। কারমেনকে ওদের হাতে তুলে দেবে।

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল অঁবিন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'যাক, সৈন্য পাওয়া গেল, অস্ত্র পাওয়া গেল, গাড়ি তো আছেই আমাদের সঙ্গে, মসিয়ো মার্কোসও একটা বোট ভাড়া করে দেবেন। প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ।'

'টার্গেটও পাওয়া গেছে,' যোগ করল নেফারতিতি। 'সব মিলিয়ে বেশ ইতিবাচক অবস্থাতেই আছি আমরা

'তা হলে কেন কিছু একটা বাদ পড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে আমার?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা।

'ক্লান্ত মস্তিষ্কের অমূলক ভয়, বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে,'

সান্ত্বনার সুরে বলল নেফারতিতি। হাত রাখল ওর কাঁধে। 'গত একঘণ্টায় আরও দশবার প্ল্যানটা চেক করেছি আমরা। কোথাও কোনও খুঁত নেই। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।'

'আমিও তা-ই বলি,' সুর মেলাল অঁবিন। 'সবই কাভার করা হয়েছে, মসিয়ো রানা। কিচ্ছু বাদ পড়েনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তা-ই যেন হয়।'

চোদ্দ

ডেকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে নিজের নাবিকদের কর্মকাণ্ড দেখছে করভান্ডের ক্যাপ্টেন স্টিফেন ওকোচা। জাহাজের বোলার্ডে মোটা মোটা ম্যানিলা রোপ বাঁধছে তারা। রোপগুলোর অন্যপ্রান্ত প্যাঁচানো হয়েছে ড্রাই ডকের ভিতরদিকের ডিজেল-পাওয়ার্ড ক্যাপস্টানে। মোটর চালু করা হলে ঘুরতে শুরু করবে ক্যাপস্টান, টান পড়বে দড়িতে। ড্রাই ডকের ফাঁপা কাঠামোর ভিতরে ঢুকে পড়বে জাহাজ। এরপর ডকের প্রবেশপথের বিশাল ডোরদুটো আটকে পানি বের করে দিলেই তলার খাঁজকাটা ব্লকের উপরে বসে পড়বে জাহাজ, ঠাঁই পাবে শুকনো মেঝে থেকে বিশ ফুট উঁচুতে।

নাইজেরিয়ায় জন্ম ক্যাপ্টেন ওকোচার, তবে বাস্তবে সে দেশহীন এক মানুষ। পেশাদার স্মাগলার, নিজের জাহাজে করে অবৈধ মালামাল পরিবহন করে চলেছে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে,

গত বিশ বছর ধরে। টাকা পেলে যে-কোনও কার্গো নিতে রাজি আছে সে; তাতে কার কী লাভক্ষতি হলো, সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ-কারণে দুনিয়ার তাবৎ অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মাঝে তার যথেষ্ট কদর রয়েছে। একমাত্র সে-ই ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ অস্ত্রের চালান পৌঁছে দেয় দুনিয়ার বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠন ও বিপ্লবী দলের হাতে। তবে এবারকার ট্রিপটা অন্য যে-কোনও সময়ের থেকে আলাদা। এবারই প্রথম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে হয়েছে ওকে, তা-ও আবার একটি দেশের হয়ে। মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে পৌঁছুতে পেরেছে গন্তব্যে, ঠিকমত আনলোডিং শেষ হলে তার সুনাম কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

স্রোতের ধাক্কায় মৃদু নড়াচড়া করছে জাহাজ, ওয়াকিটকিতে হেল্‌ম্‌সম্যানকে ধমকে উঠল ওকোচা। আফট থ্রাস্টারের এক ধাক্কায় জাহাজের হেডিং ঠিক করা হলো। রেডিওতে ড্রাই ডকের শেষ প্রান্ত থেকে সন্তোষ প্রকাশ করল চিফ অপারেটর, জানাল এবার ক্যাপস্টানের মোটর চালু করতে চলেছে সে সম্মতি দিল ওকোচা। চেঁচিয়ে নাবিকদেরকে সরে যেতে বলল দড়িদড়ার কাছ থেকে।

অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই, গত ক'দিন ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি সে। ভিতরে ভিতরে মরে যাচ্ছে টেনশনে। হোল্ডে রাখা মিসাইলগুলোই এর কারণ। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এটাই একমাত্র দুশ্চিন্তা নয়। কোনও কারণে ওগুলো নিয়ে ধরা পড়লে কী হতে পারে, সেটাও ঘুম কেড়ে নিয়েছে তার। মক্কেলরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তাদের পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। প্রয়োজনে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে হবে তাকে, করতে হবে আত্মহত্যা। নির্দেশটা অমান্য করলে পুরস্কার ঘোষণা হবে তার মাথার জন্য। সেই সঙ্গে হত্যা করা হবে তার পরিবার-পরিজনকে। পানামায় নিরাপদে পৌঁছুলেও

নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কারণ শেষ মুহূর্তে রেডিওতে বিশেষ এক নির্দেশ এসেছে মক্কেলদের প্রতিনিধি এক জেনারেলের কাছ থেকে—মিসাইল আনলোডিঙের উপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। কাজেই ওগুলো নামিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা সম্ভব হচ্ছে না এখুনি।

একটু পরেই দূর থেকে ভেসে এল মোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ টান টান হয়ে উঠল সবক'টা দড়ি। ধীরে ধীরে ডকের চারকোনা কাঠামোর ভিতরে ঢুকতে শুরু করল করভাল্ড। ডেকে দাঁড়িয়ে সবকিছু তদারক করল ওকোচা, প্রয়োজনে থ্রাস্টার চালিয়ে পজিশন ঠিক রাখল জাহাজের, কারণ দু'পাশে মাত্র পঞ্চাশ ফুট গ্যাপ থাকছে, একটু এদিক-সেদিক ড্রিফট করলেই ডকের কংক্রিটের দেয়ালে ঘষা খাবে করভাল্ড। ফ্যানটেইল ভিতরে ঢুকে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে বাড়তি দড়ি পাস করা হলো, ডকের বোলার্ডের সঙ্গে ভালমত বাঁধা হলো জাহাজকে। ইতিমধ্যে পিছনের ডোরদুটো বন্ধ হয়ে গেছে, চালু করা হয়েছে ড্রেইনেজ সিস্টেম। আধঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল পুরো প্রক্রিয়া। ড্রাই ডকে থিতু হলো জাহাজ।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পায়ের তলায় গোড়াটা পিষে ফেলল ওকোচা। পিয়ারের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল নাকামুরাকে। সঙ্গে সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী ইরি ইয়োশিদা আর ইউনিফর্ম পরা ক্যাপ্টেন হারুকি। লম্বা কদম ফেলে এগিয়ে আসছে গ্যাংওয়ের দিকে। ছবি দেখেছে, তাই চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না জাপানি টাইকুনকে। নির্ঘাত তার কাছেই আসছে, কিন্তু দেখা করবার ইচ্ছে হচ্ছে না। জেনারেলের নির্দেশ শোনামাত্র তর্জন-গর্জন শুরু করে দেবে। এত রাতে হৈ-চৈ শোনার মানসিকতা নেই ওকোচার, মানা করে দিলেই হয়। তবু কেন যেন লোকটাকে ঘাঁটাবার সাহস হচ্ছে না। সেকেণ্ড অফিসারকে পাঠিয়ে

দিল তাকে এসকর্ট করে ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে আসার জন্য।

খানিক পরে কেবিনের দরজায় দেখা মিলল নাকামুরার। হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল ওকোচা। 'ওয়েলকাম টু করভাল্ড, মি. নাকামুরা। আমি ক্যাপ্টেন স্টিফেন ওকোচা।'

দায়সারা ভঙ্গিতে হাত মেলাল নাকামুরা। সঙ্গীদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করল না, হিরিকে নিয়ে ঢুকল কেবিনে। ক্যাপ্টেনের বাড়িয়ে দেয়া একটা চেয়ারে বসে বলল, 'আরও ঘণ্টাখানেক আগে আশা করেছিলাম আপনাদেরকে

'রাতের বেলা সাবধানে চলাচল করতে হয়,' বলল ওকোচা। 'আস্তে এসেছি, তাই সামান্য দেরি হয়েছে

'যা হবার হয়েছে, আনলোডিঙের কাজ এখুনি শুরু করে দিন। আমার লোকেরা রেডি আছে।'

'দুঃখিত, মি. নাকামুরা, সেটা সম্ভব নয়। সবকিছু আপাতত যেমন আছে তেমনই থাকবে।'

'মানে?' খেঁকিয়ে উঠল নাকামুরা।

'জেনারেলের নির্দেশ,' বলল ওকোচা। 'তাঁর ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত ওগুলো নামানো যাবে না

'নিন ক্লিয়ারেন্স। মানা করছে কে?'

'জেনারেল নিজেই যোগাযোগ করবেন, তবে আগামীকালের আগে নয় ইউ সি... আপনার সাফল্যের ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নন তিনি। তাই অপেক্ষা করতে চাইছেন আগামীকালের অপারেশনের ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি সবকিছু ঠিকমত শেষ হয়, আনলোডিঙের গ্রিন সিগনাল দেবেন। অন্যথায় কার্গো নিয়ে মুহূর্তের নোটিশে ফিরে যেতে হবে আমাকে। ওভাবেই তৈরি থাকতে বলেছেন

খেপে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলাল নাকামুরা। খতিয়ে দেখল নির্দেশটার কারণ। একেবারে অযৌক্তিক বলা চলে না

পিঠ বাঁচিয়ে চলছেন জেনারেল। ক্যানালের অপারেশন ব্যর্থ হলে তার দায়ভার নেবেন না। রাখবেন না এখানে তাঁর দেশের সংশ্লিষ্টতার কোনও প্রমাণ। তাই মিসাইলগুলো দ্রুত সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে রাখছেন—ওগুলো লোডিং বা আনলোডিঙে প্রচুর সময় লাগে। অবশ্য যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য হলেও ব্যাপারটা পছন্দ হলো না নাকামুরার। দু'পয়সার এক শিপ ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে এ-ধরনের নির্দেশ শোনা অপমানজনক। জেনারেল নিজেই কথাটা বলতে পারতেন তাকে।

'আপনারা নেমে গেলেই গ্যাংওয়ে তুলে নেব আমি,' জানাল ওকোচা। 'আশা করছি আপনি কন্ট্রোল রুমে রাউণ্ড-দ্য-ক্লক অপারেটর রাখবেন, যাতে প্রয়োজন পড়ামাত্র ডকের গেট খুলে দেয়া যায়... মানে, যদি আমাকে দ্রুত চলে যেতে হয় আর কী।'

নাকামুরাকে দেখে মনে হলো কেউ তাকে এক চামচ তেতো ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। বাঁকা সুরে বলল, 'জেনারেল দেখছি মিসাইল নিয়ে বড়ই উতলা। মোবাইল-লঞ্চারগুলোর কথা কি ভুলে গেছেন? অপারেশন যদি ব্যর্থই হয়, ওগুলোর কী হবে? ওখান থেকেও তো তাঁদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'এ-বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই,' বলল ওকোচা। 'হয়তো কিছু ভেবে রেখেছেন জেনারেল, কিংবা আশা করছেন আপনিই ওগুলোর ব্যাপারে যা করার করবেন।'

হাল ছেড়ে দিল নাকামুরা, এর সঙ্গে হৈ-হল্লা করে লাভ নেই। 'বেশ, এখানে আর সময় নষ্ট করবার মানে হয় না। আমার তাড়া আছে। আমাদের প্ল্যান মোতাবেক যদি সবকিছু এগোয়, তা হলে আশা করছি জেমিনির ক্রু-রা আগামীকাল বেলা পৌনে এগারোটায় গ্যামবোয়া পৌঁছুবে তারমানে এগারোটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে পানামা ক্যানাল।'

'সেক্ষেত্রে আমিও খবরটা পাওয়ামাত্র আনলোডিং শুরু করব,

নিশ্চিত থাকুন,’ কথা দিল ওকোচা।

মাথা ঝাঁকাল নাকামুরা। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, ‘ক্যাপ্টেন হারুকি!’

দরজায় দেখা দিল হারুকি। ‘জী, স্যর?’

‘তুমি আর ইরি আজ রাতে এখানেই থাকবে। ক্যাপ্টেন ওকোচা বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে এখান থেকে চলে যাবার অধিকার রাখেন, ইরি সেটা জানে।’ পাশে দাঁড়ানো ইরি সায় দিল কথাটাতে। ‘পরিস্থিতি সত্যিই তেমন দাঁড়িয়েছে কি না, তা ঠিক করবে তোমরা। যদি মনে করো ভয় পেয়ে অযথাই পালাতে চাইছেন ইনি, সরাসরি মাথায় গুলি করবে। ক্লিয়ার?’

‘ইয়েস, স্যর,’ বলল হারুকি

মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল ওকোচার। ‘আপনি সিরিয়াস?’

‘অবশ্যই,’ কঠিন গলায় বলল নাকামুরা। ‘ইট’স্ নাথিং পার্সোনাল, ক্যাপ্টেন। তবে আপনি কোনও কারণে নার্ভাস হয়ে পড়লে তার জন্য আমি ভুগতে পারি না।’

‘আমি বুঝতে পেরেছি।’

‘হারুকি, এখানে পাহারা দেবার জন্য কতজন লোক দরকার?’

‘জাহাজের কমপ্লিমেন্ট কত?’

‘আটজন অফিসার, বাইশজন নাবিক,’ জানাল ওকোচা।

‘চারজন হলেই চলবে, স্যর।’

‘ঠিক আছে, আনিয়ে নাও।’

‘এক্সকিউজ মি, স্যর... পেদ্রো মিগুয়েল আর মিরাফ্লোরেস লকে আমাদের লোক বসাতে বলেছিলেন। আমি এখানে রয়ে গেলে ওদের সুপারভাইজ করাব কাকে দিয়ে?’

‘তোমার ডেপুটিকে পাঠাও। ও পারবে না?’

‘সার্জেন্ট সাতো? নিশ্চয়ই পারবে, স্যর।’

'তা হলে ও-ই যাক। লকে ঝামেলার কোনও আশঙ্কা করছি না এমনিতেই। তারপরেও ভালমত ব্রিফ করে দিয়ো ওকে।'

'ইয়েস, স্যর।'

'গুড বাই। সকালে দেখা হবে।'

ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল নাকামুরা। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে এল মেইন ডেকে, তারপর গ্যাংওয়ে পার হয়ে চলে এল পিয়ারে সুপারভাইজর তাকাশি অপেক্ষা করছে সেখানে।

'আজ রাতে আনলোডিং হবে না,' তাকে জানাল নাকামুরা। 'তোমার লোকজন সরিয়ে নাও। আগামীকালের জন্য তৈরি রেখো ওদেরকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল তাকাশি। রিস্টওয়াচে চোখ বোলাল নাকামুরা। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আর এগারো ঘণ্টা সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেই হয় পরিকল্পনার প্রথম অংশ তা হলে সফল হবে তার—বন্ধ হয়ে যাবে পানামা ক্যানাল। হাতে পাবে মিসাইলগুলো। লঞ্চার-ট্রাকে তুলে নিয়ে যাবে পূর্ব-নির্ধারিত একটা জায়গায়, পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশকে বাস্তবায়িত করবে ওগুলো আমেরিকার উদ্দেশে ছুঁড়ে।

তারপর?

তারপর যা-ই ঘটুক পরোয়া করে না নাকামুরা প্রতিশোধ নেয়া যাবে তার পূর্ণ হবে জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। মরতে পারবে শান্তি নিয়ে পরপারে গিয়ে বাবা-মাকে বলতে পারবে, তোমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছি আমি! আর কী চাই? জেনারেল থাকুক তার পিঠ বাঁচানোর চিন্তা নিয়ে। সেটা নিয়ে তার কীসের মাথাব্যথা? হাতে পাওয়ামাত্র মিসাইল লঞ্চ করবে সে।

সইছে না নাকামুরার

'রানা... অ্যাই রানা! ওঠ্!'

কয়েক দফা ঝাঁকি খেয়ে আরামদায়ক ঘুমটা ভেঙে গেল রানার। মুখের উপর সোহেলকে ঝুঁকে থাকতে দেখে বিরক্ত গলায় বলল, 'এই রে! তোর মুখ দেখে ঘুম ভাঙল? বুঝেছি, আজ দিনটাই খারাপ যাবে।'

'আর আমার ঘুম বুঝি কোনও হুরপরীর চেহারা দেখে ভেঙেছে?' চিমটি কাটল সোহেল। 'চোখ খুলতেই দেখলাম তুই ব্যাটা বিটকেল নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিস।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা। 'ক'টা বাজে?'

'সাড়ে পাঁচটা। এইবেলা উঠে পড়, বাপু। সাড়ে ছ'টায় সবাইকে আসতে বলা হয়েছে।'

'তাই তো!' মনে পড়ল রানার। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামল। 'নেফি উঠেছে?'

'হ্যাঁ। ও-ই ফোন করে জাগিয়েছে আমাকে। মেজর পিনোঁর সঙ্গেও সেলফোনে কথা হয়েছে, সময়মত চলে আসবে ওরা।'

'ওদের সেই আহত সৈনিকের খবর কী?'

'এখনও ক্লিনিকে, তবে আশঙ্কামুক্ত।'

'ভাল।' বাথরুমে ঢুকে গেল রানা। দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বদলে নিল পোশাক। ওয়াশিংটনে ফোন করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিল, তারপর সোহেলকে নিয়ে রওনা হলো ওপরতলায়—মার্কোসের স্যুইটে। রাতে নেফারতিতি ওখানেই থেকেছে। লিজনেয়ার টিমও ওখানেই আসবে।

নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছুল তারা—অঁবিন, পিনোঁ আর দুই সৈনিক। সৈনিকদের একজন আলজেরিয়ান, নাম আবদেল ফারহাত, মুসলমান; অন্যজন অঁবিন-পিনোঁর মতই ফরাসি, নাম লুভান। স্যুইটের ডাইনিং রুমে বসে ব্রেকফাস্ট

খেলো সবাই। একই সঙ্গে শেষবারের মত আলোচনা করে নিল দিনের কর্মপরিকল্পনা। লিজনেয়ারদের ভ্যান নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে নেফারতিতি, স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডোদেরকে রিসিভ করবার জন্য। ওদেরকে নিয়ে বালবোয়া ইয়ট ক্লাবে চলে আসবে ও। ওখানে বোট আর অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করবে রানা, সোহেল, মার্কোস আর লিজনেয়াররা। কমাণ্ডোদেরকে সবকিছু হস্তান্তর করে দায়িত্ব শেষ করবে। অবশ্য কোনও কারণে যদি স্পেশাল ফোর্স না পৌঁছুতে পারে, কিংবা ব্যর্থ হয় মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে থামাতে, তখন কাজে নামতে হবে ওদেরকেই।

'হুম, তা হলে মোটামুটি সবকিছুই ঠিক হয়ে গেল,' বলল রানা। 'ওয়াশিংটনে কথাও বলেছি আমি, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন জানালেন—ঠিকমত বিমানে উঠেছে কমাণ্ডোরা। আশা করছি আগামী দু'ঘণ্টার মধ্যে ল্যাণ্ড করবে।'

'নেভির জাহাজের কী খবর?' জিজ্ঞেস করল পিনোঁ।

'অলরেডি টমাহকের রেঞ্জে পৌঁছে গেছে ইউএসএস ক্যাম্পবেল। আর দু'ঘণ্টা পর ভিজিএএস ক্যাননের রেঞ্জেও পৌঁছাবে। পানামার রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমার বাইরে থাকবে ওরা, তবে নজরদারির জন্য ড্রোন এয়ারক্র্যাফট পাঠাবে।'

'পানামার অ্যান্টি-এয়ার ডিফেন্স কেমন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। 'ড্রোনটাকে আবার গুলি করে বসবে না তো?'

'ওটা লেটেস্ট ড্রোন, রেইডারে পাখির মত দেখায়,' রানা জানাল। 'আমার মনে হয় না তেমন কোনও ভয় আছে।'

'তা হলে তো ভালই।'

সাতটা বেজে গেছে। রানা বলল, 'এবার বোধহয় বেরিয়ে পড়াই ভাল।'

'আপনারা নামুন,' মার্কোস বলল। 'আমি মারিনা আর বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সবাই। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ছোট কয়েকটা নায়লনের ব্যাগে ভরা হয়েছে, সেগুলো ভাগাভাগি করে নিল প্রত্যেকে। মারিনা বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে, সঙ্গে বাচ্চারা। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল মার্কোস। ছোট্ট পিন্টো কান্না জুড়ল, মার্কোসের সঙ্গে যাবে; তাকে নিরস্ত করতে বেশ বেগ পেতে হলো। শেষ পর্যন্ত চকলেট আর খেলনার লোভ দেখিয়ে বশ করা হলো ওকে। একটু অবাকই লাগল রানার—গত কয়েকদিনে ওর বা নেফারতিতির চেয়ে মার্কোস-মারিনার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে ছেলেটা। ওদের ক্রমাগত অনুপস্থিতিই সম্ভবত এর কারণ। অবশ্য একদিক থেকে ব্যাপারটা মন্দ নয়। মারিনা যে পিন্টোকে দত্তক নিতে চাইছে, তা ইতিমধ্যে রানাকে জানিয়েছে মার্কোস। ভবিষ্যৎ-অভিভাবক হিসেবে ওদের সঙ্গেই পিন্টোর ঘনিষ্ঠতা হওয়া ভাল।

হোটেল থেকে বেরুতেই শুরু হলো বৃষ্টি। পার্কিং লটে পৌঁছুবার আগেই পরিণত হলো অঝোর বর্ষণে। বৃষ্টির মতিগতি বোঝার জন্য উপরদিকে তাকাতেই রানার মুখে যেন বিঁধল শত-সহস্র সুঁই। ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে আকাশ, হারিয়ে গেছে দিগন্ত। সহসা এই বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না।

চাচাত ভাই ভিক্টরের কাছ থেকে একটা পিকআপ ধার নিচ্ছে মার্কোস, বালবোয়া ইয়ট ক্লাবে যাবার জন্য কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে নাইট শিফটে ডিউটি করে এসেছে ভিক্টর, পিকআপে ওঠার আগে তার সঙ্গে কথা বলে নিল সে। ততক্ষণে পিকআপের পিছনে নিজেদের গিয়ার লোড করে নিল বাকিরা লিজনেয়ার টিম গিয়ারের সঙ্গেই উঠল; একটু চাপাচাপি হলেও অসুবিধে নেই, কারণ মাত্র পনেরো মাইল যেতে হবে ওদেরকে। রানা আর সোহেল উঠল সামনের ক্যাবে। নেফারতিতি ইতিমধ্যে লিজনেয়ারদের ভ্যানে উঠে পড়েছে। অপেক্ষা করছে রওনা হবার

জন্য ইশারা পাবার।

খানিক পর ভিক্টরের সঙ্গে কথা শেষ করে পিকআপের চালকের আসনে উঠে বসল মার্কোস বলল, 'ভিক্টরের কাছে শুনলাম, কাল রাতে ড্রাই ডক খালি করে নতুন একটা জাহাজ তোলা হয়েছে। নাম দেখতে পারেনি, কারণ ডকের চারপাশে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে; তবে ওর মনে হয়েছে ওটা একটা রেফ্রিজারেটর শিপ।'

'নিশ্চয়ই করভাল্ড,' অনুমান করল রানা।

'আমারও তা-ই ধারণা।' রুমাল বের করে মাথা আর মুখ মুছল মার্কোস। 'ডকটা পোর্টের একপ্রান্তে, মানুষের আনাগোনা নেই। ওখানে বসে সবার অলক্ষে মিসাইল আনলোড করা সম্ভব।'

'হুম তা হলে করভাল্ডের ব্যাপারে অ্যালার্ট করে দেব ইউএসএস ক্যাম্পবেলকে। মিসাইল-ভরা একটা জাহাজ কীভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হবে, সেটা ওরাই ভাল বুঝবে

ইঞ্জিন চালু করল মার্কোস, একটু এগিয়ে পিকআপকে নিয়ে গেল ভ্যানের পাশে। জানালার কাঁচ নামিয়ে নেফারতিতিকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি রেডি?'

'হ্যাঁ, বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে উঁচু গলায় কথা বলতে হচ্ছে নেফিকে। 'সব যদি ঠিকঠাক থাকে আশা করি দশটা বাজার আগেই পৌঁছে যাব ইয়ট ক্লাবে। এয়ারপোর্টের কাস্টমসে দেরি না হলেই হয়

'আমরা বোট নিয়ে অপেক্ষায় থাকব। ইউ দেন

হাওয়ায় একটা চুমু ভাসিয়ে গিয়ার দিল নেফারতিতি বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে। ওর পিছু পিছু পিকআপ নিয়ে বেরুল মার্কোস, বাঁক নিয়ে উল্টোদিকের রাস্তা ধরল গ্যামবোয়া হাইওয়ে ধরে বিশ মিনিট চলবার পর পৌঁছে গেল বালবোয়া ইয়ট ক্লাবে নামটা গালভরা হলেও ক্লাবের জীর্ণশীর্ণ দশা—বিল্ডিং-ডক

সবকিছুই পুরনো, বিবর্ণ। ক্লাবের অবস্থান পেদ্রো মিগুয়েল লক থেকে কয়েক মাইল দূরে, হ্রদের পারে। পার্কিং লট থেকেই একটা অতিকায় পানাম্যাক্স শিপ দেখতে পেল ওরা, লকে ঢুকেছে।

পার্কিং লটে আর কোনও গাড়ি নেই। মঙ্গলবারের সকাল, ছুটির দিন নয়... তা ছাড়া আবহাওয়াও বিরূপ। দোতলা ক্লাবহাউসের টিনের চালে অবিশ্রান্ত আঘাত হেনে চলেছে বৃষ্টি, ঝমঝম আওয়াজে কান ঝালাপালা। ম্যারিনায় ডজনখানেক সেইলবোট বাঁধা কাঠের জেটিতে রয়েছে আরও গোটাদশেক পাওয়ারবোট ছোট ছোট বোটইয়ার্ডে যেমন দেখা যায়—পানিতে সব বোট রাখার জায়গা হয়নি, ফলে কাঠ বা লোহার ফ্রেমের উপর ভর করে ডাঙাতেও রাখা হয়েছে বেশ কিছু বোট। মরচে-পরা এক ক্রেইন রয়েছে ওগুলোকে পানিতে নামানো-ওঠানোর জন্য একপ্রান্তের পিয়ারে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে একটা গ্যাসোলিন পাম্প

ম্যারিনার ওপারে বিশাল মিরাফ্লোরেস হ্রদ। হ্রদের অন্যপ্রান্তে মিরাফ্লোরেস লক ওদিক থেকে আসবে ওদের শিকার। কুয়াশায় ঢাকা জলাভূমির মাঝে পরিত্যক্ত দুর্গের মত লেকের বুকে ঢিমেতালে চলছে কিছু মালবাহী জাহাজ—হঠাৎ দেখায় প্রায় স্থির বলে মনে হয়। ঝড়বাদলের পর্দা ভেদ করে ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না জাহাজগুলোর আলো, ফানেল থেকে বেরুনো ধোঁয়া মিশে যা ধূসর মেঘের অরণ্যে। নিষ্প্রাণ এই পরিবেশে হঠাৎ হঠাৎ বেজে উঠছে ভিজিবিলিটি কমে যাওয়ায় সতর্কসঙ্কেত দেয়া হচ্ছে কেউ থাকলে যেন সরে যায়।

গাড়ি থামবার পরেও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল আরোহীরা—পরিবেশের প্রভাব যেন পড়তে শুরু করেছে ওদের উপর। এক সময়ে বিরক্ত গলায় সোহেল বলল, 'বিশ্রী আবহাওয়া! অবশ্য একদিক থেকে সেটা ভাল।'

কথাটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলো না। সবাই বুঝতে পারছে, ঝড়বাদলের কারণে সুবিধে পাবে কমাণ্ডোরা। প্রাকৃতিক আড়াল ব্যবহার করে হামলা চালাতে পারবে মারিও দে ক্যাস্তোরেলিতে।

পিছন থেকে ড্রাইভারস্ ক্যাবের গায়ে টোকা পড়ল। সঙ্কেত পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা, সোহেল আর মার্কোস। লিজনেয়াররাও নামল একই সঙ্গে। সঙ্গে মাত্র দুটো রেইনকোট এনেছে ওরা—মার্কোস আর সোহেলের ভাগে জুটল ওগুলো। অবশ্য তার আগেই সবাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে।

পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল মার্কোস, ক্লাবহাউস আর লন পেরিয়ে সঙ্গীদেরকে নিয়ে গেল ম্যারিনায়। বাতাসের তোড়ে বাঁশির মত আওয়াজ হচ্ছে সেইলবোটগুলোর রিগিঙের মাঝ দিয়ে। ঢেউয়ের মুহুর্মুহু ঝাপটায় নড়েচড়ে উঠছে বোটের পুরো কাঠামো। বন্ধুর কাছ থেকে ত্রিশফুটি একটা পাওয়ারবোট ধার নিয়েছে মার্কোস—পনেরো ফুট উঁচু টিউনা টাওয়ার, আর মোটামুটি বড় আকারের একটা কেবিন আছে ওতে, স্লাইডিং ডোর খুলে ঢুকতে হয়। বোটটা খুঁজে নিয়ে উঠে পড়ল ওরা, তালা খুলে ঢুকে গেল কেবিনে। ভিতরে পা রেখেই ব্যাগ খুলে সমস্ত অস্ত্র বের করল লিজনেয়াররা—চেক করে নেবে, পানিতে ভেজায় যাতে জ্যাম হয়ে না যায় ওগুলো। নিজেদের চেয়ে অস্ত্রগুলোর প্রতিই ওদের বেশি মনোযোগ।

'ঠিক আছে সব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।' ওর হাতে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের পিস্তল তুলে দিল ফারহাত।

এক দফা অ্যাকশন চেক করে পিস্তলের ম্যাগাজিন খুলে ফেলল রানা। চেম্বারের বুলেটটা বের করে আবার লোড করল ম্যাগাজিনে। অন্তত দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে, এখুনি লোডেড অস্ত্র নিয়ে তৈরি হবার প্রয়োজন নেই। খুঁজে-পেতে

কয়েকটা তোয়ালে বের করেছে মার্কোস, সেগুলো নিয়ে ভেজা শরীর মোছায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

'তাস-টাস পান কি না দেখুন,' মার্কোসকে বলল সোহেল। 'সময় কাটানো যাবে।'

নিস্তরঙ্গভাবে বয়ে চলল সময়। যা ভয় করছিল, তা-ই ঘটল। দেরি করল ফ্লাইট। ন'টা বাজার দশ মিনিট পর নেফারতিতি ফোন করে জানাল, এইমাত্র ল্যাণ্ড করেছে বিমান—নির্ধারিত সময়ের পাক্কা পঁচিশ মিনিট পরে। হা-হুতাশ করল না রানা, সংক্ষেপে ওকে বলে দিল, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন কমাণ্ডোদের নিয়ে চলে আসে ইয়ট ক্লাবে।

নেফারতিতির সঙ্গে কথা শেষ হতেই মার্কোসের সেলফোন বাজল। ভিক্টর। হোটেল থেকে বাস ধরে মিরাফ্লোরেস লকের ভিউয়িং এরিয়ায় চলে গেছে সে—মারিও দে ক্যাস্তোরেলির অগ্রগতি সম্পর্কে খবরাখবর জানাবে। দ্রুত তার সঙ্গে কথা বলে নিল মার্কোস। তারপর সঙ্গীদেরকে জানাল, 'মিরাফ্লোরেস লকের প্রথম চেম্বারে পৌঁছে গেছে জাহাজ। ডোরগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। চেম্বারে ফ্লাডিং শুরু করা হয়েছে।'

'লেক পেরুতে একঘণ্টা লাগবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক ঘণ্টায় পারবে বলে মনে হয় না,' মার্কোস বলল। 'আবহাওয়া খারাপ। হয়তো আরও কিছুটা বেশি সময় লাগবে।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' অসন্তোষ প্রকাশ করল সোহেল। 'কমাণ্ডোরা সময়মত পৌঁছুবে তো?'

'আমারও সন্দেহ হচ্ছে,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। পিনোঁর দিকে তাকাল। 'কী করা যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফরাসি মেজর। 'আগামী পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যদি ওরা না পৌঁছায়, তা হলে আমাদেরই মাঠে নেমে পড়া

উচিত।'

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বৃষ্টি আরও বেড়েছে বিশাল একটা কার্গো শিপের কালচে অবয়ব এগোতে শুরু করেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকের দিকে। নেফারতিতিকে ফোন করল ও 'খবর আছে কোনও?'

'প্যাসেঞ্জাররা বেরুতে শুরু করেছে,' নেফি জানাল। 'কিন্তু আমাদের বন্ধুদের দেখা পাইনি এখনও।'

'ওদের জন্য আর অপেক্ষা করা সম্ভব হবে মনে হচ্ছে না টার্গেট ইতিমধ্যে মিরাফ্লোরেস লকে ঢুকে পড়েছে।'

'সময় তা হলে এখনও ফুরিয়ে যায়নি, আরেকটু অপেক্ষা করো। ওদেরকে রিসিভ করেই ফোন দিচ্ছি।'

'বেশ। আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। তার বেশি নয়।'

'ঠিক আছে।'

আধঘণ্টা লাগল না, পনেরো মিনিট পর এল নেফারতিতির ফোন। 'পেয়েছি ওঁদেরকে, রানা। গাড়ি নিয়ে রওনাও হয়ে গেছি আশা করি বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব। দু'চার মিনিট দেরি হতে পারে... বৃষ্টির কারণে জ্যাম লেগেছে রাস্তায়।'

'সুসংবাদ ওদের টিম লিডারকে দাও। কথা বলব

'দিস ইজ মেজর র‍্যাণ্ডি কলসন,' এক মুহূর্ত পর ভেসে এল খসখসে একটা কণ্ঠ। 'মি. মাসুদ রানা বলছেন?'

'হ্যাঁ। শুনুন মেজর, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে এখানে পৌঁছুবার পর ব্রিফ দেবার সময় পাব না ফোনেই অ্যাসল্ট সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিতে চাই আপনা সঙ্গে।'

'ফরগেট ইট, মি. রানা। ক্যাপ্টেন শেফার্ড ইতিমধ্যে আপনাদের প্ল্যানের আউটলাইন শুনিয়েছেন আমাকে। ওভাবে সম্ভব না।'

'কেন? সমস্যা কোথায়?'

'আপনি বোটের সাহায্যে অপোজড় বোর্ডিঙের প্ল্যান সাজিয়েছেন—ওটা নেভি সিল আর ডেল্টা ফোর্সের স্পেশালটি... পানি থেকে আক্রমণ। আমাদের নয়।'

একটু অবাক হলো রানা। 'আপনারা সিল বা ডেল্টা ফোর্স নন?'

'নেগেটিভ। আমরা গ্রিন বেরেট। ল্যাণ্ড বেজড অ্যাটাক আমাদের বৈশিষ্ট্য।'

'লেকের মাঝখানে ল্যাণ্ড পাবেন কোথায়?'

'আছে। পেদ্রো মিগুয়েল লক আর ওটার চারপাশের এলাকার ছবি স্টাডি করে এসেছি আমরা। সবদিক বিবেচনা করে ঠিক করেছি, বোট নিয়ে পেদ্রো মিগুয়েল লকের গোড়ায় চলে যাব, উঠে পড়ব রিটেইনিং ওয়ালে। টার্গেট যখন চেম্বারে ঢুকবে, জাম্প করব উপর থেকে।'

'সেক্ষেত্রে জাহাজটাকে দখলের জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন না। লক থেকে বেরিয়েই গেইলার্ড কাটে পৌঁছে যাবে ওরা। বোমা ডিটোনেট করে দিতে পারবে।'

'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন? টার্গেটের জনবল বা ডিফেন্স সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই আমাদের হাতে। এমনও হতে পারে কোনও লড়াইয়েরই প্রয়োজন হবে না।'

দুশ্চিন্তা কমাতে চাইলেও মেজর কলসন তার হতাশা চাপা দিতে পারছে না। তার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে রানা—প্রায় অন্ধের মত একটা লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে তাকে... কোনও ধরনের ইন্টেল বা পরিকল্পনা ছাড়া। লম্বা জার্নির পর বিশ্রামও জুটছে না তাদের কপালে। তা ছাড়া জাহাজে একদল সশস্ত্র প্রহরী নেই, এমন গ্যারান্টিই বা কে দিতে পারে?

'আপনার সমস্যাটা আমি আন্দাজ করতে পারছি, মেজর,

নরম গলায় বলল ও। 'ঠিক আছে, যেভাবে ভাল মনে করেন, সেভাবেই করুন। এটা আপনার অপারেশন। আর হ্যাঁ... যদি প্রয়োজন পড়ে তো আমরা আরও ছ'জন আছি আপনাদেরকে সাহায্য করবার জন্য।' মার্কোস আর সোহেলকে বাদ দিয়ে হিসেব করছে ও। মার্কোস সিভিলিয়ান, আর একটা হাত নকল হওয়ায় সোহেলের পক্ষে র‍্যাপেলিং করে জাহাজে নামা কঠিন।

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য অফার,' কলসন বলল। 'আপনার প্রশংসা আমি শুনেছি, তবে নিজের টিম নিয়ে কাজ করতেই আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মাইণ্ড করবেন না। আপনাদের সঙ্গে একজন ক্যানাল পাইলট আছে বলে শুনেছি, তাকে শুধু স্ট্যাণ্ডবাই রাখুন। জাহাজ দখলের পর ওটাকে চালাবার জন্য তাকে দরকার হতে পারে।'

'ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে। আপনাদের অপেক্ষায় রইলাম।'

লাইন কেটে দিল রানা।

অঁবিন জানতে চাইল, 'কী বলছে ওরা?'

'প্ল্যানে সামান্য রদবদল করতে চাইছে,' বলল রানা। 'লেকে নয়, ওরা হামলা করতে চাইছে লকে। মার্কোস ওদেরকে বোটে করে লকের গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে আসবে। প্রয়োজনে জাহাজ দখলের পর ওটাকে গাইডও করবে।'

'আর আমরা?'

'সাহায্য নিতে চাইছে না, তাই বলে নিজেরাই ব্যাকআপ হিসেবে অপেক্ষা করতে তো কোনও অসুবিধে নেই।' নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল রানা—লকের ধারে ক্যানাল অথোরিটির নিজস্ব ম্যারিনায় চলে যাবে ওরা, যেখানে পাইলট বোট রাখা হয়। ওখান থেকেই সেদিন বোট পাঠিয়ে ওকে আর অ্যাগুয়েরোকে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। রানার ইচ্ছে, যদি

কমাণ্ডোরা ব্যর্থ হয়, তা হলে নিজেরাই একটা পাইলট বোট নিয়ে শেষ চেষ্টা করবে মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে ঠেকাবার।

প্ল্যানটা পছন্দ হলো সবার। পিনোঁ বলল, 'তা হলে আর বসে আছি কেন? কমাণ্ডোদেরকে রিসিভ করবার জন্য মসিয়ো মার্কোস তো থাকছেনই, আমরা ওদিকেই চলে যাই। ক্যাপ্টেন শেফার্ডও পরে এসে যোগ দিতে পারবেন।'

ঘড়ি দেখল রানা। 'হুঁ, এগিয়ে থাকাই বোধহয় ভাল। পাইলট বোট চুরি করতে চাইলে ওখানকার সেটআপটাও স্টাডি করা দরকার। মার্কোস, আপনার এখানে একাকী অসুবিধে হবে না তো?'

'নাহ্। অসুবিধে কীসের?' কাঁধ ঝাঁকাল মার্কোস। 'আমি তো বোটে থাকব। বিপদের বাইরে।'

'তা হলে আমরা যাই। ক্যানাল অথোরিটির ওই ম্যারিনার কাছে গাড়ি রাখা যাবে? বোটের মত আবার তাড়িয়ে দেবে না তো?'

'উঁহুঁ। ট্যুরিস্টদের জন্য আলাদা পার্কিং লট আছে, ওখানে রাখবেন। কেউ তা হলে ডিস্টার্ব করবে না।'

কেবিনের স্লাইডিং ডোর খুলে গেল, ভেজা শরীরে ভিতরে এসে ঢুকল সোহেল। উপরের ফ্লাইং ব্রিজে উঠে গিয়েছিল ও, বিনকিউলারের সাহায্যে নজর রাখছিল মিরাফ্লোরেস লকের উপর।

'জাহাজটাকে দেখেছি,' বলল ও। পকেট থেকে পলিথিনে মোড়া সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা স্টিক ধরাল। 'আরও তিনটে ফ্রেইটার দেখলাম ওটার পিছনে। সামনে রয়েছে সাদা রঙের বিশাল একটা পানাম্যাক্স ক্রুজ শিপ... সেটা এইমাত্র বেরুল। এরপরেই ক্যাস্তোরেলির পালা।'

ম্যানিফেস্ট চেক করল মার্কোস। 'তিনটা ফ্রেইটার মানে...

রবার্ট টি. চেঞ্জ, ইংল্যাণ্ডার রোজ আর সুলতানা। ক্রুজ শিপটার নাম রাইল্যাণ্ডার সি।'

'হুম। ওগুলোই।' সিগারেটে আয়েশ করে টান দিল সোহেল।

'পাঁচ হাজার প্যাসেঞ্জার আর ক্রু ধরে রাইল্যাণ্ডার সি-তে,' যোগ করল মার্কোস। 'ট্রানজিট প্যাসেজের আকর্ষণে ফুল ক্যাপাসিটিতেই থাকার কথা। খুব দামি জাহাজ, ভাড়া অন্যান্য লাইনারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। পয়সাঅলা মানুষ ছাড়া আর কেউ চড়তে পারে না ওতে আলাস্কা থেকে পুয়ের্তো রিকোর রুটে চলাচল করে, সময় লাগে পঁচিশ দিন।'

তথ্যগুলো চুপচাপ হজম করল রানা। তারপর বলল, 'রাইল্যাণ্ডার সি-কে সতর্ক করে দেয়া দরকার। তবে এখুনি নয়, কমাণ্ডোরা ব্যর্থ হলে। দায়িত্বটা আপনাকে দিতে চাইছি, মার্কোস। কমাণ্ডো টিমকে ড্রপ করবার পর ফিরে আসার দরকার নেই আপনার। লেকেই থাকুন, যাতে রাইল্যাণ্ডার সি-র সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন... সতর্ক করে দিতে পারেন প্রয়োজন হলে।'

'ওরা মার্কোসের কথা বিশ্বাস করবে?' একটু সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'পরিচিত পাইলট থাকলে করবে,' মার্কোস বলল। 'না থাকলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওদেরকে বোঝাতে।'

যাবার জন্য তৈরি লিজনেয়ার টিম। এক মুহূর্ত ভেবে রানা বলল, 'এক কাজ করুন, আপনারা আগে চলে যান। কমাণ্ডোদের সঙ্গে দেখা না করলে খারাপ দেখায়। আমি নেফির সঙ্গে আসব।'

'তোদের জুটি আমরাও ভাঙতে চাই না,' টিটকিরির সুরে বলল সোহেল। 'চলুন মেজর, আমরা রওনা হয়ে যাই।'

'আপনিও নাহয় থাকুন,' ইতস্তত করে বলল পিনোঁ। 'ওদিকে তো আপনার কোনও কাজ নেই।' বোধহয় ভাবছে, শেষ পর্যন্ত

অ্যাকশনে নামতে হলে সোহেল ওদের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একটা হাত নিয়ে মই বা দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে পারবে না ও।

'কাজ আছে, মেজর,' বলল সোহেল। 'মি. মার্কোস কমাণ্ডো টিমের সঙ্গে যাচ্ছেন, ওঁর বিকল্প হিসেবে কাউকে থাকতে হবে আপনাদের সঙ্গে। রানার সঙ্গে মার্ভেল অভ গ্রিস নামে একটা জাহাজ চালানোর সুবাদে শিপ-হ্যাণ্ডেলিঙে ভাল অভিজ্ঞতা আছে আমার। নাকামুরার সাবমারসিবল যদি জাহাজকে কোর্সচ্যুত করতে চায়, পাল্টা-ম্যানুভারিং করতে পারব। আর আমার হাত নিয়েও দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। একটা হাত নিয়েই আপনাদের যে-কারও সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব আমি। বিশ্বাস না হলে একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।'

'না, না, তার কোনও প্রয়োজন নেই,' তাড়াতাড়ি বলল পিনোঁ। বিব্রত হয়ে পড়েছে। 'সেদিন টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে আপনাকে অ্যাকশনে দেখেছি... দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে স্রেফ ভিন্ন কণ্ডিশন বলে একটু দুশ্চিন্তা করছিলাম। আপনি যদি কনফিডেণ্ট থাকেন, তা হলে আমি আর আপত্তি করব না। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

চলে গেল সোহেল, অঁবিন আর লিজনেয়ার টিম। তার ঠিক দশ মিনিট পর ইয়ট ক্লাবে পৌঁছুল নেফারতিতি ও আমেরিকান কমাণ্ডোরা। পথ দেখিয়ে তাদেরকে বোটে নিয়ে এল মার্কোস।

টিম লিডারের সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'মাসুদ রানা।'

'মেজর র‍্যাণ্ডি কলসন। নাইস টু মিট ইউ।' শক্ত মুঠোয় রানার হাতে পাল্টা চাপ দিল টিম লিডার। পিছনের দিকে ইশারা করে বলল, 'এরা আমার টিম। অপারেশনাল সিকিউরিটির জন্য ওদের নামধাম জানাচ্ছি না। আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

ত্রিশের কোঠায় মেজরের বয়স। নীল চোখ, ছোট করে ছাঁটা সোনালি চুল। রানার চাইতে দু'ইঞ্চি লম্বা। ছিপছিপে

অ্যাথলিটের মত দেহ। দলের বাকি পাঁচজন যেন তারই ক্লোন। এক দেখাতেই বোঝা গেল—এরা প্রত্যেকে অভিজ্ঞ যোদ্ধা, শক্তপাল্লা।

রানা মৃদু হেসে বলল, 'ইট'স ওকে।'

আর দেরি না করে নিজেদের ব্যাগ খুলে ফেলল কমাণ্ডোরা। বের করল কালো রঙের ফেটিগ। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে কলসন বলল, 'আমার ব্যাগে একটা স্পেয়ার রেডিও আছে। ওটা বের করে নিন।'

গোপন পকেট থেকে সেটটা বের করে নিল নেফারতিতি। কলসনের ইশারা পেয়ে ইয়ারপিস আর থ্রোট মাইক পরল।

'এক থেকে চার নম্বর পর্যন্ত প্রি-সিলেক্ট চ্যানেলগুলো আমার টিমের জন্য,' বলল কলসন। কোনও জড়তা নেই তার মধ্যে, নেফারতিতির সামনেই জাঙ্গিয়া ছাড়া বাকি সবকিছু খুলে ফেলেছে। 'যদি চ্যানেল বদলাই, আপনাদেরকে জানাব। আমাদের কোডনেম ডেভিল ওয়ান থেকে সিক্স। আপনারা অ্যাঞ্জেল। ইউএসএস ক্যাম্পবেল হলো হেভেন... ওরা চ্যানেল পাঁচ, ছয় আর সাতে থাকবে। ডেকে দেখুন সাড়া দেয় কি না।'

'হেভেন, হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। রেডিও চেক, ওভার।'

'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ হেভেন,' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাওয়া গেল। নারীকণ্ঠ। ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার একজন মহিলা। 'পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। সিচুয়েশন?'

'ডেভিল আর অ্যাঞ্জেল রওনা হবার জন্য তৈরি। পনেরো মিনিটের মধ্যে লকে প্রবেশ করবে আমাদের টার্গেট। সবগুলো চেম্বার পেরিয়ে যেতে আরও লাগবে প্রায় ত্রিশ মিনিট।'

'বুঝতে পেরেছি, অ্যাঞ্জেল। আমাদের ইউএভি ড্রোন ইতিমধ্যে আকাশে উঠেছে। আমরাও স্ট্যাণ্ডবাই থাকছি সহায়তা

দেবার জন্য।'

বোঝা গেল, মারিও দে ক্যাস্তোরেলির উপর ভিজিএএস ক্যানন তাক করে রেখেছে ক্যাম্পবেল। সি-হক হেলিকপ্টারদুটোও ফ্লাই করবার জন্য তৈরি। সন্তুষ্ট গলায় নেফি বলল, 'রজার দ্যাট, হেভেন। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

পোশাক পরা হয়ে গেছে কমাণ্ডোদের। কলসন বলল, 'আমাদের অস্ত্র?'

নায়লনের ব্যাগগুলো দেখিয়ে দিল রানা। দ্রুত সেখান থেকে একটা করে এম-সিক্সটিন রাইফেল নিল কমাণ্ডোরা। আর নিল পিস্তল। দক্ষ হাতে খুলল-জোড়া দিল। দেখে নিল সেগুলোর অবস্থা।

'আপনারা এগুলো ফায়ার করেছেন?' জানতে চাইল কলসন।

'না,' নেতিবাচক জবাব দিল নেফারতিতি। 'মাত্র গতকাল পেলাম। টেস্ট করবার সময় পাইনি।'

বিরক্তি ভর করল মেজরের চেহারায়। 'আনটেস্টেড ওয়েপন? এ তো দেখছি আরেক চমক!' নিজের ডেপুটির দিকে ফিরল। 'কী বুঝছ? কাজ চলবে?'

'অ্যাকিউরেসির নিশ্চয়তা নেই, তবে কণ্ডিশন একেবারে মন্দ নয়, স্যর,' বলল ডেপুটি। নেফারতিতির দিকে তাকাল। 'গভর্নমেন্ট ইস্যু?'

এক দেখাতেই আমেরিকান অস্ত্র চিনে ফেলায় অবাক হলো না নেফি। এরা প্রত্যেকেই তাদের ফিল্ডে একেকজন এক্সপার্ট। ও বলল, 'হ্যাঁ। তবে আমি কিনেছি স্থানীয় পুলিশের এক কণ্ট্যাক্টের কাছ থেকে।'

'আমেরিকান অস্ত্র, এতে আমি খুশি,' ডেপুটি জানাল। বাকিরা সায় দিল তাতে।

'আরেকটা ব্যাপার...' বলল কলসন, 'মি. পেরেইরা আমাদের

সঙ্গেই জাহাজে চড়বেন।'

'অসম্ভব!' আপত্তি জানাল রানা। 'উনি আগাগোড়া সিভিলিয়ান—কোনও ধরনের কমব্যাট এক্সপিরিয়েন্স নেই।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না। দখলের পর জাহাজটা চালাবার জন্য তাঁকে দরকার আমাদের। ফোনেই তো বলেছিলাম।'

তর্ক করতে চাইছিল রানা, কিন্তু মার্কোস থামিয়ে দিল ওকে 'আমি থাকব আপনাদের সঙ্গে, কোনও অসুবিধে নেই।'

'কিন্তু মার্কোস...

'ইট'স্ ওকে, মি. রানা। একটু-আধটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে মিশনের স্বার্থে। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'সাহসী মানুষ!' প্রশংসা করল কলসন। 'এনিওয়ে... জাহাজ দখলের পর আমরা এক্সপ্লোসিভের দিকে মনোযোগ দেব। আমার টিমে দু'জন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট আছে, ওরা ট্রিগারিং মেকানিজম অকেজো করে দেবে। জাহাজকে থামাব না আমরা, মি. পেরেইরার সাহায্য নিয়ে চলন্ত অবস্থায় রাখব, যাতে শত্রুরা পানি থেকে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে।'

'লক কমপ্লেক্সের আপার সাইডে অপেক্ষা করব আমরা,' রানা জানিয়ে দিল। 'কোনও ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাবেন।'

'ঠিক আছে।'

পোর্টহোলের কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল মার্কোস। বলল, 'জাহাজ লকের সামনে পৌঁছে গেছে। এখুনি ঢুকবে।'

সবাই ভিড় জমাল পোর্টহোলে। বৃষ্টির পুরু চাদর ভেদ করে দেখা গেল মারিও দে ক্যাস্তোরেলির জং ধরা বিশাল কাঠামো—যেন হাওয়ায় ভেসে পেরিয়ে এসেছে মিরাফ্লোরেস লেক। ঢুকতে চলেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকে। স্টার্নের কাছে মাথা তুলে রেখেছে চারতলা সুপারস্ট্রাকচার, নীল রঙ করা। একটাই

ফানেল—কালো ধোঁয়া উগরে চলেছে। লোয়ার ডেকে বসানো ক্রেইনগুলো যেন অতিকায় কোনও পতঙ্গের হাত-পা। উঁচু বাউয়ের তলায় ঝুলছে নোঙর, সেখানে খোলের গায়ে বিবর্ণ অক্ষরে লেখা হয়েছে জাহাজের নাম। সবমিলিয়ে জাহাজের নিষ্প্রাণ চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই, ওটার ভিতরে লুকিয়ে আছে প্রলয়ের বীজ।

মিনিটখানেক জাহাজটাকে খুঁটিয়ে দেখল মেজর কলসন তারপর পোর্টহোলের পাশ থেকে সরে এল। এরই মাঝে পরে নিয়েছে ইয়ারপিস আর থ্রোট মাইক। টিমের বাকি সদস্য আর ইউএসএস ক্যাম্পবেলের সঙ্গে চেক করে নিল কমিউনিকেশন সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক।'

'গুড লাক, মেজর,' বলে তার সঙ্গে হাত মেলাল রানা নেফারতিতিকে নিয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। নেমে গেল পিয়ারে।

ব্রিজে উঠে গেছে মার্কোস, ইগনিশনের চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল। একজন কমাণ্ডো বেরিয়ে এসে দড়ির বাঁধন খুলে নিল। থ্রটল দিতেই আস্তে আস্তে ডকের পাশ থেকে সরতে শুরু করল বোট। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গতি বাড়াল। আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে যাবে লেক; উল্টোদিকের পাড়ে, লকের দেয়ালের গোড়ায় পৌঁছে দেবে কমাণ্ডোদেরকে। সব মিলিয়ে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা না। পরের অংশটা কঠিন। রিটেইনিং ওয়ালে উঠতে হবে টিমটাকে। টাইমিং মিলিয়ে র‍্যাপেলিং করে নামতে হবে জাহাজের ডেকে।

পারবে তো?

মাথা ঘুরিয়ে নেফারতিতির দিকে তাকাল রানা ও-ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অপসৃয়মাণ বোটের দিকে। শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন—উত্তেজনায়। কী ঘটে সেটা দেখার জন্য ব্যাকুল কিন্তু

তার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।

'চলো যাই,' নরম গলায় বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে অনুসরণ করল নেফারতিতি। দু'জনে ছুটতে শুরু করল পার্কিং লটের উদ্দেশে।

পনেরো

পেদ্রো মিগুয়েল লক।

ভিজিটর'স লটের মাঝখানে পার্ক করে রাখা হয়েছে পিকআপ, সামনের ক্যাবে সোহেল একা। লিজনেয়াররা পিকআপের পিছনে বসে পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক করছে। সোহেলের হাতে ট্রানজিট ম্যানিফেস্টের কপি, চোখ বোলাচ্ছে ওতে। কী যেন খচখচ করছে ওর মনের ভিতর। রানা আর নেফারতিতির ভ্যান পাশে এসে থামায় ছেদ পড়ল মনোযোগে। ওদেরকে নামতে দেখে দরজা খুলে দিল। ক্যাবে উঠে বসল দু'জনে।

'রওনা হয়েছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'হ্যাঁ,' হিটার চালু করে বলল রানা। 'মার্কোসকেও সঙ্গে রাখছে। ওকে নিয়েই ক্যাস্তোরেলিতে উঠবে।'

'জানতাম।'

'আশা করি বিপদ হবে না মার্কোসের,' যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল রানা। 'কলসনের টিম সবদিক থেকেই যোগ্য।

তা ছাড়া ব্যাকআপ হিসেবে আমরা তো রয়েছিই।'

বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেছে। বাষ্প জমে ঝাপসা হয়ে গেছে উইণ্ডশিল্ড। রুমাল বের করে মুছে নিল সোহেল। পার্কিং লট থেকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে লকের অভ্যন্তর। প্রথম চেম্বারে ঢুকতে শুরু করেছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলি।

ক্যাবের পিছনের কাঁচে টোকা পড়ল। পার্টিশান সরাতেই দেখা গেল অঁবিনের মুখ। বলল, 'একটা সিগারেট ধার দিতে পারেন, মি. সোহেল? ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই।' প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সোহেল।

'ধন্যবাদ।' সিগারেট ধরাল অঁবিন। 'আর কতক্ষণ লাগতে পারে?'

'বলা মুশকিল,' রানা বলল। 'লক থেকে বেরুনোর সময় হামলা করবে। তারমানে বিশ মিনিটের আগে নয়। নেফি ওদের রেডিও কমিউনিকেশন মনিটর করছে। যথাসময়ে জানা যাবে।' ইয়ারপিস আর থ্রোট মাইক পরা নেফির দিকে ইশারা করল ও।

'হুম।'

সময় কেটে চলল নীরবে। চুপচাপ তাকিয়ে দেখল ওরা, মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে টেনে চেম্বারে ঢোকাল দুটো মিউল ইঞ্জিন। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল লকের দরজা। এরপর শুরু হলো জাহাজের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা—চেম্বারে পানি ভরে ত্রিশ ফুট উপরে উঠিয়ে আনা হচ্ছে, লেক গাটুন ও গেইলার্ড কাটের লেভেলে। খানিক পরেই আরেকটা জাহাজ ঢুকল পাশের চেম্বারে, সেটার কারণে ঢাকা পড়ে গেল মারিও দে ক্যাস্তোরেলির একাংশ। পুরনো এক ফ্রেইটার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার লিবার্টি শিপের মত চেহারা। ঠিক মাঝখানটায় সুপারস্ট্রাকচার, স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচুতে ফো'কাসল। ক্রেইন রয়েছে দুটো—ওগুলোর বুমগুলোকে দেখাচ্ছে কঙ্কালের আঙুলের মত।

'কোন্ জাহাজ ওটা?' জানতে চাইল সোহেল।

নামটা পড়তে পারছে রানা। বলল, 'রবার্ট টি. চেঞ্জ।' ত্রিভুজ আকৃতির একটা সাদা পতাকা উড়ছে ফ্রেইটারে, মাঝখানে লাল বৃত্ত—পাইলটের পেন্যান্ট। জাতীয় পতাকা দেখা গেল না, ফলে বুঝতে পারল না জাহাজটা কোন্ দেশি।

'অ্যাঞ্জেল, হেভেন... দিস ইজ ডেভিল ওয়ান,' খড়খড় করে উঠল নেফারতিতির হাতের রেডিও ইয়ারপিসের জ্যাক খুলে নিয়েছে ও, যাতে স্পিকারের আওয়াজ সঙ্গীরা শুনতে পায়।

'গো অ্যাহেড, ডেভিল ওয়ান। দিস ইজ হেভেন।' জবাব দিল ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার।

'আমরা পজিশন নিয়েছি। এস্টিমেটেড টাইম... যিরো মাইনাস ফোর মিনিটস্

'রজার, ডেভিল ওয়ান।' একে একে রেসপণ্ড করল ক্যাম্পবেল আর নেফারতিতি।

দুইশ' গজ দূরে লক কমপ্লেক্স: সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, মারিও দে. ক্যাস্তোরেলির আগেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবে রবার্ট টি. চেঞ্জ। ইতিমধ্যে খুলে গেছে চেম্বারের সামনের দিকের ডোর, ফ্রেইটারটার বাউ বেরুতে শুরু করেছে ওখান দিয়ে। মারিও দে ক্যাস্তোরেলি এখনও স্থির হয়ে আছে তার চেম্বারের মাঝখানটায়।

'অস্বাভাবিক ব্যাপার,' একটু বিস্ময় নিয়ে বলল নেফারতিতি, 'ওটা আগে বেরুচ্ছে কেন? যেটা আগে ঢুকবে, সেটাই আগে বেরুবার নিয়ম।'

'হয়তো কোনও সমস্যা হয়েছে,' অনুমান করল সোহেল। 'বাতাস বেড়ে গেছে, দেখছেন না?'

'আরেকটা কারণ থাকতে পারে,' বলল নেফারতিতি। থ্রোট মাইক তুলল মুখের কাছে। 'ডেভিল ওয়ান, টার্গেটের সম্ভবত কয়েক মিনিট দেরি হবে বেরুতে। এইমাত্র মনে পড়ল, তলায়

সাবমারসিবল অ্যাটাচ হবার জন্য ইচ্ছেকৃতভাবে দেরি করানো হয় এখানে।'

'আণ্ডারস্টুড, অ্যাঞ্জেল। থ্যাঙ্কস্। আউট।'

রবার্ট টি. চেঞ্জের কাঠামোর আড়ালে এখন পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। দুটো মিউল ইঞ্জিন যেন যুদ্ধ করছে ওটাকে টানবার জন্য। যেন বিগড়ে যাওয়া সার্কাসের হাতিকে বশ মানাবার চেষ্টা করছে খুদে দুই মাহুত। মাথা ঘুরিয়ে উঁকিঝুঁকি মারল রানা। পার্কিং লট থেকে লকের এণ্ট্রান্স প্রায় আধ মাইল দূরে—পুরোটাই ঢাকা পড়ে আছে নানা ধরনের ওয়্যারহাউস, মেশিন শপ ও অন্যান্য অবকাঠামোয়; ফলে রবার্ট টি. চেঞ্জ বা ক্যাস্তোরেলির পিছনে কোন্ জাহাজ অপেক্ষা করছে লকে ঢুকবার জন্য, দেখা যাচ্ছে না।

পিকআপের দরজায় ধাম ধাম করে দুটো কিল পড়তেই চমকে উঠল ও। রেইনকোট পরা এক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। হাতে মেশিন পিস্তল। সাধারণ কেউ নয়। সাধারণ প্রহরীর হাতে মেশিন পিস্তল থাকার কথা নয়।

লোকটার ইশারা পেয়ে জানালার কাঁচ নামাল রানা। কর্কশ গলায় প্রশ্ন করা হলো, 'কে আপনারা? এখানে কী করছেন?'

'লক দেখতে এসেছি,' মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বলল রানা। 'বৃষ্টির মধ্যে কীভাবে জাহাজ ওঠে-নামে, সেটা দেখার বড়ই শখ।'

'ফাজলামি করছেন?' খেঁকিয়ে উঠল প্রহরী। 'বৃষ্টির মধ্যে জাহাজ দেখা? যান, ভাগুন এখান থেকে!'

'আর মাত্র কয়েক মিনিট... বড় জাহাজটা বেরিয়ে যাক, তারপরেই চলে যাব

'এখুনি যাবেন! নইলে...' অস্ত্র উঁচু করল প্রহরী।

পরমুহূর্তে লোকটার মুখের ভাব বদলে যেতে দেখল রানা।

কাতরে উঠে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে—দৃষ্টিসীমার বাইরে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলল রানা। দেখল, টান খেয়ে পিকআপের তলায় ঢুকে যাচ্ছে দেহটা। কয়েক সেকেণ্ড পর উল্টোপাশ দিয়ে গড়ান খেয়ে বেরিয়ে এল মেজর পিনোঁ। হাতে কমাণ্ডো নাইফ, বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাচ্ছে ফলায় লেগে থাকা রক্ত। কখন যে সে পিকআপের পিছন থেকে নেমে তলায় ঢুকে পড়েছিল, টের পায়নি ওরা। প্রহরীকে নাগালে পেয়ে পায়ে পোঁচ বসিয়েছে ছুরির। লোকটা মাটিতে পড়ে গেলে বুকে ছুরি মেরেছে, এরপর টান দিয়ে লাশটা ঢুকিয়ে ফেলেছে তলায়।

'দূর থেকেই ব্যাটাকে আসতে দেখেছি,' বলল পিনোঁ। 'সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়েছিলাম পিকআপের নীচে।'

'না মারলেও পারতেন,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'এ নিশ্চয়ই একা পাহারা দিচ্ছে না। আরও লোক আছে। শীঘ্রি ওকে খুঁজতে শুরু করবে।'

'এহ্! সে-কথা তো ভাবিনি! কী করা যায়?'

'কতক্ষণ লাগতে পারে কমাণ্ডোদের অপারেশন শেষ হতে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'ততক্ষণ থাকা যাবে না?'

'বড় ধরনের প্রতিরোধের মুখে যদি না পড়ে ওরা, তা হলে দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়,' বলল পিনোঁ। 'প্রথম ধাক্কাতেই দখল করে নিতে পারবে জাহাজ।'

'তারপরেও দশ-পনেরো মিনিট খুব বেশি হয়ে যায়। ততক্ষণ এখানে বসে থাকা রিস্কি।' পিকআপের ইগনিশন ঘোরাল রানা। 'পিনোঁ, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।'

'কী করতে চাইছ?' নেফারতিতির প্রশ্ন।

'এখুনি দখল করব একটা পাইলট বোট। পরে আর সম্ভব না-ও হতে পারে।'

'মেজর কলসনকে জানাবে না?'

‘খামোকা ওঁর মাথা ভারী করবার দরকার নেই।’

পিনোঁ উঠে গেছে পিছনে। গিয়ার দিয়ে এগোতে শুরু করল রানা। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে উঠে পড়ল রাস্তায়। তাড়াহুড়ো করছে না। স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে একটু পরেই পৌঁছে গেল একটা কাঁচা রাস্তার মুখে, ওটা ধরে যেতে হবে খালের পারের ক্যানাল অথোরিটির ক্যাম্পে। বৃষ্টির কারণে আর কোনও গাড়ি নেই রাস্তায়, ক্যাম্পের গেটেও নেই প্রহরী। অনায়াসে পৌঁছে গেল পানির ধারে। ওখান থেকে মুরিং সাইট পর্যন্ত রয়েছে কাঠের তৈরি পিয়ার। শেষ প্রান্তে ছোট আকারের কতগুলো পাইলট বোট বাঁধা। পিকআপ থেকে নেমে ছুট লাগাল ওরা। একটু পরেই উঠে পড়ল একটা বোটে। দরজায় ঠুনকো তালা... এক লাথিতে সেটা ভেঙে ফেলল ফারহাত। ককপিটে ঢুকে পড়ল সবাই। বাল্কহেডে ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া গেল ইগনিশনের চাবি। সেটা খুলে নিল সোহেল। ঢোকাল প্যানেলে।

‘এখুনি ইঞ্জিন স্টার্ট করিস না,’ ওকে বলল রানা। ‘ডক পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। কেউ এদিকে এলে দেখতে পাব। অযথা এখুনি কারও মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত হবে না।’

‘তা হলে কী করতে চান?’ জানতে চাইল অঁবিন।

‘অপেক্ষা। দেখা যাক কমাণ্ডোরা কদ্দূর কী করতে পারে।’

রানার পাশে এসে ভিড় জমাল বাকিরা। ককপিটের উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লকের দিকে। ঝড়বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই ঘটছে না ওখানে। এখনও নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। রবার্ট টি. চেঞ্জ প্রায় বেরিয়ে এসেছে, ওটার ছেড়ে আসা চেম্বারে ঢুকেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ... চেঞ্জের সিস্টার শিপ। দেখতে হুবহু একই রকম। কাছেই কোথাও বজ্রপাত হলো, ক্যানালের কালচে পানিতে প্রতিফলিত হলো সেই আলো।

খড়খড় করে উঠল রেডিও। 'দিস ইজ ডেভিল ওয়ান। আমরা নেমে পড়েছি টার্গেটের ডেকে। কেউ দেখতে পায়নি। সুইচ টু চ্যানেল টু।'

তাড়াতাড়ি চ্যানেল বদলাল নেফারতিতি। আবার শোনা গেল মেজর কলসনের গলা।

'টার্গেট এখনও স্থির। সম্ভবত সাবমারসিবল অ্যাটাচমেন্টের জন্য দেরি করানো হচ্ছে জাহাজকে। দ্বিতীয় লকের জাহাজটা এগিয়ে গেছে, আরেকটা ঢুকেছে পিছনে। আর হ্যাঁ, লকের দু'পাশে সশস্ত্র গার্ড দেখতে পাচ্ছি... অ্যাঞ্জেল, আপনারা সাবধানে থাকবেন।'

'আপনারাও,' নেফারতিতি বলল। 'আপনাদের জাহাজে পানামানিয়ান আর্মির আর্মড এসকর্ট আছে।'

'ভুলিনি। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

আবারও শুরু হলো অপেক্ষার পালা। কেটে গেল প্রায় পনেরো মিনিট। এর মাঝে চলতে শুরু করল মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। বেরিয়ে এল লক থেকে। রবার্ট টি. চেঞ্জ আরও আগেই বেরিয়েছে, কিন্তু অপেক্ষা করছে লকের মুখে। ক্যাস্তোরেলিকে এগিয়ে যেতে দিল। তারপর অনুসরণ করল ওটাকে। ইংল্যাণ্ডার রোজও ততক্ষণে পৌঁছে গেছে শেষ চেম্বারে। বেরোবে এখুনি।

ছটফট করতে থাকল দর্শকেরা। ক্যাস্তোরেলির ভিতরে কী ঘটছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। অস্থির হয়ে একবার মুখের কাছে রেডিও তুলল নেফারতিতি, খোঁজ নেবে; কিন্তু ইশারায় তাকে রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করতে মানা করল রানা। কমাণ্ডোদের অসুবিধে হতে পারে তাতে।

আরও কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাবার পর ফের জ্যান্ত হলো রেডিও

‘অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ... ধ্যাত্তেরি, আমি মার্কোস বলছি। নেফি, মি. রানাকে দিন।’

রানার হাতে সেটটা তুলে দিল নেফারতিতি।

‘দিস ইজ রানা। গো অ্যাহেড। কী খবর আপনাদের?’

‘জাহাজ আমাদের নিয়ন্ত্রণে, মি. রানা। কোনও বাধা পেতে হয়নি। দু’জন এসকর্ট ছিল, তবে ওরা কিছু করবার আগেই বন্দি হয়েছে।’

‘এ তো সুসংবাদ। আপনাকে এত অস্থির মনে হচ্ছে কেন?’

‘কারণ সুসংবাদ নয়, দুঃসংবাদ দেব আপনাকে। আমি এখন ক্যাস্তোরেলির ব্রিজে, মি. রানা। এখানে কেউ নেই... মানে, যাদেরকে আমরা আশা করছিলাম। ক্রু-রা সবাই ফিলিপিনো আর বাংলাদেশি। পাইলট আমার পরিচিত, ওর মুখে শুনলাম এরাই অরিজিনাল ক্রু। আর কেউ জাহাজে ছিল না বা নেমে যায়নি।’

‘মেজর কলসন কোথায়?’

‘হোল্ডে। ওখানে কোনও এক্সপ্লোসিভ নেই। ম্যানিফেস্টে যা লেখা আছে, তা-ই বহন করছে জাহাজ—সিমেন্ট আর স্ক্র্যাপ মেটাল।’

চমকে উঠল রানা। ‘ভালমত চেক করেছেন? হয়তো সিমেন্টের ভিতরে লুকানো আছে।’

‘মনে হয় না। বেশ কয়েকটা সিমেন্টের বস্তা খুলে দেখা হয়েছে। সবই স্বাভাবিক। মেজর কলসন শিয়োর—ভুল জাহাজে উঠেছি আমরা।’

‘ওহ্, গড!’ আঁতকে উঠল নেফারতিতি। ‘কী শুনছি আমি!’

রাগী চোখে সোহেলের দিকে তাকাল অঁবিন। ‘সব আপনার দোষ! আপনিই ভুল ইনফরমেশন দিয়েছেন!’

‘গলা নামিয়ে কথা বলুন,’ ধমকে উঠল রানা। ‘দোষ বলতে কী বোঝাতে চাইছেন? জেনেশুনে ভুল করেছে সোহেল? যুক্তি

খাটিয়ে একটা অনুমান করেছে... আমরা কেউ তো সেটাও পারিনি। অনুমান সঠিক নাও হতে পারে।'

সোহেলের কানে কিছুই ঢুকছে না। একদৃষ্টে ও তাকিয়ে আছে বাইরে। চেহারা বিমর্ষ। মস্ত ভুল হয়ে গেছে ওর। মারিও দে ক্যাস্তোরেলি নয়, অন্য কোনও জাহাজে রয়েছে বোমা। কে জানে, হয়তো এরই মধ্যে বেরিয়েও গেছে লক থেকে... পৌঁছে গেছে গেইলার্ড কাটে। যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাবে। হতাশায় মুষড়ে পড়ছে হৃদয়।

'সোহেল?' বন্ধুকে ডাকল রানা। ওর চোখে একরাশ প্রত্যাশা।

বুকের ভিতরে যেন একটা সিংহ গর্জে উঠল সোহেলের। না, এভাবে হার মানা চলে না। জাহাজ এখনও হয়তো লক পেরোয়নি। হয়তো সুযোগ রয়েছে এখনও ওটাকে ঠেকাবার। চোখের সামনেই আছে সূত্র, ওকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। নতুন উদ্যম নিয়ে ম্যানিফেস্টে চোখ বোলাল ও। তারপর তাকাল ক্যানালের দিকে। পাইলট বোটকে অতিক্রম করে যাচ্ছে রবার্ট টি. চেঞ্জ। একটু পিছনেই রয়েছে ইংল্যাণ্ডার রোজ, লক থেকে বেরিয়েছে এইমাত্র... পিছু নিয়েছে চেঞ্জের। কী যেন খোঁচাচ্ছে মাথার ভিতরে। হঠাৎই বুঝে ফেলল। জেমিনি—যুগল বা জমজ! সামনেই রয়েছে এক চেহারার দুটো জাহাজ! নামের রহস্যও ধরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

ঝট করে রানার দিকে ফিরল সোহেল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'বুঝে ফেলেছি, রানা! একটা না, বম্ব শিপ আসলে দুটো! রবার্ট টি. চেঞ্জ আর ইংল্যাণ্ডার রোজ!'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ। জেমিনি... জমজ। কিন্তু ক্যাস্টর আর পোলাক্স নয়। চেঞ্জের সি-এইচ-এ-এন-জি, মানে চ্যাং; আর ইংল্যাণ্ডারের

ই-এন-জি, মানে এং। চ্যাং-এং... ইতিহাসের বিখ্যাত দুই জমজ ভাই, যাদেরকে আমরা সিয়ামিজ টুইন বলে চিনি!'

'আবার অনুমান করছেন?' সন্দেহ প্রকাশ করল অঁবিন। সোহেলের উপর থেকে আস্থা হারিয়েছে সে।

তার কথা কানে তুলল না রানা, শোনামাত্র বুঝতে পেরেছে—এবার আর ভুল করেনি সোহেল। রেডিওতে বলল, 'মার্কোস, আপনাদের পিছনের শিপদুটো... ওগুলোতে আছে এক্সপ্লোসিভ!'

'আপনারা শিয়োর?'

'শতভাগ,' জোর গলায় বলল রানা। ঝড়ের বেগে চলছে মগজ। 'তবে আপনারাও প্ল্যানের অংশ। লকে দেরি করানো হয়েছে, যাতে সাবমারসিবল অ্যাটাচ করা যায় খোলের নীচে। ওই সাবমারসিবল আপনাদেরকে কোর্সচ্যুত করবে, ব্লক করে দেবে শিপিং লেন; যাতে ক্যানালের মাঝখানে থামার একটা যুক্তিসঙ্গত অজুহাত পায় চেঞ্জ আর রোজ। ক্রু-রা তখন নেমে যাবে সাবমারসিবলে, আর খালি জাহাজদুটো ডিটোনেট করা হবে।'

'হা ঈশ্বর!'

'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ ডেভিল ওয়ান।' শোনা গেল মেজর কলসনের কণ্ঠ।

'শুনছি।'

'আপনারা আমাদেরকে পিকআপ করতে পারবেন? তা হলে বোট নিয়ে একটা অ্যাসল্টের চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'নেগেটিভ, সময় নেই,' বলল রানা। ভাবছে কী করা যায়। দু'-দুটো জাহাজকে ঠেকানো সম্ভব নয়, অন্তত একটায় বিস্ফোরণ ঘটবেই। সোহেলের দিকে ফিরল। 'ইঞ্জিন চালু কর।'

ইগনিশন কী ঘোরাল সোহেল। বিকট আওয়াজ তুলে সচল হলো পাইলট বোটের ইঞ্জিন। ইশারায় লুভানকে বোটের বাঁধন

খুলতে বলল, তারপর তাকাল রানার দিকে। 'কোথায় যাব?'

ক্যানালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ক্যাস্তোরেলি আর রবার্ট টি. চেঞ্জ এগিয়ে গেছে অনেকখানি, নাগালে আছে শুধু পিছনেরটা। 'ইংল্যাণ্ডার রোজ।'

রেডিওতে ওর কথা শুনতে পেল মেজর কলসন। চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করতে চাইছেন আপনি, মি. রানা?'

না শোনার ভান করল রানা। মুরিং এরিয়া থেকে পাইলট বোট বেরিয়ে আসতেই মার্কোসকে বলল, 'মার্কোস, যেভাবেই হোক, কোর্স মেইণ্টেন করতে হবে আপনাকে। সাবমারসিবল যেন ডানে-বাঁয়ে সরাতে না পারে ক্যাস্তোরেলিকে। আফট ডেকে কাউকে পাঠিয়ে দিন। সাবমারসিবলের প্রপেলার চালু হলে ফেনা দেখা যাবে... আপনাকে যেন সতর্ক করে দেয়।'

'পাঠাচ্ছি,' বলল মার্কোস। 'কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কী?'

'যদ্দূর বুঝতে পারছি, বড় আকারের বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে টার্গেটেড ডিটোনেশন করতে চাইছে ওরা। নির্দিষ্ট দুটো পয়েণ্টে একসঙ্গে, কিংবা সিকোয়েন্স অনুসারে বোমা ফাটাবে... যেভাবে বড় বড় বিল্ডিং ধ্বংস করা হয়। এজন্যেই দুটো জাহাজ ব্যবহার করছে। এর মধ্যে একটাকেও যদি ঠেকাতে পারি, অথবা জায়গামত পৌঁছুতে না দিই, ওদের প্ল্যান সফল হবে না।'

'ইংল্যাণ্ডার রোজকে থামাবেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, চেঞ্জকে ঠেকাবার উপায় নেই। আপনারা যতটা সম্ভব দূরে থাকুন ওটার। যদি একেবারেই না পারেন, জাহাজ ছেড়ে নেমে যান। লাইফবোট নিয়ে চলে আসুন ডাঙায়।'

'পরামর্শ দেয়ায় ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল মার্কোস। 'কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে যাচ্ছে, মি. রানা। ইংল্যাণ্ডার রোজ যদি গেইলার্ড কাটে না-ও পৌঁছুতে পারে, লকের কাছাকাছি থেকে যাচ্ছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লকটাকেই ধ্বংস করে দিতে

পারবে।'

'জাহাজটাকে লকের মাঝ দিয়ে মিরাফ্লোরেস লেকে ফিরিয়ে নেবার কোনও উপায় আছে?'

'অল্প সময়ে? অসম্ভব! শিডিউল পেতে কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা। তা ছাড়া ভুলবেন না, লক কমপ্লেক্সে গিজগিজ করছে নাকামুরার লোক। ওরা বাধা দেবে।'

'যদি কারও আপত্তি না থাকে, আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি,' আলোচনায় আচমকা নাক গলাল ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার। সংক্ষেপে নিজেদের পরিকল্পনা শোনাল সে। ইংল্যাণ্ডার রোজের কাছাকাছি তখন পৌঁছে গেছে পাইলট বোট, পরিকল্পনার ভালমন্দ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সময় নেই। এক কথায় ওটা মেনে নিল রানা।

'কী বলছেন আপনারা!' প্রতিবাদ করল মার্কোস। 'কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে, কিছু ভেবে দেখেছেন? মেরামত করতে কত টাকা লাগবে?'

'পুরো লক নতুন করে তৈরি করার চেয়ে তো কম!' বলল রানা। 'তা ছাড়া খরচের জোগান দেবার জন্য চমৎকার একটা উৎসেরও খোঁজ দিতে পারি আমি।'

'টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার?'

'হুঁ। এবার যেতে হয়, মার্কোস। যেভাবে বললাম, সেভাবে চলতে থাকুন। পরে কথা হবে।'

উইণ্ডশিল্ডের ওপারে ইংল্যাণ্ডার রোজের খোলের মরিচা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। বাউয়ের কাছে ছিটকে উঠছে পানি, লক থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে জাহাজের। ক্যানালে পাইলট বোট নতুন কিছু নয়, তাই কাছাকাছি যাবার পরেও ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা আরোহীরা দ্বিতীয়বার তাকাচ্ছে না ওদের দিকে। চকিতে গেইলার্ড কাটের দিকে তাকাল রানা। মোড় ঘুরে ওদিকে

অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলির স্টার্ন, পিছু পিছু চলেছে রবার্ট টি. চেঞ্জ। মনে মনে ক্যানালের ম্যাপ স্মরণ করল—মোড় পেরিয়ে আরও পনেরো মিনিট এগোলে সবচেয়ে সংকীর্ণ পয়েন্টটায় পৌঁছে যাবে জাহাজদুটো। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্যানাল বন্ধ করবার জন্য ওটাই সবচেয়ে আদর্শ জায়গা।

উপর থেকে হাঁকডাক শোনা গেল, মেগাফোনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডার রোজের রিয়ার ডেক থেকে ডাকা হচ্ছে পাইলট বোটকে। থ্রটল কমিয়ে ফ্রেইটারের সঙ্গে গতি অ্যাডজাস্ট করল সোহেল, পাশাপাশি এগোচ্ছে এবার। ককপিট থেকে রিয়ার ডেকে বেরিয়ে এল রানা, বিশ ফুট উপরে জাহাজের রেইলের দিকে মুখ তুলল। বৃষ্টির ফোঁটা সুঁইয়ের মত বিঁধছে মুখে, ঠিকমত তাকানো মুশকিল; আবছাভাবে শুধু দেখল, পাইলট বোটের দিকে ঝুঁকে রয়েছে এক লোক—হাতে মেগাফোন, কাঁধে রাইফেল।

'জাহাজে পাইলট আছে,' জানাল সে। 'কী চাও তোমরা?'

ককপিটের দরজার কাছে একটু সরে এল রানা। নিচু গলায় বলল, 'মেজর পিনোঁ, কিছু একটা করা দরকার। ব্যাটার মনে সন্দেহ জাগবার আগেই।'

'ওকে সাইটে রেখেছি আমরা,' পিনোঁ বলল। লকার থেকে একটা ছোট্ট নোঙর সংগ্রহ করেছে সে, চেইন খুলে তাতে দড়ি বাঁধছে দ্রুত হাতে। 'গ্র্যাপলিং হুকটা তৈরি হয়ে গেলেই ঘায়েল করব। খানিকক্ষণ ব্যস্ত রাখুন।'

আড়চোখে ককপিটের ভিতরে তাকাল রানা। পোর্টহোলের পাশে রাইফেল নিয়ে বসেছে লুভান, তাক করে রেখেছে উপর দিকে।

আবার উপরে তাকাল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'খবর পেয়েই তো এলাম। আপনারা নতুন পাইলট চাননি?'

'না।'

'স্যান্তোসের সঙ্গে কথা বলতে দিন... আপনাদের পাইলট।'

'কীসের স্যান্তোস? আমাদের পাইলটের নাম ইয়ামাশি।'

'কী!' অবাক হবার ভান করল রানা। 'এটা *মেরি সেলেস্তে* নয়?' ম্যানিফেস্টে দেখা আরেকটা জাহাজের নাম উচ্চারণ করল ও।

'না, ওটা আরও পিছনে। যাও, ভাগো!'

'আমি রেডি,' জানাল পিনোঁ।

'ফায়ার!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল রানা।

পরক্ষণে গর্জে উঠল লুভানের রাইফেল, কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হলো। চমৎকার শট নিয়েছে। পোর্টহোলের কাঁচের বাধা, সেই সঙ্গে বুলেটের গতিপথে বৃষ্টি আর বাতাসের প্রভাব হিসেব করে চালিয়েছে গুলি। ডেকে দাঁড়ানো লোকটার গলা ফুটো হয়ে গেল। রেলিং টপকে নীচের পানিতে পড়ে গেল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল পিনোঁর শরীরে। একছুটে ডেকে বেরিয়ে এল সে। বনবন করে ঘুরিয়ে উপরে ছুঁড়ল নোঙর দিয়ে তৈরি মেকশিফট গ্র্যাপলিং হুক। একবারের চেষ্টাতেই সেটা আটকে ফেলল রেলিঙে। দড়ির প্রান্ত রানার হাতে ধরিয়ে পিঠে ঝোলাল নিজের ফামাস রাইফেল, তারপর বানরের মত তরতর করে দড়ি বেয়ে উঠে গেল জাহাজে। তাকে অনুসরণ করল লুভান আর ফারহাত। রানার ডাক শুনে অঁবিন আর নেফারতিতিও বেরুল, দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল উপরে।

'সোহেল! চলে আয়!'

'এক মিনিট।' ব্যস্ত হাতে একটা ইলাস্টিক কর্ড দিয়ে বোটের হুইল বাঁধল সোহেল, যাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এদিক-সেদিক চলে না যায় ওদের বাহন। এরপর বেরিয়ে এল ডেকে। দড়ির দিকে তাকিয়ে দমে যাওয়া গলায় বলল, 'এক হাতে ক্লাইম্ব করা সহজ হবে না।'

'তার প্রয়োজন নেই।' একটা লুপ বানিয়ে দড়িটা বন্ধুর কোমরে আটকে দিল রানা। 'তোকে টেনে তোলা হবে।'

আগে ও-ই উঠল। এরপর সবাই মিলে টানতে শুরু করল দড়ি। ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই ইংল্যাণ্ডার রোজের ডেকে পৌঁছে গেল সোহেল।

'দারুণ এক্সপেরিয়েন্স!' হালকা গলায় বলল সোহেল। 'পুরনো আমলের জলদস্যুর মত লাগছে—স্প্যানিশ গ্যালিয়ন দখল করতে চলেছি।'

'সেক্ষেত্রে তোর নাম হোক হাতকাটা ব্ল্যাকবিয়ার্ড,' ঠাট্টা করল রানা।

হেসে উঠল সবাই। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল, কয়েক হাজার টন বিস্ফোরকে ভরা একটা জাহাজে পা রেখেছে। যে-কোনও মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে ওরা।

'লেট'স মুভ,' হাসি থামলে বলল পিনোঁ।

দৃষ্টিসীমায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মেগাফোনধারীর পরিণাম, কিংবা জাহাজে অবাঞ্ছিত যাত্রীর আগমন কেউ টের পেয়েছে কি না কে জানে। যার যার অস্ত্র হাতে নিল সবাই। ডেকের উপর দিয়ে একটু নিচু হয়ে এগোতে শুরু করল সুপারস্ট্রাকচারের দিকে। পিচ্ছিল হয়ে আছে ডেক, পেইন্টের তলায় ফোসকার মত ফুলে রয়েছে মরিচা, যন্ত্রপাতি যা চোখে পড়ছে সবই প্রায় অচল। দিন ফুরিয়ে এসেছে বুড়ি জাহাজটার, এই অপারেশনে না এলে নির্ঘাত কোনও স্ক্র্যাপইয়ার্ডে ঠাঁই পেত।

সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে একটা আধখোলা দরজার সামনে পৌঁছুল ওরা। মেগাফোনধারী সৈনিক সম্ভবত এখান দিয়েই বেরিয়েছিল। রাইফেলের ব্যারেলের খোঁচায় পাল্লাটা পুরোপুরি খুলে দিল পিনোঁ, বাকিরা কাভার দিল তাকে। ওপাশের প্যাসেজ

শূন্য। কেউ নেই।

'ক্লিয়ার!' বলল পিনোঁ। ঢুকে পড়ল প্যাসেজে।

একে একে প্যাসেজের দু'পাশের কয়েকটা কম্পার্টমেন্টে তল্লাশি চালাল ওরা। কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকে। তল্লাশি থামিয়ে রানা আর সোহেলের দিকে ফিরল পিনোঁ।

'এভাবে হবে না। জাহাজ চালানোর ব্যাপারে আপনাদের দু'জনের অভিজ্ঞতাই বেশি। কিছু আন্দাজ করতে পারেন, এখানে কতজন ক্রু থাকতে পারে?'

'নেফির কাছে সাবমারসিবলের সাইজ সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে খুব বেশি হবার কথা না,' রানা বলল। 'দুটো জাহাজের ক্রু ইভ্যাকুয়েট করবে ওই সাবমারসিবল। লোক বেশি হলে পারবে না।'

সোহেল বলল, 'ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ওটা ডিজেল পাওয়ার্ড... অটোমেটেড। তারমানে ইঞ্জিনরুমে কেউ না থাকলেও অসুবিধে নেই। লোক প্রয়োজন শুধু নেভিগেশন আর কনিঙের জন্য। তিনজনেই সে-কাজ সম্ভব। দশের বেশি কোনোমতেই না।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'আমার মনে হয় তা হলে দু'ভাগ হয়ে যাওয়া ভাল। একদল ব্রিজ দখল করবে; আরেকদল সুইপ চালাবে লোয়ার ডেকে—এক্সপ্লোসিভ আর নীচে থাকা ক্রুদের খোঁজে।'

'প্ল্যান মন্দ নয়,' মন্তব্য করল রানা। 'টিম ভাগ করে ফেলুন।'

'ব্রিজের দায়িত্বটা আপনাকেই দিতে চাইছি, মি. রানা,' পিনোঁ বলল। 'ক্যাপ্টেন শেফার্ড আর মি. সোহেলকে নিন আপনার সঙ্গে। ফারহাতকেও দিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। বাকিরা আমার সঙ্গে যাবে। ব্যাকআপের প্রয়োজন হলে ফায়ার অ্যালার্ম বাজাবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে আসব ব্রিজে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'সোহেল, নেফারতিতি... তোমরা আমার পিছনে থাকো। ফারহাত, তুমি সবার শেষে। পিছনটা কাভার দিয়ো।'

রওনা হয়ে গেল ওরা চারজন।

ষোলো

প্রথম যে সিঁড়ি পেল, সেটা ধরেই পরের ডেকে উঠে এল রানা, সোহেল, নেফারতিতি আর ফারহাত।

আরেকটা শূন্য প্যাসেজ।

'কোন্‌দিকে যাব?' জিজ্ঞেস করল ফারহাত।

'আফট-এ,' বলল সোহেল। 'ব্রিজ থেকে নীচ পর্যন্ত সেণ্ট্রাল সিঁড়ি থাকে ওখানে—সবচেয়ে ডাইরেক্ট রুট।'

জাহাজের অভ্যন্তরে সর্বত্র নোনা মরিচার গন্ধ—যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে: সত্যিই বহুকাল ধরে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে। প্রাণহীন পরিবেশ। রঙচটা দেয়াল, রোঁয়া ওঠা কার্পেট, ম্লান হয়ে জ্বলতে থাকা বাতির সারি—সবকিছুই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। একটা টয়লেট পেরিয়ে এল ওরা, ভিতর থেকে ভেসে এল পচা মলমূত্রের উৎকট দুর্গন্ধ। কতকাল পরিষ্কার করা হয় না কে জানে। সামনে সিঁড়ি দেখতে পেয়ে দ্রুত পা চালাল চারজনে।

পরের ডেকে অপেক্ষা করছিল বিপদ। শিপের ক্রু-রা অযাচিত অতিথিদের জন্য ফাঁদ পেতেছে ওখানে। সিঁড়ি দিয়ে মাথা তুলেই

চমকে গেল রানা, দু'জন গার্ড বিশ গজ দূরে পজিশন নিয়ে অস্ত্র তাক করে রেখেছে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙের দিকে। রানাকে মাথা তুলতে দেখেই ফায়ার করতে গেল তারা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার গায়ে, ঠিক পিছনে থাকা নেফারতিতিকে ধাক্কা দিল; সোহেল আর ফারহাতকে নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল ও। রানা ততক্ষণে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়েছে, কানে তালা লেগে গেল অটোমেটিক গানফায়ারের আওয়াজে। মাথার উপর বৃষ্টির মত বুলেট ছুটতে দেখল ও, দেরি করল না একটুও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে। লাইন অভ ফায়ার আর ল্যাণ্ডিঙের ফ্লোরের মাঝখানে ইঞ্চিছয়েক তফাৎ, ফাঁকটুকুতে নিজের ফামাস রাইফেল কাত করে শুইয়ে দিল ও, ওই অবস্থাতেই শুধু কবজিটা তুলে ট্রিগার চাপতে শুরু করল। ফ্লোর ছোঁয় ছোঁয় অবস্থায় বুলেটবৃষ্টি হলো, আক্রমণটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আত্মরক্ষার উপায় রইল না শত্রুদের। উঁচুতে গুলি হলে বসে বা শুয়ে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু রানার এই মাটি কামড়ানো গুলি থেকে বাঁচতে স্রেফ উড়তে হবে ওদের—সেটা সম্ভব নয়।

রাইফেলের নির্দয় গুলি আঘাত হানল দুই সৈনিকের পায়ের নলি ও গোড়ালিতে। তীব্র আর্তনাদ করে ধপাধপ মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওরা, অস্ত্র ফেলে দিয়ে আঘাত পাওয়া জায়গাগুলো চেপে ধরে কাতরাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে লোকগুলোকে এক পলক দেখল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল গত ক'দিনে প্রাণ হারানো মানুষগুলোর চেহারা। এরাই তার জন্য দায়ী। কোনও দয়া অনুভব করল না আহত শয়তানদুটোর জন্য।

রানাকে দেখে ব্যথা ভুলে গেল ওরা, মেশিনগান তুলে ফায়ার করার চেষ্টা করল। কিন্তু রানা অনেক বেশি ক্ষিপ্র, চোখের পলকে দুটো সিঙ্গল শট নিল। কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে চিরশান্তির দেশে পাড়ি জমাল দুই মার্সেনারি।

'অল ক্লিয়ার!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

ককাতে ককাতে সিঁড়ি ধরে উঠে এল ওরা। সোহেল বলল, 'শালা! এভাবে ধাক্কা দেয় কেউ? আরেকটু হলে ঘাড়টা মটকে যেত।'

'কী করব, ওরা বলে-কয়ে গুলি ছুঁড়ল না যে!' হালকা গলায় বলল রানা।

গোলাগুলির ফলে এলিমেণ্ট অভ সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে গেছে, আর চুপিসারে এগোবার কোনও মানে হয় না। সঙ্গীদের নিয়ে ছুটল রানা। একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ব্রিজ লেভেলে। এরপরেই থামতে হলো। পেল্লায় এক লোহার দরজা রয়েছে হুইলহাউসে ঢোকার মুখে—ওটা ভিতর থেকে বন্ধ। বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে ওটা খোলা সম্ভব নয়।

'আর কোনও রাস্তা আছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ফারহাত।

'এই ডেকে নেই,' রানা বলল। 'তবে দু'পাশের ব্রিজ উইং দিয়ে ঢোকা যায়। নীচে গিয়ে আলাদা সিঁড়ি দিয়ে উইঙে উঠতে হবে।'

'তা হলে চলুন।'

'কাজটা সহজ হবে না,' সোহেল বলল। 'ওরা আবার ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে সিঁড়ির মাথায়।'

ঘড়ি দেখল রানা। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। থ্রোট মাইক অ্যাডজাস্ট করে ডাকল মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে।

'মার্কোস, আপনারা কোথায়?'

'গোল্ড হিল আর কণ্ট্রাক্টর'স হিলের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছি প্রায়। সাবমারসিবলটা যে-কোনও মুহূর্তে আমাদেরকে ডাইভার্ট করবার চেষ্টা করবে বলে আশা করছি।'

'ঠেকাতে পারবেন তো?'

‘বার বার একই ফাঁদে পড়বার মানুষ আমি নই। তা ছাড়া গতবার চাকরি গেছে, এবার ব্যর্থ হলে জীবনটাই যাবে। ডোণ্ট ওয়ারি, ব্যাটাদেরকে সফল হতে দেব না এত সহজে।’

‘ঠিক আছে, বেস্ট অভ লাক,’ বলে সোহেলের দিকে তাকাল। ‘ব্রিজের ছাত থেকে উইঙে লাফিয়ে নামলে কেমন হয়?’

‘বেটার। চমকে দেয়া যাবে ওদেরকে। অন্তত যুদ্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে না।’

‘সেটাই করি আয়। আমি আর ফারহাত যাব উপরে। তুই আর নেফি এই দরজাটা কাভার দিবি।’

‘আমার কোনও আপত্তি নেই।’

হুইলহাউসের পিছনে একটা শাফট খুঁজে বের করল ওরা। উপরে ওঠার জন্য শাফটের গায়ে ধাপ আছে। ওটা ধরে উঠে গেল দু’জনে। শাফটের মাথায় হ্যাচটা একটু সমস্যা সৃষ্টি করল—বহুকাল খোলা হয় না, জং ধরে আটকে গেছে। কয়েক মিনিট সর্বশক্তিতে ঠেলাধাক্কা দেয়ার পর ভোঁতা আওয়াজ করে খুলে গেল।

ঝমঝম বৃষ্টির মাঝে ব্রিজের ছাতে উঠে এল রানা আর ফারহাত। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশ। সিকি মাইল সামনে রবার্ট টি. চেঞ্জ, তবে ক্যাস্তোরেলি দৃষ্টির আড়ালে—পাহাড়ি বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পার্বত্য এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ওরা। দু’পাশে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়, ক্যানাল তৈরির সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙেচুরে ফেলা হয়েছে। কোথাও কোথাও স্টিলের অতিকায় রড লাগিয়ে অক্ষত রাখা হয়েছে কাঠামো, যাতে ধসে পড়ে বুজিয়ে না দেয় জলপথ। প্রবল বর্ষণের কারণে পাহাড়গুলোর মাঝে তৈরি হয়েছে জলপ্রপাত... ঢাল বেয়ে নেমে আসছে প্রমত্ত ধারা, মিশে যাচ্ছে খালের পানিতে।

এতকিছু দেখবার সময় নেই রানার। তাড়া অনুভব করছে। সন্দেহ নেই ইংল্যাণ্ডার রোজের ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যে ওদের হামলার খবর জানিয়ে দিয়েছে অপর জাহাজটাকে। নিশ্চয়ই কোনও প্ল্যান খাড়া করছে ওদেরকে ঠেকাবার জন্যে। নিজের দলকে দু'ভাগ করে নিল ও—পোর্ট সাইডের উইঙে নামবে ফারহাত আর নেফারতিতি, স্টারবোর্ড সাইডে ও আর সোহেল।

ছাতের উপর শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে কিনার পর্যন্ত গেল ওরা। উঁকি দিয়ে দেখল—সিঁড়ির মাথায় মেশিনগান তাক করে বসে আছে একজন করে সৈনিক।

'নাউ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

পরক্ষণে ওর আর ফারহাতের সিঙ্গেল দুটো শটে অক্কা পেল দুই সৈনিক। আট ফুট উপর থেকে এক লাফে দু'পাশের উইঙে নেমে এল ওরা দু'জন।

পাঁই করে ব্রিজের দিকে ঘুরল রানা, খুঁজে নিল প্রথম টার্গেট। কাঁধের অ্যাপিউলেট বলছে—লোকটা জাহাজের ক্যাপ্টেন। হাতে একটা ওয়াকিটকি ধরে চেঁচিয়ে চলেছে সে। রানাকে দেখতে পেয়েই অন্য হাতে কোমর থেকে বের করে আনল পিস্তল, চেষ্টা করল গুলি করতে। নির্দ্বিধায় ট্রিগার চাপল রানা। দরজার কাঁচ ভেদ করে ঢুকল গুলি, বুকে দুটো বুলেটের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন।

প্রায় একই সময়ে ফারহাতও গুলি চালিয়েছে, উড়িয়ে দিয়েছে হেলম্‌স্‌ম্যানের খুলির একপাশ। এবার দুই উইঙের দরজা খুলে একসঙ্গে হামলা চালাল দু'জনে। সামনে পড়ল জাহাজের জাপানি পাইলট। নিরীহ নয়, নাকামুরার ভাড়াটে দলের লোক—চকচকে একটা পিস্তল তুলে সেটাই প্রমাণ করল। পরক্ষণে ফারহাতের গুলি খেয়ে প্রাণ হারাল।

হুইলহাউসের পিছনদিকে ঘুরে গেল রানা। ঝাঁপ দিয়ে বক্স

আকৃতির চার্ট টেবিলের পিছনে যেতে দেখল দু'জনকে। আরেকজন ছুট লাগিয়েছে লোহার বন্ধ দরজাটার দিকে। চার্ট টেবিলের পিছন থেকে আলোর ঝলকানি দেখা গেল, সেই সঙ্গে গুলির আওয়াজ। এক মুহূর্ত আগে রানা যেখানে ছিল, সেখানকার বাল্কহেডে ফুলকি ওড়াল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। ঝপ করে শুয়ে পড়ল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল একটু—সুবিধাজনক অ্যাঙ্গেল খুঁজে নিতে চাইছে, যাতে টেবিলের পিছনে লুকানো দুই অস্ত্রধারীকে ঘায়েল করতে পারে। ফারহাতও হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছে ব্রিজের মাঝখানে—চার্ট টেবিলের একেবারে মুখোমুখি। শিকার মাথা বের করলেই গুলি করবে।

ঠাণ্ডা মাথায় চার্ট টেবিলটা দেখল রানা। কাঠের তৈরি, বুলেট ঠেকাতে পারবে না। নিশ্চিন্ত মনে তাই চাপতে শুরু করল ট্রিগার। ভোঁতা শব্দ তুলে ফুটো হলো কাঠ, ভেদ করে বুলেট চলে যাচ্ছে ওপাশে। আর্তনাদ ভেসে এল পিছন থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন। কাঁপতে কাঁপতে হাতের মেশিনগান থেকে গুলি ছোঁড়ার শেষ চেষ্টা চালাল। কপালে একটা গুলি করে তাকে চিরঘুম পাড়িয়ে দিল ফারহাত।

লোহার দরজার দিকে নজর ফেরাল রানা। চিৎপটাং হয়ে ওটার সামনে পড়ে আছে তৃতীয় অস্ত্রধারী। দরজা খোলামাত্র তাকে গুলি করেছে সোহেল। সাবধানে এবার চার্ট টেবিলের দিকে এগোল রানা। প্রাণ হারিয়েছে পিছনে আশ্রয় নেয়া দু'জনেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। দ্রুত চেক করে নিল হুইলহাউসের সঙ্গে লাগোয়া রেডিও রুম আর ক্যাপ্টেনের অফিস। নেই আর কেউ।

'এবার ভিতরে আসতে পারিস,' গলা চড়িয়ে সোহেল আর নেফারতিতির উদ্দেশে বলল রানা।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে। আলাদা রেডিও ব্যবহার করছে লিজনেয়াররা, একটা রয়েছে ফারহাতের সঙ্গে; ওকে মেজর

পিনোঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল রানা। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফরোয়ার্ড উইণ্ডশিল্ডের পাশে। ইংল্যাণ্ডার রোজের বাউ ছাড়িয়ে সামনের দিকে ওর নজর।

একই ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে রবার্ট টি. চেঞ্জ, ওদের কাছ থেকে মাইলখানেক সামনে। পিছনে রেখে যাচ্ছে ফেনায়িত পানি। কোর্স বা গতি বদলাবার লক্ষণ নেই। বোধহয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মূল প্ল্যান ফলো করবে বলে ঠিক করেছে। একদিক থেকে সেটা ওদের জন্য ভাল। কিন্তু মার্কোস আর কমাণ্ডো টিম? ওদের কী অবস্থা? কী করছে ওরা?

সতেরো

ইংল্যাণ্ডার রোজ থেকে মাইলখানেক সামনে, মারিও দে ক্যাস্তোরেলির সর্বশক্তি নিয়ে লড়াই করে চলেছে মার্কোস প্যেরেইরা। কী ঘটতে চলেছে, সেটা আগে থেকেই জানত; সাবমারসিবলের প্রপওয়াশ দেখবার জন্য ডেকে লুকআউটও রেখেছিল ও, নিয়েছিল প্রস্তুতি; অথচ যখন ঘটনাটা ঘটল, স্রেফ বোকা বনে গেল। খোলের তলায় লুকিয়ে থাকা জলযানটা যে এত শক্তি ধরে, তা কল্পনাই করতে পারেনি।

অন্তত পঁচিশ হাজার টন ওজন মারিও দে ক্যাস্তোরেলির, তারপরেও সাবমারসিবলের ধাক্কায় তীরের দিকে ক্রমশ বাউ ঘুরে যাচ্ছে ওটার—অফসাইড শাফটের রিভার্স থ্রাস্ট বা উল্টোদিকে

রাডার ঘুরিয়ে তেমন লাভ হচ্ছে না। সন্দেহ নেই সাবমারসিবলটা আণ্ডারওয়াটার টাগ হিসেবে তৈরি, কিন্তু তারপরেও জাহাজ না চাইলে গায়ের জোরে সেটাকে নড়ানো কোনও টাগের পক্ষে অসম্ভব।

নতুন কোনও টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে সাবমারসিবলে, অনুমান করল মার্কোস। মিলিটারি লেভেলের। পারক্সাইড পাওয়ার্ড হাইড্রোজেট, কিংবা আরও আধুনিক কোনও প্রযুক্তি। সেটা যা-ই হোক না কেন, প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে ঘুরে যাচ্ছে ক্যাস্তোরেলির [illegible]—অনিবার্যকে একটু দেরি করিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না সে।

রেডিও খড়খড় করে উঠল, রানা ডাকছে ওকে।

'পরে কথা বলব, মি. রানা,' মার্কোস বলল। 'এখন ব্যস্ত আছি।'

থরথর করে কাঁপছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলির পুরো খোল—বিপরীতমুখী দুটো শক্তির প্রভাবে। পিছনে এগিয়ে আসছে রবার্ট টি. চেঞ্জ, ধ্বংসের উন্মাদনা নিয়ে। মাথা খারাপের দশা মার্কোসের. কী করবে বুঝতে পারছে না। ছোটাছুটি করছে এক ব্রিজ উইং থেকে আরেক ব্রিজ উইঙে। দু'জন গ্রিন বেরেট রয়েছে ব্রিজে, চুপচাপ দেখছে তারা মার্কোসের কর্মকাণ্ড। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে তারাও অসহায়।

ব্রিজের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মার্কোস। ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল, তারপর তাকাল জাহাজের গ্রিক ক্যাপ্টেনের দিকে। ভদ্রলোকের নাম ক্রিস্টোস ক্যামবিয়োস, শুরুতে কমাণ্ডো আক্রমণে বেশ ভড়কে গেলেও আসল ঘটনা জানবার পর সর্বাত্মক সাহায্য করছেন ওদেরকে। হেলম্‌স্‌ম্যানকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ধরেছেন হুইল।

'ক্যাপ্টেন,' বলল মার্কোস, 'এখান থেকে নোঙর ফেলা

যাবে?’

‘যাবে,’ সংক্ষেপে বললেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাস্তোরেলিকে গাইড করবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পাইলট হাভিয়ের গার্সিয়া নামে এক পানামানিয়ান, মার্কোসের বন্ধু; ক্যাপ্টেনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর কথা শুনে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল, ‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, মার্কোস? থামার চেষ্টা করলে তো সাবটা পুরোপুরি বাগে পেয়ে যাবে আমাদের!’

‘থামতে চাইছি না, হাভিয়ের,’ মার্কোস বলল। ‘কেজ করতে চাইছি।’

‘কেজ?’ অপরিচিত শব্দটা শুনে চোখ পিটপিট করলেন ক্যাপ্টেন ক্যামবিয়োস। ‘কেজ মানে কী?’

‘নোঙরের সাহায্যে ড্রিফট ঠেকানো। আমাদেরকে পোর্ট সাইডে ঠেলছে সাব। তাই স্টারবোর্ডের নোঙরটা ড্রপ করতে চাই। ওটা মাটিতে আটকে গেলে অ্যাঙ্কর উইঞ্চ ব্যবহার করব, শেকল টেনে ঠেকাব জাহাজের মুভমেন্ট। সাবমারসিবল যতই শক্তিশালী হোক, অ্যাঙ্কর উইঞ্চের সঙ্গে পেরে উঠবে না। সেটা অসম্ভব।’

‘বুঝতে পেরেছি,’ মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। ‘বুদ্ধিটা ভাল। এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ একজন অফিসারকে দাঁড় করিয়ে দিলেন কন্ট্রোলে, যেখান থেকে রিমোট পদ্ধতিতে নোঙর অপারেট করা যায়।

‘বেশি করে শেকল ছাড়বেন শুরুতে,’ তাকে বলে দিল মার্কোস, ‘নোঙর যাতে মাটিতে গাঁথার সুযোগ পায়। নইলে উইঞ্চের টানে ড্র্যাগ করবে ওটা।’

‘ঠিক আছে,’ সায় জানাল অফিসার।

ইতিমধ্যে নির্ধারিত লেইন থেকে বেরিয়ে এসেছে মারিও দে

ক্যাস্তোরেলি। জাহাজের বাউ থেকে তীর মাত্র দুইশ' গজ দূরে। যে-গতিতে ওরা চলেছে, তাতে তীরের সঙ্গে সংঘর্ষে কার্ডবোর্ডের মত দুমড়ে-মুচড়ে যাবে ফরওয়ার্ড সেকশন, পানি ঢুকবে খোলে, বাতাসের ধাক্কায় স্টার্ন ঘুরে গিয়ে পুরোপুরি ব্লক করে দেবে ক্যানাল।

দাঁতে দাঁত পিষল মার্কোস। নির্দেশ দিল, 'ড্রপ অ্যাঙ্কর!'

কনসোলের সুইচ টিপে দিল অফিসার। হুইলহাউস থেকে তিনশ' ফুট সামনে, ফো'কাসলে বসানো ক্যাপস্টান সচল হয়ে উঠল... ঝপাস করে পানিতে পড়ল স্টারবোর্ড সাইডের নোঙর, রওনা হলো চল্লিশ ফুট গভীর তলদেশের উদ্দেশে। নীচে পড়েই কাত হয়ে গেল, চোখা দুই ধার গেঁথে গেল মাটিতে। চেইনে টান পড়তেই কেঁপে উঠল পুরো জাহাজ। কনসোলের বাটন টিপে আরও চেইন ছাড়ল অফিসার, সময় দিচ্ছে নোঙরকে আরও ভালমত মাটিতে কামড় বসাতে।

'ছাড়তে থাকুন শেকল,' মার্কোস বলল। 'আমি না বলা পর্যন্ত থামবেন না।'

এক ছুটে স্টারবোর্ড উইঙে চলে এল ও। উঁকি দিল নীচে। পানির তলায় নেমে চলেছে শেকল। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে চেঁচাল, 'স্টপ!'

থেমে গেল ক্যাপস্টানের ঘূর্ণন। বাউ এখনও ঘুরে চলেছে তীরের দিকে। ধীরে ধীরে টান পড়তে শুরু করছে অ্যাঙ্কর চেইনে। একটু অপেক্ষা করল মার্কোস, তারপর বলল, 'ওকে, হিভ অ্যাঙ্কর।'

একটা নব ঘুরিয়ে আবার বাটন চাপল অফিসার। চালু হয়ে গেল অ্যাঙ্কর উইঞ্চ... উল্টোদিকে এবার ঘুরতে শুরু করল ক্যাপস্টান, নোঙর তুলে আনতে চাইছে। চোখের পলকে টান টান হয়ে গেল চেইন—এমনভাবে জাহাজ থমকে দাঁড়াল, যেন একটা

কুকুরের গলার রশিতে টান পড়েছে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল জাহাজের পুরো কাঠামো। সাবমারসিবলের প্রবল ধাক্কা, আর অ্যাঙ্কর উইঞ্চের অমিতশক্তির মাঝখানে টালমাটাল দশা ওটার।

কয়েক মিনিট চলল এই যুদ্ধ, তারপরেই আচমকা বিকট আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল পানির তলায় থাকা শেকলের একটা দুর্বল লিঙ্ক। ভীষণ এক ঝাঁকুনি খেলো জাহাজ। চাবুকের মত সপাং করে উঠে এল ছেঁড়া শেকল, আঘাত হানল খোলে। ফরওয়ার্ড কার্গো সেকশনের গায়ে বিশ ফুট দীর্ঘ এক আঁচড় কাটল, পরক্ষণে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল বাকি লিঙ্কগুলো। ঝাঁকুনিতে মেঝের উপরে ছিটকে পড়ল জাহাজের প্রতিটি আরোহী। একটা লিঙ্ক উড়ে এল ব্রিজের দিকে—ফরওয়ার্ড উইণ্ডোর কাঁচ চুরমার করে ঢুকে পড়ল ভিতরে, গেঁথে গেল হুইলহাউসের পিছনের দেয়ালে। অল্পের জন্য দু'জন গ্রিন বেরেট রক্ষা পেল ওটার ঘায়ে অক্কা পাবার হাত থেকে।

আরেকটা ঘটনা ঘটেছে একই সঙ্গে। খাঁকুনির সাথে ছুটে গেল খোলের তলায় সেঁটে থাকা সাবমারসিবলের ম্যাগনেটিক ক্ল্যাম্প। পূর্ণশক্তিতে চলছিল ইঞ্জিন, অবলম্বন হারাতেই ফুল স্পিডে সাবমারসিবলকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল তীরের দিকে, আরোহীরা প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই। কোনোমতে ব্রিজ উইঙে উঠে দাঁড়াতেই ওটাকে ক্যানালের পারে টর্পেডোর মত গেঁথে যেতে দেখল মার্কোস বিশ ফুট উঁচু পানির ফুলঝুরি উঠল একই সঙ্গে শূন্যে উঠে গেল সাবমারসিবলের লেজ। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য ভেসে রইল, তারপরেই আবার আছড়ে পড়ল অগভীর পানিতে। নাক পুরোপুরি থেঁতলে গেছে, একপাশে কাত হয়ে গেল। গলগল করে পানি ঢুকছে এখন বিধ্বস্ত সাবমারসিবলে। আরোহীদের একজনকে হ্যাচ খুলে শরীরের

ঊর্ধ্বাঙ্গ বের করতে দেখল মার্কোস, নীচের অংশ আটকে গেছে দোমড়ানো খোলে। একটা হাতও অচল, অন্যহাতে থাবা মারছে ফেনায়িত পানির মাঝে।

তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই, বিপদ এখনও কাটেনি। তীরের দিকে এখনও বিপজ্জনক গতিতে এগিয়ে চলেছে ক্যাস্তোরেলি। এক ছুটে ব্রিজে ফিরে এল মার্কোস। উঠে দাঁড়িয়ে ফের যুঝাতে শুরু করেছেন ক্যাপ্টেন ক্যামবিয়োস রাডার আর থ্রটল ব্যবহার করে ঘোরাতে চাইছেন জাহাজের মুখ, যদিও সেটা স্রেফ অসম্ভব। ক্যাস্তোরেলির আকারের একটা জাহাজকে ঘোরাতে বা থামাতে অনেক সময় প্রয়োজন।

ভবিতব্য বুঝাতে পেরে চেঁচাল মার্কোস, 'যে যা পারেন শক্ত করে ধরুন। আমরা ক্র্যাশ করব!'

পরক্ষণে বিধ্বস্ত সাবমারসিবলের উপর চড়ে বসল মারিও দে ক্যাস্তোরেলি। শেষ মুহূর্তে ওটাকে দেখতে পেয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল সাবের হ্যাচে আটকা পড়া লোকটা, কিন্তু সেই আর্তনাদ কাটা পড়ে গেল মাঝপথে। স্টিমরোলারের মত একচাপে সাবমারসিবলকে সমান করে দিল ক্যাস্তোরেলি, বেলুন ফাটার মত আওয়াজ হলো খোলের তলায়। ওটাকে পিষেই ক্ষান্ত হলো না, ধাক্কা দিল পারে। ভেজা মাটির কারণে সংঘর্ষটা খুব জোরালো হলো না, বরং ছুরির মত মাটি কেটে এগিয়ে চলল জাহাজ। ধাতব ঘর্ষণের আওয়াজে ভরে গেল চারদিক, ঢালু মাটিপাথরের মাঝ দিয়ে ক্রমশ উপরে উঠে চলেছে জাহাজ—তৈরি থাকার পরেও ব্রিজের ভিতরে ছিটকে পড়ল আরোহীরা।

পুরো একশ' ফুট যাবার পর থামল জাহাজ, আটকে গেল ডাঙায় নাক গোঁজা অবস্থায়। স্টার্ন এখনও পানিতে, তবে ডুবে যাবার ভয় নেই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ভিতরের সবগুলো ওয়াটারটাইট ডোর। নিষ্ফল আক্রোশে

অগভীর পানিতে ঘুরে চলেছে প্রপেলার।

উঠে দাঁড়াল মার্কোস। বেরিয়ে এল ব্রিজ উইঙে, যাচাই করল পরিস্থিতি। ভালমতই আটকেছে ওরা। স্যালভেজ শিপ আর টাগবোটের বহর ছাড়া এখান থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। ক্যাপ্টেন ক্যামবিয়োস অবশ্য রিভার্স থ্রাস্ট দিয়ে জাহাজকে পানিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, তবে সেটা পণ্ডশ্রম।

মুখ থেকে বৃষ্টির পানি আর ঘাম মুছল মার্কোস। মুখের কাছে রেডিও তুলে ডাকল, 'মি. রানা, মার্কোস বলছি। সাবমারসিবলটা ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে আমরা আটকা পড়েছি পাড়ে গেঁথে গিয়ে। ক্যাপ্টেন চেষ্টা করছেন, তবে তাতে লাভ নেই। দুঃখিত।'

রানা জবাব দেবার আগেই শোনা গেল মেজর কলসনের কণ্ঠ। তাকে আফট ডেকে পাঠিয়েছিল মার্কোস, সাবমারসিবলের প্রপওয়াশ দেখার জন্য।

'দিস ইজ ডেভিল ওয়ান। রবার্ট টি. চেঞ্জের ডেকে মুভমেণ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ক্যানালের বাকিটুকু ব্লক করবার চেষ্টা করছে। লাইফবোটও নামাচ্ছে। সাবমারসিবলের পরিণতি দেখে পালাতে চাইছে নির্ঘাত। ওদেরকে থামানো দরকার।'

'নেগেটিভ!' সরাসরি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল রানা। 'ওদেরকে ঠেকানো, অথবা ক্যাস্তোরেলিকে বাঁচাবার মত কোনও সময় নেই আপনার হাতে। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বিস্ফোরিত হবে চেঞ্জ।'

'আপনি শিয়োর?'

'হ্যাঁ। আমাদের জাহাজের টাইমারে তা-ই দেখাচ্ছে... দুটোই একসঙ্গে বিস্ফোরিত হবার কথা। আমি নিজে দেখে এসেছি, দক্ষ হাতে তৈরি করা হয়েছে বোমা, কাউণ্টডাউন ঠেকানোর কোনও রাস্তা রাখা হয়নি। কাজেই সময় নষ্ট না করে ডাঙায় নেমে পড়ুন,

পালান ওখান থেকে।'

'আর আপনারা?'

'আমাদের প্ল্যান তো আগেই শুনেছেন।'

'মি. রানা, রোজকে নিয়ে এখান দিয়ে যেতে পারবেন না আপনারা,' আকুতি ফুটল মার্কোসের গলায়। 'আটকা পড়ে যাবেন!'

'জানি। ঝুঁকিটা শুরু থেকেই ছিল।' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তাই বিকল্প প্ল্যানটা কাজে লাগাব। প্রার্থনা করুন—যতটা শুনেছি, ক্যাম্পবেলের ভিজিএএস ক্যাননের অ্যাকিউরেসি যেন ততটাই হয়।'

আঠারো

কয়েক মিনিট আগের ঘটনা।

'পরে কথা বলব, মি. রানা... এখন ব্যস্ত আছি।'

মার্কোসের কথাটা শুনে রেডিও নামিয়ে নিল রানা। পানামানিয়ান পাইলট কী নিয়ে ব্যস্ত, তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সামনে। বাঁকের ওপারে কী ঘটছে কে জানে।

'কোনও সমস্যা?'

নেফারতিতির কণ্ঠ শুনে ঘাড় ফেরাল ও। চার্ট টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, চোখমুখে উত্তেজনা।

'কিছু না,' রানা বলল। 'মার্কোস ব্যস্ত।'

'আমি তোমার কথা বলছি। তুমি ঠিক আছ?'

একটু নিচু হয়ে ডান পায়ের গোড়ালি মালিশ করল রানা। 'সিরিয়াস কিছু না। ছাত থেকে লাফটা জুতসই হয়নি। গোড়ালিতে সামান্য ব্যথা পেয়েছি।'

'সুন্দরী ললনার আদর-যত্ন পেতে চাইলে আরও সিরিয়াস কিছু বল্,' পাশ থেকে ঠাট্টা করল সোহেল। নিহত হেলমস্ম্যানের লাশ সরিয়ে হুইলে দাঁড়িয়েছে ও। থ্রটল টেনে নিউট্রাল করে নিয়েছে ইঞ্জিন। আর সামনে নেবে না জাহাজ। 'হুম, দেখা যাক কী নিয়ে কাজ করছি। নেফি, আশপাশটা একটু ঘুরে দেখুন তো। ব্রিজের কোথাও একটা পিতলের ফলক থাকার কথা—ওতে জাহাজের ওজন, ডিসপ্লেসমেণ্ট, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, ইঞ্জিন, ইত্যাদি তথ্য খোদাই করা থাকবে।'

'এবার কে ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে?' টিটকিরি মারল রানা।

'না করিয়ে উপায় কী? তুই তো গোড়ালিতে ব্যথা বলে ফাঁকিবাজির তালে আছিস।'

ব্রিজ থেকে সব লাশ ক্যাপ্টেনের অফিসে সরিয়ে নিচ্ছে ফারহাত, ফাঁকে ফাঁকে রেডিওতে কথা বলছে পিনোঁর সঙ্গে। খানিক পর রানার কাছে এসে বলল, 'মেজর পিনোঁ এক্ষুনি আপনাকে ডেকেছেন।'

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী হয়েছে?'

'বোমার টাইমার নাকি অলরেডি অ্যাকটিভেট করা হয়েছে। আফট হোল্ডে অপেক্ষা করছেন মেজর।'

কমাণ্ডোদের দেয়া রেডিওটা নেফারতিতির হাতে তুলে দিল রানা। 'আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি এদিকটা দেখো। সোহেলের কিছুর প্রয়োজন হলে ক্যাম্পবেলের সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করে নিয়ো।'

'ঠিক আছে।'

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল রানা। পাঁচ মিনিট লাগল আফট হোল্ডে যাবার পথ খুঁজে নিতে। ওখানে পৌঁছে দরজা খোলা পেল। ভিতরে নাচানাচি করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। ছাতে কম পাওয়ারের কিছু বালব লাগানো আছে, কিন্তু তাতে দূর হয়নি অন্ধকার, ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করতে হচ্ছে পিনোঁকে। ভিতরে পা রাখতেই জ্বালাপোড়া করে উঠল নাক আর চোখ। খোলের তলায় জমে থাকা কেমিক্যাল বিলজ্ থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। কনুইয়ের ভাঁজে নাকমুখ চাপা দিয়ে এগোতে থাকল।

হোল্ডটা পঞ্চাশ ফুট গভীরে, প্রস্থে চল্লিশ ফুট, উচ্চতা বিশ। খোলের গায়ে বাড়ি খেতে থাকা পানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এলোমেলো ভঙ্গিতে রাখা হয়েছে কার্গো—দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে। নেট আর দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে কোনোমতে, যাতে গড়িয়ে না পড়ে যায়। উপরে তাকাল। ছাতের গায়ে লাগানো পাইপগুলোর গায়ে মাখানো হয়েছে থিকথিকে কাদার মত কী যেন।

বিস্ময় অনুভব করল রানা—এভাবে কার্গো সাজাতে দেখেনি কখনও আগে। ভালমত তাকাতেই বুঝে ফেলল, আসলে অবহেলা নিয়ে করা হয়নি কাজটা... বরং খুব যত্ন দিয়ে সাজানো হয়েছে কার্গোর প্রতিটি বাক্স। পাইপের গায়ে কাদাটাও আর কিছু নয়, ডিটোনেটরের প্রাইমার!

'আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন।' পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে পিনোঁ। 'পুরো জাহাজকেই বোমায় কনভার্ট করা হয়েছে। যেভাবে সাজানো হয়েছে এক্সপ্লোসিভ, তাতে বিস্ফোরণের একবিন্দু শকওয়েভও এদিক-সেদিক নষ্ট হবে না। যতদূর বুঝলাম, প্রথমে তলার অংশ ফাটবে, তারপর ফাটবে আউটার চার্জগুলো।'

রানার মুখে কথা ফুটছে না। হতভম্ব হয়ে বিস্ফোরকের অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখছে ও। কল্পনা করে নিচ্ছে কী ঘটতে পারে গেইলার্ড কাটের সংকীর্ণ চ্যানেলে জাহাজটা বিস্ফোরিত হলে। তলদেশের পঞ্চাশ থেকে একশ' ফুট মাটি সরে যাবে প্রথম ধাক্কায়, পরের ধাক্কা লাগবে দু'পাশের পাহাড়ে। নীচের মাটি সরে যাওয়ায় এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বে ওগুলো, টিকে থাকতে পারবে না। হুড়মুড় করে ধসে পড়ে বুজিয়ে দেবে খাল। কোনও সন্দেহ নেই।

'আর যা-ই বলুন,' পিনোঁ বলল, 'প্ল্যানটা দুর্দান্ত।'

'চুলোয় যাক দুর্দান্ত প্ল্যান,' খ্যাপাটে গলায় বলল রানা। 'টাইমারটা কোথায়?'

'এদিকে। আসুন দেখাই।'

আলো ধরে হোল্ডের ভিতরদিকে ওকে নিয়ে গেল পিনোঁ। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হয়েছে সুটকেস সাইজের টাইমার, বিস্ফোরকের বড়সড় একটা স্তূপের উপর। লুকানোর কোনও চেষ্টা করা হয়নি, সম্ভবত তার কোনও প্রয়োজন নেই বলেই। ডিসপ্লেতে জ্বলজ্বল করছে কাউন্টডাউনের ঘড়ি। ওর চোখের সামনে একান্ন মিনিট থেকে পঞ্চাশে নেমে এল।

বোমা বিষয়ে ভাল অভিজ্ঞতা থাকলেও রানা জানে, প্রতিটার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। ভালমত না জেনে কোনও ডিটোনেটরে হাত দেয়া ঠিক নয়। টাইমারের পাশে তাই লুভানকে হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখে অবাক হলো না, মেঝেতে রেখেছে একটা ছোট্ট বম্ব ডিসপোজাল কিট। আগেই শুনেছে, লুভান এই দলের বোমা-বিশেষজ্ঞ।

'কিছু বুঝতে পারলে?' ওকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যে-ই বানিয়ে থাক, ব্যাটা একটা প্রতিভা,' প্রশংসার সুরে বলল লুভান। 'অলরেডি তিনটা বুবি-ট্র্যাপ আবিষ্কার করেছি।

আরও ক'টা আছে কে জানে। মনে হচ্ছে না কোনও ধরনের ফেইল-সেফ সিস্টেম রাখা হয়েছে।'

'সবগুলো তার কেটে দিলে কেমন হয়?'

'বুম!' মুখ ফুলিয়ে বলল লুভান। 'ওটাই এক নম্বর বুবি ট্র্যাপ। অবস্থা যা দেখছি, তাতে কাউণ্টডাউন বন্ধ করা যাবে না ধরে নিয়ে এগোনোই ভাল।'

'ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করতে থাকো।' হোল্ড থেকে বেরিয়ে এল রানা। পিছু পিছু পিনোঁ।

'কী করবেন, কিছু ভেবেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখনও আশা আছে। মার্কোস যদি ক্যাস্তোরেলিকে বাঁচাতে পারে... যদি ব্লক না হয় ক্যানাল, তা হলে লেক গাটুনে নিয়ে যাব জাহাজ। লেকের মাঝখানে বিস্ফোরণ ঘটলে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হবে না।'

'আর মসিয়ো মার্কোস যদি ব্যর্থ হন?'

'আরেকটা বিকল্প আছে। ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারের আইডিয়া। রোজকে ঘুরিয়ে নেব আমরা। পেড্রো মিগুয়েল আর মিরাফ্লোরেস লক পেরিয়ে ফিরে যাব সমুদ্রে। ওখানে ঘটবে বিস্ফোরণ। তাতেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাবে।'

'কীভাবে? ভুলে যাবেন না, ক্যানাল অথোরিটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে নাকামুরা। লকে ওদের গার্ডও রেখেছে। ওরা কিছুতেই গেট খুলে রোজকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।'

'ওরা দেবে না, ইউএস নেভি দেবে,' সংক্ষেপে বলল রানা। এরপর দ্রুত ফিরে এল ব্রিজে।

এরপরেই মার্কোস আর মেজর কলসনের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর রেডিওতে। জেনেছে সাবমারসিবলের ধ্বংস ও তীরে ক্যাস্তোরেলির আটকা পড়ার খবর। রবার্ট টি. চেঞ্জ কী করতে চলেছে, তাও শুনেছে। নির্দেশ দিয়েছে মার্কোস আর গ্রিন

বেরেটের কমাণ্ডোদেরকে জাহাজ থেকে নেমে যেতে।

কথা শেষ করে রেডিওতে ইউএসএস ক্যাম্পবেলকে ডাকল রানা। 'হেভেন, হেভেন... দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। ডু ইউ রিড মি?'

'অ্যাফারমেটিভ, অ্যাঞ্জেল,' ওপাশ থেকে সাড়া দিল ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসার। 'ডেভিলের সঙ্গে আপনাদের আলোচনা মনিটর করছিলাম আমরা, সিচুয়েশন সম্পর্কে জানতে পেরেছি।'

'তা হলে এবার কী করতে হবে, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা কাজ শুরুও করে দিয়েছি। স্পটার এয়ারক্র্যাফট থেকে পাওয়া তথ্যগুলো টার্গেটিং কম্পিউটারে ঢোকানো হয়েছে। আপনারা বললেই ফায়ার করব। ভাল কথা, প্র্যাকটিস শট বলে কিছু থাকবে না, প্রথম থেকে প্রতিটি শটই হবে কিল শট।'

বড্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এদেরকে, ভাবল রানা। কোনও ধরনের প্র্যাকটিস-রাউণ্ড ছাড়াই টার্গেটে আঘাত হানতে পারবে বলে ভাবছে। অবশ্য ভিজিএএস ক্যাননের ব্যাপারে পরিষ্কার কোনও ধারণা নেই ওর, তাই উচ্চবাচ্য করল না। শুধু বলল, 'রজার দ্যাট। স্ট্যাণ্ডবাই থাকুন। আমি জানাব কখন ফায়ার করতে হবে।'

ব্রিজের উপর নজর বোলাল রানা। লুভানকে সাহায্য করবার জন্য ফারহাতকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে পিনোঁ; অঁবিন সুইপ চালাচ্ছে ফরওয়ার্ড সেকশনে। ব্রিজে রয়েছে সোহেল, নেফারতিতি আর পিনোঁ। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, নিজের অজান্তেই মেনে নিয়েছে ওর নেতৃত্ব। এরপর কী করতে হবে সে ব্যাপারে ওর কাছ থেকেই সিদ্ধান্ত চাইছে সবাই।

মুখ খোলার আগে একটু দ্বিধায় ভুগল রানা। যা করতে

চাইছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সোহেলকে প্রয়োজন ওর, না বললেও ওর সঙ্গে থাকবে নিঃসন্দেহে... কিন্তু বাকিদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার কী অধিকার আছে ওর? একবার ভাবল প্রাণঘাতী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে জাহাজ থামিয়ে সবাইকে নিয়ে সরে যায় নিরাপদ দূরত্বে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট অর্জন হয়েছে ওদের। বিস্ফোরণ হয়তো ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু প্রমাণ করে দিতে পারবে—দুর্ঘটনা ছিল না ব্যাপারটা। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে নাকামুরাকে, ব্যর্থ হবে তার ষড়যন্ত্র। কিন্তু মনের সায় পেল না তাতে।

বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবে পেদ্রো মিগুয়েল লক। মারা যাবে ওখানে কর্মরত নিরীহ কর্মচারীরা, যাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এই ষড়যন্ত্রের। সে-দায় এড়াবে কী করে? না, দায়িত্ব এখনও শেষ হয়নি ওর। একে একে তাকাল সঙ্গীদের মুখের দিকে—ভাবছে, ওদেরকে একটা সুযোগ দেবে।

'যা করতে চলেছি, তাতে সফল হবার নিশ্চয়তা নেই,' বলল রানা। 'সেই সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে ষোলো আনা। ইচ্ছে করলে লাইফবোট নিয়ে এখুনি নেমে যেতে পারেন আপনারা। আমি কিছু মনে করব না। শুধু সোহেলকে পেলেই চলবে আমার।'

'তুমি আমাদেরকে নেমে যেতে বলছ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল নেফারতিতি।

'হ্যাঁ।'

'মেজর পিনোঁর কথা জানি না, কিন্তু আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।'

'পাগলামি কোরো না। সবাইকে আসলে প্রয়োজন নেই এখানে জাহাজ অপারেট করবার জন্য আমি আর সোহেলই যথেষ্ট। কেন খামোকা ঝুঁকি নেবে?'

'আই ডোণ্ট কেয়ার। তোমাদেরকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।'

'আমিও যাচ্ছি না, মসিয়ো,' বলল পিনোঁ। 'আমার টিমও যাবে না। মরতে হয় সবাই একসঙ্গেই মরব।'

অসহায় দৃষ্টিতে সোহেলের দিকে তাকাল রানা। মুচকি হাসল বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। 'ভালই ক্যাপ্টেনসি দেখাচ্ছিস। দায়িত্ব নেবার দশ মিনিট না যেতেই বিদ্রোহ করে বসেছে তোর ক্রু।'

'তা-ই তো দেখছি!'

পোর্ট উইঙের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পিনোঁ। বাইরে তাকিয়েই চমকে উঠল। ঝট করে কাঁধ থেকে নামাল রাইফেল। 'কোথাও যাওয়া হচ্ছে না আমাদের,' বলল সে। 'দেখে যান।'

এক ছুটে ব্রিজ উইঙে বেরিয়ে এল রানা আর নেফারতিতি। একটা পাইলট বোট এগিয়ে আসছে ম্যারিনা থেকে। ডেকের উপরে জনাচারেক ইউনিফর্মধারী মার্সেনারি। বাউয়ের কাছে ইমপ্রোভাইজড সুইভেল মাউণ্টে বসানো হয়েছে একটা হেভি মেশিনগান। বোঝা গেল, মরার আগে জাহাজ বেদখলের খবর জানিয়ে দিতে পেরেছিল ইংল্যাণ্ডার রোজের ক্যাপ্টেন।

ব্রিজ উইঙে রানা আর নেফারতিতিকে দেখতে পেয়েই ফায়ার ওপেন করল হেভি মেশিনগানের অপারেটর। ছুটে এল এক ঝাঁক তপ্ত শেল। ঝট করে বসে পড়ল দু'জনে, মাথার উপর দিয়ে ব্রিজের দেয়ালে আঘাত হানল ওগুলো। যেন নরকতাণ্ডব বয়ে গেল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কাঁচ, মোরব্বার মত ঝাঁঝরা হয়ে গেল বাল্কহেড।

হামাগুড়ি দিয়ে রানা আর নেফারতিতির পাশে চলে এল পিনোঁ। গুলিবর্ষণ থামার জন্য অপেক্ষা করল একটু। বিরতি পেতেই রাইফেল উঁচু করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল বোটের উদ্দেশে।

একটাও লাগল না। আড়াল থেকে মাথা তোলেনি, স্রেফ আন্দাজের উপর ভর করে গুলি ছুঁড়েছে। আবারও গুলি ছুটে এল পাইলট বোট থেকে। আরেক দফা ঝাঁঝরা হলো ব্রিজের বাল্কহেড।

'কিছু একটা কর্, রানা!' চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। সেণ্টার কনসোলের পিছনে উবু হয়ে বসে পড়েছে। 'এ-অবস্থায় জাহাজ ঘোরাতে পারব না আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিনোঁর দিকে তাকাল রানা। 'কাভার দিন আমাদেরকে।'

রাইফেল তুলে ফের গুলি করল পিনোঁ। রেলিঙের উপর মাথা তুলে টার্গেট দেখে নিল রানা আর নেফারতিতি, এবার নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল ওরা। পিনোঁও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। তিনজনের সম্মিলিত গুলিবর্ষণের মুখে একটু সরে যেতে বাধ্য হলো পাইলট বোট। কিন্তু গুলি থামতেই আবার মেশিনগানের আগুন ঝরাতে ঝরাতে ছুটে এল কাছে। গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ল। একটুর জন্য জাহাজের রেইল মিস করল সেই হুক। রানাদের প্রতিরোধের মুখে আরেক দফা পিছিয়ে গেল।

'এভাবে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ওদের, পরের বারেই হয়তো উঠে পড়বে জাহাজে। সামনাসামনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল।' ব্যস্ত হাতে ম্যাগাজিন বদলাচ্ছে পিনোঁ। রেডিও তুলে ডাকল, 'মসিয়ো অঁবিন, কোথায় আপনি? তাড়াতাড়ি আসুন।'

'রওনা হয়ে গেছি,' জানাল অঁবিন। 'দু'মিনিটের মধ্যেই পৌঁছুব আপার ডেকে।'

'দু'মিনিট নেই আমাদের হাতে।' রেইলের উপর দিয়ে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল নেফারতিতি। 'এখুনি কিছু একটা করা দরকার।'

রেডিওতে ইউএসএস ক্যাম্পবেলকে ডাকল রানা, 'হেভেন,

হেভেন, হেভেন! আমরা বিপদে পড়েছি, আপনাদের সাহায্য দরকার।'

'রজার। ড্রোনের ক্যামেরায় সব দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটু অপেক্ষা করুন। সাহায্য আসছে। ব্যালাস্টিক ট্র্যাজেক্টরি বলছে আঠারো সেকেণ্ড লাগবে।'

'আপনারা ভিজিএএস ফায়ার করছেন?'

'হ্যাঁ। তবে পাইলট বোটটা মুভিং টার্গেট, গোলা যে লাগবে তার গ্যারান্টি নেই।'

'অসুবিধে নেই। ওরা ভড়কে গেলেই যথেষ্ট। ফায়ার করুন।'

'করছি। হোল্ড অন।'

পরের দশ সেকেণ্ড পালা করে গুলি ছুঁড়ল তিনজনে। পাইলট বোটকে বাধ্য করল জাহাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে। তারপরেই রানার ইশারা পেয়ে ব্রিজে ঢুকে পড়ল ওরা।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আকাশ থেকে নেমে এল গজব। ছ'ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের এক ঝাঁক শেল, ছ'মাইল উঁচু একটা বক্রপথ ধরে হাইপারসোনিক স্পিডে ছুটে এল পেদ্রো মিগুয়েল লকের এপারে। কোনও ওয়ার্নিং দেয়নি, কোনও আওয়াজও করেনি... স্রেফ নিশ্চিত মৃত্যুর মত নেমে এসেছে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে। বৃষ্টির ফোঁটার মত ঝরঝরিয়ে আছড়ে পড়ল ইংল্যাণ্ডার রোজের বামদিকে, পানির বুকে। চারটে শেল তুলল পানির ফুলঝুরি—একেকটা রোজের সুপারস্ট্রাকচারের চেয়েও উঁচু, ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল জাহাজকে পঞ্চম শেলটা পড়ল পাইলট বোটের আফট ডেকে—কাগজের মত ডেকপ্লেট ছিঁড়ে ঢুকে গেল তলায়, আঘাত হানল ইঞ্জিনে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন স্থির রইল সব। তারপরেই ঘটল বিস্ফোরণ। শেল এক্সপ্লোসিভ, কাইনেটিক এনার্জি, আর ... ফিউয়েলের ত্রিমুখী সংঘাতে লাফিয়ে উঠল বিশাল এক আগুনের

গোলা। টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল পাইলট বোট... সেই সঙ্গে ওটার আরোহীরা। আগুনের হলকায় কালো হয়ে গেল ইংল্যাণ্ডার রোজের শরীরের একাংশ। খানিক পর রানা যখন বাইরে উঁকি দিল, পানির বুকে জ্বলন্ত তেল আর ভাসমান কিছু টুকরো ছাড়া আর কোনও চিহ্ন দেখল না বোটটার। অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে গেল ও। কয়েক মাইল দূর থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা দিয়ে এত নিখুঁতভাবে আঘাত হানা সম্ভব, তা ভাবতে পারেনি। এর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল স্নাইপারের গুলির!

'হেভেন টু অ্যাঞ্জেল।'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। 'গো অ্যাহেড, হেভেন।'

'আমাদের স্ক্রিন বলছে, টার্গেট ধ্বংস হয়ে গেছে। প্লিজ কনফার্ম।'

'কনফার্মড। বাই দ্য ওয়ে, নাইস শুটিং।'

'ধন্যবাদ। প্রাইমারি টার্গেটে নিশানা লাগাচ্ছি আবার। আপনাদের ক্লিয়ারেন্স পেলেই ফায়ার করব।'

'রজার। অপেক্ষা করুন। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

দরজা খুলে ব্রিজে ঢুকল অঁবিন। চেহারায় বিহ্বল ভাব। উপরে ওঠার পথে পোর্টহোলের পাশে থেমে ভিজিএএস ক্যাননের তাণ্ডব দেখে এসেছে।

'কাণ্ডটা কি ওই ক্যানন ঘটাল?' জিজ্ঞেস করল সে। নেফারতিতিকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, '*মঁ দিউ!* ভয়াবহ অস্ত্র!'

সোহেল ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিন নিউট্রালেই রেখে দিয়েছে, অপারেট করছে শুধু বাউ-থ্রাস্টার। ধীরে ধীরে নাক ঘোরাতে শুরু করেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। উইণ্ডস্ক্রিনের বেশিরভাগ অংশই বুলেট আর শ্র্যাপনেলের আঘাতে গুঁড়ো হয়ে গেছে। যেটুকু ভেঙে পড়েনি, তাও অসংখ্য চিড় ধরে ঘোলা হয়ে গেছে।

রাইফেলের বাট দিয়ে পুরোটাই ভেঙে ফেলল রানা আর পিনোঁ, যাতে ঠিকমত দেখতে পায় সোহেল।

দক্ষ হাতে জাহাজ ঘোরাচ্ছে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। কখনও বাউ-থ্রাস্টার ব্যবহার করছে, আবার কখনও ব্যবহার করছে ইঞ্জিনের রিভার্স থ্রাস্ট। একটু সময় লাগল, তবে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ঘুরে গেল রোজ। লকের গেট থেকে একশ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

'আমি রেডি,' ঘোষণার সুরে বলল সোহেল।

'বেশ, তা হলে শুরু করা যাক,' রানা বলল। 'মেজর পিনোঁ, লুভান আর ফারহাতকে জানিয়ে দিন, আমরা রওনা হচ্ছি।'

'ঠিক আছে।'

'হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। আপনারা শুরু করতে পারেন।'

থ্রটল পুরোপুরি সামনে ঠেলে দিল সোহেল। পায়ের তলায় কাঁপুনি অনুভব করল। ছুটতে শুরু করেছে জাহাজ। লকের চেম্বার এখনও পানিতে ভরা, ইংল্যাণ্ডার রোজ বেরিয়ে আসার পর বন্ধ করা হয়নি আপার ডোর। আধ মাইল দূরের লোয়ার ডোর বন্ধ। ফলে চেম্বারটাকে দেখাচ্ছে একটা তিনদিক-বন্ধ চৌবাচ্চার মত। তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। পানির লেভেল থেকে কয়েক ফুট উঁচু হয়ে থাকা লোয়ার ডোরের ডগা দেখতে পাচ্ছে ও। স্টিলের তৈরি ডোরদুটো সাত ফুট পুরু, পঁয়ষট্টি ফুট চওড়া; একেকটার ওজন প্রায় সাতশ' টন। ভীমদর্শন এই দরজাই লেক গাটুনের কয়েক বিলিয়ন টন পানিকে ঠেকিয়ে রাখছে ওপাশের মিরাফ্লোরেস লেক ভাসিয়ে নিয়ে যেতে।

লোয়ার চেম্বার থেকে ত্রিশ ফুট উঁচুতে ভাসছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। ফলে ওপাশে অপেক্ষমান একটা জাহাজের ফানেল আর সুপারস্ট্রাকচার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সোহেল—লকে ঢোকার চেষ্টা করছে ওটা। মুখোমুখি সংঘর্ষের ভয় পেল না ও। পানির

তোড়ে ভেসে যাবে জাহাজটা। মুচকি এক টুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'ফায়ারিং নাউ!' রেডিওতে ভেসে এল ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারের কণ্ঠ।

তাড়াতাড়ি বিনকিউলার তুলে চোখে ঠেকাল রানা। সবকিছু স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। পাশের চেম্বারে ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে একটা ফ্রেইটার, গেইলার্ড কাটের লেভেলে উঠিয়ে আনা হচ্ছে ওটাকে। দূরে, মিরাফ্লোরেস লেকের বুক চিরে এগিয়ে আসছে আরও কয়েকটা জাহাজ। অস্বাভাবিকতা বলতে বেশ কিছু ওয়ার্কার আর গার্ড এসে দাঁড়িয়েছে লকের এই প্রান্তে—গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের আওয়াজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তারা, বুঝতে চাইছে কী ঘটেছে। সন্দেহ নেই, ইংল্যাণ্ডার রোজকে ঘুরতে দেখে চমকে গেছে।

রেডিওতে শোনা যাচ্ছে কাউন্টডাউন, 'চার, তিন, দুই, এক...'

বিনকিউলারের উপর শক্ত হলো রানার মুঠো। পরক্ষণে শুরু হলো তাণ্ডব।

প্রথম শেলটা আঘাত হানল লকের লাগোয়া একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসে। টিনের ছাত ফুটো করে ভিতরে ঢুকে গেল, ঘটল বিস্ফোরণ। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল ওয়ার্কার আর গার্ডরা। পরের শেলগুলো নেমে এল নির্ধারিত টার্গেটে, প্রবল বর্ষণের মত ভাসিয়ে দিল লোয়ার ডোরের পাল্লাদুটোকে। ওগুলো যথেষ্ট মজবুত, কিন্তু নেভাল বম্বার্ডমেন্ট সহ্য করবার মত করে তৈরি করা হয়নি। ধাতব ককানিতে ভরে গেল চতুর্দিক। বিস্ফোরণের সঙ্গে আতশবাজির মত ছিটকাতে থাকল শ্র্যাপনেল। অল্প সময়ের মধ্যেই গোড়া থেকে উপড়ে এল একটা পাল্লা, তলিয়ে গেল পানিতে। দ্বিতীয় পাল্লাটা আরও কিছুক্ষণ যুঝল,

গোড়া থেকে ছুটল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে ঝুলে পড়ল ভাঙাচোরা কবজায় ভর দিয়ে।

তবে এতেই গেইলার্ড কাট থেকে মিরাফ্লোরেস লেকে পানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হলো না। প্রতিটা চেম্বারে দুই সেট করে ডোর রেখেছে ক্যানালের নির্মাতারা, যাতে দুর্ঘটনায় জাহাজের গুঁতোয় এক সেট ভেঙে গেলেও পানিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে আরেকটা সেট। বিধ্বস্ত প্রথম সেটের কয়েক ফুট পিছনে রয়েছে দ্বিতীয় সেট, সেগুলো এখন ঠেকিয়ে রাখছে কয়েক বিলিয়ন টন পানির প্রেশার। মড়মড় আওয়াজ করছে।

বিপুল বেগে লকের ভিতরে ঢুকে পড়ল ইংল্যাণ্ডার রোজ. এক মিনিট লাগবে দ্বিতীয় সেটের গেটে পৌঁছুতে। গোলার ভয়ে দু'পাশে পাগলের মত ছোটাছুটি করছিল ওয়ার্কার আর নাকামুরার ভাড়াটে সৈনিকরা... অনেকেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জাহাজটাকে দেখে। পানামা ক্যানালের ইতিহাসে আর কোনও জাহাজ এমন ভয়ানক গতিতে লক পেরোয়নি। দেখে মনে হলো পুরনো জাহাজটার স্কিপার আত্মহত্যা করতে চাইছে, অনড় গেটের গায়ে আছড়ে পড়ে সাঙ্গ করতে চাইছে ভবলীলা। ওদের সন্দেহ অমূলক নয়। বিলিয়ন টন পানির প্রেশার সইতে পারে যে-গেট, সেখানে পূর্ণ গতিতে সংঘর্ষ ঘটলে স্রেফ ছাতু হয়ে যাবে ইংল্যাণ্ডার রোজের প্রাচীন খোল।

পাগলের মত হেসে উঠল সোহেল... কাজটা প্রয়োজনের তাগিদে করছে, যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছুতে চাইছে মিরাফ্লোরেস লেকে... কিন্তু তারপরেও রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার শিহরণ এড়াতে পারছে না ও। হাত তুলে কেইবল টানল। ঝড়বাদল আর বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজ ছাপিয়ে প্রলম্বিত চিৎকার করল জাহাজের হর্ন। যে যা পারে খামচে ধরল রানা, নেফারতিতি, পিনোঁ আর অঁবিন—সংঘর্ষ এড়ানো যাবে কি না

নিশ্চিত নয়।

'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল নেফি। আর মাত্র দুইশ' গজ দূরে অটল দরজা... পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

আর তখুনি ভিজিএএস ক্যাননের দ্বিতীয় পশলা শেল বৃষ্টির মত নেমে এল। এবার আরও নিখুঁত নিশানা করা হয়েছে—পাল্লার গায়ে নয়, দু'পাশের কবজা লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে শেল। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হলো কংক্রিট আর দরজার সংযোগস্থল। ভিত দুর্বল হয়ে যেতেই পাল্লাদুটো পরাস্ত হলো প্রবল চাপের মুখে। কয়েক মাইল দীর্ঘ, ত্রিশ ফুট উঁচু পানির কলাম অনেকক্ষণ থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল ওগুলোকে... এবার গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

লক এখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত—দু'পাশের পানির লেভেলে ত্রিশ ফুট পার্থক্য। ভয়াল আক্রোশে সে-পার্থক্য পূরণ করতে চাইছে প্রকৃতি, লকের সংকীর্ণ জলপথের মাঝ দিয়ে প্রমত্তা নদীর মত ভীষণ বেগে ছুটে চলেছে পানি। পিছন থেকে যেন ভয়ানক এক ধাক্কা দেয়া হয়েছে, এমনভাবে বেড়ে গেল ইংল্যাণ্ডার রোজের গতি। হাই স্পিড ইলেকট্রিক ট্রেইনের মত ছুট লাগাল, দু'পাশের দৃশ্য ঘোলা হয়ে এসেছে। চোখের পলকে পেরিয়ে এল চেম্বারের শেষটুকু, এণ্ট্রান্স পেরিয়ে লাফ দিল ত্রিশ ফুট উপর থেকে!

চিৎকার করে উঠল আরোহীরা। কিন্তু সেই চিৎকার থামবার আগেই ধড়াস করে মিরাফ্লোরেস লেকের বুকে আছড়ে পড়ল রোজ। ঝাঁকুনিতে ব্রিজের ভিতরে ছিটকে পড়ল রানা ও তার সঙ্গীরা।

লকের মুখে থাকা জাহাজটা পানির তোড়ে ভেসে গেছে একপাশে, আটকে গেছে অগভীর তীরের মাটিতে। ফলে সামনেটা ফাঁকা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবারও হুইল

ধরল সোহেল, বাজাল হর্ন। আটকা পড়া জাহাজটাকে পেরিয়ে আসার পর কমল পানির তোড়, ফলে রোজের মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলো ওর পক্ষে। তাই বলে স্পিড কমাল না, যেভাবে ছুটছিল সেভাবেই ছুটতে থাকল। জাহাজের প্রাচীন ইঞ্জিনদুটোকে নিংড়ে বের করে নিচ্ছে সমস্ত শক্তি। কারণ ওদের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

পেদ্রো মিগুয়েল থেকে মোটামুটি একটা সরলরেখা ধরে পৌঁছুনো যায় মিরাফ্লোরেস লকে। লেইনটা বড় বড় জাহাজকে পথ করে দেবার জন্য যথেষ্ট গভীর, কিন্তু লেইনের বাইরে গেলেই তলা আটকে যাবে ইংল্যাণ্ডার রোজের। সমস্যা হলো, লেইনে রয়েছে পাঁচটা জাহাজ—এর মধ্যে একটা হলো বিশাল আকারের লাক্সারি লাইনার *রাইল্যাণ্ডার সি।* এই পাঁচ-পাঁচটা জাহাজকে পাশ কাটিয়ে মিরাফ্লোরেস লকে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে, নয়তো এখানেই বিস্ফোরণ ঘটে মারা যাবে কয়েক হাজার মানুষ।

জাহাজগুলোর চেয়েও বড় সমস্যা হলো মিরাফ্লোরেস লকটা। পেদ্রো মিগুয়েলের চেয়ে বড়, ডাবল চেম্বারের লক ওটা—তারমানে হাজার ফুট দীর্ঘ দু'-দুটো ধাপ রয়েছে ওখানে... দুটো দরজা ভেঙে পার হতে হবে ওগুলো। প্রবল স্রোতের মাঝ দিয়ে দীর্ঘ ওই দূরত্ব পার হতে হবে ওদেরকে, জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারানো চলবে না। যদি কোনও কারণে লকের মাঝে নাক ঘুরে যায়, গোঁজের মত আটকে যাবে রোজ চিরতরে। ওখানেই ঘটবে বিস্ফোরণ।

রেডিওতে ফারহাত আর লুভানের খবর নিল পিনোঁ। ঝাঁকুনিতে তেমন অসুবিধে হয়নি ওদের, বোমাও হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত। নিশ্চিত হয়ে রানাকে রিপোর্ট দিল।

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আর কারও কোনও সমস্যা?'

'আপনার বন্ধু হাসিটা থামালে খুশি হতাম,' গোমড়ামুখে বলল অঁবিন।

সত্যিই ব্যাপারটা উপভোগ করছে সোহেল। হাসতে হাসতে রেসিংকারের মত চালাচ্ছে জাহাজ, আঁকাবাঁকা পথে পেরিয়ে যাচ্ছে মিরাফ্লোরেস লেকে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য জাহাজগুলোকে। ক্ষণে ক্ষণে বাজাচ্ছে হর্ন। একটা সিগারেটও ধরিয়েছে। এক চোখ টিপে বলল, 'যা-ই বলিস, এর তুলনায় রোলারকোস্টারের রাইড কিচ্ছু না।'

'আপনি পাগল!' অভিযোগের সুরে বলল অঁবিন।

'নেফি, তুমি ঠিক আছ?'

বুড়ো আঙুল তুলে ইতিবাচক সঙ্কেত দিল নেফারতিতি। 'সামনে যেটা অপেক্ষা করছে, সেটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি।'

আটত্রিশ মিনিট বাকি বোমা বিস্ফোরণের—ঘড়ি দেখল রানা। পানির ধাক্কা এখন আর অনুভব করছে না জাহাজ, ছুটে চলেছে নিজস্ব গতিতে। ডেক আর বাল্কহেডের কাঁপুনি থেকে বোঝা যাচ্ছে, তীব্র অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে পুরনো ইঞ্জিনদুটো।

রেডিওতে ডাকল রানা। 'মার্কোস, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, মি. রানা।'

'কোথায় আপনারা?'

'শিপ থেকে নেমে পড়েছি। সরে যাচ্ছি এখান থেকে। ক্যানালে স্রোত দেখতে পেলাম, তারমানে লকের গেট ভেঙে দিয়েছেন আপনারা। যদি দ্রুত ওটা বন্ধ করতে না পারেন, মিরাফ্লোরেস লেক উপচে চারদিক ভেসে যাবে পানিতে।'

'আমার হিসাব বলছে, রবার্ট টি. চেঞ্জ বিস্ফোরিত হলে অস্থায়ী একটা বাঁধের সৃষ্টি হবে। পানি আর অবাধে বইতে

পারবে না তখন। এদিকে বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'হিসাব! কীসের হিসাব?'

একটু হাসল রানা। 'আমার ওপর আস্থা রাখুন। বাঁধের এপারের পানি মিরাফ্লোরেস লেকে চলে আসবে, কিন্তু লেক গাটুন খালি হবে না।'

'প্রার্থনা করি যেন তা-ই হয়।'

'আমরাও সেই প্রার্থনাই করছি। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছুনোর পর জানাবেন। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

পাগলা ড্রাইভারের মত ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে সোহেল। শিপিং লেইনের জাহাজগুলো পড়িমরি ভঙ্গিতে সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে ইংল্যাণ্ডার রোজকে। কোনোটা চরায় আটকা পড়ছে কি না কে জানে; কিন্তু একেকটাকে পেরুচ্ছে, আর স্বস্তির একেকটা নিঃশ্বাস ফেলছে রানা।

রাইল্যাণ্ডার সি-র কাছাকাছি পৌঁছুলে লুভান আর ফারহাতকে ডিজআর্মিঙের কাজ বন্ধ করতে বলল রানা। চায় না হঠাৎ কোনও ভুলে বিস্ফোরণ ঘটুক, তাতে রেলিঙের কাছে ভিড় করে থাকা লাক্সারি লাইনারের কয়েক হাজার আরোহী মারা যাবে। ইংল্যাণ্ডার রোজের রেডিও নষ্ট করে রেখেছে অরিজিনাল ক্রু-রা, ফলে রাইল্যাণ্ডারকে সতর্ক করে দেবার কোনও উপায় নেই। ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়ে ও শুধু তাকিয়ে রইল বিশাল জাহাজটার দিকে। যাত্রীরা বেশ মজা পাচ্ছে ওদের কর্মকাণ্ডে। হাত নাড়ছে ওদের উদ্দেশে।

'ওরা যদি জানত!' পাশ থেকে বলে উঠল নেফারতিতি।

'না জানলেই ভাল,' সংক্ষেপে বলল রানা। রেডিওর বোতাম টিপে যোগাযোগ করল ক্যাম্পবেলের সঙ্গে। 'হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। ওভার।'

'গো অ্যাহেড, অ্যাঞ্জেল।'

‘পরের লকের জন্য আপনারা তৈরি?’

‘টার্গেট লক করে বসে আছি। আপনারা বললেই বাঁয়ের লেইনটা ক্লিয়ার করে দেব।’

সোহেলের উদ্দেশে চেঁচাল রানা। ‘আমরা কাছে যাবার পর ফায়ার করতে বলব? গতবারের মত?’

মাথা নাড়ল সোহেল। ‘না। একটু আগেই করুক। আমরা মোটামুটি পাঁচশ' গজে পৌঁছুলে। তাতে পানির স্রোত একটু শিথিল হবার সময় পাবে।’

কথাটা ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারকে জানিয়ে দিল রানা।

রাইল্যাণ্ডার সি-কে একশ' গজ পিছনে ফেলার পর লুভান আর ফারহাতকে আবার কাজে নামতে বলল পিনোঁ। পরিস্থিতি এখনও অনুকূল নয়—আটশ' ফুট লম্বা একটা ট্যাঙ্কারকে অতিক্রম করছে ইংল্যাণ্ডার রোজ, ফিউয়েলে ভরপুর; বিস্ফোরণ ঘটলে ওটাও উড়ে যাবে। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

মিরাফ্লোরেস লকের আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল জাহাজ। কাউন্টডাউনের টাইমারে সময় এখন একুশ মিনিট। প্রশংসনীয় কাজ দেখিয়েছে সোহেল, সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে সর্বোচ্চ গতিতে রোজকে নিয়ে এসেছে এতদূর; স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এর প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগার কথা লেক পাড়ি দিতে।

পোর্ট সাইডে উদয় হয়েছে একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ, ওটার সাহায্যে লেকের ফ্লাডিং নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পেদ্রো মিগুয়েল লক ভেঙে যাওয়ায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েক ফুট উঁচু হয়ে গেছে পানির লেভেল। বাঁধের উপর দিয়ে উপচে পড়ছে পানি। দৃষ্টি ঘুরিয়ে মিরাফ্লোরেস লকের দিকে তাকাল রানা। পেদ্রো

মিগুয়েলের মতই ওখানে দুটো লেন রয়েছে। দু'পাশের চেম্বারকে ভাগ করেছে কংক্রিটের সি-ওয়াল। সেখানে ছোটাছুটি করছে কয়েকজন মানুষ। আতঙ্কিত ওয়ার্কার, নাকি আর কেউ? বৃষ্টির কারণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। বিনকিউলার তুলে ফোকাস করল ও। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল।

সি-ওয়ালের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে একজন ইউনিফর্ম পরা সৈনিক, তার কাঁধে লম্বা এক টিউব—এদিকে তাক করা। একটা হ্যাণ্ডহেল্ড লঞ্চার! আগুন ঝলসে উঠল ওটার মুখে। বেরিয়ে এল ধূসর একটা আকৃতি। পিছনে কালো ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে ছুটে আসছে ইংল্যাণ্ডার রোজকে লক্ষ্য করে।

'রকেট!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

উনিশ

কোবায়াশি পোর্ট ফ্যাসিলিটি, বালবোয়া।

দুঃসংবাদটা নাকামুরার কাছে পৌঁছুল ধাপে ধাপে... অসংলগ্নভাবে। টুকরো রিপোর্টগুলো যতই জোড়া লাগল, ততই হয়ে উঠল অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য।

সকাল আটটায় পোর্টে এসেছে জাপানি টাইকুন, পরের দু'ঘণ্টা অফিসে কাটিয়েছে তুমুল উত্তেজনায়। অপেক্ষা করেছে মাহেন্দ্রক্ষণের। দশটা বাজতেই আর তর সয়নি, রেইনকোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে অফিস থেকে। বৃষ্টির মাঝে

অস্থিরভাবে হাঁটতে শুরু করেছে ড্রাই ডকের দিকে। ঝোড়ো আবহাওয়াটা বড়ই ভাল লাগছিল, পানামা তথা আমেরিকার ভাগ্যে যে-দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসতে চলেছে, এই ঝড় যেন তারই পূর্বাভাস। চারদিকে তাকিয়ে মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল—সবই তার মনমত অবস্থায় রয়েছে। পানামা উপসাগর থেকে রওনা হয়ে গেছে জেমিনি, যথাসময়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বন্ধ করে দেবে পানামা ক্যানাল। ড্রাই ডকে মিসাইল নিয়ে অপেক্ষা করছে করভাল্ড, সেগুলোকে আনলোড করবার জন্য ক্রেইন তৈরি; লঞ্চার-ট্রাকগুলোও ওয়্যারহাউসে তৈরি হয়ে আছে ভয়াল ক্ষেপণাস্ত্রগুলো পিঠে নিয়ে লঞ্চিং এরিয়ায় যাবার জন্য। সব ঠিকঠাকমত এগোলে আজই মিসাইলগুলো লঞ্চ করবে সে আমেরিকার প্রধান আটটি শহরকে লক্ষ্য করে। মাসুদ রানা, ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড, কারমেন কপোলা বা রহস্যময় সৈন্যদল... কাউকে নিয়েই এখন আর মাথা ঘামাচ্ছে না। তার চোখে এরা সবাই এখন গৌণ সমস্যা। আমেরিকাকে পদানত করবার পরে... যখন পানামা তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাবে... খুঁজে খুঁজে এদেরকে খতম করবে সে।

ড্রাই ডকের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বুক পকেটে বেজে উঠল সেলফোন। টিনের একটা ছাউনির তলায় ঢুকে কল রিসিভ করল নাকামুরা। টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটার ক্রমাগত আওয়াজে কান ঝালাপালা, কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল ওপাশের মানুষটার গলা চিনতে।

'স্যর, সার্জেন্ট সাতো বলছি।'

'কে?'

'সাতো, স্যর।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর। ইংল্যাণ্ডার রোজের

ক্যাপ্টেন জানাল...'

'কোড নেম ব্যবহার করো, গাধা কোথাকার!' ধমকে উঠল নাকামুরা।

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ... জেমিনি টু, স্যর। ওর জাহাজে নাকি গোলাগুলি শুরু হয়েছে। পুরো রিপোর্ট দিতে পারেনি, হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। ডাকাডাকি করে আর সাড়া পাচ্ছি না।'

চমকে গেল নাকামুরা। 'গোলাগুলি মানে? কে করছে গোলাগুলি?'

'নো আইডিয়া, স্যর।'

'জাহাজটা এখন কোথায়?'

'লক থেকে বেরিয়ে গেছে। গেইলার্ড কাটের দিকে কিছুদূর এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে।'

'দাঁড়াবার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, জেমিনি ওয়ানের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করবার জন্য। কিন্তু সেটা অনেক আগেই হয়ে গেছে। এখন যে আবার কেন দাঁড়াল... জাস্ট আ মিনিট, স্যর। আরেকটা রিপোর্ট পাচ্ছি। একটু পরে আবার ফোন করছি আপনাকে।'

লাইন কেটে গেল। থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল নাকামুরা। মাথায় ভর করেছে দুশ্চিন্তা। মানে কী ব্যাপারটার? ইংল্যাণ্ডার রোজে গোলাগুলি হবে কেন? ওটাকে যে ব্যবহার করছে সে, সেটাই তো জানার কথা নয় কারও।

কয়েক মিনিট পর আবার বেজে উঠল সেলফোন। রিং হওয়ামাত্র রিসিভ করল জাপানি টাইকুন। 'বলো।'

'জেমিনি ওয়ানের ক্যাপ্টেনের রিপোর্ট পেয়েছি, স্যর,' বলল সাতো। 'সমস্যা দেখা দিয়েছে মারিও দে ক্যাস্তোরেলিকে নিয়ে। গেইলার্ড কাটের তীরে আটকা পড়েছে ওটা, তবে নির্ধারিত পজিশনে নয়। আর ইয়ে... ওটার তলায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে

আমাদের সাবমারসিবল।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল নাকামুরা। 'কীভাবে ঘটল? দুর্ঘটনা?'

'জেমিনি ওয়ান বলতে পারছে না। সাবমারসিবল ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ঘাবড়ে গেছে ক্যাপ্টেন। এখন লাইফবোটে চড়ে জাহাজ ছাড়তে হচ্ছে তার ক্রু-কে।'

'চেঞ্জকে ডিটোনেশনের পজিশনে নিতে পেরেছে তো?' উত্তেজনায় কোডনেমের ব্যাপারে নিজের বানানো নিয়মই ভঙ্গ করে বসেছে নাকামুরা।

'পুরোপুরি না হলেও বেশ কাছাকাছি। এর বেশি নাকি এগোতে পারেনি ক্যাস্তোরেলির কারণে। তা ছাড়া হাতে সময়ও রাখতে হচ্ছে তাকে। সাবমারসিবল না থাকায় ডাঙায় নেমে পায়ে হেঁটে গ্যামবোয়ায় পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।'

'জেমিনি টু-র কী খবর?'

'এখনও আগের মতই বসে আছে। আমি একটা পাইলট বোটে কয়েকজন লোক পাঠাচ্ছি ব্যাপার কী দেখে আসার জন্যে। রিপোর্ট করবার মত কিছু পেলে আপনাকে জানাব।'

'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষায় রইলাম।'

ফোন পকেটে ভরে রেখে মুখ মুছল নাকামুরা। চেষ্টা করল মনের দুশ্চিন্তা চাপা দিয়ে চেহারা স্বাভাবিক করে তুলতে, যাতে করভাল্ডের ক্যাপ্টেন ওকোচা কিছু আঁচ করতে না পারে। লোকটা তক্কে তক্কে আছে কোনও গোলমাল দেখলেই পিঠটান দেবার জন্য। তাকে সেই সুযোগ দেয়া যাবে না।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে লম্বা কদম ফেলে দ্রুত ড্রাই ডকে পৌঁছুল জাপানি টাইকুন। গ্যাংপ্লাঙ্ক ধরে উঠে এল করভাল্ডের ডেকে। তাকে অভ্যর্থনা জানাল ক্যাপ্টেন ওকোচা। ইরি আর হারুকিও আছে তার সঙ্গে।

'গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন,' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ওকোচার সঙ্গে

করমর্দন করল নাকামুরা। 'আশা করি এখন আপনি সন্তুষ্ট? আনলোডিং শুরু করতে পারি?'

'এগারোটায়, মি. নাকামুরা,' মুখের হাসি ধরে রেখে বলল ওকোচা।

বুকের ভিতর ফেনিয়ে ওঠা ক্রোধকে বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল নাকামুরা। মিসাইলগুলো হাতের মুঠোয় আসুক, তারপর একে শায়েস্তা করবে সে। মুখে বলল, 'বুঝতে পারছি কেন আপনাকে নির্বাচন করেছেন জেনারেল। আপনার আনুগত্য প্রশ্নাতীত।'

'আনুগত্য... এবং প্রাণের মায়া,' শুকনো গলায় বলল ওকোচা। 'জেনারেল বড় শক্ত মানুষ, হুকুমের নড়চড় পছন্দ করেন না।' ঘড়ি দেখল। 'এখনও তো বেশ কিছুটা সময় বাকি আছে। চলুন না আমার কেবিনে। চা খাওয়াব আপনাকে।'

'আমি চা খেতে আসিনি,' বিরক্ত গলায় বলল নাকামুরা।

'চাইলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন,' পিত্তি জ্বালানো সুরে বলল ওকোচা, 'কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না। চলুন, চলুন... চা না খেলে উইস্কিও খাওয়াতে পারি।'

কড়া কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে নিরস্ত করল নাকামুরা। ঝামেলা পাকিয়ে লাভ নেই, তারচেয়ে অপেক্ষা করা যাক। মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাপ্টেনকে ইশারা করল। পথ দেখিয়ে তাকে কেবিনে নিয়ে গেল সে। কয়েক মিনিট পর উর্দি পরা এক স্টিউয়ার্ড এসে চা পরিবেশন করল। নিঃশব্দে কাপে চুমুক দিল নাকামুরা; আড়চোখে লক্ষ করল, একবারের জন্যও তার উপর থেকে দৃষ্টি সরছে না ওকোচার। যেন বুঝবার চেষ্টা করছে কিছু। ইরির চোখেও প্রশ্ন দেখল সে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতম সহচরীকে কিছু বলবার উপায় নেই... নেই দুশ্চিন্তা ভাগাভাগি করবার উপায়। আছে স্রেফ অস্বস্তিকর নীরবতা। একমাত্র ক্যাপ্টেন হারুকিকে নির্বিকার দেখাল। যেন কোনও কিছুই স্পর্শ করছে না তাকে।

প্রায় দশ মিনিট এভাবে কেটে যাবার পর আর্তনাদ করে উঠল নাকামুরার সেলফোন। কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কল রিসিভ করলে সন্দেহজনক দেখাবে, তাই ওকোচার সামনে বসেই বাটন চাপল জাপানি টাইকুন। 'ইয়েস?'

'সার্জেন্ট সাতো, স্যর!' ওপাশে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মার্সেনারি বাহিনীর ডেপুটি। 'খারাপ খবর... খুব খারাপ খবর...' হাঁপাচ্ছে সে।

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল নাকামুরার। তাও কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলল, 'বলো কী খবর?'

'পাইলট বোট ধ্বংস হয়ে গেছে, মারা পড়েছে আমার লোকেরা। রকেটের মত কী যেন হিট করল ওটাকে... ঠিক বুঝতে পারলাম না। জেমিনি টু উল্টো ঘুরে গেছে। জাহাজটা সম্ভবত বেদখল হয়ে গেছে, স্যর!'

চোখেমুখে অন্ধকার দেখল নাকামুরা, কিন্তু সেটা চেহারায় প্রকাশ করবার উপায় নেই। ওকোচা তীক্ষ্ণচোখে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জাপানি টাইকুন। 'আর কিছু?'

'ওহ্, গড! এদিকেই আসছে জাহাজটা। ওরা আবার লকে ঢুকতে চাইছে, স্যর।'

'পারবে?'

'না, স্যর। লোয়ার গেট বন্ধ... বোধহয় গুঁতো মারতে চাইছে।'

'চেষ্টা করুক, কোনও সমস্যা নেই,' একটু আশ্বস্ত হলো নাকামুরা। ইংল্যাণ্ডার রোজের পক্ষে গুঁতো মেরে লকের গেট ভাঙা সম্ভব নয়।

'স্যর!' পরক্ষণে আবার চেঁচিয়ে উঠল সাতো। 'শেল ফায়ার... লকের গেটে শেল মারছে কেউ!'

'কে?' গলার উত্তেজনা আর ঠেকানো সম্ভব হলো না নাকামুরার পক্ষে। সেলফোনের ইয়ারপিসে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে।

'জানি না, স্যর। ইংল্যাণ্ডার রোজ নয়। অন্য কেউ হায়, খোদা... গেট ভেঙে গেছে!' একটু বিরতি 'জাহাজটা আমার সামনে দিয়ে চলে গেল, স্যর। এত জোরে, ব্রিজে কে আছে দেখতে পেলাম না। লক পেরিয়ে মিরাফ্লোরেস লেকে নেমে গেছে ওরা।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল নাকামুরা। আর অভিনয় চালিয়ে যাবার মানে হয় না। বোঝা যাচ্ছে, মস্ত একটা ভজকট হয়ে গেছে কোথাও—সেটা আর ধামাচাপা দেয়া সম্ভব নয়

'কী ঘটেছে, সেটা ঠিকমত বলো, সাতো,' রুক্ষ গলায় বলল সে।

'আর্টিলারি অ্যাসল্ট, স্যর। বৃষ্টির মত শেল ছুঁড়ে ভাঙা হয়েছে লকের গেট, পথ করে দেয়া হয়েছে ইংল্যাণ্ডার রোজকে কারা বা কোত্থেকে ফায়ার করা হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না। জাহাজ এখন মিরাফ্লোরেস লেক পেরুনোর চেষ্টা করছে। বোধহয় ওপাশের লকও পেরিয়ে যেতে চাইছে।'

'ভালমত শোনো আমার কথা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নাকামুরা। 'ইংল্যাণ্ডার রোজকে লেক পেরুতে দেয়া যাবে না থামাও ওটাকে, দখল করে নাও। টাইমার রিসেট করবার কোড আছে আমার হাতে। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলে ওটাকে ফের গেইলার্ড কাটে নিয়ে গিয়ে অরিজিনাল প্ল্যান অনুসারে ডিটোনেট করতে পারব। এখনও সেটা সম্ভব।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যর। মিরাফ্লোরেস লকে একটা টিম রেখেছি আমি। এখানকার সবাইকেও ওখানে নিয়ে যেতে পারব জাহাজ পৌঁছুনোর আগে। চিন্তা করবেন না, ওদেরকে থামাবই।'

'না পারলে কী ঘটবে তোমার কপালে, সেটা আশা করি মনে করিয়ে দিতে হবে না?'

'না, স্যর। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'কোনও সমস্যা, মি. নাকামুরা?' নিরীহ্ গলায় জিজ্ঞেস করল ওকোচা।

ফোন পকেটে রেখে তার দিকে রক্তলাল চোখে তাকাল নাকামুরা। 'না, কিচ্ছু হয়নি।'

'আপনার চেহারা অন্য কথা বলছে।'

খেপে গেল নাকামুরা। 'মুখের লাগাম টানুন। খেলা এখনও শেষ হয়নি।'

'আমার কিন্তু সেটা মনে হচ্ছে না।' পিছন থেকে ভেসে এল নতুন একটা কণ্ঠ।

চমকে উঠে উল্টো ঘুরল জাপানি টাইকুন। দোরগোড়ায় যাকে দেখল, তাকে করভাল্ডে তো দূরের কথা, পানামাতেই আশা করেনি সে। মুখের ভাষা হারাল।

জেনারেল!

নাকামুরার প্রতিক্রিয়া যেন উপভোগ করছেন ভদ্রলোক। দরজা পেরিয়ে কেবিনের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর, মি. নাকামুরা। পাশার ছক উল্টে গেছে... তাই না?'

'রকেট!'

চিৎকার দিয়েই ব্রিজে ঢুকে পড়ল রানা। ফাঁকা উইণ্ডশিল্ড দিয়ে আতঙ্কিত চোখে সবাই তাকিয়ে আছে বাইরে—কালো ধোঁয়ার লেজ তৈরি করে ধূসর ক্ষেপণাস্ত্রটা ছুটে আসছে ওদেরকে লক্ষ্য করে। পোর্টেবল আরপিজি-সেভেন ওটা, মূলত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। পাঁচ পাউণ্ড বিস্ফোরক ভরা

ওয়ারহেডের কারণে একফুট পুরু আর্মার ভেদ করতে পারে। রেঞ্জ তিনশ' গজ। ঠিকমত লাগলে উড়িয়ে দিতে পারবে গোটা ব্রিজ, ডেকের তলায় পৌঁছুলে জাহাজজুড়ে রাখা সমস্ত এক্সপ্লোসিভেও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আশার বাণী একটাই, তাড়াহুড়োয় রেঞ্জের বাইরে থেকে ছোঁড়া হয়েছে রকেট।

রানার চিৎকার শুনেই বনবন করে হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে সোহেল। এমনিতে নড়তে-চড়তে প্রচুর সময় নেয় জাহাজ, কিন্তু এখন তীব্র গতির কারণে দ্রুত নাক ঘোরাল। একপাশে কাত হয়ে সরে যেতে থাকল রকেটের গতিপথ থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাত্র ছ'ইঞ্চির জন্য সুপারস্ট্রাকচারকে মিস করল ওটা, জাহাজের পাশের পানিতে আছড়ে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। ফোয়ারার মত ছিটকে উঠল পানিতে, শকওয়েভে কেঁপে উঠল পুরো জাহাজের কাঠামো।

ব্রিজ উইঙে বেরিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে বাইরে নজর বোলাল রানা। আশ্বস্ত হলো জাহাজের কিছু হয়নি দেখে। ব্রিজের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'নাইস জব, সোহেল।'

'ব্রিজকে টার্গেট করেছিল বলে বেঁচে গেছি,' সোহেল বলল। 'ডেকে মারলে গেছি।'

'মারবে বলে মনে হচ্ছে না,' ওর পাশে ফিরে এল রানা। 'ওরা জাহাজকে থামাতে চাইছে... উড়িয়ে দিতে চাইছে না।'

রেডিও গুঞ্জন করে উঠল। 'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ হেভেন। ড্রোনের ক্যামেরায় রকেট লঞ্চ দেখলাম। আপনারা ঠিক আছেন?'

'আপাতত,' রানা বলল।

'আপনারা চাইলে গেটে ফায়ার করবার আগে লকের দু'পাশে একদফা অ্যাটাক চালাতে পারি। আপনাদের উপর হামলা চালাবার জন্য ট্রুপস জমা হচ্ছে ওখানে।'

'হোল্ড অন।' ব্রিজ থেকে আবার বেরিয়ে এল রানা। বিনকিউলার তুলে ফোকাস করল। ভুল বলেনি ক্যাম্পবেল, ইউনিফর্ম-পরা মার্সেনারিরা জড়ো হচ্ছে লকের কিনারায়। তবে ওরা একা নয়, রয়েছে সাধারণ পোশাক পরা ওয়ার্কাররাও। ইচ্ছেকৃতভাবে নয়, অস্ত্রের মুখে জোর করে আনা হয়েছে তাদেরকে। নিরীহ মানুষগুলোকে মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে সৈনিকরা!

'থামুন, হেভেন!' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'ওখানে সিভিলিয়ান আছে। ফায়ার করবেন না।'

'সেক্ষেত্রে অবাধে রকেট ছুঁড়বে ওরা।'

লকের চেম্বারগুলো জরিপ করল রানা। শূন্য। আগের জাহাজ বেরুনোর পর নতুন জাহাজ ঢোকেনি, ওপাশে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। 'সাপ্রেসিভ ফায়ার করুন, হেভেন। লকের মাঝখানে... মানে, চেম্বারের পানিতে। গোলাবর্ষণের ভয়ে পিছিয়ে যেতে হবে সবাইকে, রকেট ছোঁড়ার সুযোগ পাবে না।'

'রজার। রিটার্গেটিং নাউ।'

বিনকিউলার দিয়ে সি-ওয়ালে আরেকটা রকেট লঞ্চার উঠে আসতে দেখল রানা। আগের জনকে সরিয়ে তার জায়গা নিল নতুন গানার। নিশানা করল ইংল্যাণ্ডার রোজকে। পরমুহূর্তে নেমে এল ভিজিএএস-এর গোলা। দু'পাশের শূন্য চেম্বারের পানি ছিটকে উঠল ক্রমাগত বিস্ফোরণে—এক ধার থেকে শুরু করে আরেক ধার পর্যন্ত এগিয়ে আসছে। লকের দু'পাশে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে সৈনিকরা। সি-ওয়ালে দাঁড়ানো গানারও স্থির। কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। গোলাবর্ষণ কাছাকাছি চলে এলে কোনোকিছু না ভেবেই ঝাঁপ দিল লকের বাইরে। রকেট লঞ্চার আর মানুষ... দুটোই ডুবে

গেল ফুঁসতে থাকা পানিতে।

'রানা!' ডেকে উঠল সোহেল। 'এবার ডোরগুলোয় ফায়ার করতে বল ওদেরকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হেভেন, চিচিং ফাঁক

'এক্সকিউজ মি?'

হাসল রানা। 'দরজা খুলতে বলছি... আরব্য রজনীর ডায়লগ ধার করলাম।'

ওপাশেও হাসি শোনা গেল কমিউনিকেশন অফিসারের। 'ঠিক আছে, আলীবাবা।'

বিশ সেকেণ্ডের বিরতি পড়ল, তারপরেই নতুন করে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। নিখুঁত শট প্রত্যেকটা। স্টিলের ডোর ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে শেল, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত করছে পাল্লাকে। একই সঙ্গে আঘাত হানা হচ্ছে ডোরের গোড়ার কবজায়। কংক্রিটের ভিত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আলগা করে ফেলা হচ্ছে পাল্লা। ডজনখানেক আঘাতের পর ধসে পড়ল সেফটি ডোর, বিশ ফুট উঁচু পানির কলাম গিয়ে আছড়ে পড়ল লোয়ার চেম্বারে।

কণ্ট্রোল সেণ্টারে কর্তব্যরত অপারেটর লিভার টানল—আপার ডোর বন্ধ করে দিতে চায়। যাতে মিরাফ্লোরেস লেক থেকে পানি ঢুকতে না পারে লকে কিন্তু ততক্ষণে পানির তোড় বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড চাপে মড়মড় করে উঠল পাল্লাদুটো।

দ্বিতীয় চেম্বারের ডোরের উপর ততক্ষণে গোলা মারতে শুরু করেছে ভিজিএএস ক্যানন। একের পর এক আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে পাল্লা আর দু'পাশের ভিত। অন্য পাশে চারটা মিউল ইঞ্জিন টেনে আনছিল একটা ফ্রেইটারকে, থমকে দাঁড়াল ধ্বংসযজ্ঞ দেখে। কণ্ট্রোল সেণ্টারের অপারেটরও হাল ছেড়ে দিল। গোলার ঘায়ে আপার ডোর ধ্বংস হবার চেয়ে ওগুলো

খুলে দেয়াই ভাল মনে হলো তার কাছে—লড়াই শেষ হলে পানির ঢল ঠেকানো যাবে ওগুলো দিয়ে। উল্টোদিকে লিভার টেনে হাঁ করে খুলে দিল গেট। তুমুল বেগে পানি ঢুকে পড়ল লকে। পিছু পিছু ইংল্যাণ্ডার রোজ

আরও কয়েকটা গোলা পড়ল লোয়ার ডোরের গোড়ায়। বিকট আওয়াজ করে খসে পড়ল পাল্লাদুটো। ওগুলোকে মাড়িয়ে সুনামির মত ঢেউ আছড়ে পড়ল উল্টোদিকের চেম্বারে। লকে ঢুকতে থাকা ফ্রেইটারটা খড়কুটোর মত ভেসে গেল. টান খেয়ে খেলনার মত ট্র্যাক থেকে উড়ে গেল মিউল ইঞ্জিনগুলো; চালক ও তার সহকারীরা আগেই লাফ-ঝাঁপ দিয়ে নেমে গেছে। কেইবল ছিঁড়ে গিয়ে পানিতে তলিয়ে গেল ইঞ্জিনগুলো।

লেইন পরিষ্কার। ফুল স্পিডে লকে ঢুকে পড়ল ইংল্যাণ্ডার রোজ। ইতিমধ্যে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে ছত্রভঙ্গ সৈনিকরা পাগলের মত গুলি ছুঁড়ল ব্রিজ লক্ষ্য করে। যেন নরক ভেঙে পড়ল, দু'পাশ থেকে বৃষ্টির মত ছুটে আসছে তপ্ত বুলেট... তার মাঝ দিয়ে উন্মাদের মত ছুটে চলেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। রানা-সহ সবাই উবু হয়ে বসে পড়েছে মেঝেতে; শুধু সোহেল বসেনি। ব্যাপারটা স্রেফ দুঃসাহস নয়, জাহাজ চালাবার জন্য সোজা হয়ে থাকতে হচ্ছে ওকে। ভাঙা কাঁচ আর বাল্কহেড ফুটো করে ঢোকা বুলেটের আঁচড়ে কয়েকটা অগভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো ওর শরীরে, তাও নির্বিকার রইল। যেন ধৃষ্টতা দেখাবার জন্যই লম্বা করে বাজাল হর্ন, হেসে উঠল হো হো করে।

প্রবল তাণ্ডবে দিশেহারা লাগছে রানার। একবার ভাবল ভুলই করেছে কি না ক্যাম্পবেলকে দু'পাশে গোলা ফেলতে নিষেধ করে—সৈনিকরা খতম হয়ে গেলে এমন বিপদে পড়তে হতো না। কিন্তু আফসোস করে লাভ নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে একটু উঁচু হয়ে বাইরে তাকাল। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে

শত্রুদল, ছুঁড়ছে একের পর এক গুলি। প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে পিছনে ফেলছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। একটা রকেট ছোঁড়া হলো, কিন্তু ধাবমান টার্গেটে লাগল না সেটা। লকের এক পার থেকে আরেক পারে ছুটে গেল, বিস্ফোরিত হলো একটা মেশিন শপে আঘাত হেনে।

প্রথম চেম্বার থেকে যেখানে দ্বিতীয় চেম্বারে পানি পড়ছে জলপ্রপাতের মত, সেখানটা যথেষ্ট গভীর নয়। সীমানায় পৌঁছুতেই খোলের তলায় ঘষা লাগল। ধাতব আওয়াজে রি রি করে উঠল শরীর। এক মুহূর্তের জন্য যেন স্থির রইল জাহাজ, তারপরেই পিছন থেকে স্রোতের তুমুল ধাক্কায় আগে বাড়ল, ঝপাস করে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় চেম্বারে। নাক দিয়ে পড়ল, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল পানি, যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের সঙ্গে লড়াই করছে। চেম্বারের মেঝের সঙ্গে বাড়ি খেলো তলা, প্রবল ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল পুরো জাহাজ। একটু এগিয়ে ভেসে উঠল ভালমত, স্রোতের মাঝে পড়ে এগোতে শুরু করল টলমল ভঙ্গিমায়। চারপাশে শুধু পানির গর্জন, বাকি সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

এতসবের মাঝে রীতিমত খেলা দেখিয়ে চলেছে সোহেল। স্রোতের তাণ্ডবের মাঝে চেম্বারের গায়ে আছড়ে পড়ছে না জাহাজ স্রেফ ওর নিপুণ শিপ-হ্যাণ্ডলিঙের কারণে। থ্রটল কমিয়ে দিয়েছে, হুইল ঘুরিয়ে দক্ষ হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে রাডার, রোজকে সিধে করে রেখেছে চরম প্রতিকূলতার মাঝে। ধীরে ধীরে স্রোতের টানে গতি বাড়ল, লোয়ার গেটের দিকে ছুটে চলেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। একটু পরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত বেরিয়ে এল ভাঙা প্রবেশপথের মাঝ দিয়ে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার... বেরিয়ে এসেছে ওরা মিরাফ্লোরেস লক থেকে! আর কয়েক মাইল গেলেই পানামা উপসাগর। স্বাভাবিক

প্যাসেজে দুই লক পেরুতে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা প্রয়োজন, সেখানে পুরো পথ ওরা পাড়ি দিয়ে এসেছে আধঘণ্টারও কম সময়ে! আনন্দে চিৎকার করে উঠল সবাই। সবকিছু ভুলে গিয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি। চুমো খেলো ঠোঁটে।

'এ ভারি অন্যায়,' গোমড়ামুখে বলল সোহেল। 'যা করবার করলাম আমি, অথচ চুমো দেয়া হচ্ছে অপাত্রে!'

হেসে ওর গালে একটা চুমো খেলো নেফারতিতি। 'সন্তুষ্ট?'

'ঠোঁটে পেলে আরও ভাল হতো, কিন্তু কী আর করা! রানা সহ্য করবে না, মারবে।'

লজ্জায় আরক্ত হলো নেফারতিতি। এগিয়ে এসে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিল রানা। ইংরেজিতে বলল, 'দেখালি বটে!'

'তাই বলে তুই আবার চুমো খেতে চাস নে।' ইংরেজিতেই উত্তর দিল সোহেল।

হেসে উঠল সবাই।

'এবার কী?' জানতে চাইল অঁবিন।

বাইরে নজর বোলাল রানা। মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে ওরা। দু'পাশে ঘন জঙ্গল, আবছাভাবে চোখে পড়ছে একটা-দুটো কুঁড়েঘর, তবে ওগুলো বেশ দূরে। লকের মুখে জড়ো হওয়া দুটো জাহাজকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেই বিস্ফোরণের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায় বেশ ভালভাবে। সবচেয়ে ভাল হয় খোলা সাগরে পৌঁছুতে পারলে। কিন্তু অতটা সময় পাওয়া যাবে?

হুইল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সোহেল। চিন্তিত গলায় বলল, 'ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না বুড়িটা। বোধহয় পানি ঢুকছে।'

রেডিও তুলে লুভান আর ফারহাতকে ডাকল পিনোঁ।

'মি. সোহেলের ধারণা ঠিক, স্যার,' জানাল লুভান। 'হোল্ডের তলায় পানি ঢোকার আওয়াজ পাচ্ছি আমরা।'

'সিরিয়াস?'

'তেমনটাই মনে হচ্ছে। জাহাজের নাক যখন বাড়ি খেলো, খোল ফেটে যাওয়ার শব্দ শুনেছি আমরা।'

'টাইমিং ডিভাইসের ব্যাপারে কদ্দূর এগোলে?'

'সিকিউরিটি কোড বাইপাস করতে পারিনি, অগত্যা পুরো কেসিং খোলার চেষ্টা করছি। সেটাও সহজ নয়। প্রতিটা স্ক্রু-র সঙ্গে লাগানো হয়েছে বুবি ট্র্যাপ। যে-ই বানিয়ে থাকুক, চায়নি বোমাটা ডিঅ্যাক্টিভেট করা হোক।'

'কতক্ষণ আছে হাতে?'

'বারো মিনিট নয় সেকেণ্ড। তবে যে-হারে পানি ঢুকছে, তাতে মনে হচ্ছে কাউন্টডাউন শেষ হবার আগেই ডুবে যাবে জাহাজ।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'টাইমিং ডিভাইসটা কি ওয়াটারপ্রুফ?'

'নেগেটিভ,' জানাল লুভান। 'তবে বলতে পারছি না কী ঘটবে পানি লাগলে। শর্ট সার্কিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিংবা সময়ের আগে ফেটেও যেতে পারে। ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

হতাশ চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকাল রানা। আনন্দ আর উত্তেজনা এখনও থিতিয়ে যায়নি তাদের, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। খুব ভাল করে বুঝতে পারছে, বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই নেই কারও। এখুনি রওনা হলেও বারো মিনিটে ব্লাস্ট রেডিয়াসের বাইরে যেতে পারবে না ওরা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে।

পরমুহূর্তে মনকে শক্ত করল। কম করেনি ওরা। ব্যর্থ করে দিয়েছে কেনজি নাকামুরার ষড়যন্ত্র। জাহাজকে নির্জন জায়গায় নিয়ে আসায় রক্ষা পাচ্ছে অগণিত মানুষের জীবন। এর বেশি আর কী চাইবার আছে? বাইরে আবারও তাকাল। ঘন জঙ্গলে ঘেরা তীর, বাঁকের ওপাশে বালবোয়া শহর আর কোবায়াশির

পোর্ট ফ্যাসিলিটি। আর এগোনো উচিত হবে না। এখানেই জাহাজ থামানো ভাল।

'সোহেল, তীরের কাছে গিয়ে জাহাজ থামা,' বলল ও। 'মেজর পিনোঁ, ফারহাত আর লুভানকে চলে আসতে বলুন। নীচে আর সময় নষ্ট করবার মানে হয় না।'

রানার চেহারার দিকে তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল সবাই। রেডিওতে দুই সৈনিককে ব্রিজে ফিরে আসতে বলল পিনোঁ। এরপর ফিরল রানার দিকে। 'কোনও আশা নেই, তাই না?'

'চাইলে বোট নিয়ে তীরে নামার চেষ্টা করতে পারেন আপনারা,' রানা বলল। 'বলা যায় না, হয়তো কাভার খুঁজে নিতে পারবেন বিস্ফোরণের আগে।'

কারও তাতে আগ্রহ দেখা গেল না। একসঙ্গে বেঁচেছে ওরা, একসঙ্গে লড়েছে... এখন মরবেও একসঙ্গে।

বিশ

ফ্যালফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত জেনারেলেঁর দিকে তাকিয়ে রইল নাকামুরা। তারপর নিজেকে সামলে বলে উঠল, 'জেনারেল! আপনি কোত্থেকে...

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন জেনারেল। ওকোচার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন, আপনি ব্রিজে যান। পোর্ট ত্যাগ করবার জন্য তৈরি হোন। সুপারভাইজর তাকাশিকে আমি বলে দিয়েছি; ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো নিয়ে আসছে ড্রাই ডকে। ওগুলো হোল্ডে তুলে ফেলুন।'

'মানে কী এসবের?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল নাকামুরা।

ক্যাপ্টেনকে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে দিলেন জেনারেল। তারপর বললেন, 'লক থেকে একা আপনিই রিপোর্ট পাচ্ছেন না, মি. নাকামুরা। আমিও জানি, ইংল্যাণ্ডার রোজ হাইজ্যাক হয়ে গেছে। কে করেছে, তাও আন্দাজ করতে পারছি। মাসুদ রানা ও তার দল। ওরাই হানা দিয়েছিল এই ফ্যাসিলিটিতে। দারিয়েন প্রভিন্সের এক্সক্যাভেশন সাইটেও নাক গলিয়েছে ওরা; টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে সবকিছু দেখে এসেছে। ওদেরকে ছোটখাট সমস্যা বলে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন আপনি এতদিন। অথচ কী ঘটল শেষ পর্যন্ত? ওদের কারণেই পুরো প্রজেক্ট লেজেগোবরে হয়ে গেছে। আর এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আপনার একগুঁয়েমি। অস্বীকার করতে পারেন?'

জেনারেলের অগ্নিদৃষ্টির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে গেল নাকামুরা। বলল, 'এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। ইংল্যাণ্ডার রোজকে গেইলার্ড কাটে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব...'

'মিথ্যে সান্ত্বনায় আমি আর ভুলছি না, মি. নাকামুরা। আপনার এই প্রজেক্ট শুরু থেকেই বড্ড বেশি উচ্চাভিলাষী ছিল—আমি কখনোই সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু উপরমহল বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আপনাকে সাহায্য করবার। তাঁদের হুকুম অমান্য করতে পারিনি বলে এতদিন চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু এখন সে-পর্ব শেষ হয়েছে।'

'আ... আপনি আমার বিরুদ্ধে ছিলেন?' চোয়াল ঝুলে পড়ল

নাকামুরার। 'তারমানে... তারমানে... সোনার সরবরাহ বন্ধ করবার জন্য আপনিই দায়ী?'

'হ্যাঁ,' অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন জেনারেল। 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আমিই সরকারকে বুঝিয়েছি, দেশের গোল্ড রিজার্ভকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে আপনার মত একটা উন্মাদকে সাহায্য করা ঠিক হবে না। ইউ সি... আপনার উপরে কখনোই আমি আস্থা রাখতে পারিনি। ব্যবসা ভাল বোঝেন আপনি, কিন্তু যুদ্ধকৌশলের কিছুই জানেন না। পানামা দখল আর আমেরিকাকে পদানত করবার জন্য এখানে প্রয়োজন ছিল একজন সমরনায়কের... ভুঁইফোড় কোনও টাইকুনের কম্মো নয় এটা। তাই গোপনে নজর রাখছিলাম আপনার ওপর। দারিয়েন প্রভিন্সের সাইটে গোলমাল দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, আমার ধারণাই ঠিক। তারপরেও সুযোগ দিয়েছি আপনাকে, দেখার চেষ্টা করেছি সমস্যাটাকে আপনি কীভাবে সামাল দেন। শেষ পর্যন্ত সফল হন কি না। নিজ চোখে আপনার অ্যাকশন দেখবার জন্য রয়ে গেছি পানামায়, গত রাতে ছদ্মবেশে এসে উঠেছি এই জাহাজে। সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার পর বলতে দ্বিধা নেই, আমাকে চরমভাবে হতাশ করেছেন আপনি। কারও পরামর্শ শোনার চেষ্টা করেননি, স্বৈরাচারীর মত নিয়েছেন একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত। তারই ফল হিসেবে আজ ভণ্ডুল হয়ে গেছে পুরো প্রজেক্ট।'

জেনারেলের কথা কানে ঢুকছে না নাকামুরার। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আমার উপর গোপনে নজর রেখেছেন আপনি? কীভাবে? কে আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে?'

ইরির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন জেনারেল।

রাগে দু'চোখ জ্বলে উঠল নাকামুরার। 'ইরি! ডাইনি কোথাকার! আমার বিশ্বাসের এই প্রতিদান দিয়েছিস তুই?'

'আমার কিছু করার ছিল না, স্যার,' শীতল গলায় বলল ইরি। 'আপনার ভুলের জন্য আমি কেন ডুবব? প্রজেক্ট ব্যর্থ হলে জেনারেল আমাকে রক্ষা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। দেখতেই পাচ্ছেন, প্রস্তাবটা গ্রহণ করে ভুল করিনি আমি।'

'আর আমি যদি সফল হতাম?'

হাসল ইরি। 'দু'কূল রক্ষা করেছি বলে আপনি আমাকে দোষারোপ করতে পারেন না আমার জায়গায় যে-কেউই করত।'

আচমকা নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করল নাকামুরা। 'এই জাহাজে কোনও মিসাইল নেই, তাই না?'

'আছে, তবে ওগুলো ডামি মিসাইল,' বললেন জেনারেল। 'এমনকী ক্যাপ্টেন ওকোচাও জানে না সেটা। অবাক হচ্ছেন? যেখানে আপনাকে সোনাই দিচ্ছি না আমরা, সেখানে আটটা ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল মিসাইল দেব—এমনটা নিশ্চয়ই আশা করেননি?'

'তা হলে কেন এই নাটক? কেন করভাল্ডকে নিয়ে এসেছেন এখানে?'

'ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো রিকভার করবার জন্য টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইন থেকে সোনার দ্বিতীয় চালানটাও আজ ভোরে ফিরিয়ে এনেছি আমি। এই প্রজেক্টের সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্টতার এগুলোই শেষ প্রমাণ। সরিয়ে নিলে কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না, আপনার পিছনে আমাদের মদদ ছিল

'আর আমি? আমার কী হবে?'

'এত বড় একটা কেলেঙ্কারির দায় কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন আপনি, তাই ন্যায্যভাবেই ওটা আপনার উপর বর্তায়।'

'অসম্ভব! এভাবে পার পেতে দেব না আপনাকে...

আপনাদের কাউকে। আমার সঙ্গে বেঈমানী করে আজ পর্যন্ত পার পায়নি কেউ। আপনারাও পাবেন না।'

'হুমকি দেবার মত পজিশনে আপনি আর নেই, মি. নাকামুরা,' চাঁছাছোলা গলায় বললেন জেনারেল। 'এই প্রজেক্টের সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে গেছে আপনার সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা। কিছুই করতে পারবেন না আপনি।'

'তা-ই? হারুকি, শুট দিস বাস্টার্ড।'

অট্টহাসি করে উঠলেন জেনারেল। 'কাকে হুকুম করছেন? ভাবছেন ও-ও আপনার মত আবেগপ্রবণ উন্মাদ?' হারুকির দিকে তাকালেন। 'ক্যাপ্টেন, তোমার অনেক সুনাম শুনেছি ইরির মুখে। যোগ্য লোকের কদর করতে জানি আমি। যদি আমার দলে যোগ দাও, তা হলে ইরির মত তোমাকেও রক্ষা করব। এখানকার কর্মকাণ্ডের জন্য কোনোদিন শাস্তি পেতে হবে না... বরং অঢেল টাকা-পয়সা পাবে।'

শান্ত গলায় হারুকি প্রশ্ন করল, 'আর আমার লোকেরা? ওদের কী হবে? যারা লকে কিংবা অন্যান্য জায়গায় রয়ে গেছে?'

'ভুলে যাও ওদের কথা। যা খুশি হোক, তোমার কী? ভাড়াটে সৈনিক ওরা... টাকা ছড়ালে অমন লোকের অভাব হয় না।'

'আর এই প্রজেক্টকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছে? ওদের কথাও ভুলে যাব?'

'যুদ্ধ করতে গেলে কিছু প্রাণহানি হবেই। সেটা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কী!'

আর কিছু বলল না হারুকি। মনে হলো যেন মেনে নিয়েছে জেনারেলের কথা।

প্রসন্ন হয়ে উঠল জেনারেলের চেহারা। 'গুড ডিসিশান, হারুকি। এবার তোমার পিস্তল বের করে মি. নাকামুরাকে

পাহারা দাও। মাথা গরম হয়ে আছে ওঁর, উল্টোপাল্টা কিছু ঘটিয়ে বসতে পারেন।'

দ্বিরুক্তি না করে পিস্তল বের করল হারুকি। তাক করল জাপানি টাইকুনের দিকে।

'তার মানে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নাকামুরা। 'আপনি আমাকে বন্দি করছেন? কেন? যা চেয়েছেন, তা তো পেয়েই গেছেন। আমাকে যেতে দিন।'

'দুঃখিত, মি. নাকামুরা। এখুনি আপনাকে যেতে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। নাগালের বাইরে গেলেই আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু করবার চেষ্টা করবেন আপনি। রিল্যাক্স, পোর্ট থেকে বেরিয়ে যাবার পর বোটে করে নামিয়ে দেব আপনাকে।'

নিচু গলায় গাল দিয়ে বসল নাকামুরা।

বাইরে ইঞ্জিনের ভারী গর্জন শোনা গেল। এসে গেছে ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো। বেজে উঠল ইন্টারকম। ওপাশ থেকে ক্যাপ্টেন ওকোচা জানাল, ট্রাকগুলো পৌঁছেছে, জেনারেল। আপনি অনুমতি দিলেই লোডিং শুরু করতে পারি।'

'অবশ্যই। এখুনি শুরু করুন। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজে তোলা চাই। কতক্ষণ লাগবে?'

'ড্রাই ডকের সবক'টা ক্রেইন কাজে লাগাচ্ছি। আশা করি বিশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে।'

'গুড। শুরু করে দিন।'

ইরির সেলফোন বেজে উঠল। কানে ঠেকিয়ে কিছু শুনল ও। তারপর বলল, 'জেনারেল, মিরাফ্লোরেস লক পেরিয়ে এসেছে ইংল্যাণ্ডার রোজ। এদিকেই আসছে।'

অস্থির হলেন না জেনারেল, ঘড়ি দেখে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। ফুল স্পিডে ছুটে এলেও আমাদের কাছে পৌঁছুতে পারবে না। তার আগেই ফাটবে বোমা।'

বাইরে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ড্রাই ডকের চারটা হেভি ক্রেইন। একে একে জেটি থেকে তুলে আনছে ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলোকে। নামিয়ে রাখছে মিডশিপের বিশাল হোল্ডে।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে ক্যাপ্টেনের কেবিনে। চোখের আগুনে তিন শত্রুকে ভস্ম করে দিতে চাইছে নাকামুরা; কিন্তু মুখ খুলছে না। জেনারেল নীরবে ধূমপান করে চলেছেন, ইরি বিভোর তার নতুন মনিবের অধীনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে, আর হারুকি নিষ্ঠাবান সৈনিকের মত পাহারা দিচ্ছে বন্দিকে। খানিক পর অল্পক্ষণের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল সবাই—যখন দূর থেকে গুমগুম করে ভেসে এল চাপা গর্জন। বজ্রপাত বা প্রাকৃতিক কোনও শব্দ নয়, জেমিনির বিস্ফোরণ।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নাকামুরার বুক চিরে। ইংল্যাণ্ডার রোজ কোথায়-কী পরিস্থিতিতে বিস্ফোরিত হয়েছে জানার উপায় নেই; তবে মানসচোখে রবার্ট টি. চেঞ্জের ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পাচ্ছে—ঢল নেমেছে গেইলার্ড কাটের একপাশের পাহাড়ে, অস্থায়ী বাঁধের মত আটকে দিচ্ছে ক্যানালের একাংশ। ইংল্যাণ্ডার রোজ যদি পাশাপাশি থাকত, আর জায়গামত ডুবে যেত মারিও দে ক্যাস্তোরেলি... তা হলে করভান্ডের ক্যাপ্টেন'স্ কেবিনে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না তাকে। ভবিতব্য নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই তার মনে। মুখে যা-ই বলুক জেনারেল, শেষ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। খুন করা হবে। লাশটা এমনভাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা হবে, যেন মনে হয় বিচার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করেছে সে। একমাত্র তার মৃত্যুর মাধ্যমেই ধামাচাপা দেয়া সম্ভব পুরো ষড়যন্ত্র, তা ছাড়া বেঁচে থাকলে সে যে প্রতিশোধ নিতে চাইবে—এটাও জেনারেলের অজানা নয়। কাজেই মরতে হবে ওকে।

আরও কিছুটা সময় পেরুল। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ওকোচার আন্দাজকে সঠিক প্রমাণিত করে বিশ মিনিটের মাথায় হোল্ডে ঢুকে গেল শেষ ট্রাকটা। ইণ্টারকমে জেনারেলকে কমপ্লিশন রিপোর্ট দিল সে।

'চমৎকার,' বললেন জেনারেল। 'তা হলে রওনা হওয়া যাক।'

'ইয়ে... ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর। ড্রাই ডকের অপারেটর বেঁকে বসেছে। মি. নাকামুরার অনুমতি ছাড়া নাকি ডকের গেট খোলা যাবে না।'

'ফাজলামি পেয়েছে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল। 'ওকে বলুন, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে যদি গেট না খোলে, চাবকে ওর পাছার ছাল তুলে নেব আমি।'

বাঁকা এক টুকরো হাসি ফুটল নাকামুরার ঠোঁটের কোণে। 'অযথাই চেঁচামেচি করছেন, জেনারেল। হুমকিতে কাজ হবে না। অপারেটর আমার নিজস্ব লোক। আপনার চেয়ে আমাকে অনেক বেশি ভয় পায় ও। দুনিয়া উল্টে গেলেও গেট খুলে দেবে না।'

রাগী চোখে তার দিকে তাকালেন জেনারেল। অসহায় বোধ করছেন। অপারেটরকে সরিয়ে কাউকে দিয়ে যে গেট খুলিয়ে নেবেন, তা সম্ভব নয়। সেই লোকটা রয়ে যাবে পিছনে। এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'বেশ, তা হলে আপনিই ওকে গেট খুলতে বলবেন হারুকি, ব্রিজে নিয়ে চলো ওঁকে।'

আপত্তি করল না নাকামুরা ছোট্ট কেবিনে নড়াচড়ার জায়গা নেই, কিছু করতে পারছে না। ব্রিজে গেলে একটা সুযোগ মিলতে পারে হারুকির ইশারা পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন'স্ কেবিন থেকে। এরপর সিঁড়ি ধরে উঠে এল ব্রিজে। পিছু পিছু এল হারুকি, জেনারেল আর ইরি।

'কমিউনিকেশন সেট কোথায়?' ব্রিজে পা রেখেই জিজ্ঞেস

করলেন জেনারেল।

হাত তুলে দেখিয়ে দিল ওকোচা। নাকামুরাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তার হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিলেন জেনারেল। 'কথা বলুন আপনার অপারেটরের সঙ্গে। গেট খুলতে বলুন।'

'কীসের জন্য? আমার ব্যাপারে আপনার পরিকল্পনা কী, তা আমি বুঝিনি ভেবেছেন? কেন অযথা সাহায্য করতে যাব আপনাকে?'

'কারণ কথা না বললে এখুনি আপনাকে গুলি করবে হারুকি।'

'সে তো এমনিতেও করবে। স্রেফ আগে বা পরে।'

'তা হলে কী চান আপনি?'

'আমাকে জাহাজ থেকে নেমে যেতে দিন। জেটিতে নেমেই গেট খোলার অনুমতি দেব আমি।'

'অসম্ভব! আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তা হলে এখানেই বসে থাকুন।'

রাগে ফেটে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলালেন জেনারেল। শীতল গলায় বললেন, 'নিজেকে খুব চালাক ভাবছেন, না? ত্যাঁদড় লোককে কীভাবে বশ মানাতে হয়, তা খুব ভালই জানা আছে আমার। হারুকি, ওঁর হাঁটুতে গুলি করো।'

'দাঁড়ান!' বলে উঠল ইরি। বিকৃত উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ। 'আই হ্যাভ আ বেটার আইডিয়া।'

এগিয়ে গিয়ে নাকামুরার বাম হাত ধরল সে। মদির হাসি হাসল, তারপরেই উল্টোদিকে চাপ দিয়ে মট করে ভেঙে দিল কড়ে আঙুল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল নাকামুরা, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। খিলখিল করে হেসে উঠল ইরি।

'কুত্তী!' প্রচণ্ড আক্রোশে বলল জাপানি টাইকুন। 'তোকে খুন করব আমি!'

'কেন, ডার্লিং?' বাঁকা সুরে বলল ইরি। 'ক্রটিবিচ্যুতির শাস্তির নামে কতশতবার তুমি আমাকে টর্চার করেছ, ভুলে গেছ? তার বিনিময়ে এটুকু তো নিশ্চই তোমার পাওনা!'

'যথেষ্ট হয়েছে,' বললেন জেনারেল। 'মি. নাকামুরা, গেট খুলতে বলুন। নইলে এরচেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট পেতে হবে আপনাকে মরবার আগে।'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল নাকামুরা। মাইক্রোফোনের বাটন টিপে বলল, 'অপারেটর, দিস ইজ কেনজি নাকামুরা। গেট খুলে দাও। এক্ষুণি!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুঞ্জন ভেসে এল ড্রাই ডকের পিছন দিক থেকে। খুলতে শুরু করেছে গেট। ক্যানালের পানি ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভাসিয়ে তুলছে জাহাজকে। প্রয়োজনীয় গভীরতা পেয়ে যেতেই হেলমসম্যানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ওকোচা। রিভার্স থ্রটল দেয়া হলো, খোলে মৃদু কাঁপন তুলে সচল হলো করভাল্ডের ইঞ্জিন। জেটি থেকে দড়ির বাঁধন খুলে দিতেই মন্থর গতিতে পিছাতে শুরু করল, ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রাই ডক থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই আবছাভাবে একটা দুপ দুপ জাতীয় আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই বেড়ে গেল সেটা। চলে এল একেবারে জাহাজের কাছে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন জেনারেল আর ক্যাপ্টেন ওকোচা, হেলিকপ্টারের রোটরের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু করভাল্ডের মাথার উপরে কেন?

এক মুহূর্ত পরেই পাওয়া গেল তার জবাব। হেলিকপ্টার থেকে ভেসে এল লাউডহেইলারে উদাত্ত ঘোষণা, 'করভাল্ড, দিস ইজ ইউনাইটেড স্টেটস নেভি। ইঞ্জিন থামাও, আমরা তোমাদের জাহাজে নামব।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠলেন জেনারেল।

'এ তো অবৈধ হুকুম!' বোকা বোকা গলায় বলল ওকোচা 'পানামায় আমেরিকান নেভির কোনও জুরিসডিকশন নেই ওদের কথায় জাহাজ থামাতে বাধ্য নই আমি। আমাদের অনুমতি না পেলে ওরা জাহাজেও চড়তে পারবে না।'

'দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ওয়ার্নিং,' আবার বলা হলো লাউডহেইলারে। 'ইঞ্জিন বন্ধ করুন, নয়তো আমরা গায়ের জোরে আপনাদেরকে থামতে বাধ্য করব।'

'মগের মুল্লুক নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল ওকোচা। 'যা খুশি তা-ই করবে?'

ঝট্ করে তার দিকে তাকালেন জেনারেল। 'মগের মুল্লুক নয়, গাধা! জেনেশুনেই এখানে এসেছে ওরা, বুঝতে পারছ না? আমাদেরকে হাতেনাতে ধরতে!'

'ওহ্, গড!' এবার বিপদটা আঁচ করতে পারল নাইজেরিয়ান ক্যাপ্টেন। 'কী করব আমরা?'

'প্রথম কাজ, থামবে না কিছুতেই। হারুকি, ক'জন আছে তোমার সঙ্গে।'

'চারজন। রাতে পাহারা দেবার জন্য এনেছিলাম।'

'ওদেরকে ডেকে পজিশন নিতে বলো...'

জেনারেলের দিকে ঘুরে গেছে হারুকি, মনোযোগ হারিয়েছে নাকামুরার উপর থেকে। ইরির দৃষ্টিও ওদের দিকে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করল জাপানি টাইকুন। আচমকা নড়ে উঠল, দু'হাতের ভীষণ এক ধাক্কায় ইরিকে ঠেলে দিল হারুকির দিকে। দু'জনের কেউই তৈরি ছিল না, পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে তাল হারাল, পড়ে গেল মেঝেতে।

'অ্যাই! হচ্ছে কী!' গর্জে উঠলেন জেনারেল।

কিন্তু তাঁর কথা শোনে কে! ইরিকে ধাক্কা দিয়েই ছুট

লাগিয়েছে নাকামুরা। দরজা খুলে নেমে গেছে ব্রিজ থেকে।

গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল হারুকি। পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে ধাওয়া করতে গেল বন্দিকে, কিন্তু পিছন থেকে তার শ্যার্টের হাতা ধরে টান দিলেন জেনারেল।

'না! তোমাকে এখানে আমার দরকার। ইরি, মি. নাকামুরার ব্যবস্থা নাও।'

'উইথ প্লেজার!' হিংস্র ভঙ্গিতে পোশাকের তলা থেকে নিজের ছোট্ট পিস্তলটা বের করল ইরি। ব্রিজ উইঙের দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'আর তুমি...' হারুকিকে বললেন জেনারেল। 'তোমার লোক নিয়ে ডেকে যাও। হেলিকপ্টার থেকে কেউ নামতে চেষ্টা করলেই গুলি করবে। ক্লিয়ার?'

নড়ল না হারুকি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেনারেলের দিকে।

'কী হলো?' অধৈর্য গলায় বললেন জেনারেল। 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওরা নেমে আসবে তো!'

'আমার লোকদের কিছু বলবার প্রয়োজন নেই,' শান্ত স্বরে বলল হারুকি। 'এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হয়, তা ওরা ভালই জানে। কারণ যাদেরকে আপনি সন্ত্রাসের ভাড়াটে সৈনিক বলেছেন, তারা আসলে সত্যিকার যোদ্ধা। সারা দুনিয়া চষে আমি রিক্রুট করেছি ওদেরকে, নিজের হাতে ট্রেইনিং দিয়েছি। রাস্তার দু'পয়সা দামের গুণ্ডা নয় এরা, জেনারেল; ওরা আমার সহযোদ্ধা... আমার ভাই! আর ওদেরকেই বিপদের মুখে ফেলে যাবার জন্য আপনি প্ররোচিত করেছেন আমাকে। কেন? কেমনতরো সৈনিক আপনি, জেনারেল, বিপদের মুখে লেজ তুলে পালাতে চান?'

মুখের ভাষা হারালেন জেনারেল তোতলাতে তোতলাতে

বললেন, ‘দ্...দেখো, আ...আমাকে ভুল বুঝছ তুমি।’

‘উঁহুঁ, ভুল হয়নি আমার আজকের কথাই ধরুন লড়াই শুরু হবার আগেই পালাবার সব আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছেন আপনি। নইলে আলো ফোটার আগেই খনি থেকে সোনার চালান নিয়ে আসতেন না। ডামি মিসাইল ভরতেন না এই জাহাজে। সুপারভাইজর তাকাশিকে স্ট্যাণ্ডবাই করে রাখতেন না ট্রাকগুলো ডকে নিয়ে আসার জন্য। এর সবই করেছেন আপনি আজকের অপারেশন শুরু হবার আগে। কী আর বলব, জেনারেল পদের কলঙ্ক আপনি!’

আঁতে ঘা লাগল জেনারেলের। কড়া গলায় বললেন, ‘বড্ড বেশি কথা বলছ তুমি, হারুকি। মুখের লাগাম টানো! ভুলে যেয়ো না, আমি একজন জেনারেল... আর তুমি সামান্য এক ক্যাপ্টেন।’

‘বেশ, তা হলে শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দিন...’

কথা শেষ হলো না হারুকির, বাইরে থেকে ভেসে এল গোলাগুলির শব্দ। আতঙ্ক ফুটল ক্যাপ্টেন ওকোচা আর তার হেলমস্‌ম্যানের চেহারায়। প্রাণভয়ে ব্রিজ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল তারা। পিছন থেকে ডাক দিলেন জেনারেল, কিন্তু শুনল না ওরা।

নড়েনি হারুকি। আগের কথার খেই ধরে বলল, ‘কীসের জন্য এ-লড়াই, জেনারেল? কার জন্য? কেন উদ্দেশ্যহীন একটা সংঘাতে প্রাণ দিল আমার লোকেরা, বলতে পারেন?’

‘তোমার মোটা মাথায় এ-সব ঢুকবে না, হারুকি,’ গম্ভীর হয়ে গেলেন জেনারেল। ‘তা ছাড়া টাকার জন্য লড়তে এসেছিলে তোমরা। ন্যায়নীতির প্রশ্ন অন্তত তোমার মুখে মানায় না।’

‘হ্যাঁ... আমরা মার্সেনারি—আমাদের জন্য টাকা একটা বড় ব্যাপার। তাই বলে যদি ভেবে থাকেন সৈনিকের আদর্শ আমরা

ভুলে গেছি, তা হলে মস্ত ভুল করবেন। একজন সৈনিক কখনও লড়াই শুরু হবার আগেই হার মেনে বসে থাকে না... আর একজন নেতা কখনও তার সৈনিককে কোনও কারণ ছাড়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় না।'

'আমি তোমাদের নেতা নই। এখানে নেতা যদি কেউ থাকে তো সেটা কেনজি নাকামুরা। তোমার লোকের মৃত্যুর জন্য ও দায়ী, আমি নই। ও নিজেই শাস্তির নামে তোমার একাধিক লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।'

'মি. নাকামুরাকে আমি মহাপুরুষ বলছি না। কিন্তু তার একটা আদর্শ ছিল... একটা লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি সে। আমরাও তা পূরণ করবার জন্য জীবনবাজি রেখেছিলাম। কিন্তু বন্ধু সেজে গোপনে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করেছেন আপনি। প্রয়োজনের সময় পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছেন। একে যদি বেঈমানী বলি, বাড়াবাড়ি হবে না নিশ্চয়ই?'

'যা খুশি বলো, আই ডোন্ট কেয়ার,' উদ্ধত গলায় বললেন জেনারেল। 'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, এখানে দাঁড়িয়ে নীতিকথা আউড়ে তুমি স্রেফ সময় নষ্ট করছ। মরে ভূত হয়ে যাওয়া কিছু লোকের জন্য ডেকে আনছ নিজের মরণ। প্রাণের মায়া থাকলে...'

'এখানেই আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য,' তিক্ত একটা হাসি হাসল হারুকি। 'মৃত্যু নয়, ওটা হতে চলেছে আত্মত্যাগ। একজন সৈনিক যেটা আরেকজন সৈনিকের জন্য করে। জেনারেল, আপনি একজন বেঈমান। বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আমাদের সঙ্গে... আমাদের আদর্শের সঙ্গে। আর সেজন্যে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি আমি।'

খিস্তি করে উঠলেন জেনারেল, হাত ঢুকিয়ে দিলেন কোটের

ভিতরে—শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আনবেন। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠল হারুকির পিস্তল। কোটের তলায় হাত গোঁজা অবস্থাতেই কেঁপে উঠলেন জেনারেল। পায়ের শক্তি হারিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন মেঝেতে। এক সেকেণ্ড পরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। শরীরের তলায় তৈরি হতে থাকল একটা রক্তের পুকুর।

চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না, সাপ মারার অনুভূতি হচ্ছে হারুকির পড়ে থাক' দেহটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ব্রিজ থেকে সুপারস্ট্রাকচারের ভিতরে নামার দরজার দিকে। এবার নাকামুরার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ওকে।

দরজার নবে মাত্র হাত দিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে শোনা গেল ডাক।

'হারুকি! ইউ বাস্টার্ড!'

পাঁই করে ঘুরল হারুকি, জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এখনও মারা যাননি জেনারেল, শরীরের শেষ শক্তিটুকু একত্র করে বের করে এনেছেন পিস্তলটা। তাক করে রেখেছেন ওর দিকে। ও ঘুরে দাঁড়াতেই ট্রিগার চাপলেন। হারুকির বুকের কাছটা দপ করে উঠল। ইউনিফর্মের গায়ে তৈরি হয়েছে একটা ফুটো... ধীরে ধীরে রক্তে ভিজে উঠল ওটার চারপাশ। হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও মেঝেতে।

ঠোঁটের কোণে সন্তুষ্টির ক্ষীণ এক টুকরো হাসি ফুটল জেনারেলের। চোখ মুদলেন তিনি। চিরদিনের জন্য।

একুশ

ইংল্যাণ্ডার রোজের ব্রিজে, মেঝেতে বসে আছে সবাই। রানাকে জড়িয়ে ধরেছে নেফারতিতি, কাঁধে রেখেছে মাথা। পিনোঁ আর অঁবিন নিচু গলায় কী যেন বিড়বিড় করছে, বোধহয় শেষবারের মত প্রার্থনা করছে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে। সোহেল এখনও হুইলে, সিগারেট টানতে টানতে নির্বিকার ভঙ্গিতে জাহাজকে নিয়ে যাচ্ছে তীরের কাছে। ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে ওরা, প্রতীক্ষা করছে অনিবার্য মৃত্যুর।

রানার কোলের উপর পড়ে আছে রেডিও, ধরেও দেখছে না। ইয়ারপিসটাও খুলে রেখেছে কান থেকে। হঠাৎ ওটার মধ্য থেকে গুঞ্জন ভেসে এল। অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু গুঞ্জনটা বিরতিহীন হতে থাকায় ইয়ারপিস কানে ঠেকাল।

'অ্যাঞ্জেল, দিস ইজ হেভেন। প্লিজ রেসপণ্ড। ওভার।'

ইউএসএস ক্যাম্পবেলের কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা। 'হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। গো অ্যাহেড।'

'কোথায় আপনারা? জবাব দিচ্ছিলেন না কেন?'

'ও কিছু না, একটু ব্যস্ত ছিলাম,' অপ্রিয় প্রসঙ্গটা এড়াবার চেষ্টা করল রানা। 'জরুরি কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। একটা রেসকিউ হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে আপনাদের জন্য। ই.টি.এ. সাত মিনিট।'

আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল রানা। সঙ্গীদেরকে শোনাল খবরটা। আরও চড়া মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাল ওরা। বয়ে গেল হাসি আর উল্লাসের ঢেউ।

'থ্যাঙ্ক ইউ, হেভেন,' অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলল রানা। 'আপনার নামটাই এখনও জানা হলো না।'

'লেফটেন্যান্ট ন্যান্সি পাওয়েল, মি. রানা।'

'গড ব্লেস ইউ, লেফটেন্যান্ট। আমরা অপেক্ষায় রইলাম। পাইলটকে বলে দিন, আমাদেরকে তুলে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্য মাত্র দু'মিনিট পাবে।'

'বলব, কিচ্ছু ভাববেন না,' ক্যাম্পবেলের কমিউনিকেশন অফিসারও হাসছে।

লুভান আর ফারহাতের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল পিনোঁ। 'হেলিকপ্টার আসছে সাত মিনিটের মধ্যে।'

'আরও ভাল খবর আছে আমাদের কাছে, স্যর,' বলল ফারহাত। 'টাইমারের কাভার খুলে ফেলেছি আমরা। ভিতরে দেখছি কোনও বুবি ট্র্যাপ নেই। ডিজআর্ম করাটা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।'

'কতক্ষণ?'

'সর্বোচ্চ দু'মিনিট, তার বেশি নয়। সুখবরটা সবাইকে জানিয়ে দিতে পারেন। এই জাহাজ ধ্বংস হচ্ছে না। এখন খালি না ডুবলেই হয়।'

তাড়াতাড়ি রানাকে খবরটা জানাল পিনোঁ।

'ওরা শিয়োর?'

'বম্ব ডিসপোজাল এক্সপার্টরা কখনও নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলে না,' হাসল পিনোঁ। 'তবে সতর্কতা হিসেবে জাহাজকে চরায় নিয়ে ঠেকানোই বোধহয় ভাল। ডুবে গেলে পানির স্পর্শে টাইমারের মেকানিজমে শর্ট সার্কিট হতে পারে।'

‘সে-কাজই করছি,’ সোহেল বলল। ‘মায়া পড়ে গেছে বুড়ি জাহাজটার ওপর। ডুবে যাক সেটা আমিও চাই না।’

নেফারতিতি বলল, ‘হেলিকপ্টারকে তা হলে মানা করে দিলেই হয়।’

‘না,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘আগে লুভান আর ফারহাত বোমা ডিঅ্যাক্টিভেট করুক। অবশ্য... তারপরেও কপ্টারের প্রয়োজন ফুরাচ্ছে না।’

‘কেন?’

‘আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। রেফ্রিজারেটর শিপটার কথা ভুলে গেছ? ওটায় রয়েছে আটটা ব্যালাস্টিক মিসাইল—নাকামুরা ও তার রহস্যময় মদদদাতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সন্দেহ নেই, পালাবার চেষ্টা করবে ওরা। হেলিকপ্টারে চেপে আক্রমণ চালাব আমরা, থামাব ওদেরকে।’

‘বুঝতে পেরেছি।’

ঠিক দু’মিনিটের মাথায় বোমা নিষ্ক্রিয় হবার কনফার্মেশন পাওয়া গেল ফারহাতের কাছ থেকে। আরও দু’মিনিট পর হোল্ড থেকে ব্রিজে পৌঁছুল ওরা। খুশিতে ওদেরকে জড়িয়ে ধরল পিনোঁ। ‘দেখিয়েছ বটে! এখনও সময় হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু এখান থেকে ফিরেই তোমাদের প্রমোশনের জন্য সুপারিশ করব আমি।’

বাকিরাও করমর্দন আর আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাল ওদেরকে।

এবার ক্যাম্পবেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। ‘হেভেন, দিস ইজ অ্যাঞ্জেল। প্ল্যানে একটু রদবদল করতে হবে। ইভ্যাকুয়েশনের প্রয়োজন নেই, বোমা ডিঅ্যাক্টিভেট করেছে আমাদের দুই টিম মেম্বার। তবে কপ্টারকে অন্য একটা কাজে ব্যবহার করতে চাই আমরা, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।’

'শুনে খুশি হলাম, অ্যাঞ্জেল। কী করতে চান কপ্টার নিয়ে?' জানাল রানা।

কমিউনিকেশন অফিস্যার বলল, 'আমি আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। তবে মনে হয় না তিনি আপত্তি করবেন।'

'সম্ভব হলে ড্রোনটাকে ওদিকে একটু পাঠান। জাহাজটা কী করছে দেখা দরকার।'

এক মিনিট পরেই আবার যোগাযোগ করল ইউএসএস ক্যাম্পবেল। 'খারাপ খবর, অ্যাঞ্জেল। ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলো লোড করা হচ্ছে করভান্ড... মানে ওই রেফ্রিজারেটর শিপে। মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রি রওনা হতে চাইছে ওটা। আমাদের এখান থেকে লোক পাঠাবার সময় নেই। ক্যাপ্টেন আপনাদের প্রস্তাবটাই মেনে নিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। পাইলটকে বলে দিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঠিক হয়ে গেল, ওর সঙ্গে তিন লিজনেয়ার আর নেফারতিতি যাবে করভান্ডে। জাহাজ চালানোর জন্য থেকে যেতে হচ্ছে সোহেলকে, অঁবিন থাকবে ওকে সাহায্য করবার জন্য।

সিদ্ধান্তটা সানন্দে মেনে নিল সোহেল। বলল, 'আমার হয়ে নাকামুরার পাছায় দুটো বেশি লাথি মারিস, রানা। ব্যাটার জন্যে যথেষ্ট ভুগেছি।'

'কথা দিলাম,' মুচকি হাসল রানা। সঙ্গীদের নিয়ে নেমে গেল ব্রিজ থেকে। ফরোয়ার্ড ডেকে গিয়ে দাঁড়াল।

কয়েক মিনিট পরেই এসে গেল হেলিকপ্টার। দড়ির মই নামিয়ে দেয়া হলো, সেটা বেয়ে উপরে উঠল সবাই। কপ্টারের পাইলট আর কো-পাইলটের সঙ্গে দ্রুত পরিচয় সেরে

নিল—ইউএস নেভির দুই অফিসার... লে. কমাণ্ডার পিটার্স আর লেফটেন্যান্ট সিগেল। পিছনের প্যাসেঞ্জার কেবিনে সবাই বসে পড়তেই নাক ঘোরাল কপ্টার, এগোতে শুরু করল বালবোয়ার উদ্দেশে।

কিছুদূর এগোতেই দূর থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর আওয়াজ। বারো মাইল উজানে বিস্ফোরিত হয়েছে সাত হাজার পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ। হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে পিছনে তাকাল রানা। বিস্ফোরণ তো নয়, যেন আগুনের এক ঘূর্ণিঝড়; লকলকে শিখার বিশাল এক কুণ্ডলী উঠে এসেছে আকাশে।

নীচে... মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল রবার্ট টি. চেঞ্জ—মুছে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। যেন অতিকায় এক হাতের চাপড়ে শূন্যে উঠে গেল মারিও দে ক্যাস্তোরেলি, ছিটকে পড়ল আধমাইল দূরে। খোলের ভাঙাচোরা টুকরো উড়ে গেল আরও দূরে। কোটি কোটি গ্যালন পানি মুহূর্তে বাষ্পীভূত হলো, মিশে গেল বৃষ্টিভেজা বাতাসে। শকওয়েভের ধাক্কা লাগল পাশের পাহাড়ে। চোখের পলকে ধস নামল, থিকথিকে কাদামাটি এসে আছড়ে পড়ল খালের মাঝে।

১৯১৩ সালের ১০ই অক্টোবরে প্রথমবারের মত উন্মুক্ত হয়েছিল গেইলার্ড কাট... আর তার এক শতাব্দী পর, এই প্রথম রুদ্ধ হলো আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ। কাদামাটির ঢল অস্থায়ী বাঁধের মত আটকে দিয়েছে পানামা ক্যানালকে—দু'পাশে এখন উন্মত্ত পানি মাথা কুটে মরছে সেই বাঁধের গায়ে।

এতকিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা, শুধু আগুনের বিশাল কুণ্ডলী দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। অনুভব করছে স্বস্তি। বিস্ফোরণে একদিক থেকে উপকারই হয়েছে। বাঁধ তৈরি হওয়ায় আটলান্টিকের উঁচু পানি এসে আর প্যাসিফিক উপকূলের

নিম্নভূমি প্লাবিত করতে পারবে না। পেদ্রো মিগুয়েল আর মিরাফ্লোরেস লকে একটা করে গেট অক্ষত রেখে এসেছে ওরা, পানির প্রেশার কমে যাওয়ায় সেগুলো বন্ধ করা যাবে এখন। বাঁধের মাটি সরানোর পরেও পানিকে ঠেকিয়ে রাখবে ওগুলো। নির্বিঘ্নে করা যাবে দুই লকের মেরামত কাজ। অল্প কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকবে ক্যানাল, তবে নাকামুরা যতটা চেয়েছিল, ক্ষতি তার থেকে অনেক কম।

উড়ে চলেছে হেলিকপ্টার। বালবোয়া বন্দর পেরিয়ে খানিক পরেই পৌঁছে গেল কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে। নীচে চোখ বুলিয়ে ড্রাই ডক খুঁজে নিল রানা। প্রবেশপথের ডোর খুলে গেছে। ধীরে ধীরে বেরুতে শুরু করেছে করভাল্ড।

'ওখানে নিয়ে চলুন আমাদের,' পাইলটকে বলল ও।

জাহাজ থেকে ত্রিশ গজ দূরে, শূন্যে স্থির হলো হেলিকপ্টার। রানার ইশারা পেয়ে লাউডহেইলারের স্পিকার অন করল লে. কমাণ্ডার পিটার্স। মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে বলল, 'করভাল্ড, দিস ইজ ইউনাইটেড স্টেটস নেভি। ইঞ্জিন থামাও, আমরা তোমাদের জাহাজে নামব।'

কোনও জবাব এল না নীচ থেকে। আগের মতই পিছিয়ে চলেছে জাহাজ।

আবার মুখ খুলল লে. কমাণ্ডার পিটার্স, 'দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ওয়ার্নিং ইঞ্জিন বন্ধ করুন, নয়তো আমরা গায়ের জোরে আপনাদেরকে থামতে বাধ্য করব।'

অবস্থা তথৈবচ।

রানা বলল, 'জাহাজের উপরে যান। আমরা নামব।'

হোভার করে এগোতে শুরু করল হেলিকপ্টার। হঠাৎ ডেকে বেরিয়ে এল চারজন সশস্ত্র সৈনিক, গুলি ছুঁড়ল কপ্টারকে লক্ষ্য করে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল পিটার্স। তার সামনের উইণ্ডশিল্ডে চিড় ধরেছে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে ফেলল মুখ।

এক ঝটকায় এক পাশের দরজা খুলে ফেলল পিনোঁ। রাইফেল বের করে গুলি করল নীচে। তার সঙ্গে যোগ দিল ফারহাত আর লুভান। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল সৈনিকরা। ডেকের উপরের বিভিন্ন ছোটবড় কাঠামোর আড়ালে কাভার নিল। সেখান থেকে চালাল পাল্টা গুলি। ঠক ঠক করে কপ্টারের গায়ে বিঁধল বুলেট।

পিটার্স হেলিকপ্টারকে সরিয়ে নিতে চাইছে, তার উদ্দেশে চেঁচাল রানা, 'সরবেন না! পিনোঁ, গুলি করুন। ওদেরকে কাভার দিন। পিটার্স, ব্রিজের উপরে নিয়ে যান কপ্টার। ওখানে নামব আমরা।'

পালা করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল পিনোঁ, লুভান আর ফারহাত। নীচে বুক চেপে ধরল এক মার্সেনারি, গুলি খেয়েছে। বাকিরা আর মাথা তোলার সাহস পেল না। ব্রিজের দশ ফুট উপরে পৌঁছে গেল হেলিকপ্টার। টান দিয়ে নিজের পাশের দরজা খুলল রানা, লাফ দিল নীচে। ব্রিজের ছাতে দুই পা দিয়ে পড়ল ও, পড়েই একটা গড়ান খেলো। ওর পিছু পিছু লাফ দিল তিন লিজনেয়ার। সিধে হতে হতে দূরে সরে গেল হেলিকপ্টার। নেফারতিতি ভিতরে রয়ে গেছে, ওখান থেকে কাভার দিচ্ছে ওদেরকে।

হামাগুড়ি দিয়ে ছাতের এক প্রান্তে চলে গেল রানা। নীচে উঁকি দিয়ে দেখে নিল কেউ আছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে নেমে এল ব্রিজ উইঙে। দরজার কাঁচে নাকমুখ ঠেকিয়ে ব্রিজের ভিতরটা দেখল। জীবিত কেউ নেই, পড়ে আছে দুটো দেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। একজন অচেনা, অন্যজনকে চিনতে পারল—নাকামুরার মার্সেনারি বাহিনীর প্রধান। এই

লোকটাই অটো-ক্যারিয়ারে বন্দি করেছিল ওকে। নেফারতিতির মুখে লোকটার নীতিজ্ঞানের কথা শুনেছে রানা... শুনেছে কীভাবে তাকে সাহায্য করেছিল এই ক্যাপ্টেন। লোকটাকে শত্রু ভাবতে মন চায়নি আর। কিন্তু তার এ-দশা কেন?

তাড়াতাড়ি ব্রিজে ঢুকল রানা ও তার সঙ্গীরা। নিচু হয়ে পরখ করল পালস। দ্বিতীয়জন মারা গেছে, কিন্তু এখনও টিকে আছে হারুকি। দুর্বলভাবে ফেলছে শ্বাস—প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। সাবধানে তাকে চিৎ করল রানা। চোখ পিটপিট করল হারুকি, ওকে চিনতে পেরে যেন বিস্ময় ফুটল চোখের তারায়।

'এসব কী করে হলো?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'প্রতিশোধ নিয়েছি আমি,' ফিসফিসিয়ে বলল হারুকি। 'একটা শয়তান, দু'মুখো সাপকে হত্যা করেছি...'

'কে ও? জেনারেল?'

'হ্যাঁ। একটাই দুঃখ, ওর হাতে মরতে হলো আমাকে। তারচেয়ে আপনার হাতে মরলে সেটা অনেক বেশি গর্বের হতো, মি. রানা। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আপনি... একজন সত্যিকার যোদ্ধা। কপালফেরে বিরোধী শিবিরে ছিলাম আমরা, নইলে আপনাকে আমি বন্ধু হিসেবে পেতে চাইতাম।'

'থাক, আর কথা বলবেন না। আপনার অবস্থা ভাল না।'

'অবস্থা আমি খুব ভাল করেই জানি, মি. রানা,' কথা বলতে খুব কষ্ট হলেও বলে চলেছে হারুকি। 'প্লিজ, আমাকে থামাবেন না। আপনার মত একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যে-কোনও সৈনিকের জন্যই ভাগ্যের ব্যাপার। একটা অনুরোধ রাখবেন? নাকামুরা নামের ওই বেজন্মাটাকে খুঁজে বের করে খতম করুন। আমার ও আমার দলের পরিণতির জন্য এই জেনারেল আর নাকামুরা দায়ী। ও যেন রেহাই না পায়।'

'পাবে না,' কথা দিল রানা। 'কোথায় ও?'

'ভিতরেই কোথাও আছে। একটু আগে এখান থেকে পালাল। যান, দেরি করবেন না।'

'কিন্তু আপনি...

অদ্ভুত এক হাসি ফুটল হারুকির ঠোঁটে। সেই হাসি নিয়েই স্থির হয়ে গেল, পাড়ি জমাল পরপারে। যেন মুক্তি দিয়ে গেল রানাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে রইল রানা। হারুকির কথাগুলো ওর হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। এই প্রথম এক শত্রুর মৃত্যুতে ভারী হয়ে উঠেছে মন। চোখদুটো হয়ে উঠেছে আর্দ্র।

'চলুন, মি. রানা,' বলে উঠল পিনোঁ।

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘুরল তিন লিজনেয়ারের দিকে। বলল, 'হ্যাঁ, চলুন। আপনারা বাইরের ডেকে যান। ওখানে যারা গোলাগুলি করছে, তাদেরকে ট্যাকেল দিন। নাকামুরার দায়িত্ব আমার।'

ছুটতে ছুটতে ইঞ্জিনরুমে এসে ঢুকেছে নাকামুরা। পিছু পিছু ইরি। ওখানে কাজ করছিল জনাদশেক ক্রু। বিপদের আশঙ্কা দেখেই পালিয়ে গেছে তারা। এখন ইঁদুর-বেড়াল চলছে প্রাক্তন মনিব আর তার সহচরীর মাঝে

বিশাল ইঞ্জিনরুম। রয়েছে প্ল্যাটফর্মের মত চারটা লেভেল একেবারে নীচের লেভেলে প্রকাণ্ড দুটো ইঞ্জিন। সেগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে বহুতল ভবনের পিলারের মত মোটা দুটো শাফট। ঘুরছে ধীরে ধীরে। ইঞ্জিনের গগনবিদারী আওয়াজে কান ঝালাপালা।

বাল্কহেডে লাগানো একটা ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ব্যাণ্ডেজ বের করে ভাঙা আঙুল বেঁধে নিয়েছে নাকামুরা। ভাবছে কী করা

যায়। হঠাৎ শুনতে পেল ইরির কণ্ঠ। কণ্ট্রোল রুমের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম ব্যবহার করছে ও, স্পিকারে ভেসে আসছে ওর শীতল কণ্ঠ।

'লুকানোর চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, বস। বেরিয়ে আসুন। শেষবারের মত একটু আদর করি আপনাকে।'

বিড়বিড় করে ডাইনিটাকে গাল দিল নাকামুরা। কোনও অস্ত্র নেই, মেইন্টেন্যান্সের টুলবক্স থেকে একটা রেঞ্চ সংগ্রহ করল আত্মরক্ষার জন্য। লড়াইয়ে নামবার চিন্তা করছে না। ইঞ্জিন রুমে ঢুকেছে স্রেফ লুকিয়ে থাকার জন্য। বিশাল এই কম্পার্টমেন্টে গা ঢাকা দেবার জায়গার অভাব নেই। ওকে খুঁজে না পেয়ে হয়তো হাল ছেড়ে দেবে ইরি—এমনটাই ভাবছে। বাইরে ইউএস নেভির হেলিকপ্টার হাজির হয়েছে, বেশিক্ষণ ওর পিছনে লেগে থাকতে পারবে না মেয়েটা। প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতেই হবে।

লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করল নাকামুরা। বাল্কহেডের গায়ে এক সারি রেডি ইউজ লকারের সামনে পৌঁছুতেই শুনতে পেল পায়ের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি একটা লকার খুলে ঢুকে পড়ল তাতে। ভিতরে গুটিসুটি হয়ে বসল। পাল্লাটা নেটের, ওপাশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। একটু পরেই সিঁড়ি ধরে উপরের লেভেল থেকে নেমে এল একজন মানুষ। তাকে চিনতে পেরেই তিক্ততায় ভরে গেল অন্তর।

মাসুদ রানা! সাক্ষাৎ শনি। এই লোকের কারণেই ভণ্ডুল হয়ে গেছে তার সমস্ত পরিকল্পনা। এখানে এল কী করে? নিশ্চয়ই ইঞ্জিন রুমের কোনও ক্রু-র কাছে খবর পেয়েছে তার। লকার থেকে বেরিয়ে রানার টুঁটি চেপে ধরার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল। ওর হাতে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া ইরিও আছে আশপাশে। এখুনি নিজের অবস্থান ফাঁস করতে চায় না।

দেখা যাক কী হয়। ইরি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না রানাকে।

লকারের সামনে নেমে একটু থামল রানা। ইতি-উতি তাকাল এদিক-সেদিক। তারপর আরেক প্রস্থ সিঁড়ি ধরে নেমে গেল তিন নম্বর লেভেলে। ওখানেই এক প্রান্তে কন্ট্রোল রুম। লেভেলটা গ্যালারির মত। মাঝখানটা ফাঁকা। সেখানে অতিকায় ইঞ্জিনদুটো কচ্ছপের মত পিঠ উঁচিয়ে রেখেছে।

কন্ট্রোল রুমের দিকে সতর্ক পদক্ষেপে এগোচ্ছে রানা, আচমকা যেন হুল ফুটল ওর হাতে। ব্যথায় অবশ হয়ে এল ডান বাহু, মুঠো থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ইঞ্জিনের একেবারে কাছে থাকায় প্রবল গর্জনের মাঝে গুলির আওয়াজ শোনেনি, আহত জায়গাটা বাম হাতে চেপে ধরে উল্টো ঘুরতেই উপর থেকে নীচে নেমে যাওয়া বিশাল কতগুলো পাইপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ইরিকে। হাতের পিস্তল তাক করে রেখেছে ওর দিকে।

'মাসুদ রানা!' চেঁচিয়ে বলল ইরি। 'হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ! আমার নতুন মালিকের সবচেয়ে অপছন্দের দুই পাত্রকে একসঙ্গে খতম করবার সুযোগ পাচ্ছি—কী সৌভাগ্য!'

আনন্দের ঠেলায় একেবারে কাছে চলে এসেছে ও, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে একবিন্দু দেরি করল না রানা। ডাইভ দিল ইরিকে লক্ষ্য করে। তৈরি ছিল না, বুক-পেটের সংযোগস্থলে রানার কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় পিছনদিকে ছিটকে পড়ল মেয়েটা। ধড়াম করে আছড়ে পড়ল ইঞ্জিনরুমের গ্রিল দিয়ে তৈরি প্ল্যাটফর্মে। মাথা ঠুকে গেল, হাত থেকে ছিটকে গেল পিস্তল। ওর গায়ের উপর চড়ে বসল রানা। একটা হাত প্রায় অকেজো, বাম হাতে খামচে ধরল গলা।

মোচড় দিয়ে উঠল ইরি। পরমুহূর্তে ওর দু'পায়ের ধাক্কায় ডিগবাজি খেয়ে উল্টোদিকে আছড়ে পড়ল ও। সোজা হতেই এক

লাফে উঠে দাঁড়াতে দেখল মেয়েটাকে। ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। সুন্দর মুখটা কুৎসিত হয়ে উঠেছে ঘৃণায়।

'আমাকে অবলা নারী ভেবেছ?' হিংস্র গলায় বলল ইরি। 'তোমার কপাল মন্দ, রানা। আমি জুজুৎসু জানি।'

বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এগিয়ে এল সামনে, ঘুসি ছুঁড়ল রানাকে লক্ষ্য করে। তবে রানাও তৈরি, ঘুরে গেল ও ডান দিকে, ফাঁকি দিল আঘাতটাকে। একটা হাত আহত হওয়ায় সামান্য দুর্বল হলো প্রতিক্রিয়া, তবে পজিশনে কোনও ত্রুটি থাকল না। এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময় ইরির লক্ষ্যভ্রষ্ট হাতটা আড়ষ্ট হয়ে থাকল, ঠিক যেটুকু সময় দরকার ছিল রানার। ও একেবারে পাশে চলে এসেছে, দু'পা ফাঁক করে। হাঁটু ভাঁজ করে সবেগে উপরদিকে তুলল রানা। মেয়েদের জন্যে এই আঘাত তত মারাত্মক হবার কথা নয়, তবু ব্যথা খুব একটা কম পেল না। রানা অনুভব করল, ফুসফুস খালি হয়ে গেল ইরির; তার গায়ের গন্ধ ঢুকল ওর নাকে, গায়ে গা ঠেকে গেল।

আঘাত পেয়ে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে ইরি, রানার বাম হাত নেমে এল তার কবজি ধরার জন্যে। এক হাতেও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নীচের দিকে হ্যাঁচকা টান দিতে পারল ও। ওর হাঁটুর ওপর আছাড় দিয়ে তার হাতটা ভাঙার চেষ্টা করল, ব্যথায় ককিয়ে উঠল ইরি। হাঁটু ভাঁজ করে আবার উপরে তুলল রানা। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ইরি, তার শিরদাঁড়া আদর্শ টার্গেট বলে মনে হলো। মেরুদণ্ডের সবচেয়ে নীচের হাড়ে লাগল। এত জোরে, ইঞ্জিনের কানফাটানো শব্দের মাঝেও হাড় ভাঙার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। তারপর পড়ে গেল মেয়েটা, নিঃশ্বাসের সাথে ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়েছে সে, তবু তার গলা থেকে ফোঁপানোর একটা আওয়াজ

বেরিয়ে আসছে

'জুজুৎসু না ছাই!' আপনমনে বলল রানা। 'তোমার আসলে সেলফ ডিফেন্সের পাঠ নেয়া দরকার ছিল। অ্যামেচার কোথাকার!'

ডানহাতের ক্ষতটা চেপে ধরে উল্টো ঘুরল ও। দুর্বল পায়ে এগোল নিজের পিস্তল কুড়িয়ে নিতে। এখনও আসল শিকার বাকি রয়ে গেছে। নাকামুরাকে খুঁজে বের করতে হবে। পিস্তলের কাছে গিয়ে নিচু হয়েছে, এমন সময় শোনা গেল চড়া কণ্ঠ।

'থামো, রানা! খবরদার, এক চুল নড়বে না।'

আদেশটা অগ্রাহ্য করল রানা। পিস্তল তুলল না, তবে সোজা হয়ে ঘুরল কণ্ঠস্বরের মালিকের দিকে। যাকে খুঁজছিল সে-ই। মহাপ্রতাপশালী জাপানি টাইকুন। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে ইরির পিস্তলটা। একপাশ বিকৃত মুখ আর হাতের অস্ত্র মিলিয়ে সাক্ষাৎ যমদূতের মত দেখাচ্ছে তাকে।

'বাহ্,' হালকা গলায় বলল রানা। 'আমাকে দেখছি আর কষ্ট করতে হলো না, তুমি নিজেই এসে গেছ, নাকামুরা।'

'চাপার জোর এখনও কমেনি তোমার?' রাগী গলায় বলল নাকামুরা। 'অসুবিধে নেই, এখুনি গুলি করে তোমাকে চিরকালের মত চুপ করাব আমি। তার আগে এই কালনাগিনীকে যমের বাড়ি পাঠাই।' পড়ে থাকা ইরির দিকে পিস্তল ঘুরিয়ে গুলি করল সে। সোজা গিয়ে খুলিতে ঢুকল বুলেট। কেঁপে উঠল মেয়েটার অচেতন দেহ। পাড়ি জমাল পরপারের উদ্দেশে।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার। যত বড় শত্রুই হোক... অসহায়, নিরস্ত্র, অচেতন কাউকে গুলি করার দৃশ্য সহ্য করা মুশকিল ওর পক্ষে।

'কাজটা ঠিক করলে না,' হিসিয়ে উঠল ওর কণ্ঠ।

'শত্রুর শেষ রাখতে নেই।' রানার দিকে আবার ঘুরে গেল নাকামুরার পিস্তল। 'এবার তোমার পালা।'

'আমাকে খুন করে কোনও লাভ নেই, নাকামুরা। তোমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। কোনও আশা নেই তোমার।'

'তা হলে তোমাকে খুন করে মনের আশ অন্তত মেটাই। বহু আগেই সেটা করা উচিত ছিল। তা হলে এই দিন দেখতে হতো না। সায়োনারা, রানা।'

অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ দেখতে পেল রানা—গুলি খেয়ে এখুনি মারা যাবে ও! কিচ্ছু করার নেই। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, শরীর শক্ত করে ফেলল বুলেটের আঘাত সহ্য করার জন্য। গুলির আওয়াজ শুনল, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার... মাজল ফ্ল্যাশ দেখল না নাকামুরার পিস্তলের ডগায়। তার বদলে একটু ঝাঁকি খেলো সে, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল সে। এক পলকের জন্য নেফারতিতিকে দেখতে পেল রানা, হাতে ধূমায়িত ফামাস রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে। নাকামুরা পুরোপুরি ঘুরে যেতেই তার পিঠে রক্তাক্ত একটা ক্ষতও দেখতে পেল, নেফির গুলি ঢুকেছে ওখান দিয়ে।

বহু কষ্টে হাতের পিস্তল নেফারতিতির দিকে তাক করল নাকামুরা, চেহারায় নগ্ন আক্রোশ... গুলি করবে। ট্রিগার চাপল নেফি, কিন্তু নীরব রইল ওর অস্ত্র। রাইফেল জ্যাম হয়ে গেছে। মারা যাবে এখুনি।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ডাইভ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ল, থাবা মেরে বাম হাতে তুলে নিল নিজের পিস্তল। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই গুলি করল। অনভ্যস্ত হাতের নিশানা ঠিক থাকল না, গুলিটা জাপানি টাইকুনের ডান গালে গিয়ে লাগল—উড়িয়ে নিয়ে গেল হাড্ডি-মাংস।

আর্তনাদ করে উঠল নাকামুরা। হাত থেকে পিস্তল ফেলে

দিয়ে গাল স্পর্শ করল, তারপর হাতের তালু নিয়ে এল চোখের সামনে। রক্তাক্ত তালু দেখে হয়ে গেল দিশেহারা। পাগলের মত তাকাল ডানে-বাঁয়ে... একবার রানা, আরেকবার নেফারতিতির দিকে।

শিউরে উঠল নেফি। ভাল গালটাই উড়ে গেছে নাকামুরার। মুখের দু'পাশই এখন বিকৃত। জান্তব এক দুঃস্বপ্নের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার চেহারা। গোঙাতে গোঙাতে পিছাতে গেল জাপানি টাইকুন, ইরির লাশের সঙ্গে পা বেধে তাল হারাল। উল্টোদিকে হুমড়ি খেলো। রেলিং টপকে পড়ে গেল নীচে... ইঞ্জিন শাফটের উপরে। ঘুরতে থাকা শাফটে পিছল খেলো দেহ, চোখের পলকে ঢুকে গেল শাফটের তলার খাঁজে। হাড্ডি-মাংস থেঁতলানোর বিশ্রী শব্দ হলো, শাফটের চাপে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে শরীর। একটা মরণ-আর্তনাদ বেরিয়ে এল নাকামুরার মুখ দিয়ে। তারপর সব চুপ।

নীচে না তাকিয়ে রানার কাছে এসে দাঁড়াল নেফারতিতি। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে। জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ। থ্যাঙ্কস। বড় সময়মত এসেছিলে, নইলে আজই...'

রানার ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল নেফারতিতি। 'অলক্ষুণে কথা বোলো না। তুমিও কি কম যাও? আরেকটু হলে তো আমিও...

হাসল রানা। 'তা হলে শোধবোধ হয়ে গেল। কী বলো? উপরের কী খবর?'

'ভাল। ডেকের তিন সৈনিককে বন্দি করেছেন মেজর পিনোঁ। সেজন্যেই তো নামতে পারলাম হেলিকপ্টার থেকে। তোমাকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছি।'

'ভাল করেছ। চলো এবার। ফেরা যাক।'

জড়াজড়ি করে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। নীচের দিকে

একবার চোখ বোলাল রানা। লাল লাল ছোপ লেগে আছে শাফটের গায়ে—এককালের মহাপরাক্রমশালী জাপানি টাইকুনের দেহাবশেষ।

বাইশ

এক সপ্তাহ পর।

ভলকানিক লেকে কাজে ব্যস্ত সবাই, ফলে নীচে... নদীর ধারে একাকী হাঁটছে রানা আর পিন্টো। হায়দারের ক্যাম্পটা কয়েক সপ্তাহ আগে যেমন ছিল তেমনই আছে। পার্থক্য বলতে নতুন কিছু জীবজন্তুর পায়ের ছাপ পড়েছে, আর এলোমেলো ইকুইপমেন্ট ও ছেঁড়াফাটা তাঁবুগুলোর মাঝে মাথা তুলেছে আগাছার দল। তারপরেও কিছু একটা বদলে গেছে এখানে, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে দু'জনে।

অতৃপ্ত আত্মারা আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে না।

হায়দার আর পিন্টোর বাবা-মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। গত কিছুদিনের ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই শান্তি দিয়েছে তাদের আত্মাকে। সবকিছু প্রায় একই রকম, তার পরেও অদ্ভুত এক প্রশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে উপত্যকার বুকে।

নদীর ধারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল দু'জনে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'মার্কোস আর মারিনার সঙ্গে থাকতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না,' মাথা নাড়ল পিন্টো। 'ওরা খুব ভাল। আমাকে অনেক আদর করে। আমার নতুন ভাইও খুব ভাল।'

'স্কুল কেমন লাগছে?'

'ভাল না,' গোমড়ামুখে বলল পিন্টো। 'পড়তে ভাল লাগে না আমার। অন্য বাচ্চারাও আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমি নাকি গেঁয়ো।'

'এই হাসাহাসি সাময়িক। কয়েকদিন পর এমনিতেই শহুরে ছেলে হয়ে যাবে তুমি। তা ছাড়া জীবনে বড় কিছু হতে চাইলে ভালভাবে পড়াশোনা করতেই হবে।'

'জানি। বাবা-মা বলত। হায়দার আঙ্কেলও বলত।'

'ব্যস, তা হলে তো হয়েই গেল। মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। দেখবে, বছর না গড়াতেই ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র হয়ে যাবে তুমি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। আমার তা-ই বিশ্বাস। আর তুমি যদি ভাল রেজাল্ট করো, তা হলে সামনের কোনও ছুটিতে আমার সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'শুধু আমরা দু'জন? নেফি আন্টি থাকবে না?'

হাসল রানা। 'হ্যাঁ, থাকতে পারে।'

'আর সোহেল আঙ্কেল?'

'ও-ও।'

'ঠিক আছে, তা হলে আমি ফার্স্ট হয়ে দেখাব।'

পিন্টোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। খুব চটপটে ছেলে। মার্কোস আর মারিনার কাছে ভালই থাকবে ও। ওদের আদর-স্নেহ ওকে ভুলিয়ে দেবে ছেলেবেলার করুণ স্মৃতি—এ ওর স্থির বিশ্বাস।

'আচ্ছা, নেফি আন্টি কোথায়?' হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ল পিন্টো। 'ও

আমাদের সঙ্গে এল না কেন?'

'ও একটু ব্যস্ত, তাই সঙ্গে আসতে পারেনি। তবে আজ আসবে।'

'সত্যি বলছ তো?'

'অবশ্যই।'

আসলেই ব্যস্ত নেফারতিতি। শুধু ও নয়, ওদের সবারই বেশ ব্যস্ততায় কেটেছে গত কয়েকটা দিন। নাকামুরার কু-পরিকল্পনা প্রতিহত করতে যত না খাটতে হয়েছে, তার চেয়ে কোনও অংশেই কম ছিল না পরের কাজগুলো।

করভাল্ডে নাকামুরার মৃত্যুর পর সহজ ছিল না পরের চব্বিশ ঘণ্টা। পানামানিয়ান আর্মি হাজির হয়েছিল অকুস্থলে। ওদের সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল হাজতে। ঠুকে দিয়েছিল কঠিন মামলা—পানামার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ক্যানালে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার অভিযোগে। শেষ পর্যন্ত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের চেষ্টায়, এবং আমেরিকা ও ফ্রেঞ্চ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ওদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। একে একে পানামার প্রেসিডেন্টের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে সমস্ত প্রমাণ। তৎক্ষণাৎ দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন তিনি। যদিও তখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। নাকামুরা ও তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গরা মৃত; মার্সেনারি বাহিনীর জীবিত সদস্য ও কোবায়াশির বেশিরভাগ কর্মচারী পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। আটকানো গেছে শুধু ক্যানাল ডিরেক্টর লুইস কর্ডোবা ও ছোট মাপের কিছু দোসরকে। অবশ্য পুরো ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করবার জন্য কারমেন-সহ ওদের জবানবন্দিই যথেষ্ট ছিল বিচারের অপেক্ষায় এখন জেলে রয়েছে ওরা।

নাকামুরাকে মদদ দেয়া রহস্যময় পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয় জানা যায়নি। জেনারেলের মৃতদেহ সনাক্ত করতে এগিয়ে

আসেনি কোনও দেশ। করভান্ডে পাওয়া মিসাইলগুলো ছিল ডামি; সোনার যে-চালান ছিল ওতে, সেগুলো থেকেও সমস্ত সিলমোহর তুলে ফেলা হয়েছে টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে থাকাকালীন সময়ে। ট্রান্সপোর্টার ট্রাকগুলোতে কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক ছিল না। কারিগরি দিক থেকে বিশেষ একটি দেশের কিছুটা ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু অফিশিয়ালি তারা প্রায় কসম কাটার ভঙ্গিতে জানিয়েছে—এর পিছনে ওদের কোনও হাত ছিল না। ফলে রহস্যটা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

নেফি এখন পানামা সিটিতে, স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আমেরিকান একটি প্রতিনিধি দলের লিয়াজোঁ হিসেবে কাজ করছে। ভবিষ্যতে একই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, তা নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও চুক্তিনামা তৈরির কাজ করছে ওরা। অবশ্য ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে আজ দুপুরে ভলকানিক লেকে আসবে বলে জানিয়েছে নেফি—ঐতিহাসিক এক আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করবার জন্য। আজই গুপ্তস্থান থেকে ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার বের করে আনা হবে।

গত তিন দিন থেকে সে-কাজেই হায়দারের পুরনো ক্যাম্পে পড়ে আছে রানা, সোহেল আর লিজনেয়াররা। ফিলিপ অঁবিন আগেই ফিরে গেছে দেশে। অন্যদিকে মার্কোস তার পুরনো সহকর্মীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্যানালের সংস্কারে। গেইলার্ড কাট এখনও রুদ্ধ, ইচ্ছে করেই সরানো হচ্ছে না অস্থায়ী বাঁধের মাটিপাথর। আগে মেরামত করে নেয়া হচ্ছে পেড্রো মিগুয়েল ও মিরাফ্লোরেস লকের ভাঙা গেটগুলো। আমেরিকা-সহ পৃথিবীর আরও কয়েকটা দেশ থেকে এসেছে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ দল—দিনরাত তারা কাজ করে চলেছে লকদুটোকে কার্যক্ষম করে তুলতে। আপাতত পণ্য পরিবহন করা

হচ্ছে সড়ক, রেলপথ ও অয়েল পাইপলাইনের মাধ্যমে—ঠিক যেমনটা চেয়েছিল নাকামুরা। পার্থক্য এ-ই যে, তার মালিকানাধীন সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে পানামা সরকার। সরকারি তত্ত্বাবধানেই চলছে পরিবহন সংক্রান্ত কাজগুলো। আশা করা হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই আবার চালু হয়ে যাবে ক্যানাল, যদি মেরামত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান অতি দ্রুত করা যায়। তাড়াহুড়ো করে ইনকাদের গুপ্তধন উদ্ধার করবার জন্য সে-কারণেই নেমে পড়েছে রানা। মার্কোসকে সে-রকমই কথা দিয়েছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্ট থেকে ধুলো ঝাড়ল রানা। বলল, 'চলো, উপরে যাই। নেফি এসে পড়বে যে-কোনও মুহূর্তে।'

পরিচিত পথে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে জ্বালামুখে উঠে এল ও আর পিন্টো। নাকামুরার তৈরি করা ক্যাম্প এখনও রয়ে গেছে, চলে গেছে তার কর্মচারীরা। এখানকার বর্তমান অধিবাসী অল্প ক'জন মানুষ—রানা, সোহেল, ও তিন লিজনেয়ার। ওদের আমন্ত্রণ পেয়ে গতকাল এসেছে মার্কোস ও তার পরিবার... পিন্টো সহ। এ ছাড়া সাইট পাহারা দেবার জন্য রয়েছে পানামানিয়ান আর্মির দশজনের একটা সৈন্যদল।

কাঠের ডকে বসে আছে মারিনা, ছেলেরা পানিতে পাথর ছুঁড়ে মেরে খেলছে। ওদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য ছুটে চলে গেল পিন্টো। রানা এগিয়ে গেল ক্যাম্পের দিকে। তাঁবুর সামনে একটা ক্যাম্প-স্টুল আর চেয়ারে বসে বিয়ারের ক্যান-এ চুমুক দিচ্ছে সোহেল, মার্কোস ও লিজনেয়াররা। রানাকে দেখে আরেকটা ক্যান বাড়িয়ে ধরল সোহেল।

'চলবে নাকি?'

'তা আর বলতে!' একটা ক্যানভাসের চেয়ার টেনে বসল রানা। গরমের মাঝে ঢাল বেয়ে উঠে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা

ক্যানের মুখ খুলে বিয়ারে চুমুক দিল রানা। তারপর ঘড়ি দেখল। 'নেফির আসবার সময় হয়ে গেছে। ও এলেই কাজে নেমে পড়ব, কী বলিস?'

'তা তো বটেই।'

পিনোঁর দিকে ফিরল রানা। 'বোট বাঁধার রোপগুলো চেক করে দেখেছিলেন আপনারা?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'যথেষ্ট লম্বা।'

'আর এক্সপ্লোসিভ চার্জগুলো?'

'ডাবল চেকড্।'

'গুড। তা হলে আমরা তৈরি।'

দশ মিনিট পর দূর থেকে ভেসে এল রোটরের আওয়াজ। আকাশের গায়ে ফুটে উঠল একটা কালো বিন্দু। বড় হতে হতে ইউএস নেভির ছাপ্পড় মারা একটা সি-হক হেলিকপ্টারে পরিণত হলো ওটা। জ্বালামুখের উপরে এসে একটা চক্কর দিল, তারপর নেমে এল লেকের পারে। রোটরের ঘূর্ণন থামতেই দরজা খুলে নেমে এল নেফারতিতি—জিন্সের শর্টস আর আঁটসাঁট টি-শার্টে দারুণ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ওকে। সঙ্গে কয়েকজন অচেনা পুরুষ—পানামার অ্যানথ্রোপলজি মিউজিয়াম থেকে এসেছেন। ধরাধরি করে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল ওরা। এগিয়ে গিয়ে হাত লাগাল রানা ও তার সঙ্গীরা।

বাক্সপ্যাঁটরা নেমে গেলে নেফির দিকে ফিরল রানা। 'আসতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'এসব খুচরো ভদ্রতা ছাড়ো।' বলেই ওকে জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি। ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে গভীর চুমো খেলো। 'আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে এভাবে।'

'কী বেহায়া মেয়ে রে, বাবা!' কপট ভর্ৎসনার সুরে বলল সোহেল। 'লাজশরমের মাথা খেয়েছে।'

হেসে উঠল নেফারতিতি। 'কেমন আছেন আপনারা?'

'একটু আগে পর্যন্ত ভালই ছিলাম। এখন ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছি।'

এবার সবাই হেসে উঠল। একে একে সঙ্গীদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল নেফারতিতি। কুশল বিনিময় হলো দুই পাইলটের সঙ্গেও—লে. কমাণ্ডার পিটার্স আর লে. সিগেল। সেদিন এঁরাই করভাল্ডে নিয়ে গিয়েছিল ওদের।

'আপনারা পুরো উইকএণ্ডই তো থাকছেন এখানে, তাই না?' নেফিকে জিজ্ঞেস করল পিটার্স।

'হ্যাঁ।'

'বেশ। সোমবারে ফিরে আসব আপনাদেরকে নিয়ে যেতে। গুডবাই।'

মালপত্র নিয়ে ক্যাম্পে চলে এল ছোট্ট দলটা। হেলিকপ্টার আকাশে উড়ল বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল দিগন্তে। অতিথিদের জন্য তাঁবু বরাদ্দ করা হলো। বিশ্রাম ও ফ্রেশ হবার জন্য কিছুটা সময় দেবার পর সবাই একত্র হলো ক্যাম্পের আঙিনায়। চা-নাস্তার ফাঁকে ফাঁকে শুরু হলো গল্পগুজব।

অ্যানথ্রোপলজিস্ট দলের নেতা মাঝবয়েসী এক প্রফেসর, নাম হার্নান গনজালেস। রানাকে বললেন, 'আপনার বন্ধু ড. আলী হায়দারের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। ভদ্রলোক প্রথম যখন পানামায় আসেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজারের বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য। পাঁচ মিনিট না যেতেই বুঝে ফেলেছিলাম, ওঁকে নিরস্ত করা আমার কম্মো নয়।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো রানা, 'একটু একগুঁয়ে টাইপের মানুষ ছিল ও।'

'আমিও তাই বুঝেছি। তবে কিছুদিন যেতেই টের

পেয়েছিলাম, তিনি আর দশটা অর্থলোভী গুপ্তধন শিকারীর মত নন... সত্যিকার অর্থেই একজন গবেষক ছিলেন। স্থানীয় গল্পগাথা সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানতেন... এমনকী *এল্ কামিনো রয়্যাল*, মানে কিংস হাইওয়ে সম্পর্কেও ভাল ধারণা ছিল তাঁর।' একটা পাইপ ধরালেন প্রফেসর গনজালেস। 'অবশ্য... কখনও ভাবিনি গুপ্তধন তিনি সত্যি সত্যি খুঁজে বের করবেন।'

'আসলেই পারেনি,' স্বীকার করল রানা। 'কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু ধাঁধার শেষ সূত্রটা ধরতে পারেনি ও। জিয়োলজি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাই বুঝতে পারেনি, এই পাহাড়ের গঠনে একটা বড় ধরনের অসামঞ্জস্য আছে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন বিজ্ঞানীরা।

'অসামঞ্জস্য? কীসের কথা বলছেন?'

'জলপ্রপাতটা... ওটা কৃত্রিম।'

'কী!'

'ঠিকই শুনেছেন। ওটা প্রাকৃতিক নয়। আমার ধারণা, ইনকা কারিগরেরা একটা বাঁধ তৈরি করেছিল এখানে, পানি জমিয়ে এই জ্বালামুখ পুরোপুরি ডুবিয়ে দেবার জন্য।'

কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন প্রফেসর। পাইপের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'প্লিজ, গোড়া থেকে বলুন ব্যাপারটা। আপনার কথাগুলো কেমন যেন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে।'

একটু হেসে সামনে ঝুঁকল রানা। বলতে শুরু করল, 'নীচের সরু নদীটা... যেটাকে স্থানীয়রা খুনে পানি বলে... গিয়ে মিশেছে রিও টুইরা নদীতে। ওখানে একটা জলপ্রপাত আছে, যার কারণে বৈঠাঅলা নৌকাগুলো সরু নদীতে ঢুকতে পারে না। হায়দার আবিষ্কার করেছিল, জলপ্রপাতটা আসলে তৈরি হয়েছে একটা কৃত্রিম বাঁধের কারণে। ওটার সাহায্যে এদিককার পানি মোটামুটি

দশ ফুট উঁচু করে তোলা হয়েছিল; প্রাচীন আমলের কংকুইস্টেডরদের সাধ্য ছিল না জলপ্রপাত ঠেলে নৌকা নিয়ে এদিকে আসার। হায়দার ভেবেছিল, এপাশ দুর্গম করে তোলা হয়েছিল ইনকাদের টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার লুকিয়ে রাখবার জন্য—নদীর তলাতেই কোথাও ওগুলো আছে বলে ভেবেছিল ও।

'কিন্তু একটা ব্যাপারে ইনকাদেরকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে বসেছিল হায়দার। ঠিক ধারাতে এগোলেও ভাবতে পারেনি, ওরা আরও কয়েক কাঠি সরেস হতে পারে। নদী নয়, ওরা আসলে বেছে নিয়েছিল জ্বালামুখটাকে। ঘটনা এরকম—এই এলাকায় এসেই পেয়ালার মত মাথাঅলা একটা পাহাড় আবিষ্কার করে ইনকারা, যেটা বৃষ্টির পানিতে আংশিক পরিপূর্ণ। পাহাড়চূড়ার একপাশে বিশাল এক ফাটল থাকায় এই পেয়ালা পুরোপুরি ভর্তি হতে পারে না। আমার হিসেবে এই ফাটল ছিল পঞ্চাশ ফুট উঁচু, আর প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া...'

'এক মিনিট,' রানাকে থামিয়ে দিলেন প্রফেসর। 'কীভাবে করলেন এই হিসেব?'

'জিয়োলজির একটা সূত্র... অ্যাঙ্গেল অভ রিপোজ দিয়ে,' রানা বলল। 'পাহাড়টার নীচের দিকে ঢাল চৌত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। একই কথা খাটে উপত্যকার মাটির বেলায়। শত-সহস্র বছর আগে এই অ্যাঙ্গেলে সেট্‌ল্ হয়েছে এ-অঞ্চলের মাটি। কিন্তু জলপ্রপাতটা... অন্তত ওটার উপরের পঞ্চাশ ফুট... অনেক বেশি খাড়া। সত্তর ডিগ্রির কম নয়—ওটা অস্বাভাবিক। তাই হিসেব-নিকেশ করে মনে হলো, ওটা মানুষের বানানো।'

'নীচেরটার মত?' উত্তেজিত হয়ে উঠল মার্কোস।

'হ্যাঁ। তবে ওটার চেয়ে অনেক... অনেক বড়।'

নেফারতিতির চোখজোড়াও জ্বলজ্বল করছে। 'তারমানে

ইনকারা এই বাঁধ তৈরি করেছিল এই জ্বালামুখের ভিতরে ওদের লুঠ করে আনা সোনাদানা লুকিয়ে রাখার জন্য?'

'হ্যাঁ,' রানা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। 'ওগুলো লুকানোর পরে বাঁধটা তৈরি করে ওরা। বৃষ্টির পানি জমিয়ে তলিয়ে দেয় পুরো জ্বালামুখ। আধুনিক ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া গুপ্তধনের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে। জলপ্রপাতের পানি আমরা যা দেখি, সেটা বাঁধ উপচে পড়া পানি বৈ আর কিছু নয়।'

'কিন্তু একবারেই নিশ্চয়ই সব সোনাদানা জোগাড় করেনি ওরা। বাঁধ তৈরির পরে যেগুলো জোগাড় করত, সেগুলো কী করে লুকাত?'

'সহজ। শুকনো মৌসুমে পানি কমে গেলে বাঁধের কোনও একটা আলগা পাথর সরিয়ে নিত, লেক থেকে বের করে দিত পানি। গুপ্তধন লুকিয়ে আবার আটকে দিত পাথরটা। বৃষ্টি এদেশে ঘন ঘন হয়। জ্বালামুখ আবার ভরাট হয়ে যেতে বেশি সময় লাগত না।'

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলছেন আপনি।' একমত হলেন প্রফেসর গনজালেস।

'গুপ্তধন তা হলে কোথায় লুকানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মার্কোস। 'লেক তো অনেক বড়। ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে বুঝব কী করে?'

'এর জবাব খুঁজে পেয়েছি প্যারিসে কেনা গুদাঁ দু লিপিনের জার্নালে।' পকেটে হাত দিয়ে ডায়েরিটা বের করে আনল রানা। 'পানামা খালের সম্ভাব্য লোকেশনের খোঁজে পুরো দেশে সার্ভে চালিয়েছিলেন তিনি। উত্তরাঞ্চলে এখানকার মতই একটা মৃত আগ্নেয়গিরি খুঁজে পেয়েছিলেন, তবে সেটা শুকনো মৌসুমে জ্বালামুখ দেখতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেন—বন্ধ জ্বালামুখের মাঝখানে টিলার মত জমে আছে নিরেট

মাটি, আর তার মাঝে মৌমাছির চাকের মত রয়েছে অসংখ্য গুহা! ব্যাপারটা জার্নালে লিখে রেখে গেছেন ভদ্রলোক...

রানার কথা শেষ হলো না, ঝট্ করে লেকের মাঝখানের দ্বীপটার দিকে তাকাল নেফারতিতি। ওখানেই প্রথম দিন আটকা পড়েছিল রানা আর পিন্টো সহ। 'মাই গড! দ্বীপ নয়, ও...ওটা আসলে একটা ডুবোপাহাড়! সেই পাহাড়ের গুহায় আছে গুপ্তধন, তাই না? হায় খোদা, গুপ্তধনের মাথায় বসে ছিলাম আমরা সেদিন!'

'এগজ্যাক্টলি,' রানার মুখের হাসি বিস্তৃত হলো।

'কী করব আমরা এখন?'

'সিম্পল। বোমা মেরে বাঁধটা উড়িয়ে দেব, যেন সব পানি বেরিয়ে যায় লেক থেকে, বেরিয়ে আসে পাহাড়ের গা। এরপর গুহাগুলোয় ঢুঁ মারতে হবে। ইন ফ্যাক্ট... এক্সপ্লোসিভ বসিয়ে রেখেছি আমরা। রিও টুইরার ভাটিতে থাকা গ্রামগুলোকেও স্থানীয় এনজিও-র মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে—লেকের বিপুল পানি নীচে নেমে গেলে ছোটখাট প্লাবন দেখা দিতে পারে।'

'তা হলে অপেক্ষা কীসের?' পাইপ টানতে ভুলে গেছেন প্রফেসর।

'আপনাদের অনুমতির, স্যার,' বলল রানা। 'ছয়শ' বছরের পুরনো একটা বাঁধ ধ্বংস করতে চাইছি আমরা—ইনকাদের তৈরি করা। নিঃসন্দেহে ওটা একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।'

'চুলোয় যাক বাঁধ! টোয়াইস স্টোলেন ট্রেজার তার চেয়ে অনেক দামি।'

একটা হ্যাণ্ডিক্যাম তুলে দেখাল সোহেল। 'আমরা পুরো বাঁধের খুঁটিনাটি ভিডিও করে রেখেছি। ছবিও তোলা হয়েছে অনেক। চাইলে গবেষণা করতে পারবেন।'

'বললাম তো কোনও অসুবিধে নেই। আপনারা আপনাদের কাজ করুন।'

আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে এল সবাই। লেকের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। মারিনা আর বাচ্চাদেরকেও ডেকে আনা হলো ডক থেকে। রানার হাতে একটা ছোট্ট রিমোট তুলে দিল লুভান।

'সম্মানটা আপনার প্রাপ্য।'

রিমোটের লাল বাটন টিপে দিল রানা। পরমুহূর্তে গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। জলপ্রপাতের কিনারে ছিটকে উঠল মাটি-পাথর আর পানি, আলোড়ন দেখা দিল ওখানে। হুড়মুড় করে তীব্র স্রোতস্বিনী বয়ে চলল ওদিকে। বিপুল জলরাশি প্রবল আক্রোশে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

দ্বীপের উপর চোখ আটকে আছে সবার। ইঞ্চি ইঞ্চি করে কমতে শুরু করেছে পানির লেভেল। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হচ্ছে ডুবোপাহাড়ের ভেজা শরীর। পানি অনেকদূর কমে যেতেই অবলম্বন হারিয়ে ভেঙে পড়ল লেক পারের ডক। ওখানে বাঁধা বোটগুলোও পানির টানে ভেসে চলে যেত, গেল না লম্বা দড়ি দিয়ে খুঁটির সাহায্যে সৈকতে বেঁধে রাখায়

প্রায় বিশ মিনিট চলল পানির তাণ্ডব, তারপর থিতিয়ে এল। ততক্ষণে ডুবোপাহাড়ের প্রায় চল্লিশ ফুট বেরিয়ে এসেছে পানি থেকে সিক্ত শরীর থেকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে কালো কয়েকটা গুহামুখ।

লেকের পরিস্থিতি যাচাই করল রানা আর কমবে না পানি। শেষ কিছুটা অংশ আটকা পড়ে গেছে বাঁধের অক্ষত অংশের কারণে। সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হলো ও। সৈকতের ভেজা পাড় ধরে নেমে এল, ভাগাভাগি হয়ে উঠল দুটো বোটে। লেক পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল ডুবোপাহাড়ের গোড়ায়।

নির্দিষ্ট গুহাটা খুঁজে পেতে এক মুহূর্তও লাগল না। এক

দেখাতেই ওটা চিনে ফেলল সবাই গুহামুখের বাইরে, ঢালের গায়ে শোভা পাচ্ছে একটা পাথরে তৈরি ভাস্কর্য। সূর্যদেবের মূর্তি। বোট থেকে নেমে পড়ল আরোহীরা। কেউ কোনও কথা বলছে না। পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ল গুহায়।

ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছে লিজনেয়াররা। জ্বালানো হলো ওগুলো। ভেজা মেঝে মাড়িয়ে এগিয়ে চলল সবাই। কিছুদূর যেতেই সিঁড়ির দেখা মিলল, ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। সিঁড়িতে পা রাখল ওরা।

ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে সামনে ও পিছনে। গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ। সামনে কী আছে জানা নেই, শুধু জানে পাহাড়টার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করছে ওরা। বাতাস স্যাঁতসেঁতে, ভেজা ভেজা। প্রায় শ'খানেক ধাপ পেরুনোর পর মাঝারি আকারের একটা চেম্বারে নেমে এল। চেম্বারের ভিতরে আলো ঘোরাল তিন লিজনেয়ার, সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেল সবার। খুশিতে চিৎকার করে উঠল নেফারতিতি।

দৃশ্যটা চিৎকার করবার মতই বটে। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। চেম্বারের এক প্রান্তে, যেখানে দুটো দেয়াল এক হয়েছে, সেখানে আক্ষরিক অর্থেই সোনা আর সোনার তৈরি আর্টিফ্যাক্টের বিশাল এক স্তূপ জমানো হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সেই স্তূপ ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত কেউ ওরা কোনও কথা বলল না বা একচুল নড়ল না। মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে, কথা বললে বা নড়ে উঠলে ঘুমটা ভেঙে যাবে।

কী নেই ওখানে! সোনায় গড়া মূর্তি, অলঙ্কার, আসবাব... সেই সঙ্গে অমূল্য পাথরের ভাণ্ডার। অদ্ভুত সুন্দর নকশা প্রত্যেকটার। আছে অলঙ্কার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য নানারকম পাত্র, বাঁশি, মুকুট—সবই রত্নখচিত।

'হায়, যিশু!' ফিসফিসিয়ে উঠল মার্কোস। 'এ দেখি কুবেরের

ভাণ্ডার!'

রানা হাসছে। 'কী, এ দিয়ে ক্যানাল আবার চালু করা যাবে তো?'

'চালু মানে? আরও দুটো ক্যানাল খোঁড়া যাবে।' কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটল মার্কোসের চোখে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. রানা। জানি না আপনার ঋণ আমরা কীভাবে শোধ করব।'

'এভাবে!' বলে রানাকে আবার জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল ওর মুখ।

'আবার শুরু করলে?' বিরক্ত গলায় বলল সোহেল। 'উফ্, তোমরা যে কী না!'

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —**কা. আ. হোসেন।**

ই-মেইল যোগাযোগ alochonabibhag@gmail.com

আনিস-উজ-জামান, মোবা: ০১৭৭২৬৮৬২০২
২৯২ উত্তর গোড়ান, সিপাইবাগ, ঢাকা ১২১৯।

চিঠির প্রথমে শীতের সকালের শিশির ছড়ানো কচি ঘাসের, ঝিঙে ফুলের শুভেচ্ছা। ১৭/১৮ বছর ধরে সেবার বই পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু আপনাদের কোনও বই-ই আমার কাছে পুরানো মনে হয় না। সব সময় মনে হয় চির-নতুন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিদিন ভোরের যে-সূর্যকে আমরা দেখি, তাকে কিন্তু সর্বদা চির-নতুনই মনে হয়।

কাজীদা, সম্প্রতি সেবার রহস্য উপন্যাস *দ্বীপ বিভীষিকা, বিষ,* বিশ্বযুদ্ধের উপন্যাস *অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা,* মাসুদ রানা-র *দংশন, স্নাইপার, চাই ঐশ্বর্য* পড়লাম। এক কথায় অনবদ্য, অসাধারণ।

কয়েকটি অনুরোধ রাখছি আপনার কাছে: (১) হরর, সায়েন্স ফিকশন, রহস্য উপন্যাস, শিকার কাহিনি, অনুবাদ বেশি-বেশি প্রকাশ করুন। (২) মাসুদ রানা সিরিজে রুপা, গিলটি মিয়া, সোহানা, মণিকা, সোহেল, কবীর চৌধুরি, কুয়াশা—এদেরকে বার-বার আনুন। (৩) তিন গোয়েন্দায় জিনা, রাফিয়ান, বোরিস, রোভার—এদের আনুন। (৪) ওয়েস্টার্ন সিরিজে রক বেনন, ক্যালকিন, এরফান, ওসমান পরিবার—এসব চরিত্র নিয়মিত আনুন।

❋ চেষ্টা করব।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু, মোবা: ০১৭১৭৯৮২০২৩
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

মাসুদ রানা যখন প্রথম পড়তে শুরু করি, তখন সদ্য কিশোর আমি। এরপর পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় অনেক স্রোত বয়ে গেছে কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠেছি। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, রানা আগের মতই সেই একই বয়সে রয়ে গেছে! বুড়ো হওয়ার তাগিদ নেই!

বাউন্টি হান্টার্স-১+২ এইমাত্র পড়ে শেষ করলাম। পড়া শেষে মন খারাপ হয়ে গেল। কাহিনি আরও খানিকটা লম্বা হলে ভাল হত। আশ মিটত হৃদয়ের!

টানটান উত্তেজনায় ভরপুর বাউন্টি হান্টার্স নামে একজোড়া বই উপহার দেবার জন্য রানার স্রষ্টা চির-যুবক কাজী আনোয়ার হোসেন, আমার কাজীদা-কে সহস্র বসন্তের শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি, আমার আগে তিনি যেন পটল ক্ষেতে গিয়ে কষ্টকর কাজটা না করেন। করলে কসম খোদার, আমি তাঁকে আর ভালবাসব না।

❋ তাই নাকি?

মাহমুদুল হক শুভ
৩৫ নং গেইট, ময়নামতি ক্যান্ট., রামপুর, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

আশা করি ভাল আছেন। মাসুদ রানা সিরিজের সাথে সম্পর্ক আমার বেশি দিনের নয়। তবুও আমি বিশটি বই জোগাড় করে পড়ে ফেলেছি। আরও জোগাড়ের চেষ্টা করছি। *কিল-মাস্টার* বইটি ভাল লেগেছে। আপনার কাছে দুটি বিষয় জানার ছিল। ১. সেবা প্রকাশনী, প্রজাপতি প্রকাশনের অঙ্গ নাকি প্রজাপতি, সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ? ২. সাধারণ বুকস্টলে সেবার বই কমিশনে বিক্রি হয় কি না। মাসুদ রানা ও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। মাসুদ রানার সকল পাঠকের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ।

❋ সেবা ও প্রজাপতি উভয়ই উভয়ের অঙ্গ। কমিশনের কথা আমার জানা নেই, ভাই। বই বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।

আপনারও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এস.এম. সাদিকুল হক, রাস্তা নং-২২/১,
বাসা ৫৫/২, ওয়ার্ড নং-৪, প্রফেসর কলোনি, কলেজ রোড, গাইবান্ধা।

আজ জীবনে প্রথমবারের মত আলোচনা বিভাগে লিখতে বসলাম। মাসুদ রানা সিরিজের শেষ বই পড়েছিলাম *গহীন অরণ্য*, কিনেছিলাম ২০০৪ সালে। প্রথম কোন্ বইটি পড়েছিলাম মনে নেই, তবে মাসুদ রানা সিরিজের

প্রথম বই *ধ্বংস-পাহাড়* পড়েছিলাম বোধ হয় ষোলো বছর বয়সে। খুব আনন্দ পেয়েছিলাম, হয়েছিলাম রোমাঞ্চিত ও শিহরিত! হায়, সেই দিনগুলো! এখন শুধু রহস্যপত্রিকার শেষে, বই-পরিচিতিতে মাসুদ রানার কিছু সংক্ষিপ্ত অংশ পড়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাতে দুঃখ নেই খুব বেশি, কারণ অতীতেও সব বই পড়া না হলেও যেগুলো পড়েছি বাস্তব জীবনে তার উপকার এবং কিছু-কিছু প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি। যেমন, *ভারতনাট্যম, মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র, ক্ষ্যাপা নর্তক, পপি, স্বর্ণমৃগ, সাগরসঙ্গম, বিপদজনক, টার্গেট নাইন, অগ্নিপুরুষ, এসপিওনাজ, যাত্রা অশুভ, লেনিনগ্রাদ, সেই উ সেন, আবার উ সেন, আবার সেই দুঃস্বপ্ন ইত্যাদি*। বন্ধুদের কাছে ধার করে পড়েছি কিছু বই। সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের, ১৯৯৩ সালের ৮ জানুয়ারি সংখ্যা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও ২০১০ সালের ১৬ জানুয়ারিতে দৈনিক কালের কণ্ঠ সংবাদপত্রের স্পটলাইট বিভাগে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার পড়ে, তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কথা জেনে ব্যথিত হয়েছি। সাক্ষাৎকার দুটি সংগ্রহে আছে। সবশেষে মাসুদ রানা, সেবা প্রকাশনী এবং কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য ও শুভ কামনায়।

❋ শুভ কামনা থাকল আপনার জন্যও!

মোঃ আরজু আহাম্মেদ, মোবা: ০১৭২৯৩৭৭৫৭৪
গ্রাম: দক্ষিণ ভবানীপুর, পোস্ট: মধুপুর, জেলা: কুষ্টিয়া ৭০১০।

প্রিয় কাজীদা,

আপনি ভাল আছেন, সেটা আশা করাই সম্ভবত ভাল। আমি সেবার অন্ধ ভক্ত। তিন গোয়েন্দার মাধ্যমে আমার হাতে খড়ি। বর্তমানে আমি মাসুদ রানার পাঠক। ২০০৮ সাল থেকে আমি মাসুদ রানা পড়ছি। বর্তমানে আমার স্টকে ২৮০টির বেশি বই রয়েছে। আচ্ছা, কাজীদা, এখন কি সেবা প্রকাশনীতে পুরানো বই আছে? থাকলে জানাবেন, প্লিজ। রকিবদাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। সেবার অগণিত পাঠকের দোয়ায় আপনার আয়ু যেন শত বছর বৃদ্ধি পায়। আমি এবার এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী। ভাল রেজাল্ট করার জন্য সবার দোয়া চাই।

❋ দোয়া থাকল। রকিবদাকে জানিয়ে দিলাম শুভেচ্ছা।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২/১২/১৪ পাপে মৃত্যু+বন্দিনী+দাঁড়াও পথিক
(রহস্য উপন্যাস ভলিউম) কাজী আনোয়ার হোসেন

পাপে মৃত্যু: জীবনবীমার টাকাগুলো চাই-ই বুঝি তোমার? পারবে তুমি আত্মহত্যাকে খুন হিসেবে প্রমাণ করতে? সে খুনের দায় তোমার নিজের কাঁধে চাপবে না তো? লোভ কোরো না, পপি—লোভে পাপ হবে, পাপে মৃত্যু!

বন্দিনী: এশিয়ার নিরাপদতম ব্যাঙ্ক—ওভার সীজ সেফ ডিপোজিট ব্যাঙ্ক। কারও সাধ্য নেই এর তিন ইঞ্চি ইস্পাত মোড়া সেফটি ভল্ট ভাঙে। দিন-রাত সর্বক্ষণ কড়া পাহারার ব্যবস্থা, অসংখ্য অ্যালার্ম সিসটেম।

কিন্তু এই ব্যাঙ্ক থেকেই লক্ষ-লক্ষ টাকা সরাবার এক অভিনব বুদ্ধি বের করে ফেলল বেঁটে বামন টুক্কু। ফাঁদে আটকা পড়ল নষ্টা মেয়ে শিউলি।

দাঁড়াও পথিক: সহজ, সরল, নিরীহ ছেলে জাফর। ছোট বেলায় মন টেনেছে তাই উঠে-পড়ে লেগেছিল সে তালার পেছনে। তালা পেলেই খুলে দেখা চাই। হরেক রকম তালা ঘেঁটে-ঘেঁটে নিজেই জানে না ঠিক কখন সে হয়ে গেছে তালার জাদুকর। এক সময় ওর ওপর চোখ পড়ল একটি বিশেষ মহলের। শুরু হলো আশ্চর্য ভয়ঙ্কর এক কাহিনির।

আরও আসছে

২৭/১২/১৪	রহস্যপত্রিকা	(৩১ বর্ষ ৩ সংখ্যা)	জানুয়ারি, ২০১৫
০১/০১/১৫	অভিশপ্ত রক্ত	(অতিপ্রাকৃত কাহিনি)	আফজাল হোসেন
০৭/০১/১৫	নিঃসঙ্গ নেকড়ে	(ওয়েস্টার্ন)	মাসুদ আনোয়ার

মাসুদ রানা

জাপানি টাইকুন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে পা রাখতেই ফাঁদে পড়ল
সোহেল, নেফারতিতি ও ফ্রেঞ্চ লিজনের সৈন্যরা।
রানাকে উদ্ধার করবে কী, নিজেদেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।
সেখান থেকে বাঁচলেও কি রেহাই আছে?
অপেক্ষা করছে নিত্যনতুন বিপদ।
ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে কেনজি নাকামুরার ভয়াল পরিকল্পনা।
সাহায্য পাবার উপায় নেই। পানামার প্রশাসনকে
টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে ধুরন্ধর জাপানি টাইকুন।
পিছনে লগিয়ে দিয়েছে তার পোষা খুনে বাহিনী।
এখন কী করা?
শেষ পর্যন্ত একাই মাঠে নামল রানা ও তার সঙ্গীরা।
পানামা ক্যানালের বুকে বেধে গেল ভয়াবহ সংঘাত।
আর ইনকাদের হারানো ট্রেজার?
সেটারই বা কী খবর?

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০